অবধূত-লোক-গৌরব

শ্রীযুক্ত ভুলুয়া বাবা।

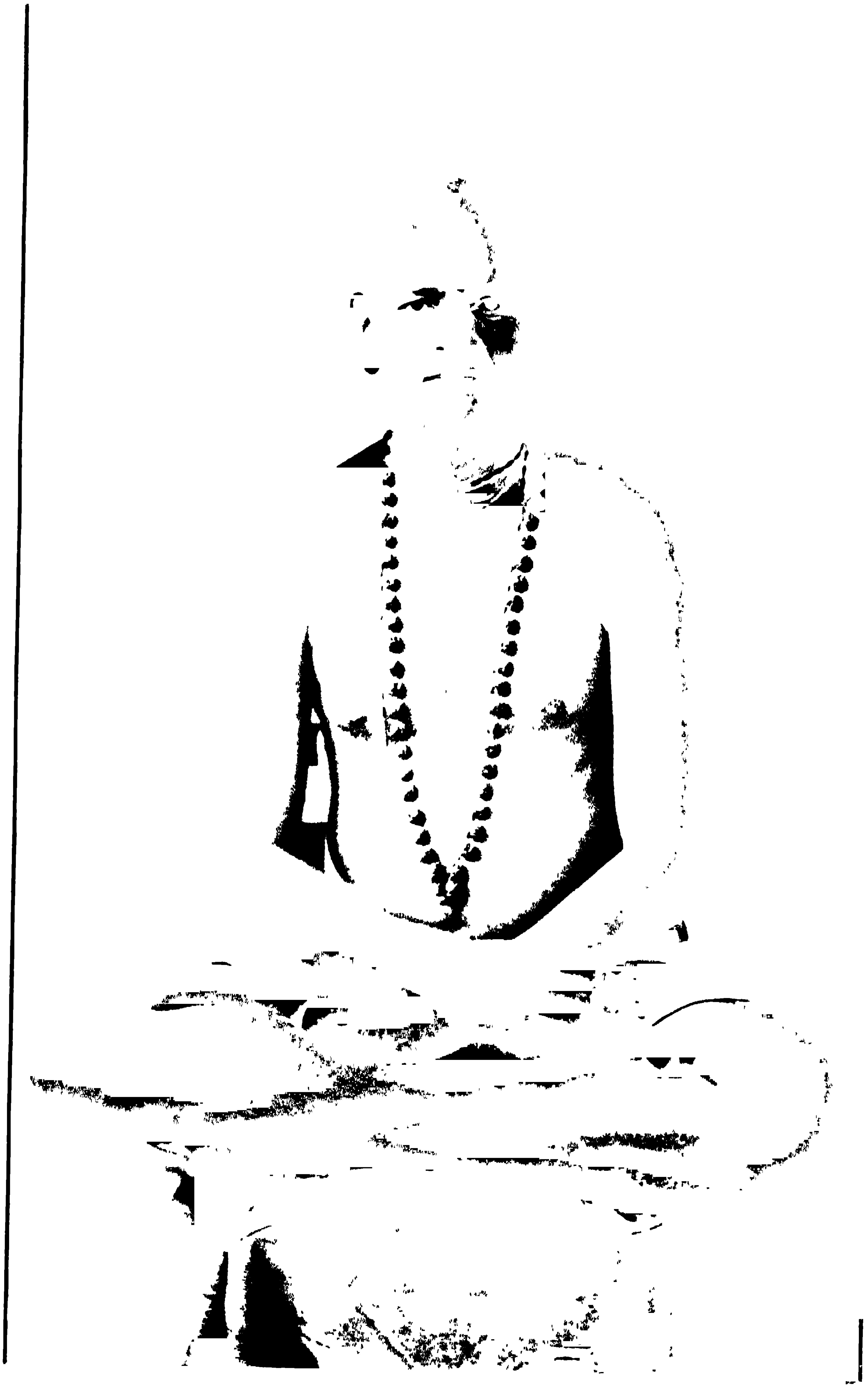

৭২ বৎসর বয়সে বৃন্দাবনে।

শ্রীশ্রীকালী কুল-কুণ্ডলিনী ॥

দ্বিতীয় খণ্ড

"যৎ সারভূতং তদুপাসনীয়ম্ ॥"

শ্রীশ্রীব্রজ-মাধুরী, সদ্ভাবতরঙ্গিণী, হরিবোলঠাকুর প্রভৃতি ধর্ম্ম-গ্রন্থ-প্রণেতা,
বর্ত্তমান যুগের বিশিষ্ট তত্ত্বদর্শী-সাধক, "অবধূত-
লোক-গৌরব" "ভক্ত-কবি-চূড়ামণি"

শ্রীযুক্ত ভুলুয়া বাবা প্রণীত ॥

১৩৪৫

প্রকাশক

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বি, এ, বি, এল,
হেড মাষ্টার, হাইস্কুল, বনোয়ারী নগর।
পোঃ বনোয়ারী নগর। [পাবনা।]

মূল্য তিনটাকা মাত্র।

প্রকাশক—শ্রীঅনুকূলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বি, এ, বি, এল্, পোঃ বনোয়ারী নগর (পাবনা।)
প্রিণ্টার—শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী, কালিকা প্রেস, ২৫, ডি, এল্, রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

CALCUTTA LIBRARY

শ্রীশ্রীকালী কুলকুণ্ডলিনী

প্রকাশকের নিবেদন

এই পবিত্র ধর্ম্ম-গ্রন্থ-সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য, তাহা প্রথম খণ্ডের প্রথমেই প্রকাশ করিয়াছি। এবার আর নূতন করিয়া কিছু লেখা আবশ্যক বোধ করি না। গ্রন্থখানি এক খণ্ডে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সুবৃহৎ গ্রন্থ দুই খণ্ডে প্রকাশ করিতে প্রধান প্রধান ভক্ত-সাধকগণের ইচ্ছা হওয়ায়, আমরা দুই খণ্ডে প্রকাশ করিলাম।

প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্ট আমরা সংক্ষেপে শেষ করিয়াছি। এই খণ্ডে অবশিষ্ট প্রকাশ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। এই বিরাট গ্রন্থের পরিশিষ্ট যথারীতি লিখিতে বসিলে আর এক খানি সু-বৃহৎ গ্রন্থ হয়। তাহা এই গ্রন্থের শেষে যুক্ত করা অসম্ভব হয়। তজ্জন্য আমরা পাঠকগণকে সদ্ভাবতরঙ্গিণী পাঁচ খণ্ড অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করি। এই গ্রন্থের যথার্থ পরিশিষ্ট সদ্ভাব-তরঙ্গিণী।

এই গ্রন্থ কুমিল্লার সিংহ প্রেস হইতে যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন ১৩১৭ সালে রেজেষ্ট্রী করা হয়। কেহ এই গ্রন্থ প্রকাশ করিলে, অথবা কোন অংশ নিজের নামে প্রকাশ করিলে, অথবা কোন অংশ নিজের কোন গ্রন্থে দিলে, অথবা কোন পদ্য গদ্য করিয়া নিজের গ্রন্থে প্রকাশ করিলে, তাহাকে দুই হাজার টাকা ক্ষতি-পূরণ দিতে হইবে, এবং ফৌজদারীতে পড়িতে হইবে। এই সব সত্ত্ব আছে। তাহা সত্ত্বেও, গড়ীয়া-বৈষ্ণবঘাটার শরৎচন্দ্র গাঙ্গুলী এবং কাশীধামের সুকুমার ব্রহ্মচারী ও নারায়ণী দেবী, এই গ্রন্থের কতকাংশ চুরি করিয়া নিজেদের নামে প্রকাশ করিয়া ধরা পড়ে। কিন্তু ক্ষমাময় মহাপুরুষ ভুলুয়া বাবা ক্ষমা করেন। এবার বিশেষভাবে সাবধান করা যাইতেছে, পুনর্ব্বার কেহ এরূপ করিলে তাহাকে ক্ষমা করা হইবে না।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এ, বি, এল,
প্রকাশক।

গ্রন্থে বর্ণিত বিষয় সমূহ

চতুর্থ দিন।

১ম পরিচ্ছেদ—মঙ্গলাচরণ. শ্রীশ্রীমহাকালী স্তোত্র। (এই স্তোত্রে "কালী" শব্দ-স্থানে "তুমি" বসাইয়া "বিশ্ব-জননী-স্তোত্র" নামে প্রকাশ করা হইয়াছে।) সূর্য্য-স্তোত্র। ভক্তি ও যোগের নৈকট্য বর্ণন। অষ্টাঙ্গ যোগের লক্ষণ; নিয়মের বিশেষ ব্যাখ্যা। শ্যামানন্দ সরস্বতীর নিত্যকর্ম্ম। সন্ন্যাসী বা বৈরাগিগণের বিলাসিতা বিষয়ে মন্তব্য। পরিচ্ছদ অপেক্ষা গুণেরই সম্মান। "অনাসক্ত-ভোগ" কথার অর্থ নাই। ব্রহ্মচর্য্য। সাধকেরা কেন সময় সময় পথভ্রষ্ট হন; পাঁচ মাতালের বিবরণ। অনাবশ্যক কর্ত্তব্যজ্ঞান। জড় ভরত। সংসারে কোথায় শান্তি, আর কোথায় অশান্তি। মূর্খের সঙ্গে বন্ধুত্বের পরিণাম। রাজা ও মর্কটের গল্প। ধৃষ্টের পরিণাম। সিংহ ও শূকরের বার্ত্তা। শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব। শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র।

২য় পরিচ্ছেদ—চতুর্ব্বিধা ভক্তির লক্ষণ। ভক্তি কিসে হয়; ভক্তির অন্তরায় কি কি? ত্যাগী কাহাকে বলে। বৈদ্যনাথের বালানন্দ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সদালাপ। মোক্ষ-কবে মুক্তির জন্য দৈবের প্রভাব। রত্নেশ্বরের বিবরণ।

৩য় পরিচ্ছেদ—নিস্তারিণী-স্তোত্র। গোবিন্দ-অর্চ্চনে কোন্ ভাব গ্রহণীয়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাব বর্ণন। সকলভাবেই মানের মাধুর্য্য আছে। মাতৃ-ভাবের শ্রেষ্ঠত্ব, এবং সমস্ত ভাবেই তাহার প্রয়োজন কেন। গাভীর মাতৃ-স্নেহ, মাতৃ-স্নেহ অতুলনীয়।

৪র্থ পরিচ্ছেদ—সাধন-তত্ত্ব; মন-বুদ্ধি-অর্পণ; মন-শূন্য সন্ধ্যা-পূজা কেন ভাগবত কর্ম্ম নয়? সাধু-সঙ্গের শ্রেষ্ঠত্ব। যোগ্যাযোগ্য-বিচার। বিষয়-ভজন ত্যাগ করিয়া পরমেশ্বরে চিত্ত যায় না কেন। আগ্রহ ও ব্যাকুলতা। দৃঢ়তা ও বিড়ম্বনা। দুর্জ্জনে সাধুর বেশে অন্যায় ঘটাইলে, সাধুসঙ্গ-ত্যাগ কর্ত্তব্য নহে কেন? সত্যের জন্য বিড়ম্বনা সহ্য করার পুরস্কার বর্ণন। হরিঘোষ। কৃপা বুঝিতে পারিলে, সাধনে আগ্রহ জন্মে। অনুকূলা

ও প্রতিকূলা কৃপার আলোচনা। সাধু নীচ জাতি হইলেও শ্রেষ্ঠ অর্চ্চনীয় কি জন্য। পরমেশ্বর সকল জাতির সমান দাবীর জিনিস, এবং তাঁহাকে সকলেই অর্চ্চনা করিতে পারে। মুসলমানও, যোগ্য হইলে, কালী-দুর্গা পূজা করিতে পারে। সুলতানের বিবরণ; উৎসাহের প্রভাব; ভাগবতের শমদম।

৫ম পরিচ্ছেদ—ভক্তি যোগ ও সন্ন্যাসিগণ; সন্ন্যাসী-পরিচয়। মণিভদ্রের বিবরণ।

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ—গরীব ব্রহ্মচারী; কামদেব তার্কিক ও যাদবেন্দ্র অবধূত। এখন পূজাদি দ্বারা আমাদের মঙ্গল হয় না কেন? বর্ত্তমান সময়ের পৌরহিত্য। পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের অর্চ্চনার বিষয়। সেবাপরাধ, নামা-পরাধ, নাম-মাহাত্ম্য।

৭ম পরিচ্ছেদ—কলহ কীর্ত্তন ও উচ্ছ্বাস।

পঞ্চম দিন।

১ম পরিচ্ছেদ—শক্তিপূজা, বা কালীপূজার প্রাচীনত্ব; কালীনামের ও কালীভক্তের মাহাত্ম্য-বর্ণন। শিলংএর শিক্ষকের প্রাণরক্ষা। উমাসুন্দরীর বৃত্তান্ত। শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের বিষয়। পদ্মায় মাছ লাফাইয়া উঠার বৃত্তান্ত। ত্রিপুরা-উদয়পুরের জঙ্গলে বাঘের হাতে প্রাণ-রক্ষা। মা-নামের উৎপত্তি; কালীনাম ও প্রণবের অভেদ বর্ণন। চান্দাইকোণার করতোয়া-ঘাটে বেশ্যাদের আচরণ। জীবন-মুক্তের লক্ষণ। ভক্তি-মার্গে জীবন-মুক্ত; দেওয়ান রঘুনাথ। শিবমাহাত্ম্য-বর্ণন। কাশীর সিমন-চৌহাট্টা লেনের গুরুর বিষয়; মার্কণ্ডেয়ের ইতিহাস; সুবুদ্ধি রায়; শিবস্তোত্র। প্রার্থনা।

২য় পরিচ্ছেদ—ষট্‌চক্র, ও কুল-কুণ্ডলিনী-তত্ত্ব।

৩য় পরিচ্ছেদ—সাধক-রাজ কমলাকান্ত।

৪র্থ পরিচ্ছেদ—জীবন-মুক্ত মহাপুরুষ মহেশ মণ্ডল।

৫ম পরিচ্ছেদ—যজ্ঞে ছাগাদি বলিদানের আলোচনা।

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ—জলদান-মাহাত্ম্য। শিক্ষা-বিস্তার। পিতৃভক্তি; নাভাগ, ও পুণ্ডরীকের বৃত্তান্ত। অতিথি-সেবা-মাহাত্ম্য। রন্তীদেব, ও ধরা-দ্রোণীর বৃত্তান্ত অর্চ্চনান্তে প্রতিমা-বিসর্জ্জন না দিয়া, বাজারে কিংবা মাঠে-ঘাটে, রাখিয়া দেওয়ার দোষ-বর্ণন।

৭ম পরিচ্ছেদ—উচ্ছ্বাস, ও কীর্ত্তন।

ষষ্ঠ দিন।

১ম পরিচ্ছেদ—সর্ব্ববিদ্যা সর্ব্বানন্দ। (সর্ব্বানন্দ-তরঙ্গিণী অবলম্বনে লিখিত।)

২য় পরিচ্ছেদ—গুরু-বিষয়ে আলোচনা। ঢাকা-শ্রীনগর ও নদীয়া-মোড়াগাছার বৃত্তান্ত। বিষয়াসক্ত শিষ্যের ব্যবহার। সর্ব্বত্র হরিনাম শ্রবণ-কীর্ত্তনে ফল হয় না কেন? বর্ত্তমান যুগে হিন্দুদের উপাসনা নাই, মাত্র পৌরহিত্য রক্ষার জন্য দেবার্চ্চনা। স্তোত্রপাঠ ও নামকীর্ত্তন কেন উত্তম উপাসনা। মহর্ষি ধৌম্যের শিষ্য উপমন্যু, ও উদ্দালকের গুরু-ভক্তি। শ্রীগুরু স্তব।

৩য় পরিচ্ছেদ—প্রবর্ত্তক, সাধক, ও সিদ্ধগণের বিষয়। মহাভাব বর্ণন, আদিরসের শ্রেষ্ঠত্ব কথন। গ্রন্থকার শাক্ত হইয়াও কি জন্য গৌর-ভক্ত। নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে মা কালী-মূর্ত্তিতে দর্শন। (১৩০১ সালে মাঘী পূর্ণিমার উৎসবের সময়)। গৌরাঙ্গ দেবের মাতৃপূজা ও মাতৃ-ভক্তি। তাঁহার শক্তিপূজার পরিচয়।

৪র্থ পরিচ্ছেদ—অচলনামা ব্রাহ্মণের বৈরাগ্য-বর্ণন। ইন্দ্র-বলি-সংবাদ।

৫ম পরিচ্ছেদ—যে দুর্জ্জন, তাহাকে দণ্ড না দিলেও, দৈব তাহাকে কিরূপে দণ্ড দেন, তাহার আলোচনা। বৃন্দারাণী ও গোকুল গোসাঁই।

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ—"শিব-শক্তিময়ং জগৎ।" এই মহা-বাক্যের আলোচনা। সংক্ষেপে কয়েকজন শাক্ত-ভক্তের নামোল্লেখ।

৭ম পরিচ্ছেদ—আগমনী।

মঙ্গলাচরণ

—:০:—

শ্রীশ্রীমহাকালীস্তোত্র।

—০—

কালী করুণাময়ী, কালী কলুষহরা,
কাল-হৃদয়াসীনা, কালী।
কাল-স্রোতে জীবে, উদ্ধার-কারিণী,
সঙ্কটে ভরসা, মা কালী ॥১
আতপন-শশধর- ক্ষুদ্র-ধূলিকাকণা-
অবস্থিতি-হেতু, কালী।
শক্তি, রূপ, গুণ, বিশ্বে যা অবিরত
দৃশ্য, তাহাও সব কালী ॥২
দীন-দয়াময়ী, দিনার্ত্তি-হারিণী,
সুদিন-প্রদায়িনী, কালী।
বিস্তর দুখময়, দুস্তর-সংসার-
সাগর-তারিণী, কালী ॥৩
বিপত্তি-ভঞ্জিনী, বিপন্ন-সঙ্গিনী,
ভয়াতুর-রক্ষিকা, কালী।
জন্ম-মৃত্যু-জরা- রোগ-ভোগ-করে,
মুক্তি-দায়িনী একা, কালী ॥৪
সর্ব্ব-গ্রাস-কার- করাল-গ্রাসিনী,
ঘোর-ঘন-বরণা, মা কালী।
বরাভয়-দায়িনী, বরদেশ-বাসিনী,
শ্মশান-শাসিনী, কালী ॥৫
যুগপৎ বিপরীত- চরিত্রময়ী, পরা-
প্রকৃতি, চতুর্ভুজা, কালী।
অন্তরালে রহি, অভিনয়-রঙ্গিণী,
বুদ্ধি-বচনাতীতা কালী ॥৬
শক্তি সঞ্জীবনী, জীব-শরীরে রহি,
কর্ম্মাধিকারদা, কালী।
কর্ম্মানুসারে, দুঃখ-সুখ-বিধায়িনী,
নিয়তি লোকেশ্বরী, কালী ॥৭
শঙ্কর-হর-উর- বিচরণ-কারিণী,
কিঙ্কর-পালিনী, কালী।
কৃপাণ-শালিনী, নরশির-মালিনী,
দুর্জ্জন-দলনী, মা কালী ॥৮
সাধু-সন্ত-হৃদে, সন্তোষ-রূপিণী,
শান্তি-নিকেতন, কালী।
নাস্তিক-অভাজন- অন্তরালঙ্কার,
ভ্রান্তি-অহঙ্কার, কালী ॥৯
মায়ায় মোহিত করি, ক্রীড়া-কৌতুকময়ী,
সুচতুর-চূড়ামণি, কালী।
লজ্জা-রূপিণী, তবু সর্ব্বদা বিবসনা,
বৃদ্ধা, বালিকা, একা কালী ॥১০
বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, শুদ্ধি, সাধনা, ধ্যান,
শিক্ষক, গুরুদেব, কালী।
আত্ম-প্রসন্নতা, শৌচাদি, জপ, তপ,
ধর্ম্ম, সত্য, ন্যায়, কালী ॥১১
আধার-কমলাসনে, স্বয়ম্ভু-শায়িনী,
অমৃত-পায়িনী, কালী।
বিচিত্র-বরণা, চিত্রানী প্রবাহিনী,
নাদ-চন্দ্র-শিরে, কালী ॥১২
দশ-ভুজ-ধারিণী, মৃগেন্দ্র-বাহিনী,
মহিষ-মর্দ্দিনী, কালী।
দুর্ব্বার-দেব- দৈত্য-ঘোর-সংগ্রামে,
শ্রীরণ-রঙ্গিণী, কালী ॥১৩
মীন, কূর্ম্ম, নর- সিংহ, বরাহদেব,
বামন, ভৃগুপতি, কালী।
জানকীনাথ, রাম, দেব হলধর,
শঙ্কর, বুদ্ধ, মা কালী ॥১৪
পুণ্য-প্রেম-তনু, গৌড়-গগন-চাঁদ,
গৌর কিশোর মোর, কালী।
গোপী-প্রেমোন্মাদ, ধীর-সমীর-প্রিয়,
রাসেশ্বর হরি, কালী ॥১৫

বিশ্ব-প্রকাশক, ভাস্কর-তিমিরারি,
দেব দিবাকর, কালী
নিশান্ধ-নাশক, তারকা-বেষ্টিত,
স্নিগ্ধ সুধাকর, কালী ॥১৬

জাহ্নবী, যমুনা, নর্ম্মদা, গোদাবরী,
ব্রহ্মাণী, সরযূ, মা কালী
ক্ষেত্র-চতুষ্টয়, বৈষ্ণবে চারি ধাম,
তীর্থ সকল, একা কালী ॥১৭

কূল-হীন জল- নিধি, গিরি, প্রান্তর,
দেশ, মহাদেশ, কালী
উচ্চ শাল, তাল, আরন্তি, তরুলতা,
তুচ্ছ গুল্ম, তৃণ, কালী ॥ ১৮

দেব, দৈত্য, নর, খেচর, বনচর,
কীট, পতঙ্গম, কালী।
পুণ্য জন্মভূমি, শূন্য, জল, স্থল,
বাহ্যান্তর, সবই, কালী ॥১৯

বিশ্বমূর্ত্তি, ভব- সুন্দরী, শঙ্করী,
বিশ্ব-প্রসবিনী, কালী।
ঘরে ঘরে, মাতৃ-মূর্ত্তি ধরি, বিরাজিতা,
সন্তান-স্নেহাধীনা, কালী ॥২০

জননী, জন্মদাতা, সহোদর, সহোদরা,
পুত্র-কন্যা-রূপে কালী।
আত্মীয়, উদাসীন, অধিপতি, অনুগত,
শত্রু, মিত্র, সবই, কালী ॥২১

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব- শিরোপরি সমাসীনা,
পরম পুরুষ-কোলে, কালী।
ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু- বহ্নি-বরুণ-যমে,
নিত্য সমর্চ্চিতা, কালী ॥২২

বিপন্ন রঘুকুল-গৌরব সীতাপতি-
ইন্দীবরার্চ্চিতা, কালী ॥
অকূল সিন্ধু- তটোজ্জ্বল-কারিণী,
দুর্গা দুঃখহরা, কালী ॥২৩

গোকুল-বল্লভ- কৃষ্ণ-সমর্চ্চিতা
যোগমায়েশ্বরী, কালী
দক্ষিণ ভারতে, গৌর-সমর্চ্চিতা,
দেবী অষ্টভুজা, কালী ॥২৪

কৃষ্ণ-গত-প্রাণা, রুক্মিণী-অর্চ্চিতা,
অম্বিকা বরদা, মা কালী।
গোবিন্দে তন্ময়া, গোপী-সমর্চ্চিতা,
দেবী কাত্যায়ণী, কালী ॥২৫

গোপ-লোকাশ্রয়- গোপেশ্বর-তনু,
গোপ-সমর্চ্চিতা কালী।
অন্নপূর্ণা, কাশী- ধামোদ্ভাসিনী,
রাজ-রাজেশ্বরী, কালী ॥২৬

শাক্ত, শৈব, আর বৈষ্ণব, সৌরাদি-
উপাসনা-তত্ত্ব, মা কালী।
কৌল-হৃদয়-ধন, ভাগবত-জন-মন-
হ্লাদিনী, বিনোদিনী, কালী ॥২৭

খৃষ্ট-মহম্মদ- মণ্ডলে বন্দিতা,
ভিন্ন ভিন্ন নামে, কালী
উপাস্য-উপাসক, বিশ্বে বিরাজে যত,
সকলই, মহেশ্বরী কালী ॥২৮

সম্মুখে পশ্চাতে, বিদ্যমানা রহি,
বিজ্ঞাতা সকলই মা কালী
কি ঘোর সঙ্কটে, বিপন্ন ভুলুয়া,
রক্ষ রক্ষ তারে কালী ॥২৯

লক্ষ লক্ষ কোটী, পরণাম তব পদে,
রক্ষ রক্ষ তারে কালী
তব চরণাশ্রিত, হীন, মন্দ-মতি,
দীন অভাজন আমি।
সঙ্কট-সায়রে মগ্ন-তরণী হায়,
রক্ষ, রক্ষ মোরে তুমি ।৩০

শ্রীশ্রীসূর্য্যস্তোত্র।

হে দেব দিবাকর! দিব্য-জ্যোতি, শ্রীমন্ত!
জাম্বনদোজ্জ্বল হেম-কান্তি-কলেবর!
হে ভাস্কর! জগ-জড়ত্ব-নাশক রৌদ্র!
লাখ, লাখ কোটী পরণাম, তব পাদপদ্মে ॥১

হে বিশ্ব-প্রকাশ! দেব-দেব তিমিরারে!
আরাধ্যাদিত্য, হে লোকনাথ মহেন্দ্র!
হে জীব-জীবন, পাবন, হে দীনবন্ধো।
লাখ, লাখ কোটী পরণাম, তব পাদপদ্মে ॥২

হে বিশ্বভাবন! বিশ্বকর্ম্মা, স্বজ-কেশ,
হিরণ্যরেতা, পাতা, পরমাশ্রয়, হিরণ্য-গর্ভ।
হে পদ্ম-প্রবোধ! ভবোদ্ভব, ভানুদেব,
লাখ, লাখ কোটী পরণাম, তব পাদপদ্মে ॥৩

হে বহ্নিগর্ভ! ব্যোম-নাথ, খগ, সূর্য্য,
শম্ভ্বাতপী, ঘনবৃষ্টি, হে জয়ভদ্র!
রিষ্টিহর, শ্রীশিশির, সবিতা, শ্রীত্বষ্টা,
লাখ, লাখ কোটী পরণাম, তব পাদপদ্মে ॥৪

হে সপ্ত-সপ্তে! বীর, প্লবঙ্গম, মৃত্যু;
হে সহস্রার্চ্চে! মণ্ডলী, পিঙ্গল, উগ্র।
হে অংশুমন্! স্বয়ম্ভু, ভাস্বান, বিশ্ব।
লাখ, লাখ কোটী পরণাম, তব পাদপদ্মে ॥৫

অহস্কর, জয়, তমোঘ্ন, হিমঘ্ন, বহ্নি,
মরীচিমাল, রুচি, রবি, কবি, তপন, সারঙ্গ।
হে দ্বাদশাত্মন্! সবর্বদ্রষ্টা, লোকসাক্ষী,
লাখ, লাখ কোটী পরণাম, তব পাদপদ্মে ॥৬

হে মার্ত্তণ্ড! মরুৎ, মরু, ধনদ, হর্য্যশ্ব;
বরদেশ্বর, বায়ু, সোম, যম, ঋতু-কর্ত্তা।
হে ভবপাবন! প্রাণ, প্রভাকর, প্রজ্ঞা, গ্রহকান্ত;
লাখ, লাখ কোটী পরণাম, তব পাদপদ্মে ॥

চরণাশ্রিত-পালক, দীননাথ, মহেশ,
তাপত্রয়-করে রক্ষক, হে পরমেশ!
ভুলুয়াক বক্ষ-ভরসা, তুমি, দীন-হীনেশ!
লাখ, লাখ কোটী পরণাম, তব পাদপদ্মে ॥

প্রার্থনা

জীবন-সঙ্কট-রোগে, হে দ্বাদশাত্মন্! রক্ষ।
সংসার-দাবাগ্নি-মধ্যে, হে দেব শিশির! রক্ষ
দারিদ্র্য-দুখ-দহনে, হে লোক-পালক! রক্ষ।
করাল-কৃতান্ত-হস্তে, হে জগদীশ্বর! রক্ষ॥

চতুর্থ দিন

প্রথম পরিচ্ছেদ

—ঃ০ঃ

শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তি হরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে

।শ্রীচণ্ডী

হে দেবী নারায়ণি! তুমি শরণাগত, দীন, এবং আর্ত্তগণকে পরিত্রাণ কর,—তুমি জগতের প্রত্যেক জীবের আর্ত্তি বিনাশ কর। তোমাকে নমস্কার করি।

অন্ত হল যামিনীর, পুনঃ নীলাচলে,
সম্পাদিয়া প্রাতঃকৃত্য, ব্রহ্মপুত্র-জলে,
সন্ন্যাসী মণ্ডল উপবিষ্ট, কুণ্ড-তীরে;
ভক্ত বহু, উপবিষ্ট, আসি ধীরে, ধীরে।
সন্তান, শ্রীপূর্ণানন্দ-সম্মুখে, বসিল।
প্রশ্নোত্তর, পূর্ব্বমত চলিতে লাগিল।

সুধান আভীরানন্দ, "মনস্বি-ভূষণ!
ভক্তি-মার্গ-পক্ষ-পাতী, তুমি সর্ব্বক্ষণ।
কিন্তু সেই ভক্তি-মার্গে করিতে সাধন,
বর্ণিতেছ, যে সমস্ত কর্ম্ম প্রয়োজন,
দর্শি বিচারিলে, তাহা যোগাঙ্গ-বিশেষ। (১)
ভক্তি আর যোগে, তবে বর্ত্তে কি বিশেষ? (২)

উত্তরে সন্তান, "পন্থী, যে মার্গে, যে হও,
ভিন্ন যোগ, গমনে সমর্থ কেহ নও।
সর্ব্ব মার্গে, চিত্তের স্থিরতা প্রয়োজন।
স্থিরতার জন্য, ধরি সংযমাচরণ।
সংযমে, যোগীর চিত্তে, বর্দ্ধে মহাবল।
ভক্তি-মার্গে সাধনায়, সংযম সম্বল।
মার্গ চতুষ্টয়ে, ইথে তুল্য প্রয়োজন।
—প্রয়োজন, যে প্রকার, ব্যঞ্জনে লবণ।
লক্ষ্য নিয়া ভক্ত সঙ্গে যোগীর পার্থক্য।
অন্যথায়, অধিকাংশ আচরণে ঐক্য।
প্রার্থে যোগী মুক্তি,—ভক্তে প্রার্থে ভগবান,
সংযমাদি কার্য্য সাধে, দু জনে সমান।

যোগাঙ্গের সাধনায়, যা যম, নিয়ম,
সজ্জনেরা, তাহাকেই বলেন, "সংযম।"
যম, আর নিয়ম, করিলে সু-বিচার,
দর্শিবে, সর্ব্বত্র ব্যবহার সে দোঁহার।
অহিংসা, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অসঞ্চয়,
আস্তিক্য, অ-সঙ্গ, সত্য, লজ্জা, ক্ষমা, ভয়,
মৌন আর স্থৈর্য্য, এই দ্বাদশটী যম।"

আচার্য্য-সেবন জপ, তপ, শৌচ, হোম,
শ্রদ্ধা তীর্থ-দেবার্চ্চনে,—তীর্থ-পর্য্যটন,
তুষ্টি পরসেবি, আর দম্ভাদি বর্জ্জন।"
শাস্ত্রে কহে, এ সমস্ত নিয়ম-লক্ষণ।
সংসাধিতে যম,—এ নিয়ম প্রয়োজন।
দৃঢ়চিত্তে যে যম নিয়মে সমাসীন,
প্রাপ্ত সে সুলভে সিদ্ধি,—হয় সু-প্রবীণ।

যমের লক্ষণ

শান্তি সন্তোষ আহার নিদ্রাল্পং সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
শূন্যান্তঃকরণঞ্চেতি যমাঃ ইতি প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

"শান্তি, সন্তোষ, আহার-নিদ্রার অল্পতা, ইন্দ্রিয় সংযম, নির্ব্বাসনা, এই সমস্তকে যম কহে।

অমৃত সিন্ধু উপনিষদে যম ও নিয়ম—

"অহিংসা সত্যমস্তেয়মসঙ্গ হ্রীন-সঞ্চয়ঃ।
আস্তিক্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ মৌনং স্থৈর্য্যং ক্ষমা ভয়ং।
এতদ্দ্বাদশলক্ষণা যমাঃ ইতি প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

(১) বিশেষ = রূপান্তর। (২) বিশেষ = পার্থক্য।
বর্ত্তে = রহে।
মার্গ চতুষ্টয় = যোগমার্গ, জ্ঞানমার্গ, কর্ম্মমার্গ, ভক্তিমার্গ।

শ্রীশ্রীমহাকালী

"বিশ্বমূর্ত্তি, ভবসুন্দরী শঙ্করী,
বিশ্ব-প্রসবিনী তুমি।

তার পরে, নির্লোভতা, নাম প্রত্যাহার,
যে না সাধে, স্থির-চিত্ত সম্ভবে না তার।
তৃষ্ণার তরঙ্গে যার চিত্ত সদা নাচে,
ভোগ্য ইন্দ্রিয়ের, সেই ধ্যানে বসি যাচে।

মার্গ চতুষ্টয়ে সু-ধারণা বিদ্যমান,
ধারণানুসারে করে প্রত্যেকেই ধ্যান।
তন্ময় যখন ধ্যানে, শূন্য বাহ্যজ্ঞান,
"সমাধিস্থ" বলি তাঁর সর্ব্বত্র সম্মান।
চিন্তি দেখ, অতএব, যোগাঙ্গ সকল,
সাধ্য চারি মার্গে তুল্য,—সাধনে মঙ্গল।

অভ্যাসি যোগাঙ্গ, ভক্ত স্থির করি মন,
চিন্তা করে জগদ্ধাত্রী জননী-চরণ।"

রত্নগিরি কহে, "মোরা বুঝিতে "নিয়ম,"
বুঝিতাম, কর্ম্মের সময় নিরূপণ।
অদ্য সে মনের ভ্রান্তি হল বিদূরিত ;
বুঝিলাম, "নিয়ম" সু-কর্ম্মে বিরাজিত।
সঙ্গে সময়ের, তার সম্বন্ধ না রয়,
নিয়মী যে, সে তপস্বী, পুণ্য-কর্ম্মময়।"

শৌচং জপস্তপো হোমঃ শ্রদ্ধা তীর্থসুরার্চ্চনে।
তীর্থাটনং পরার্থেহা তুষ্টি আচার্য্য সেবনে।
ইতি নিয়মাঃ।

"অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (অচৌর্য্য), অসঙ্গ, (অনাসক্তি), হীনসঞ্চয়, আস্তিক্য, ব্রহ্মচর্য্য, মৌন, চিত্তের স্থিরতা, ক্ষমা, এবং নির্ভীকতা, এই দ্বাদশটী যম।

শৌচাচার জপ, তপ, হোম, তীর্থ এবং দেব-সেবায় শ্রদ্ধা, তীর্থ-পর্য্যটন, পরোপকার, এবং আচার্য্য-সেবন, প্রভৃতিকে নিয়ম বলে।

দত্তাত্রেয় সংহিতায় নিয়মঃ লক্ষণ,—
চাপল্যস্তু দূরে ত্যক্ত্বা মনস্থৈর্য্যং বিধায় চ।
একত্র মেলনং মাত্র প্রাণমাত্রেন সাম্যতি।
সদোদাসীন ভবাস্তু সর্ব্বত্রেচ্ছাবিবর্জ্জিতম্।
যথালাভেন সন্তুষ্টঃ পরমেশ্বরমানসঃ।
মানদান পরিত্যাগঃ এতত্তু নিয়মাঃ ইতি॥

সম্বোধে সন্তান, "ভদ্র! তপস্বী যে জন,
নির্দ্দিষ্ট তাহার কার্য্য-কাল সর্ব্বক্ষণ।
পুণ্যকর্ম্মে সময়ের নিয়মী না হলে,
কি প্রকারে কৃতকার্য্য হবে পুণ্য-ফলে!
কর্ম্মের সময় স্থির যাহার না রয়,
সর্ব্বোচ্চ সময়-তত্ত্বে অজ্ঞ সে নিশ্চয়।

রত্ন-মণি-সম্পত্তি-সৌভাগ্য যত আছে,
মূল্যবান কোন্ বস্তু সময়ের কাছে।
সর্ব্বথা, সময় হেন, নিয়মিত যাঁর,
ভাগ্যবান তিনি, সিদ্ধি সর্ব্বকার্য্যে তাঁর।

"চপলতা ত্যাগ করিয়া মনস্থির করা, মনের সঙ্গে পঞ্চপ্রাণের মিলন, আত্মতৃপ্তি, সর্ব্বদা উদাসীন ভাব, সর্ব্বপ্রকার বাসনা বর্জ্জন, যথালাভে সন্তোষ, পরমেশ্বরে নির্ভর এবং মানদান-পরিত্যাগ এই সমস্ত নিয়ম লক্ষণ।"

যোগাঙ্গ—(শ্রীদত্তাত্রেয় সংহিতায়)
যমশ্চ নিয়মশ্চৈব আসনঞ্চ ততঃ পরম্।
প্রাণায়ামো চতুর্থ স্যাৎ প্রত্যাহারশ্চ পঞ্চমম্।
ষষ্ঠী তু ধারণা প্রোক্তা ধ্যানং সপ্তমমুচ্যতে।
সমাধিরষ্টমো প্রোক্তঃ সর্ব্বপুণ্যফলপ্রদঃ।

"যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি, এই আটটী যোগাঙ্গ।"

প্রাণ = বায়ু। প্রাণায়াম—শরীরের বায়ু স্থির রাখিবার ক্রিয়া। বায়ুর নামই প্রাণ। পঞ্চবায়ু, পঞ্চপ্রাণ। প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান, এই পাঁচটী বায়ু। প্রাণবায়ুর স্থান হৃদয় ;—অপানের স্থান গুহ্য ;—সমানের স্থান নাভি ;—উদানের স্থান কণ্ঠ ;—এবং ব্যানের স্থান সর্ব্বশরীর।

ঐ প্রধান পঞ্চবায়ুর আবার পঞ্চ উপবায়ু আছে। তাহাদের নাম, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ও ধনঞ্জয়। উদ্গীরণ-কারী বায়ুর নাম নাগ ;—উন্মীলনকারী বায়ুর নাম কূর্ম্ম ;—ক্ষুৎকারী বায়ুর নাম কৃকর ;—পোষণকারী বায়ুর নাম ধনঞ্জয় ; এবং জৃম্ভনকারী বায়ুর নাম দেবদত্ত।

যোগিগণ পূরক, কুম্ভক ও রেচকের সাহায্যে প্রাণায়াম করেন। ভক্তগণ জপের কৌশলে ; এবং জ্ঞানী ও কর্ম্মিগণ চিন্তায় ও ধ্যানে।

স্থিরচিত্তে স্থিরাসনে বসিলে স্বভাবতঃই প্রাণের কর্ম্ম হইয়া থাকে।

নির্দ্দিষ্ট সময়, ভিত্তি অভ্যাস যোগের,
সংঘটে আরোগ্য, ইথে অগণ্য রোগের।
কর্ম্মী যে নিয়মে নিত্য, প্রাপ্ত সে মঙ্গল।
নিয়মে রক্ষিত অশ্ব ধরে মহা বল।

নির্দ্দিষ্ট নিয়মে, সৌর জগৎ চলিছে।
বর্ষ, মাস, পক্ষ, দিন, তাহে সম্পাদিছে।
নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ঘুরি, পৃথ্বী সুখ-ধাম।
কর্ম্মে নিয়মের, বর্ত্তে আরাম, বিশ্রাম।

নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ঘটে, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়,
তথ্য নিয়মের, বাক্যে বর্ণা-সাধ্য নয়।
ভোজন, ভ্রমণ, কিংবা নিদ্রা, জাগরণ,
সন্ধ্যা, পূজা, জপ, তপ, যজ্ঞ, আরাধন।
সমস্ত বিষয়ে, যাঁর নির্দ্দিষ্ট সময়,
উন্নত অন্তর, তিনি, ক্রমশঃ নিশ্চয়।

কর্ম্মেরও নিয়ম চাহি, চাহি দৃঢ়াসক্তি।
অন্যথায়, তপস্যায় নাহি জন্মে শক্তি।
কর্ম্মে অনিয়মী, অদ্য নিরামীষ খায়,
কল্য খায়, সর্ব্ব-ভূক কুম্ভকর্ণ-প্রায়।
অদ্য শোয়, মৃত্তিকায় চটের উপরে,
কল্য দুগ্ধ-ফেণ-নিভ শয্যায় বিহরে।
সত্য-সাধনায়, অদ্য মহা মৌনী রহে,
কল্য মুখে, গ্রাম্যালাপে, মিথ্যা-স্রোত বহে।
অদ্য একাহারী, কল্য খায় দশবার,
অদ্য লেংঠী পরে, কল্য বাবুগিরি সার!
অদ্য প্রাতঃস্নানী, করে সন্ধ্যা-পূজা ভারি।
কল্য সব করি ত্যাগ, জঘন্য-আচারী।
অদ্য ধর্ম্ম-পত্নী ছাড়ি, বৈরাগ্য সে লয়।
কল্য ধরি পরনারী, বৈষ্ণবী করয়।
কর্ম্মে, হেন অনিয়মে, যে কেহই চলে,
সিদ্ধি দূরে, তাহার দুর্গতি সর্ব্ব স্থলে।

সিদ্ধি, সে পারের নৌকা, আবার ডুবায়,
তণ্ডুল বাছিয়া, ফিরে কঙ্কর মিশায়।
নির্জ্জল সু-দুগ্ধ আটি, জল তাহে ঢালে।
ক্ষীরের দর্শন, তার নাহি কোন কালে।
অতএব, লক্ষ্যে, কার্য্যে, সময়ে, নিয়ম,
বর্ত্তে যার, ধন্য তিনি সাধক উত্তম।

কার্য্য যা করিবে, কর নিয়ম তাহার,
দৃঢ়চিত্তে সে নিয়মে চল অনিবার।
সমগ্র পৃথিবী যদি শত্রু হয় তায়,
অচঞ্চল র'বে তাহে, পর্ব্বতের প্রায়।
সম্পন্ন যথায় কার্য্য, ঘড়ীর কাঁটায়,
সিদ্ধি তথা সুনিশ্চিত, সন্দেহ কি তায়?"

জিজ্ঞাসেন নিত্যানন্দ, "কোন সদাত্মার,
কর্ম্মের নিয়ম জানা আছে কি তোমার?"
উত্তরে সন্তান, "এই শ্যামানন্দ-সনে
চৌদ্দ মাস ছিনু, আমি তীর্থ-পর্য্যটনে।
দর্শিয়াছি নিজ চক্ষে কার্য্য যা ইঁহার,
বর্ণিলে, অবশ্য হবে শ্রোতব্য সবার।

সূর্য্যোদয়-পূর্ব্বে, নিত্য শয্যা তেয়াগিয়া,
কি শীত, কি গ্রীষ্ম, প্রাতঃকৃত্য সম্পাদিয়া,
যুক্তাসনে বসিতেন, জপমালা ধরি,
মধ্যে মধ্যে বলিতেন, "শঙ্করী! শঙ্করী!"

জপান্তে মঙ্গলা "চণ্ডী" করি অধ্যয়ন,
স্তোত্রে করিতেন, মার মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন।
সিদ্ধ ভৈরবীতে, সুমধুর কণ্ঠ-স্বর,
শুনিতাম সঙ্গীত, হৃদয়-মুগ্ধ-কর।

প্রহর পর্য্যন্ত করি, ভজন-সাধন,
নিজ হস্তে করিতেন আহার্য্য-রন্ধন।
ভোজ্য-পেয়, জগদ্ধাত্রী-উদ্দেশে, অর্পিয়া,
প্রসাদ-গ্রহণ ছিল, নির্জ্জনে বসিয়া।

ভোজনান্তে নিজাসনে করিয়া গমন,
নিবিষ্ট অন্তরে ছিল গ্রন্থ অধ্যয়ন।
চৌদ্দ মাস ছিনু, এই মহাত্মার সনে,
দর্শি নাই দিবানিদ্রা, কভুও নয়নে।

ব্যাখ্যা করি তত্ত্ব, অপরাহ্নে মহাজন,
আগন্তুকে করিতেন জ্ঞান বিতরণ।
সম্পাদিয়া সায়ং কৃত্য, আনন্দ-কীর্ত্তনে,
কভুও বা নানারূপ তত্ত্ব আলোচনে,
সার্দ্ধ যাম রাত্রি গুরু করি অবসান,
করিতেন, নিবেদিত দ্রব্যে, জলপান।

নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে ছিল ইঁহার শয়ন,
কার্য্য করিতেন, সদা যন্ত্রের মতন।
গ্রাম্যালাপ এঁর মুখে কভু শুনি নাই,
প্রশ্ন করি, অনুত্তরে, কভু আসি নাই।
উচ্চ বাক্য, পরিহাস, হীন সম্ভাষণ,
ভ্রমেও না উচ্চারিত ইঁহার বদন।

মুক্তিক্ষেত্রে ছিনু যবে, এক সু-রূপসী,
বষিয়সী, এক দিন এঁর স্থানে আসি,
সম্বোধিল, "ব্রাহ্মণের কন্যা আমি হই,
প্রার্থনা, প্রভুর এই পুণ্যাশ্রমে রই।
তুল্য পরিচারিকার, আশ্রমে রহিব,
কর্ত্তব্য, দাসীর মত, সন্তোষে করিব।

সাধ্বী আমি, স্বভাবে সন্দেহ যদি হয়,
ইচ্ছামাত্র দূর হ'ব, এ সত্য নিশ্চয়।
বিশ্বনাথ তুল্য, তব সেবা-শুশ্রূষায়,
অন্ত হ'লে এ দেহের, কৃতার্থা তাহায়।"

সম্ভাষি সস্নেহে, তাকে করেন উত্তর,
"মত্ত কেন হেন মোহে, তোমার অন্তর ?
মুক্তিক্ষেত্রে একমাত্র বিশ্বনাথ শিব।
ভৃত্য, অনুভৃত্য, তাঁর, মোরা ক্ষুদ্র জীব।
উপেক্ষি অর্চ্চনা তাঁর, আমার অর্চ্চন ?
অমৃত হেলিয়া, পঙ্কে আগ্রহ যেমন!
সাধ্বী ভগবতী তুমি, সন্দেহ কি তায় ?
সম্মান সাধ্বীর, বর্ত্তে সর্ব্বত্র ধরায়।

কিন্তু মোর সঙ্গে, অদ্য রাখিলে তোমায়,
সম্মান তোমার, হবে রক্ষা করা দায়।
কল্য সর্ব্বজনে মিলি করিবে ঘোষণা,
"করিয়াছে বাবাজী মাতাজী এক জনা!"

সাধ্বীত্বে তোমার, বৃথা কলঙ্ক পড়িবে,
সজ্জন-মণ্ডলে, মোর মুখ না থাকিবে।
তাই বলি, মুক্তিক্ষেত্রে আসিয়াছ যদি,
বিশ্বনাথে পূজা-ধ্যান কর নিরবধি।
সন্ন্যাসীর সেবাদাসী কভু না হইও।
আপন সম্মান নিয়া, সম্মানে থাকিও।"

শুনিয়া সে ভক্তিমতী প্রণাম করিয়া,
মস্তকাবনতা; গেল নিঃশব্দে চলিয়া।
বস্ত্র বহুমূল্য, কেহ করিলে অর্পণ,
অত্যানন্দযুক্ত, করি অন্যে বিতরণ।
উল্লসিত নিত্য, সাধু-সজ্জন-সেবায়।
বাক্য ছিল, তাহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এ ধরায়।

গম্ভীর সর্ব্বদা, মহা সিন্ধুর সমান।
দর্শি, সবে বিনয়ে করিত অবস্থান।
প্রাপ্ত নাহি হ'ত, বৃথা বাক্যের সুযোগ।
আরোগ্য হইত, ধৃষ্ট বাচালের রোগ।

যে স্থানে যে কর্ম্মে যুক্ত, তথা কর্ম্মবীর,
বাক্য-কার্য্য-ব্যবহারে, সুস্থির, সুধীর।
মূল্য-বোধ সময়ের, ছিল এ প্রকার,
নষ্ট করে এক দণ্ড, সাধ্য আছে কার!
কর্ম্মযোগী, ভক্তি-যোগী, জ্ঞান-যোগারূঢ়।
মূর্ত্তি যেন মহত্ত্বের,—সঙ্কল্পে সুদৃঢ়।"

প্রশ্নে বিপ্র রত্নগিরি, "পরিলে ভূষণ,
কিংবা বহু-মূল্যবান রাঙ্কব বসন,
প্রাপ্ত হই, সর্ব্ব স্থলে, যথেষ্ট সম্মান,
অন্যায় কি ?—পরিধিলে বস্ত্র মূল্যবান ?

বর্ত্তে মূল্য পরিচ্ছদে!"—সন্তান উত্তরে,
"যার যাহা পরিচ্ছদ, তাই যদি পরে!
ভক্ত যিনি, বিবেক-বৈরাগ্যে সমাসীন,
ত্যক্ত-গৃহ,—মান্য তিনি, পরিলে কৌপীন।

সম্মান কেবলমাত্র পরিচ্ছদে নাই।
অর্চ্চে নরে, শক্তি-গুণ, দর্শিবারে পাই।
কাঞ্চন-বলয়, আর অনন্ত আনিয়া,
গর্দ্দভের হস্ত-পদে দেও পরাইয়া।
রত্ন-মণি-হীরক-খচিত স্বর্ণহারে,
কণ্ঠ তার সজ্জীভূত, কর শত ধারে।
সম্রাটের মুকুট পরাও তার শিরে,
লাঙ্গুলে ঝুলাও, যত মণি-মুক্তা-হীরে।
কাঞ্চন-খচিত পট্ট-বস্ত্রে, নিরমিয়া
সম্রাটের অঙ্গরাখ, ঢাক তার কায়া।
মস্তক-উপরে, রাজছত্র ধর নিয়া,
সম্মান কে করে, তবু সম্রাট্ বলিয়া ?
বর্ত্তে যথা শক্তি-গুণ, মিথ্যা ভূষা-বেশ,
সাক্ষী বিদ্যাসাগর,—সমর্চ্চে যাকে দেশ।
সুন্দরী গণিকা পরি, বস্ত্র-অলঙ্কার,
চর্চ্চি চন্দনাদি সর্ব্ব গায়,
জনপূর্ণ রাজ-পথে করে বিচরণ,
বাঞ্ছা, যদি কেহ ফিরে চায়।
কিন্তু কি আশ্চর্য্য !—এত সাজ-সজ্জা তবু,
সজ্জনে ঘৃণায় পরিহরে।
অশ্লীল উচ্চারে ঠারে, কুচরিত্র নরে,
ভিন্ন পশু, পরশেনা করে।
অন্য দিকে, সতী-লক্ষ্মী গৃহ-মধ্যে রহে,
অঙ্গে তার নাহি অলঙ্কার।
লোক-পূজ্য সাধু, তাকে উদ্দেশে প্রণমে ;
সম্মানের সীমা নাহি তার।
অতএব হও যদি, গুণে গুণবান,
রাখ যদি চরিত্র সুন্দর,
মিথ্যা বস্ত্র-ভূষা-ভারে, নাহি প্রয়োজন,
অর্চ্চনা গুণেরই নিরন্তর।
যে স্থানে বিরাজে শক্তি, সে স্থানে সম্মান,
শক্তিহীনে সম্মান কে করে ?
শক্তিহীন সম্রাট্, ভিক্ষুক যদি হয়,
ভিক্ষা কেহ না দেয় আদরে।
শূন্য-প্রাণ সিংহাপেক্ষা, জীবিত কুকুর,
বহুরূপে ভয়ের কারণ ;
আলানে আবদ্ধ হস্তি-সম্মুখে ঘুরিতে,
শঙ্কিত না হয় কোন জন।
ভগ্ন-বিষ-দন্ত সর্পে, কুচ্ছলিকা সম,
বাজীকরে করে ব্যবহার।
দন্ত-হীন জীর্ণ ব্যাঘ্র, সারমেয়-স্বরে,
বন ত্যাগ করে বার বার।
শক্তি-গুণ-শূন্য হলে কে করে সম্মান,
গর্ব্ব পুরাতনে, নাহি ফল,
দুস্তরা তটিনী-গর্ভে, করে মলত্যাগ,
শুষ্ক যবে হয় তার জল।
লক্ষ্য করি, মাত্র ত্যাগ, অন্তরে-বাহিরে,
বহির্গত যে মহাত্মা, তপস্যার তরে,
সাজ-সজ্জা বিলাসীর, তার কলেবরে,
হাস্য-কর দৃশ্য,—শোভা বর্দ্ধন না করে।
পরিচ্ছদ বহুমূল্য,—রত্ন অগণন,
সুখৈশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ সুরম্য ভবন,
অন্তঃসারশূন্য বলি, উপেক্ষে যে জন,
মাত্র সেই সন্ন্যাসের সম্মান-ভাজন।”
বলেন আভীরানন্দ, “অনাসক্ত চিতে,
ভোগী যারা, উচ্চ গতি প্রাপ্ত এ মহীতে।”
উত্তরে সন্তান, “তার অর্থ অন্য হয়,
“অনাসক্ত ভোগ” বাক্য, চতুরতাময়।
দর্শি পরীক্ষিয়া, ভোগে আনন্দ যে পায়,
ভোগ্য বস্তু অন্বেষণে, সে ভিন্ন কে ধায় !
ভিন্ন মদাসক্ত, মদ্য অন্য কে অন্বেষে,
ঘৃণ্য বলি দুগ্ধ-ফলাহারী না পরশে।
মৎস্য-মাংসে নিরামীষী আসক্তি-বিহীন,
অনাসক্ত ভোগ, তার নাহি এক দিন।”

বলেন আভীরানন্দ, "ব্রহ্মচর্য্য-তত্ত্ব
বল কিছু",—কহিল সন্তান
"অমরত্ব-লাভোপায়, শিক্ষার নিমিত্ত,
যোগীশ্বর দত্তাত্রেয়-স্থান,
বালখিল্য মুনিবৃন্দ করিলে গমন,
কহিলেন দেব দত্তাত্রেয়,
"বিন্দু যার স্থির, তার মৃত্যু অসম্ভব।
অমরত্ব তার আয়ত্তেয়।"
রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা, শুক্র, পঞ্চ তত্ত্ব,
বিচার করিলে দর্শা যায়।
সর্ব্ব-সার সত্তা নিয়া শুক্রের জনম,
জীবের জীবন-রক্ষা যায়।
এক বিন্দু শুক্রনাশে, বহু বিন্দু রক্ত-
ক্ষয় হয়,—তত্ত্বদর্শী জানে।
নির্গোলে, নীরোগে, দেহ রক্ষিতে যে চায়,
বিন্দু-রক্ষা করে সাবধানে। *
কুলের পাবন পুত্র উৎপাদন-জন্য,
মাত্র ভার্য্যা-সঙ্গ যে আচরে,
তাকে "উপকুর্ব্বণ" সংযমী শ্রেষ্ঠ কহে,
সজ্জন সে, মান্য এ ভূপরে।
"নৈষ্ঠিক" সে ব্রহ্মচারী, অষ্টবিধ রতি-
সঙ্গ-ত্যাগী, সন্ন্যাসী প্রধান।
অর্পিত-অন্তর, পরমেশ্বরে সতত,
নিস্পৃহ আদর্শ ভক্তিমান।
নৈষ্ঠিক যে ব্রহ্মচারী, সেই মহীয়ান।
মৃত্যু তার আজ্ঞাকারী,—ইচ্ছা-মৃত্যু তার।
ভক্ত তাহার, ভীষ্ম,—গর্ব্ব ভারতের।
আর ব্রহ্ম হরিদাস, চৈতন্য লীলার।
পক্ক শাল বৃক্ষ-তুল্য তার কলেবর।
সাধ্য কি, রোগের, তাহে করে পরবেশ।
অভ্যন্তরে কঙ্করের, প্রবেশে না বারি।
স্থিত যিনি ব্রহ্মচর্য্যে, তিনি মানবেশ।
সত্য সমর্থনে তিনি নির্ভীক সতত।
ধীর তিনি, বীর তিনি, বাক্যে-ব্যবহারে।
মূর্ত্তি তাঁর জ্যোতির্ম্ময়, অদম্য প্রভাব।
বার্দ্ধক্য, না শত বর্ষে, পরশে তাঁহায়।
লক্ষ্য, হেন ব্রহ্মচর্য্যে, নাহি রহে যায়,
সাধ্য কি তাহার, মহাশক্তি সাধনায় ?
ভক্ত পরিচ্ছদ পরি, রহে কামাতুর,
ক্ষেত্রে সাধনার, সে ত জঘণ্য কুকুর।
মন্দিরে দেবের, সেই ঘৃণিত পুক্কশ,
যজ্ঞভূমি-ধ্বংসকারী, মোহান্ধ রাক্ষস !
তত্ত্ব, ভক্তি-বৈরাগ্যের, তার বহু দূরে।
তনু তার, বালির পর্ব্বত সিন্ধু-নীরে।
ভক্ত, যোগী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যাহাই সে হয়,
অগ্নিতুল্য আলেয়ার, কার্য্যে কিছু নয়।"
রত্নগিরি প্রশ্নে পুনঃ, "দ্বন্দ্ব-সন্দময়
কোলাহলপূর্ণ এ সংসারে,
স্থির শান্তি বিদ্যমান আছে কোন্ স্থানে,
মৃত্যুজ্বালা কোথায় বিস্তারে ?"
উত্তরে সন্তান, "ভদ্র ভক্তসঙ্গ ভিন্ন,
স্থির শান্তি কোন স্থানে নাই।
ভক্ত-সঙ্গ ঘটে যদি, মাত্র দণ্ড-তরে,
সন্তাপে তখনি মুক্তি পাই।
ভক্তসঙ্গ, ভক্ত্যালাপ, ভক্ত-সেবা আর,
এ সংসারে শান্তির আলয়।
মর্ম্ম অবগত যে হয়েছে একবার,
পূর্ণানন্দে আছে সে নিশ্চয়।

---

* "বীর্য্য ধারণম্ ব্রহ্মচর্য্যম্।"
অষ্টবিধ রতিসঙ্গ—
শ্রবণং কীর্ত্তনং কেলী প্রেক্ষণং গুহ্য ভাষণম্।
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেবচ।
এতন্মৈথূনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ
বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যং অনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভিঃ ॥

পুনঃ শুন নিত্য নব দুঃখের আলয়,
বর্ত্তে এ সংসারে যে সকল,
শান্তি-তরে মোহান্ধ মানব যথা ঘুরে,
আর অশ্রু ঝরে অবিরল।
মূর্খ, আর কলঙ্কের শঙ্কাহীন সনে,
বর্ত্তে যে, সে নিত্য জ্বালাময়।
দুর্জ্জন প্রভুর কর্ম্মচারী যে দুর্ভাগা,
বিষবৃক্ষ-তলে সে নিশ্চয়।
পর-বাক্য শুনি, যার অস্থির অন্তর,
তার প্রেমে অশান্তি বিষম।
অদ্য স্বর্গে তুলে, কল্য নরকে ডুবায়,
ইহা তার প্রেমের নিয়ম।
ক্রোধবতী ভার্য্যা-পাশে, শান্তি-সুখ চায়,
অজ্ঞাত সে মরু-পরিচয়।
বাধ্য নহে যার, দারা-পুত্র-পরিজন,
গৃহ তার গারদ নিশ্চয়।
বিশ্বাস-ঘাতিনী-পত্নী-সঙ্গে গৃহস্থলী,
বিনা মেঘে, বজ্র তার শিরে।
স্থাপিত, বন্ধুত্ব যার, মূর্খের সহিত,
মৃত্যু তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে।
সাক্ষী তার সমুজ্জ্বল, বন্ধুত্ব করিয়া
মর্কটের সঙ্গে, রাজা গেল দর্শাইয়া।"

সুধান মাধবদাস, "কি সে বিবরণ ?"
অদ্ভুত ঘটনা করে সন্তান বর্ণন,—
"মর্কটের সঙ্গে এক রাজার বন্ধুত্ব,
রাম-সঙ্গে সুগ্রীবে যেমন একাত্মত্ব।
নিদ্রা, কিংবা জাগরণ, ভোজন, শয়ন,
সর্ব্বক্ষণ এক সঙ্গে রহিত দুজন।
মর্কট প্রেমান্ধ এত, কি বলিব আর,
অর্পি প্রাণ, পরিচর্য্যা করিত রাজার।

রাজ-সঙ্গে, মর্কটে বন্ধুত্ব যে শুনিত,
বিস্ময়ে সে প্রথমতঃ হাসিয়া মরিত।
কিন্তু যবে নিজ চক্ষে করিত দর্শন,
বিস্ময়ে, বিমুগ্ধ চিত্তে, মুদিত নয়ন।

ভোজনান্তে একদিন বিশ্রামের তরে,
কক্ষে পশি, পালঙ্কে শয়ন রাজা করে।
পার্শ্বে তার ব্যাজনার্থ, মর্কট বসিল,
বন্ধুর সেবায়, রাজা নিদ্রিত হইল।

কিছুক্ষণ পরে এক মক্ষিকা আসিয়া,
বসে রাজ-বক্ষোপরি ;—মর্কট দর্শিয়া,
পাখা ঘন নাড়ি, তাকে উড়াইয়া দিল,
মক্ষিকা, আবার বক্ষে, আসিয়া বসিল।
যত বার উড়ায়, সে বসে তত বার,
মর্কট রুষিল, তাকে করিতে সংহার।

খড়্গ ছিল বাতায়নে, ধরিল দু'করে,
অপেক্ষা করিল ক্ষণ মক্ষিকার তরে।
বক্ষোপরি, যেমন পড়িল, পুনর্ব্বার,
মর্কট হানিল খড়্গ, শক্তি যত তার।
মক্ষিকা ত গেল উড়ি, খড়্গের আঘাতে
বিভক্ত, দ্বিখণ্ডে রাজা, মর্কটের হাতে।

দুর্ভাগা নৃপতি মূর্খে, বন্ধুত্ব করিয়া,
হতপ্রাণ যে প্রকারে, সমুঝ চিন্তিয়া।
বন্ধু-সেবা-গত-প্রাণ-মর্কটের মনে,
রাজার মঙ্গল-চেষ্টা, ছিল সর্ব্বক্ষণে।
শুশ্রূষা করিতে, তাকে করিল বিনাশ !
বন্ধুত্ব ত দূরে, ত্যাজ্য মূর্খ-সহ বাস।

বাঞ্ছনীয় নহে, কভু খলের আদর।
আদরি লুণ্ঠনে বিত্ত, খল স্বার্থপর।
দুর্ব্বিসহ-দুঃখালয়, এ সমস্ত স্থল।
শান্তির আলয়, ভক্ত-সঙ্গই কেবল।"

জিজ্ঞাসেন নিত্যানন্দ, "তত্ত্বজ্ঞ সুজন !
ক্ষুদ্র আসি, গর্ব্বে যবে করে আস্ফালন,
কর্ত্তব্য কি ব্যবহার, প্রবীণে তখন ?
ধৃষ্টের উৎপাত, প্রায় ঘটে সর্ব্বক্ষণ।"

উত্তরে সন্তান, "হিংস্র জন্তুর সমান,
ধৃষ্ট-সঙ্গ পরিহরি, প্রবীণেরা যান।
সন্নিধানে আসি দর্প করিলে ইতরে,
সম্মানি, বিদায় দেন, মৃদুমধু স্বরে।

ধৃষ্ট, নিজ কর্ম্মদোষে, লাঞ্ছিত ধরায়,
প্রবীণ, নিমিত্ত কেন, হবেন তাহায় ?
সিংহ-শূকরের বার্ত্তা, তাহার প্রমাণ।"
জিজ্ঞাসেন পূর্ণানন্দ "কি সে উপাখ্যান ?"

উত্তরে সন্তান "ঐ পর্ব্বতের কোলে,
সিংহ এক পর্ব্বত প্রমাণ,
সর্ব্ব বন জয় করি, হইয়া সম্রাট্,
স্থাপিল আপন বাসস্থান।

অন্য দিকে এক বন্য বরাহ প্রধান,
জয় করি শূকরের পাল,
আর হত্যা করি, এক খট্টাশ প্রাচীন,
আপনাকে মানিল ভূপাল।

একদা শূকর, আসি সিংহের নিকটে,
যুদ্ধতরে করি আস্ফালন,
উচ্চ রবে কহে, তার বীরত্ব-মহিমা,
পশুরাজ, দর্শি অঘটন,

মৃদু হাস্যে, মধু বাক্যে, বসিতে বলিল,
"ধন্য, ধন্য" বলি বার বার।
জিজ্ঞাসিল বরাহের দ্বিগ্বিজয়-বার্ত্তা,
আজ্ঞা, তার প্রতি, কি বা তার ?

উত্তরে বরাহ তবে, গদগদ স্বরে,
"যূথপতি, শার্দ্দূল, ভল্লুক,
গণ্ডার বৃহদাকার, উন্মত্ত মহিষ,
আর বন্য মানুষ, উল্লুক,

সর্ব্বে করিয়াছি জয়, সম্মুখ সংগ্রামে,
মাত্র তুমি একা অবশিষ্ট।
ইচ্ছা হয় দেহ রণ, নহে জয়পত্র
প্রার্থ যদি আপনার ইষ্ট।"

শুনিয়া সে পশুরাজ "বটে, বটে" বলি,
স-সম্মানে উঠিয়া ত্বরায়,
জয়পত্র লিখি, তার গলায় বাঁধিয়া,
নমস্কারি, করিল বিদায়।

বরাহ বাহিরে আসি, ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস,
উর্দ্ধ পুচ্ছে, দল-মধ্যে যায়,
মৃগেন্দ্র-বিজয়-বার্ত্তা, মহা গর্ব্বে কহে,
যে শুনে, সে হাসিয়া উড়ায়।

সিংহ, আর শূকরের, বলে যা প্রভেদ,
এ সংসারে কে না তাহা জানে !
গর্ব্ব যত, করে ক্ষুদ্র, মহতের নামে,
কোথাও তা, ক্ষুদ্রেও না মানে।

দৈবে এক দিন, বৃথাগর্ব্বী সে বরাহ,
দর্শি এক বাঘিনী-শাবকে,
"যুদ্ধ দেহ", বলি, তাকে করে তিরস্কার,
ক্ষুদ্র পুচ্ছ নাচায় পুলকে।

শায়িতা বাঘিনী, শির তুলিয়া, তখন,
একবার নয়ন মেলিল।
কোথা যাবে, শাবকের আহারান্বেষণে,
তখন সে, সে চিন্তায় ছিল।

দর্শিয়া বরাহে, মনে মানিল বিস্ময়,
দৈবের কি এত অনুগ্রহ ?
কৃতজ্ঞা হইয়া দৈবে, এক লম্ফ মারি,
কাল-গ্রাসে ধরিল বরাহ।

আর্ত্তনাদে বরাহ ভরিল বন-ভাগ,
দুর্গতি দর্শিয়া সবে হাসে।
দ্বিগ্বিজয়-বার্ত্তা শুনি, দারাপুত্র যারা,
গৃহ ছাড়ি পলায় তরাসে।

ধৃষ্ট, দুষ্ট, বরাহের, দুর্গতি ভাবিলে,
চিত্তে সদা জাগে উপদেশ,
সিংহ উপেখিলেও, বাঘিনী যবে ধরে,
ধৃষ্টকে সবংশে করে শেষ।

সময় অপেক্ষা কর, দুর্ভাগা ইতর,
নিজেই সহিবে দণ্ড তার।
তুচ্ছ সনে, উচ্চ জনে, সমান ভাসিলে,
উচ্চেরই, সম্মান থাকা ভার।
ঘন যবে গর্জ্জে ঘন, মৃগেন্দ্র তখন,
প্রত্যুত্তর করে সগর্জ্জনে।
শৃগালের রবে, কিন্তু রহে সে নীরবে,
রহে স্বীয় চক্ষু নিমীলনে।
দাম্ভিকের ধৃষ্টতায়, পণ্ডিত সেরূপ,
নিঃশব্দে রহিলে, থাকে মান।
উচ্চে কহে ভুলুয়াও, "উত্তমোপদেশ,
অন্য নাহি ইহার সমান।"
জিজ্ঞাসেন শ্যামানন্দ, "সাধক যাঁহারা
উচ্চ জ্ঞানে, উচ্চ লক্ষ্যে, কর্ম্ম-রত তাঁরা।
অথচ কি জন্য তাঁরা পূর্ণ-কাম ন'ন ?"
উত্তরে সন্তান, "পঞ্চ মাতাল যেমন !"
সুধান মাধবদাস, "তাহা কি প্রকার ?"
বর্ণনে সন্তান, সেই অদ্ভুত ব্যাপার।
"কিছুদিন পূর্ব্বে পাঁচ মাতাল জুটিয়া,
চারি দাঁড়ে নৌকা সাজাইল।
মদ্যপান নিমিত্ত, ফরিদপুরে আসি,
খালধারে নঙ্গর ফেলিল।
নিজেরাই দাঁড়ী মাঝী, উৎসাহ প্রচুর,
এল বার মাইল বাহিয়া।
উৎফুল্ল আনন্দে চিত্ত,—মদের দোকানে,
সন্ধ্যা-পরে বসিল আসিয়া।
অতি অল্প খাবে বলি, ছটাক ছটাক,
মদ্যপান আরম্ভ করিল।
কিন্তু ক্রমে যত পারে, উদরস্থ করি,
মত্ত হয়ে নৌকায় উঠিল।
নৌকা ঘুরাইয়া দাঁড় টানিতে লাগিল,
শক্তি যত ছিল কলেবরে।
চক্ষু মুদি টানে কেহ, কেহ কম্পি শির,
মাঝী মনানন্দে গান করে।
সারা রাত্রি নৌকা বাহে, রাত্রি প্রায় ভোর,
নেশা-ঘোর ছুটিল তখন।
নিরীক্ষে, যথায় নৌকা ছিল, তথা আছে ;
নিরীক্ষিয়া বিস্ময়ে মগন।
পরস্পরে বলে, "ভাই, একি চমৎকার !
নৌকা সারারাত্রি বাহিলাম,
অথচ যে স্থানে নৌকা সেই স্থানে আছে,
মিথ্যা দাঁড় টানি মরিলাম !
কি জন্য এমন হল !" অন্বেষে কারণ,
দর্শে, মদ-মত্ততায় ভুলি,
সারা রাত্রি অতিশ্রমে টানিয়াছে দাঁড়,
নৌকার নঙ্গর নাহি তুলি।
নঙ্গর না তুলি, দাঁড় টানিলে যা হয়,
আমাদেরও ঘটিয়াছে তাই,
করিতেছি অতিশ্রমে উৎকট সাধনা,
ভোগেচ্ছা-নঙ্গর তুলি নাই।
অন্বিত অত্যুচ্চ জ্ঞানে, মাত্র ভোগেচ্ছায়,
অগ্রবর্ত্তী সাধকও পশ্চাতে পড়ি যায়।
অন্য হেতু, মমতায় চিন্তয়ে অন্তরে,
অত্যন্ত কর্ত্তব্য ইহা,—না করিলে পরে,
অন্য কে করিবে,—হবে অত্যন্ত অন্যায়,
মত্ত তাহে রহে, ভ্রান্তি ঘটে তপস্যায়।
সাক্ষী তার, রাজর্ষি ভরত একজন,
তুচ্ছ মৃগ-মমতায় ইষ্ট-বিস্মরণ।
মৃত্যু-পরে মৃগত্বই প্রাপ্তি হল তাঁর !"
রত্নগিরি কহে, "কহ, তাহা কি প্রকার ?"
উত্তরে সন্তান, "রাজ্য প্রিয় পরিজন,
পরিহরি রাজর্ষির তপস্যা-গমন।
নিশ্চিন্ত অন্তরে বসি, নির্জ্জন কাননে,
চিত্ত সু-নিযুক্ত করিলেন নারায়ণে।

দীর্ঘকাল এক ভাবে তপোনিষ্ঠ মন,
এক দিন এক মৃগী করেন দর্শন।
গর্ভিণী সে, সিংহের গর্জ্জনে প্রসবিয়া,
লুপ্ত-প্রাণা, সদ্যজাত সন্তান ফেলিয়া।
দর্শি অসহায় শিশু, মাত্র করুণায়,
আশ্রমে আনেন ঋষি, রক্ষিবারে তায়।

যত্নে নিজ হস্তে তৃণ-পত্র আহরিয়া,
অত্যন্ত আগ্রহে ঋষি খাওয়ান বসিয়া।
ক্রমে ক্রমে হল এত মমত্ব-সঞ্চার,
বিবেক-বৈরাগ্য চিত্তে না রহিল আর!

মৃগ-শিশু-রক্ষা-তরে নিবেশিয়া মন,
বিস্মৃত ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি ভজন-সাধন।
আশ্চর্য্য মায়ার কার্য্য,—স্ত্রী-পুত্র তেয়াগি,
ক্ষুদ্র বন্য-জন্তু-প্রতি তীব্র অনুরাগী।

কালক্রমে মৃগশিশু যৌবনে পশিল।
আশ্রমে একদা এক মৃগী প্রবেশিল।
যুবতী সে মৃগী, মৃগ মুগ্ধ তার সনে।
আশ্রম ছাড়িয়া, চলি গেল দূর বনে।
স্বহস্তে রক্ষিত জন্তু, হারাইয়া ঋষি,
মস্তকে স্থাপিয়া হস্ত পড়িলেন বসি।

জন্তু-শোকে, ভুলি, পুণ্য তপস্যাচরণ,
"হা মৃগ! হা মৃগ!" বলি সর্ব্বদা রোদন
তীব্র শোকে শীর্ণ তনু, সংঘটে মরণ,
চিন্তি মৃগ, মৃত্যু!—পর জন্মে মৃগ হন।

কৃষ্ণার্চ্চনা-প্রভাবে, সে মৃগ-কলেবরে,
পূর্ব্ব স্মৃতি জাগ্রত রহিল ঋষিবরে।
প্রাপ্ত-মৃগ-দেহ, অতি অনুতপ্ত মনে,
সঙ্গ-ত্যাগে সঙ্কল্প করেন মৃত্যুপণে।

জন্মি পুণঃ নরদেহে, জড়ের মতন,
নিঃসঙ্গ, নির্ব্বোধ-তুল্য, স্বেচ্ছা-বিচরণ।
অনন্য অন্তরে চিন্তা, মাত্র ভগবান।
আবার রাজর্ষি-শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানে অধিষ্ঠান।"

জিজ্ঞাসিল বিষ্ণুদাস, আগ্রহ বচনে,
"কহ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কে ধরায়।"
বৈষ্ণবের চিত্ত বুঝি, উত্তরে সন্তান,
শ্রেষ্ঠ কাল, কৃষ্ণ বল যায়।"

জিজ্ঞাসেন নিত্যানন্দ, "কৃষ্ণ সর্ব্বোপরি,
এ সিদ্ধান্তে প্রমাণ কোথায়?"
উত্তরে সন্তান, "দেখি প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্ত,
কাল শ্রেষ্ঠ, সৃষ্ট্যাদি যাঁহায়।

গীতায়, শ্রীভগবান, আত্ম-পরিচয়ে,
বিশ্ব-মূর্ত্তি দেখান যখন,
কহিলেন, "কাল" তিনি, সর্ব্ব মূলীভূত,
লোক-ক্ষয়কারী সর্ব্বক্ষণ।

কৃষ্ণ যিনি, তিনি কাল,—তিনি রাম, হরি,
তিনি দেব-দেব বিশ্বনাথ।
তিনি পরমাত্মা, সৎ-চিদানন্দ নাম,
কর নাম-অর্থে দৃষ্টিপাত।

হরি-কৃষ্ণ-রাম-নামে অক্ষরে পার্থক্য,
মূলে লক্ষ্য মাত্র একজন।
সম্বোধি যে নামে, ভক্তি-মিশ্রিত আহ্বান।
পৌঁছে মাত্র তাঁহারই শ্রবণ।

তার পরে, অবতার-তত্ত্বে যাই যদি,
তাহাতেও দর্শিবারে পাই,
মহর্ষি ব্রহ্মর্ষি যাঁরা, সিদ্ধান্তে তাঁদের
শ্রেষ্ঠ কেহ, শ্রীকৃষ্ণের নাই।

যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভিলে,
অর্ঘ্যদান-বিষয় লইয়া,
দ্বন্দ্ব আরম্ভিল যবে,—শ্রেষ্ঠ কে, তখন,
এই প্রশ্ন লইল তুলিয়া।

দুর্য্যোধন, কর্ণ, শল্য, শিশুপাল, যত,
"আমি শ্রেষ্ঠ," প্রত্যেকেই বলে।
"আমি অর্ঘ্য অগ্রে পাব!"—কিন্তু কে যে শ্রেষ্ঠ,
কে মীমাংসা করে যজ্ঞ-স্থলে।

সর্ব্বোপরি বিচক্ষণ ভীষ্ম মহামতি,
কহিলেন কৃষ্ণ সর্ব্বোপরি।
মত্ত ক্রোধে, শিশুপাল তর্ক আরম্ভিল,
বহু রূপে কৃষ্ণ-নিন্দা করি।

তথা শ্রীমহাভারতে, সভাপর্ব্বে, ৩৭ অধ্যায়,—
এবং বক্তুং নার্হস্ত্বং মা ভূত্তে বুদ্ধিরীদৃশী।
জ্ঞানবৃদ্ধা ময়া রাজন্ বহবঃ পর্য্যুপাসিতাঃ ॥ ১
তেষাং কথয়তাং সৌরেরহং গুণবতান্ গুণান্।
সমাগতানামশ্রৌষং বহূন্ বহুমতান্ সতাম্ ॥ ২

১। ভীষ্ম বলিলেন, "হে চেদিরাজ শিশুপাল! তুমি (শ্রীকৃষ্ণকে) এরূপ বলিতে পার না; তোমার এই জাতীয় বুদ্ধি হওয়াও কর্ত্তব্য নহে। হে রাজন! আমি বহু জ্ঞান-বৃদ্ধ ঋষি-মহর্ষিগণের সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছি।

২। সেই সকল সমাগত ঋষি-মহর্ষিগণ বহু প্রকারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বহু গুণ ও শ্রেষ্ঠত্ব-বিষয়ে আমার নিকটে বর্ণন করিয়াছেন।

তখন শ্রীভীষ্মদেব-পরামর্শ-ক্রমে,
সপ্ত-কল্পামর মার্কণ্ডেয়ে,
যোগ্য মীমাংসক বলি, আনিবার জন্য,
ভীমসেনে দেন পাঠাইয়ে।
পবন-নন্দন ভীম পবন-গমনে,
দক্ষিণ সমুদ্র-তীরে যান।
ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, এক অর্দ্ধ-জল-মগ্ন,
মূর্ত্তি তথা দর্শিবারে পান।
লোক-মুখে শুনিলেন, তিনি মার্কণ্ডেয়,
কিন্তু ধ্যানে চৈতন্য-বিহীন,
শুনি, বীর বৃকোদর প্রমাদে পতিত,
কিছু ক্ষণ র'ন চিন্তাধীন।
তার পরে ভাবিলেন, কর্ত্তব্য-সাধন,
সর্ব্বোপরি কার্য্য তথা তাঁর,
লম্ফ মারি পড়িলেন, পার্শ্বে মহর্ষির,
উচ্চ কণ্ঠে, ডাকি বার বার।

সংজ্ঞা তবু নাহি, দেখি, ঘন ঝাঁকাইতে,
লাগিলেন মস্তক ধরিয়া,
হল সংজ্ঞা,—মার্কণ্ডেয় স্কন্ধে কি পড়িল,
ভাবি, হস্তে দেন সরাইয়া।
অঙ্গুলি-তাড়নে ভীম, সিন্ধু-নীরে পড়ি,
মরণের হাবুডুবু খান।
তুলিলেন ঋষি, ক্ষুদ্র শিশু মনে করি,
পার্শ্বে রাখি, সবিস্ময়ে চান।
আত্ম-সম্বরিলে ভীম, জিজ্ঞাসেন ঋষি,
"কে তুমি?—কি জন্য জাগাইলে?"
ভীম ক'ন, "আর কি বা, কহিব তোমায়?
—এখনি ত প্রাণ নিয়াছিলে!"
হাসিলেন মার্কণ্ডেয়;—ভীম প্রসন্নতা
অনুভবি, কহেন তখন,
"শীঘ্র চল হস্তিনায়, মীমাংসা করিতে,
শ্রেষ্ঠ কারা ভূতলে এখন!
পৃথ্বীপতি যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ
করিছেন, অর্ঘ্যদান নিয়া
দ্বন্দ্ব মহা বাধিয়াছে ক্ষত্রিয়-মণ্ডলে,
নাহি কেহ দিতে মীমাংসিয়া।"
জিজ্ঞাসেন মার্কণ্ডেয়, "কে সে যুধিষ্ঠির?"
গর্ব্বে ভীম করেন উত্তর,
"কে সে যুধিষ্ঠির?—তুমি চেননা, আশ্চর্য্য!
তিনি এবে ধরণী-ঈশ্বর!
আমি তাঁর সহোদর, বীরেন্দ্র-কেশরী,
ভীম নামে বিশ্ব-পরিচিত।
বর্ত্তে অন্য ভাই পার্থ, মহা ধনুর্দ্ধর,
সখ্য যার শ্রীকৃষ্ণ-সহিত।"
কৃষ্ণ-নাম শুনি, ঋষি আনন্দ-অন্তর;
ভীম ক'ন, "চন্দ্র-বংশ্য হই"
জিজ্ঞাসেন মার্কণ্ডেয়, "কোন্ চন্দ্র-বংশ্য?"
ভীম ক'ন, "আমি জ্ঞাত নই।

8-922
Acc 22823 ১১।১২।২০১৫

আমি ভীম, ও সমস্ত কিছু নাহি জানি,
ও সমস্ত জানে মোর দাদা।
সঙ্গে মোর, চল তুমি,—সমস্ত শুনিবে।
সে স্থানে ও আলোচনা সদা।
অবিলম্বে চল,—নহে, ক্ষত্রিয়-সমাজ
অদ্য হবে নির্ম্মূল ধরায়।
রক্ষা যদি কর তুমি, মীমাংসা করিয়া,
যুক্ত হবে মহা প্রশংসায়।"
হাস্য করি, মার্কণ্ডেয় ভীমের সহিত
চলিলেন তবে হস্তিনায়।
ধীর পদে মার্কণ্ডেয়, ভীম অশ্ব-গতি,
হস্তি-পাছে বৎস যথা ধায়!
চিন্তে মনে মনে ভীম, "দুর্য্যোধন-পক্ষে
এই মার্কণ্ডেয়ে যদি পাবে,
মোর গদা, অর্জ্জুনের অস্ত্র শস্ত্র যত,
নাকের নিঃশ্বাসে উড়ি যাবে।"
পৌঁছিলেন হস্তিনায়,—দর্শি মার্কণ্ডেয়ে,
দম্ভী, দর্পী, নৃপতি সকল,
বিস্ময়-মিশ্রিত ভক্তি-ভরে ভূমে পড়ি,
বন্দে তাঁর চরণ-কমল।
যুক্তকরে ভীষ্মদেব করিলেন স্তুতি,
অন্য যত মুনি-ঋষি-বৃন্দ,
পদ-ধূলি শিরে তুলি, কৃতার্থ হইতে,
বন্দিলেন চরণারবিন্দ।
ভগবান চতুরেন্দ্র চূড়ামণি কৃষ্ণ,
দর্শিয়া মহর্ষি-আগমন,
জলপূর্ণ ভৃঙ্গ-করে সম্মুখে দণ্ডান,
করিবারে পদ-প্রক্ষালন।
বসিলেন ঋষি,—বীর কর্ণ উঠি কহে,
"মহারথ আমি, জানে সবে;
ন্যায়তঃ ও অর্ঘ্য মোর।"—মার্কণ্ডেয় ক'ন,
"অর্ঘ্য-মাল্য লও তুমি তবে!"

গর্ব্বে কহে শিশুপাল, "আমার বীরত্বে,
কম্পে আ-সমুদ্র হিমাচল।
যোগ্য কে আমার মত?"—মর্কণ্ডেয় ক'ন,
"তোমারই ত প্রাপ্য ও সকল।"
দুর্য্যোধন কহে, "আমি বংশ-মর্য্যাদায়,
শ্রেষ্ঠ যথা, বীরত্বে তেমন।"
মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "তা হ'লে তুমিই,
যথার্থ এ মাল্যের ভাজন।"
এইরূপে নৃপতি, বা সামন্ত, সর্দ্দার,
যে কেহই আসিয়া দাঁড়ায়,
মর্কণ্ডেয় মীমাংসায়, সেই অর্ঘ্য-পাত্র,
পাইবার যোগ্য হয়ে যায়।
যুক্তকরে ভীষ্মদেব, সহ ঋষি-বৃন্দ,
মার্কণ্ডেয়ে বলেন তখন,
এ কৌশল-বাক্য ছাড়ি, করুন নির্দ্দেশ,
কে যথার্থ অর্ঘ্যের ভাজন।
সম্বোধেন তখন শ্রীমার্কণ্ডেয় ধীরে,
"তোমাদের প্রশ্নের উত্তর,
করিবার পূর্ব্বে, এক প্রশ্ন আছে মোর।
উত্তরিলে, উত্তরিব পর।
ধর্ম্ম-রাজ-বরে আমি, জান ত সকলে,
আছি সপ্ত কল্পের অমর।
মগ্ন আছি ব্রহ্মানন্দে, জন-সঙ্গ ছাড়ি,
গত মহা প্রলয়ের পর,
কারণ-সমুদ্রে, যবে মগ্ন চরাচর,
চন্দ্র সূর্য্য অদৃশ্য যখন,
অন্ধকারে প্রলয়ের,—আশ্রয়-বিহীন,
শূন্যে মোর দুঃসহ ভ্রমণ।
অনন্ত শূন্যের মধ্যে, ঘুরিতে ঘুরিতে,
যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া,
ভাবিতাম, "মৃত্যু শ্রেয়ঃ লক্ষ লক্ষ বার,
হেন অমরত্ব না লভিয়া।"

দুর্দ্দশায় কত কাল, গত হেন ভাবে,
তাহা অনুভূতি-বহির্ভূত।
ক্রমে মহা ঝঞ্ঝাপূর্ণ উত্তাল তরঙ্গে,
সিন্ধু-মধ্যে হইনু পতিত।

সহসা একদা হল সূর্য্যের প্রকাশ,
তরুণ অরুণে নিরীক্ষিয়া,
চিত্তে হল ভরসার সঞ্চার আবার,
সৃষ্টি-কার্য্য নিকটে বুঝিয়া।

কিন্তু শুধু জলময় সমস্ত পৃথিবী,
উত্তাল তরঙ্গে হাবুডুবু,
খাইয়া বর্ত্তুল-তুল্য, জল-মধ্যে ঘুরি,
প্রাণ, দেহ নাহি ছাড়ে, তবু।

আড়ষ্ট হইল তনু,—সামর্থ্যবিহীন,
অর্দ্ধ-জ্ঞান-শূন্য অবস্থায়,
তরঙ্গের অভিঘাতে, উলটি পালটি,
অতি দুঃখে দিন-রাত্রি যায়।

সহসা তরঙ্গ গেল,—একদা প্রভাতে,
দর্শি, এক নীল-রত্ন-কায়
ক্ষুদ্র শিশু, বিঘত-প্রমাণ বট-পত্রে,
সম্মুখে আমার, ভাসি যায়।

অতি ক্ষুদ্র অঙ্গুলি সে, করি উত্তোলন,
মৃদু হাস্যে আমাকে ডাকিল।
তার ক্ষুদ্র বট-পত্রে উঠি, এক পার্শ্বে,
স্নেহভরে বসিতে বলিল।

সম্বোধন তার, শুনি, এল হাস্য মোর,
এই ত বিরাট কলেবর,
তার ক্ষুদ্র বট পত্রে, বসিব উঠিয়া,
ধন্য বটে তার সমাদর!

কিন্তু কি করিব, নাহি দ্বিতীয় আশ্রয়,
পরম আশ্রয় তাকে গণি,
সন্নিকটে গিয়া, দুটী অঙ্গুলি তাহার
বটপত্রে, থাপিনু তখনি।

অর্পিনু সমস্ত ভার, ক্রমে এ দেহের,
দর্শিলাম, তবু না তলায়।
চমৎকৃত হইলাম,—উঠিলাম কিছু,
শরীরের শৈত্য যাহে যায়।

কোমর পর্য্যন্ত উঠি, দেখি নিরীক্ষিয়া,
যেন সেই বট-পত্রে স্থান,
বর্ত্তে,—যার মধ্যে, আমি পারি বসিবারে,
লম্ফ মারি, উঠি বসিলাম।

কিন্তু শীতে অবসন্ন, তখন সে কহে,
অতি ক্ষুদ্র বদন বিস্তারি,
বদনের মধ্যে বস,—মধ্যে উষ্ণতায়,
শীত-ক্লেশ-কম্পন নিবারি।

তথা শ্রীমহাভারতে, বনপর্ব্বে,—
অভ্যন্তরং শরীরং মে প্রবিশ্য মুনিসত্তম।
আস্স্ব ভো বিহিতো বাসঃ প্রসাদস্তে
কৃতো ময়া ॥

ভগবান মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, "হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাস কর। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া, আমার শরীরের মধ্যেই তোমার জন্য বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলাম।

হাস্য উপজিল মোর, পুনঃ তাহা শুনি,
কিন্তু ক্ষণে, ভাবিলাম মনে,
স্থান যদি বট-পত্রে সম্ভব হইল,
হ'তে পারে স্থান ও বদনে।

মস্তকাবনত করি, লক্ষ্য যত করি,
দর্শি তত বিস্তৃত বদন,
প্রবেশিনু বদনের মধ্যে মহানন্দে,
গিলিয়া সে ফেলিল তখন।

প্রবেশি উদর-মধ্যে, করি দরশন,
সূর্য্য-করে শূন্য জ্যোতির্ম্ময়।
সিন্ধু-গিরি-নগর-প্রান্তরে ধরাতল,
সুন্দর সজ্জিত, সুখালয়।

তথা শ্রীমহাভারতে, বনপর্ব্বে,—

ততঃ প্রবিষ্টস্তস্য কুক্ষিং সহসা মনুজাধিপ।
সরাষ্ট্র নগরাকীর্ণাং কৃৎস্নাং পশ্যামি মেদিনীম্ ॥

হে মনুজেশ্বর! আমি তার উদর-মধ্যে প্রবেশ করিয়াই রাজ্য ও নগর প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ এই সমগ্র জগৎ দর্শন করিলাম।

কি অপূর্ব্ব সিন্ধুতীর?—উপযুক্ত স্থান,
পাইয়া আবার যোগাসনে,
বসিলাম ব্রহ্মময়ী মহাশক্তি ধ্যানে,
কত কাল কহিব কেমনে?
অদ্য ভীম স্কন্ধে চড়ি, জাগ্রত করিল,
বলে, "শীঘ্র মোর সঙ্গে চল।
রাজসূয় যজ্ঞে অর্ঘ্য-পাত্র কে পাইবে,
শ্রেষ্ঠ কে, তা মীমাংসিয়া বল।"
কৌতুহলাক্রান্ত, তাই আসিলাম হেথা,
কিন্তু হেথা যাহা দেখিতেছি,
সমস্ত নূতন, মাত্র এক জনে আমি,
দরশন মাত্র চিনিতেছি।
ভৃঙ্গ হস্তে দণ্ডাইয়া, ঐ যে যুবক,
ইন্দ্র-নীল-রত্ন-কান্তি কায়,
ঐ সেই বট-পত্রে ভাসমান শিশু,
কুক্ষিতে, যে রক্ষেছে আমায়।
সেই মৃদু-মধু-হাস্য-পূর্ণ সুবদন,
সেই ইন্দীবর-নিন্দি কান্তি।
জলদ্-গম্ভীর সিন্ধু-সমান প্রশান্ত,
সেই ওই, ইথে নাহি ভ্রান্তি।
এক্ষণে আমার প্রশ্ন, তোমাদের কাছে,
কহ সত্য, সিদ্ধান্ত করিয়া,
আমি ওর উদরের মধ্যে, কি বাহিরে,
আছি ওর কোথায় বসিয়া!"
শুনি সবে উচ্চ কণ্ঠে, মহাজয়-ধ্বনি,
করিলেন "হা কৃষ্ণ," বলিয়া

বিশ্বে কে গরীষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, হল নির্দ্ধারিত,
গূঢ় তত্ত্ব-রহস্য শুনিয়া।
অন্তরে বাহিরে যিনি,—আমরাও যাঁর
অন্তরে বাহিরে বিদ্যমান,
বিশ্বনাথ, বিশ্বপতি পরমেশ তিনি।
বিশ্বমূর্ত্তি তিনি বিশ্বপ্রাণ।
কৃষ্ণ তিনি, যিনি নিত্য বিশ্ব আকর্ষেণ,
আপনার অঙ্গে আলিঙ্গিতে।
কর্ত্তা তিনি সর্ব্বোপরি, রসিকেন্দ্র-মণি,
সৃষ্টি তাঁর, রস আস্বাদিতে।
কৃষ্ণ কাল, কৃষ্ণ ব্রহ্ম, কৃষ্ণ সত্যমূর্ত্তি,
কৃষ্ণ সূর্য্য, কৃষ্ণ শিব-রাম,
কৃষ্ণ আদ্যাশক্তি কালী, কৃষ্ণ সিদ্ধিদাতা,
একা কৃষ্ণ, ব্যাপি বিশ্বধাম।
সর্ব্বশক্তিমান কৃষ্ণ, কৃষ্ণ ইচ্ছাময়,
অসম্ভব সম্ভব তাঁহায়।
কি অপূর্ব্ব কৌশলে অনন্ত শূন্য-মার্গে,
সূর্য্যাদির গুলি সে খেলায়!
রাত্রি, দিন, মাস, ঋতু, বৎসর, তাঁহার,
সৌন্দর্য্য তাঁহার প্রাকৃতিক।
পর্ব্বত, প্রান্তর, হ্রদ, নদী, মহাসিন্ধু,
দর্শায় তাঁহাকে সমধিক।
উচ্চতম, তুচ্ছতম, সুন্দরাসুন্দর,
বীভৎস-করুণ-রস-রঙ্গ,
সর্ব্বত্র সে রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি মোর,
বন্ধু তিনি, তিনি বহিরঙ্গ।
সিন্ধু তিনি করুণার,—ভক্ত-গত-প্রাণ,
সযত্নে ভক্তের বোঝা ব'ন।
রক্ত যাঁরা একাগ্র অন্তরে তাঁর প্রতি,
মাহাত্ম্য তাঁরাই জ্ঞাত হন।
যুক্তকরে ভক্তিভরে কৃষ্ণে স্তুতি করি,
মার্কেণ্ডেয় গেলেন চলিয়া।

স্তব্ধীভূত সভাতল কিছু কাল জন্য
উচ্চ-বাচ্য কেহ না করিয়া।
তারপরে, ভীষ্মদেব—আজ্ঞায় তখন,
সহদেব পুষ্পমণিহার,
অত্যন্ত আগ্রহে উঠি, শ্রীকৃষ্ণে পরান,
অন্য সবে কহে চমৎকার।
অর্পি অর্ঘ্য সহদেব ক'ন উচ্চ রবে,
"শ্রীকৃষ্ণে যে না বলে ঈশ্বর,
মস্তকে তাহার, আমি করি পদাঘাত,
ঘৃণ্য পশু-তুল্য সে বর্ব্বর।"
দম্ভ দেখি, দর্প শুনি, শিশু পাল তবে,
ধাইল শ্রীকৃষ্ণে বধিবারে।
যুদ্ধ নাহি, মাত্র চক্রাঘাতে ছিন্ন-শির,
করিলেন শ্রীকৃষ্ণ তাহারে।
শ্রীকৃষ্ণ-শ্রেষ্ঠত্ব শুনি, ভক্ত বিষ্ণুদাস,
হৃষ্ট অতি, আনন্দে মগন;
নিত্যানন্দ হস্ত তুলি, সস্নেহে সন্তানে,
আশীর্ব্বাদ করেন তখন।

শ্রীকৃষ্ণ স্তোত্র।

জয় শ্যাম-সুন্দর নন্দ-দুলাল।
গোপেশ্বর-প্রিয় গোপ-ভূপাল।
বৃন্দাবন-বন দেবতা-বন্দ্য।
গোকুল-গগন-চন্দ-গোবিন্দ ॥
নীল ইন্দীবর নিন্দিয়া রূপ।
নির্ম্মোহ, নিস্পৃহ, মানস-ভূপ।
চিন্তয়ে অন্তরে সাধকবৃন্দ।
গোকুল-গগন-চন্দ গোবিন্দ ॥
চন্দনে অলকা ভালে কপোলে।
উড্ডীন বলাকা নীরদ-কোলে।
বন্ধ চূড়া রাজ-মুকুট-নিন্দ্য।
গোকুল-গগন-চন্দ গোবিন্দ ॥
বিম্ব-বিনিন্দিত অধরে বংশী,
সর্ব্বতঃ সংসার-স্বপন-ধ্বংসী।
ঈশ্বর পরম সচ্চিদানন্দ।
গোকুল-গগন- চন্দ গোবিন্দ ॥
বরজ-ভয়ার্ত্তিহ গিরিবর-ধারী।
বংশীবট-ধীর-সমীর-চারী।
ভানুকুলেশ্বরী-হৃদয়ানন্দ।
গোকুল-গগন-চন্দ গোবিন্দ ॥
বিশ্ব-বিমোহন বিশ্ব-নিবাসী,
নিজ নিজ ভাষায় নির্জ্জনে বসি,
কীর্ত্তনে যাঁক শ্রীপাদারবিন্দ।
গোকুল-গগন-চন্দ গোবিন্দ ॥
তাপত্রয়ে চিত্ত শীতল জন্য,
আশ্রয় করি যোগ-ভক্তি অনন্য,
আরাধয়ে ঋষি-মহাঋষি-বৃন্দ।
গোকুল-গগন চন্দ গোবিন্দ ॥
চাও যদি এ ভব-বন্ধন-নাশ,
চিন্ত রে ভুলুয়া সে পীতবাস।
বৃন্দাবনেশ্বর ভুবন-বন্দ্য।
গোকুল-গগন-চন্দ গোবিন্দ ॥

চতুর্থ দিন

—:০:—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

—০—

সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥
শ্রীশ্রীচণ্ডী।

"মা, তুমি সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলকর বিষয়ের মঙ্গল। তুমি সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজন-সাধিনী শিবা। তুমিই একমাত্র শরণীয়া। তুমি ত্রি-নেত্র-ধারিণী। তুমি গৌরী, তুমি নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার।"

জয় কালী, জয় কুল-কুণ্ডলিনী, তারা।
ধ্রুব-তারা তাহাদের, যারা পথ-হারা।
শান্তির শীতল ছায়া, সন্তাপিত ঠাঁই।
সম্পত্তি, সুহৃদ, তার,—যার কেহ নাই।

নিঃস্বের ঐশ্বর্য্য তুমি, এ বিশ্ব ব্যাপিয়া,
বিশ্বেশ্বরী,—বিশ্ব-প্রাণ, বিশ্ব-বরণীয়া।
আশ্বাসদায়িনী, নিত্য বিপন্ন জনের।
দীন-দৈন্য-বিনাশিনী, সঙ্গী সজ্জনের।

শ্রীপরমহংস, রামকৃষ্ণ, শ্রীপ্রসাদ,*
আর শ্রীকমলাকান্ত, মা তব প্রসাদ,
লাভ করি, নিত্যানন্দ-লাভে, ভাগ্যবান।
বিশ্বে, ভক্ত-বৎসলা কে, মা তব সমান!

শক্তি তুমি, ভক্ত-কীর্ত্তি-বিস্তার-কারিণী।
ভক্ত সর্ব্বানন্দে, তাই বিদ্যা-প্রদায়িনী।
বর্ষিতে করুণা, তুমি ভাদর-বরষা,
বুদ্ধি-বল, ভুলুয়ার,—আশা, বা ভরসা॥

জিজ্ঞাসেন নিত্যানন্দ, "শুন বিচক্ষণ,
ইচ্ছা করি শুনিবারে, ভক্তির লক্ষণ।
ভক্তি চতুর্ব্বিধা,—তুমি পূর্ব্বে বলিয়াছ;
সুনির্গুণ-যোগ-ভক্তে, উচ্চে রাখিয়াছ।
ভক্তি সেই চতুর্ব্বিধা, কি কি নাম ধরে?
কি প্রকার কর্ম্ম, কোন্ ভক্তিমান করে?"

উত্তরে সন্তান, "তম, রজ, সত্ত্ব, তিন,
—অথবা এ তিনের, মিশ্রিত ভাবাধীন,—
বর্ত্তে নর এ ধরায়; যে গুণ যাহার,
ভক্তি-শ্রদ্ধা-পূজা তার, হয় সে প্রকার।

উত্থিত বুদ্‌বুদ্ যথা, দুগ্ধে, তৈলে, জলে,
তদ্রূপ ত্রিবিধা ভক্তি, ত্রিগুণে উথলে।
বুদ্ বুদ্ হলেও সব, আকারে, প্রকারে,
পার্থক্য যথেষ্ট থাকে, গুণের বিচারে।

তদ্রূপ ত্রিবিধা ভক্তি গুণত্রয়ে হয়,
ভক্তি সবই,—তবু ও পার্থক্য তিনে রয়।
ভক্তি, তাই প্রথমতঃ ত্রিবিধ প্রকার।
শাস্ত্রে গুণ-অনুসারে, নাম পরচার।

তামসিকী, রাজসিকী, সাত্ত্বিকী, তাহারা,
সু-নির্গুণ-যোগ-ভক্তি হয় সর্ব্বোপরা।
প্রত্যেক সোপানে, ভিন্ন ভিন্ন আচরণ।
প্রথমতঃ তামসিকী ভক্তির লক্ষণ।

"অন্তরে বৈরাগ্য নাই, আসক্তি-প্রবল,
তুচ্ছ-স্বার্থ-লাভ জন্য, সর্ব্বদা চঞ্চল।
পরস্ব হরিয়া, নিজ সম্পত্তি বাড়ায়।
শত্রু-ভয়ে, রহে, সদা, কম্পিত-হিয়ায়।

দীর্ঘ-সূত্রী, মায়ান্ধ, কাতর পরিশ্রমে,
কর্ত্তব্য কহিলে, তর্ক বাধায় প্রথমে।
মত্ত কাম-ক্রোধ-লোভে, ক্ষুদ্র-চেতা আর,
অকর্ম্মা, অথচ চিত্তে অতি অহঙ্কার।

মিথ্যাবাদী, প্রতারক, কৃতঘ্ন, পামর,
কর্ত্তব্য করে না, বৃথা কর্ম্মে আড়ম্বর।
পরশ্রী-কাতর, হেন তামসিক নরে,
দুরাকাঙ্ক্ষা-পূর্ণ-হেতু, একাগ্র অন্তরে,
অর্চ্চে জগদ্ধাত্রী, অতি নিষ্ঠুর আচারে,
ভক্তি যা তাহার, "তামসিকী" বলে তারে।"

জিজ্ঞাসেন পূর্ণানন্দ, "এ ভক্তি-সাধনে,
কল্যাণ কি প্রাপ্ত হয়, তাহারা জীবনে?"
উত্তরে সন্তান, "যারা অর্পি বুদ্ধি-মন,
অর্চ্চে মাকে, যদিও উদ্ভট আচরণ,
প্রাপ্ত হয়, তাহারাও, তাঁহার করুণা।
পূর্ণ হয়, তাহাদেরও, ক্ষুদ্র যা বাসনা।

বুদ্ধি-মন-সমর্পণ, সর্ব্বোচ্চ সাধনা,
অর্পি মন, অর্চ্চিয়া, কে বঞ্চিত-করুণা?
অর্পি মন, "দুর্গে, দয়া কর" বলি ডাকে।
ক্ষুদ্র ভোগাকাঙ্ক্ষা, তাহে পূর্ণ হয়ে থাকে,

---

*শ্রীপরমহংস=রামকৃষ্ণ পরমহংস। রামকৃষ্ণ=রাজা রামকৃষ্ণ। প্রসাদ=রামপ্রসাদ।

কামে গোপী, ভয়ে কংস, দ্বেষে শিশুপাল,
অর্পি মন-বুদ্ধি, প্রাপ্ত শ্রীনন্দ-দুলাল

অতঃপর, "রাজসিকী" ভক্তির লক্ষণ,
ঐক্য যার, তামসিকী-সঙ্গে, বিলক্ষণ।
অত্যন্ত বিষয়াসক্ত, যাহা কিছু করে,
ব্যস্ত হয়ে, হস্ত পাতে, ফলাকাঙ্ক্ষা-তরে;
মত্ত ভোগে অতিশয়, রূপ, জয়, যশ,
ধান্য, ধন প্রভৃতির, চিন্তায় অবশ।
হর্ষ-শোক যুক্ত, আর হিংসাপরায়ণ,
স্বার্থ-জন্য, পরার্থ নাশিতে, হৃষ্ট-মন।

আত্ম-প্রিয় পশু-মাংসে, করে বলিদান,
জীবে-দয়া প্রশ্নে, তার নাহি কোন জ্ঞান।
ভার্য্যা মনোরমা চাহে, সম্ভোগ-নিমিত্ত।
ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষায়, অবসন্ন-চিত্ত।

সঙ্কল্প অগণ্য তার, চিন্তে মনে মনে,
বর্ত্তিবে অনন্ত কাল, এ মর্ত্ত্য ভুবনে।
দুরাকাঙ্ক্ষী, মন-প্রাণ একত্র করিয়া,
অর্চ্চে মাকে, অসম্ভব উৎসব ছাঁদিয়া।
ভক্তি যা তাহার, তাকে "রাজসিকী" বলে,
দৃষ্ট তাহা, বিষয়ী-মণ্ডলে, সর্ব্বস্থলে।

বক্তব্য এখন, ভক্তি "সাত্ত্বিকী"-লক্ষণ;
প্রার্থে তাহা, ভোগৈশ্বর্য্যে, বিতৃষ্ণ যে জন।
বিন্দু ফলাকাঙ্ক্ষা, নাহি, তাঁর অর্চ্চনায়।
মুক্ত রূপ-জয়-যশ-ভাগ্য-কামনায়।
তত্ত্ব বুঝি, নশ্বরত্বে, সদা অচঞ্চল,
প্রার্থনা, কেবল দুর্গা-চরণ-কমল।
মাত্র মার পাদ-পদ্ম-অর্চ্চন-বন্দন,
করিতে পারিলে তাঁর সার্থক জীবন।

ভক্ত-সঙ্গ, ভক্ত্যালাপ, তাঁর মুখ্য কর্ম্ম।
পর-সেবা-ব্রত, তাঁর পরাৎপর ধর্ম্ম।
আ-ব্রাহ্মণ-চণ্ডালে, প্রভেদ-বুদ্ধিহীন।
নির্ব্বিষয়ী সে মহাত্মা, ন্যায়ের অধীন।

সত্য-পক্ষ-পাতী তিনি, সত্যে সদা শুদ্ধ,
না মানেন সংস্কার, সত্যের বিরুদ্ধ।
হয় যদি, দারা-পুত্র-পরিজন ক্রুদ্ধ,
বিপক্ষে দাঁড়ায় যদি, ত্রিজগৎ শুদ্ধ,
চিত্ত তাঁর, তবু নাহি সত্য-ব্রত ভুলে।
যথা যান, যা করেন, ভুল নাহি মূলে।

পরাৎপর পরমেশে, যে নামে যে ডাকে,
কর্ণে তাঁর, তাই শুনি, সুধা বর্ষি থাকে।
জন্মে কেহ, কেহ মরে, কেহ ভোগে রোগ,
মত্ত কেহ ভোগে, কেহ অনুষ্ঠানে যোগ,
দস্যু কেহ হয়, করে পরস্ব লুণ্ঠন,
বুদ্ধ কেহ হয়, করে বিপন্নে মোচন,
দাতা কেহ হয়, হয় কেহ বা কৃপণ,
মূর্খ কেহ, কেহ পণ্ডিতাগ্র বিচক্ষণ,
সমস্ত, তাঁহার চক্ষে, যেন অভিনয়।
চিত্ত তাঁর, ভব-রঙ্গে, চঞ্চল না হয়।
ভক্তি তাঁর "সাত্ত্বিকী,"—দেবত্বে সে মহান;
দৃষ্টিমাত্র, করে নরে, তাঁহাকে সম্মান।

"সুনির্গুণ-যোগ-ভক্ত," হন সর্ব্বোপরে।
নির্ব্বাসনা তিনি, তাই তাহার অন্তরে,
ইষ্ট দর্শনেও, কোন প্রার্থনা জাগে না।
হৃষ্ট তাহে,—যাহা, তাঁর ইষ্টের বাসনা।

সর্ব্বদা বিভোর, ভক্তি-ভাবামৃত-পানে।
আহ্বান মোহের, নাহি পশে তাঁর কাণে।
যে স্থানে যা ঘটে, রটে, সর্ব্বত্র তাঁহার,
স্ফুর্ত্তি, ব্রহ্মময়ী-লীলা-মাধুর্য্য অপার।

পুরুষেও, মাতৃমূর্ত্তি, দৃষ্ট তাঁর মনে।
কুণ্ডলিনী জাগা তাঁর, স্থাবরে-জঙ্গমে।
দর্শি, হিংস্র ভয়ঙ্কর শার্দ্দুলের মূর্ত্তি।
চিত্তে তাঁর, অত্যানন্দে, মাতৃভাব-স্ফূর্ত্তি।

শত্রু-মিত্র নাহি তাঁর, নাহি পাপ-পুণ্য।
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-নরকের, ভেদ-বুদ্ধি-শূন্য।

শব্দ যত, সমুত্থিত, প্রকৃতি হইতে,
উৎপাদিছে বহু জ্ঞান, আমাদের চিতে ;
কিন্তু সেই মহাত্মার, অন্তরে কেবল
জাগায় জননী-লীলা, স্মরণ-মঙ্গল।

রাত্রিকালে, বিশ্ব যবে, শব্দ-শূন্য হয়,
কর্ণে তাঁর প্রণব-ঝঙ্কার সে সময়।
শূন্য-নিকেতন তিনি, নাহি করণীয়।
শ্রেষ্ঠ অবধূত, বিশ্ব-ভক্ত-বরণীয়।

সন্ধ্যা-পূজা নাহি তাঁর, না আছে নিয়ম।
নাহি যাগ-যজ্ঞ, নাহি তীর্থ-পর্য্যটন।
আত্মীয় না আছে কেহ, নাহি কেহ পর,
যে স্থানে রজনী, তাঁর সেই স্থানে ঘর।

পূর্ণানন্দদাত্রী-মূর্ত্তি, অন্তরে তাঁহার,
নিত্য করে, আনন্দের প্রবাহ-সঞ্চার।
বিঘ্ন-বাধা, দস্যু-ভয়, পড়িলে সমক্ষে,
খড়্গ ধরি অন্তরীক্ষে, কালী করে রক্ষে।

দৃষ্টান্ত তাহার, এক, রাজর্ষি ভরত,
বৃত্তান্তে যাঁহার, অলঙ্কৃত ভাগবত।
দস্যু নিল, কালীর দুয়ারে, বলি দিতে।
অন্তে সবে, ছিন্ন-শির, কালী-খড়্গাঘাতে।

জন্মে চিত্তে সু-নিগুর্ণ-যোগ-ভক্তি যার,
কার্য্য কি আশ্চর্য্য তাঁর, কি কহিব আর?
শ্রীপরমহংস, রামপ্রসাদ, কমলে,
আর নিত্য-সিদ্ধ, ভক্ত মহেশমণ্ডলে,
সু-নিগুর্ণ-যোগ-ভক্তি, দৃষ্টান্ত দর্শিত।
—দর্শিত বামায়, তারাপীঠে অবস্থিত।

বৈষ্ণব-মণ্ডলে, যিনি ব্রহ্ম হরিদাস,
সুনিগুর্ণ-ভক্তি-যোগ তাঁহাতে প্রকাশ।
ভ্রমিতেন, হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া,
এই অপরাধে, তাঁকে ধরিয়া লইয়া,
কাজির বিচারে, তীক্ষ্ণ-কোড়ার প্রহারে,
হত্যা-তরে, চেষ্টা করে, বাইশ বাজারে।

নিষ্ঠুর, দুর্ম্মতি যত, দুর্ব্বৃত্ত, দুর্জ্জন,
হস্ত-পদে, কটী-তটে, করিয়া বন্ধন,
রজ্জু ধরি, রাজপথে টানিতে লাগিল,
অন্য দল কোড়ার-প্রহার আরম্ভিল।

রক্ত-ধারে, সর্ব্ব অঙ্গ লোহিত-বরণ,
অঙ্গ যেন রক্ত-বস্ত্রে হল আচ্ছাদন।
দুর্জ্জনেরা মার মার উচ্চারে যখন,
তাঁর মুখে তখন, "হে দেব নারায়ণ!
অজ্ঞান ইহারা, নাহি নিও অপরাধ!
ক্ষমা করি, ইহাদিগে করহ প্রসাদ!"

প্রাণান্তক যন্ত্রণায়, হেন ক্ষমা যাঁর,
ভক্ত তিনি সু-নিগুর্ণ, বিশ্ব-অলঙ্কার।
মত্তবৎ, কভু তিনি হাসেন, কাঁদেন ;
উচ্চ রোলে, কভু তিনি, কীর্ত্তন করেন।
পুত্র-শোকাতুর তুল্য, কভু রুদ্যমান।
ক্ষেত্রে সাধনার, মাত্র তিনি ভাগ্যবান।"

বলেন মাধবদাস, "উন্নত-হৃদয়!
এ বড় আশ্চর্য্য ভক্তি,—শুনিতে বিস্ময়!
অর্চ্চিয়া, না প্রার্থে ভক্ত, ইষ্টের দর্শন,
নাহি বুঝি, তার ভক্তি-সাধনা কেমন?

ডুবুরি হইয়া, ডুবি, অগাধ সাগরে,
সে কেমন ডুবুরী, যে মুক্তা পরিহরে!
উচ্চ গিরি-শিরে উঠি, দৃশ্য যে দেখেনা,
সহে কেন, আরোহণ-ক্লেশ, সে, বুঝি না।

তৃষ্ণা যার, অমর-বাঞ্ছিত রূপে নাই,
চিত্ত কি কঠিন তার!—বুঝিতে না পাই।
প্রার্থনা যে নাহি করে, ইষ্টের দর্শনে,
নিত্যানন্দ-লাভে, শক্ত হয় সে কেমনে?"

উত্তরে সন্তান, "তাহা কি বলিব আর,
আশ্চর্য্য-উপরে, তাহা আশ্চর্য্য ব্যাপার!
বৃক্ষ-ডালে ফুটে ফুল, উদ্যান-ভিতরে,
পার্শ্ববর্ত্তী পথে, পান্থ যাতায়াত করে।

প্রার্থে না সে গন্ধ, তবু আসি সমীরণ,
গন্ধ তার নাসারন্ধ্রে, বিতরে যেমন,
ভক্ত সুনির্গুণ, তথা আনন্দ না চান,
মুক্তি নিজে, স্থিরানন্দ করেন প্রদান।
মুক্তি কেন?—মুক্তিদাত্রী-সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর,
ভ্রমেন ছায়ার মত,—আশ্চর্য্য ব্যাপার!

নির্ব্বাসনা তিনি, নির্ব্বিকার, অনুক্ষণ,
দেহ-ধর্ম্ম-কর্ম্মে, তাঁর না ঘটে বন্ধন।
দুর্গা নিজে দশভুজ উত্তোলন করি,
বক্ষে ধরি, রক্ষে তাঁকে, দিবাবিভাবরী।
নিয়তি তাঁহার আজ্ঞা, বহে রাত্রি-দিন।
মুক্ত তিনি কাল-করে, সর্ব্বথা স্বাধীন।"

রত্নগিরি কহে, "তবে যথার্থ যে ভক্তি,
তাহা অবলম্বনে, মোদের নাহি শক্তি।
অবলম্বি দারাপুত্র-সম্পদ-সম্বন্ধ,
জগদ্ধাত্রী অর্চ্চনে, মোদের অনুবন্ধ।

পুত্র-রোগ-মুক্তি-জন্য, অর্চ্চি মহেশ্বরী,
পুত্র যদি মরে, তাঁয় ভক্তি পরিহরি।
দেশ-মধ্যে আমি যে, প্রধান এক জন,
দর্শাইতে, করি দুর্গা-পূজা-আয়োজন।
ভক্তি মার পাদ-পদ্মে, মোদের কোথায়?
ওষ্ঠে মা কেবল,—ভক্তি মাত্র ভোগেচ্ছায়?"

বলেন শ্রীনিত্যানন্দ সস্নেহ-বচনে,
"চতুর্ব্বিধা ভক্তিতত্ত্ব, শৃঙ্খলার সনে,
সংক্ষেপতঃ কহিলে যা, অতিশয়োত্তম।
পরানন্দে আছি, লভি তব সমাগম।
জন্মে কিসে, হেন ভক্তি, শুনিতে বাসনা।
—অমৃতের উৎস-তুল্য, তোমার রসনা।"

সন্তান প্রণমি কহে, "তুমি শক্তিমান,
শক্তিমান, এ সমস্ত সন্ন্যাসী মহান।
ভক্ত, মহা ভাগবত, তোমরা সকলে,
যে স্থানে যখন, তথা পুণ্য-স্রোত চলে।
ক্ষুদ্র তৃণ আমি, সেই স্রোতে ভাসিয়াছি।
দিচ্ছ যা প্রেরণা, মাত্র তাই বলিতেছি।

কি প্রকারে বলি, নরে ভক্তি কিসে পায়,
সিদ্ধান্ত অন্তরে,—পায় বিধাত্রী-কৃপায়।
প্রত্যেকের আছে বটে, কর্ম্মে অধিকার,
কর্ম্ম-ফল-দাত্রী সেই, এ সিদ্ধান্ত সার।
ভক্তি লাভে, যোগ্য কর্ম্ম-বল, যার থাকে,
সন্তোষে মা কালী, ভক্তি দিয়া থাকে তাকে।

ভক্তি-বিনাশিকা মায়া, বিমোহি সংসার,
মুগ্ধ জীবে, বহির্ম্মুখ, করে অনিবার।
রাজ-রাজেশ্বরী কালী, সে মায়াও তার,
তার জীব-সঙ্ঘ, আর, তার এ সংসার।

তার মায়া-রজ্জু দিয়া, রাখে সে বাঁধিয়া,
ইচ্ছা হয় যাকে, তাকে, দেয় সে খুলিয়া।
ভক্তি যাকে প্রদানে সে, সেই ভক্তি পায়,
ভিন্ন তাঁর ইচ্ছা, কিছু ঘটে না ধরায়।"

জিজ্ঞাসেন শ্যামানন্দ, "কর্ম্মে অধিকার,
বর্ত্তে যবে,—কোন্ কর্ম্ম, ভক্তি-সাধনার?"

উত্তরে সন্তান, "ভক্তি-প্রার্থী যে অন্তরে,
উদর, উপস্থ, জিহ্বা, সংযত সে করে।
জপে নিজ ইষ্ট-নাম, শূন্য অহঙ্কার।
দর্শে পরমেশে, সর্ব্বভূতে।
সহিষ্ণু বৃক্ষের মত, নির্ভরি মহেশে,
শত্রুকেও, ক্ষমে হৃষ্ট-চিতে।
হিত-কর্ম্মে সমুৎসাহী, বুদ্ধি সু-নিশ্চিত।
অনলস, পরসেবারত;
সত্যে সমাসীন, আতিশয্যহীন সদা,
বৃথা-বাক্যে, অকর্ম্মে বিরত।"

জিজ্ঞাসেন নিত্যানন্দ, "শুভদা ভক্তির,
অধিকারে বঞ্চিত কে হয়?"
উত্তরে সন্তান, "পরনিন্দাপ্রিয় যারা,
পরশ্রী-কাতর, দুরাশয়।

ধনী-উচ্চ-পদস্থের, অনুগ্রহ-জন্য,
আগ্রহে অকার্য্য গিয়া করে।
মিথ্যাবাদী, অ-সরল, চরিত্র-বিহীন,
বৃথাকর্ম্মে, প্রয়াস অন্তরে।
স্থির ভাবে বসিতে না পারে, এককক্ষণ,
স্থির হলে, পড়ে ঘুমাইয়া।
সর্ব্বকর্ম্মে দীর্ঘসূত্রী, দায়িত্ব-বিহীন,
কার্য্যে নাহি, আছে বাক্য নিয়া।
লোক-যাত্রা, উৎসব, প্রতিষ্ঠা, ভালবাসে,
উন্মত্ত ইন্দ্রিয়-ভোগেচ্ছায়।
বাজীকর-তুল্য, কোন কৌশল শিখিয়া,
যোগৈশ্বর্য্য বলিয়া দেখায়।
প্রবীণ-সম্মুখে ভীত, নির্ব্বোধ ঠকায়,
স্বার্থ-সিদ্ধি উদ্দেশ্য অন্তরে,
জন্ম বহু, গত হয়, তত্রাচ তাহারা,
প্রাপ্ত নহে, ভক্তি মহেশ্বরে।"
প্রশ্নে এক বিপ্র, "কহ, কে ত্যাগী এ ভূতলে ?"
উত্তরে সন্তান ধীরভাবে,
"অন্তরের ত্যাগ যাহা, ত্যাগ তার নাম,
সম্ভবে যা, বৈরাগী-স্বভাবে।
রত্ন-ধন-ত্যাগ, লোক-হিতার্থে, যা কর,
তাহা, মাত্র গৌণ ত্যাগে, গণি।
ইন্দ্রিয়-ভোগেচ্ছা-ত্যাগ, ত্যাগ বটে তাহা,
যাহা পূর্ণ আনন্দের খনি।"
রত্নগিরি কহে, "ভোগাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ ?
তাহা অতি দুঃসাধ্য বিষয়!
কামিনী-কাঞ্চন-চিন্তা, জগদ্ধাত্রী ভুলি,
চিত্তে জাগে, সমস্ত সময়।"
উত্তরে সন্তান, "যিনি সর্ব্বার্থ-দায়িনী,
নিত্য রক্ষয়িত্রী·জীবনের,
ত্যাজ্য করি তাঁকে, চিন্তা কামিনী-কাঞ্চনে,
ত্যাগ তাহা, উচ্চ ধরণের !!

সুরসিক ব্রহ্মচারী "বালানন্দ" নাম,
বৈদ্যনাথে বসতি যাঁহার,
সিদ্ধান্ত তাঁহার যাহা, এ প্রকার ত্যাগে,
শুন, এক গল্প বলি তার।
একদিন মহারাজ যতীন্দ্রমোহন,
উপস্থিত আশ্রমে তাঁহার।
শুনি, জ্ঞান-গর্ভ, হিত-বাক্য সমুদয়,
সন্তোষের না রহিল পার।
পরে রাজা জিজ্ঞাসেন, "জগদ্ধাত্রী-পদে,
বিশ্বাস না জন্মে কেন মনে ?
রক্ষয়িত্রী যিনি মোর জীবনে-মরণে,
ব্যগ্র নহি, তাঁহার অর্চ্চনে।
অর্চ্চি তাঁকে, মানুষ কি উচ্চাসন পায়,
দৃষ্টান্ত প্রত্যহ তার পাই!
তবু কি আশ্চর্য্য !—মিথ্যা সংসার-চিন্তায়,
তাঁর চিন্তা বিন্দুমাত্র নাই!"
উত্তরেণ ব্রহ্মচারী, "ঐশ্বর্য্য-সম্পত্তি,
চিন্তা কর, সমস্ত তাঁহার।
চিন্তা কর, তুমি মাত্র তাঁর ইচ্ছাধীন,
রাজ্যে তাঁর, মাত্র ম্যানেজার!
ধর সাধু-সঙ্গ, কর তত্ত্ব-আলোচন,
বিচারিয়া, বুঝ নিত্যানিত্য।
যাবে ভোগাসক্তি, মার পদে ভক্তি পাবে,
মহত্বে অন্বিত হবে চিত্ত।"
শুনি, রাজা পঞ্চদশ স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া,
প্রণাম করেন নতশিরে;
জিজ্ঞাসেন ব্রহ্মচারী, "কি উদ্দেশ্যে ইহা,
দান করিতেছ তুমি মোরে ?"
উত্তরেন জমীদার, "সেবার নিমিত্ত!"
ব্রহ্মচারী সুধান আদরে,
"দুগ্ধ, ঘৃত, তণ্ডুলাদি, সেবার সামগ্রী,
সেব্য ইহা, কোন্ দেশী নয়ে ?

ভক্ষি যদি ইহা, যাবে গলায় বাধিয়া,
প্রাপ্ত-পাক না হ'লে উদরে,
নহি যদি বাহিরায়, মলদ্বার-পথে,
মহাক্লেশে মরিব তা পরে।"

হেন কালে, এল এক পালিত কুকুর,
স্বর্ণখণ্ড শুঁকিয়া দেখিল,
ভোজ্য নহে তার, নাহি গন্ধ কিছু তায়,
শুঁকিয়া সে উপেক্ষিয়া গেল।

কহিলেন ব্রহ্মচারী, "নিরখ রাজন!
কুকুরেও উপেক্ষিল যাহা,
সন্ন্যাসী, তাপস, যোগী,—ফলমূলাহারী,
কিরূপে করিবে সেবা তাহা?
অতএব, লও তুমি, সামগ্রী তোমার,
উহে মোর নাহি প্রয়োজন।"

রাজা ক'ন, "ধন্য ত্যাগী, তুমি ব্রহ্মচারী!
পুণ্য-প্রদ তোমার দর্শন!"
সম্বোধেন ব্রহ্মচারী, "স্বর্ণ-মুদ্রা-ত্যাগে,
কি জন্য বলিছ ত্যাগী মোরে?

সঙ্গে মোর, নাহি যার, জীবনে সম্বন্ধ,
সঙ্গে মোর, যাবে না যা পরে,
বিন্দুমাত্র দুঃখ নাহি, অভাবে যাহার,
রহিলে যা, তস্করের ভয়
আত্ম-হিতে যার ত্যাগ, সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য,
তার ত্যাগে, ত্যাগী কিসে হয়?
আমাপেক্ষা ত্যাগী তুমি, শুন মহারাজ!
ত্যাগী তুমি, উচ্চ ধরণের।
সত্য, কি অসত্য, তাহা দর্শ, বিচারিয়া,
কি প্রভাব তোমার মনের!

যে পরমা প্রকৃতি, করুণাময়ী, কালী,
জগদ্ধাত্রী, বিনা প্রার্থনায়,
যত্নে-সমাদরে, তোমা সংসারে আনিয়া,
বসাইল রত্নের বাসায়,
ভোগ্য বহু, থরে থরে চৌদিকে যে দিল,
দিল নারী পরমা সুন্দরী,
আজ্ঞা তব, বহিবারে, ভৃত্য বহু, দিল,
দিল করি, প্রভু সর্ব্বোপরি।

দিল বিত্ত বিভব, যাহাতে বিনাগোলে,
আমরণ সচ্ছন্দে রহিয়া,
নির্ব্বাহিতে পার, এ জীবন মহানন্দে,
আছ তুমি, তাকে তেয়াগিয়া!

মাত্র দশ তঙ্কা, যদি দেও কোন জনে,
কৃতজ্ঞতা না দেখায় যদি,
"কৃতঘ্ন পামর," বলি, সকলে মিলিয়া,
কত তাকে, কত বদি ছদি।

কিন্তু যে করিল, এত করুণা তোমায়,
নিত্য করিতেছে, কত দিয়া,
তায় করিয়াছ ত্যাগ,—ভাব তব তুল্য,
ত্যাগী কে বা পায়, অন্বেষিয়া।

উচ্চ ত্যাগী তাই তুমি;—ত্যাগীর সম্মান,
তোমাতেই সম্ভবে রাজন!
স্থির শান্তি ত্যাগে,—আছে সিদ্ধান্ত গীতায়,
শান্তিতে কি নহ সর্ব্বক্ষণ?"
উত্তরেন মহারাজ, "শান্তি?—তাহা কোথা?
শান্তিদাত্রী-পাদ-পদ্ম ছাড়ি,
যত্ন করি, তাপত্রয়-কুণ্ডে ডুবিয়াছি,
চিন্তানলে জ্বালাময় নাড়ী!"
এক্ষণে তাৎপর্য্য, নিজ অন্তরে চিন্তিয়া,
সত্য যাহা, বুঝ, বিচক্ষণ!

শান্তি ত্যাগে,—সে ত্যাগ কি "উপস্থে" তোমার?
কিংবা ত্যাগ, "কামিনী-কাঞ্চন?"
স্থিরশান্তি-জন্য যার ব্যাকুল অন্তর,
বোধ্য এ বিষয় মাত্র তার।
ত্যাজ্য বা কি,—পূজ্য বা কি,—বুঝাইতে তাকে,
অন্যে নাহি কোন দরকার।"

রত্নগিরি কহে, "হেন চরিত্র যাহার,
কার্পণ্যে বিমূঢ় মনপ্রাণ
অত্যন্ত বিষয়াসক্ত, হয় কি না তার,
কোনরূপে মোহ-অবসান !"
উত্তরে সন্তান, "যাঁর মায়ার বন্ধনে,
চরাচর নিত্য মোহময়,
সুপ্রসন্না হলে তিনি, দৈবাৎ কখনো,
কেহ কেহ মোহ-মুক্ত হয়।
সাক্ষী রাজা রত্নেশ্বর, ছিল যক্ষ-পতি ;
ছিল তার বহু রত্ন-ধন,
অত্যন্ত বিষয়াসক্ত, ঈশ্বর-বিমুখ,
কর্ত্তব্যে, সে অত্যন্ত কৃপণ।
পুত্র ছিল, যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত তারে,
না করিল অর্থব্যয়-ভয়ে,
কন্যা ছিল যুবতী, বিবাহ নাহি দিল,
মরিলে মা, শ্রাদ্ধ না করয়ে।
সৈন্য, সেনাপতি, মন্ত্রী, রাজ-কর্ম্মচারী,
না রাখিলে, রাজ্য নাহি চলে,
রাখে, কিন্তু, মাসান্তে মাহিনা যবে দিবে,
বিলম্ব করয়ে নানা ছলে।
দীর্ঘ-সূত্রী প্রতি কর্ম্মে, অর্থব্যয়-ভয়ে,
অর্থ তার দেহের শোণিত।
অন্দরে-বাহিরে নিন্দা, নিন্দা দেশময়,
জানিয়াও, না ধরিত হিত ॥
একবার এল এক নর্ত্তকী প্রধানা,
দেশ ব্যাপি প্রশংসা তাহার।
নট-সঙ্গে পরামর্শি, পুরস্কারাশায়,
উপস্থিত, সম্মুখে রাজার।
নৃত্য-গীত করিবে সে, রাজ সভাতলে,
অনুমতি প্রার্থনা করিল,
শুনি, রাজা চমকিল, সপ্তাহের পরে,
নর্ত্তকীকে আসিতে বলিল।
আসিলে সপ্তাহ-পরে, কহিল আবার,
"এবার আসিও মাস পরে !"
নর্ত্তকীও নাহি ছাড়ে,—আসে, আর যায় ;
রাজা ভাবে, "এড়াই কি করে !"
মন্ত্রী বলে এক দিন, "বছর ঘুরিল,
নর্ত্তকী কেবল আসে যায়,
দুর্ণামে ভরিল দেশ, তার চেয়ে ওকে,
নাচাইয়া করুন বিদায়।
নাচিবে গাইবে যবে, রাজসভাতলে,
পুরস্কার লোকেও ত দিবে।
তাতেই যথেষ্ট হবে, এক কপর্দ্দক,
আপনাকে দিতে না হইবে !"
শুনি, রাজা, মহানন্দে, করিল আদেশ,
হল সভা, জনতা বিপুল !
আরম্ভিল নর্ত্তকী, নর্ত্তন মনোহর,
কণ্ঠে স্বর, ভৃঙ্গ-সম-তুল।
নৃত্য-গীতে স্তব্ধীভূত, সভাস্থ সকলে,
মন্ত্র-মুগ্ধ, কঞ্জুষ কৃপণ।
কিন্তু, এক কপর্দ্দক, কেহ নাহি দিল,
করাইতে উৎসাহ-বর্দ্ধন।
রাত্রি প্রায় যায় যায়, শ্রান্তা অতিশয়,
নর্ত্তকী কহিল তার নটে,—
"আর কত নাচাইবি ? —নিস্ফল নর্ত্তনে,
আর শক্তি নাহি মোর ঘটে !"
সম্বোধিল নট, "রাত্রি প্রায় অবসান,
আর অতি অল্প বাকী আছে।
তাল ভঙ্গ করিও না, অর্থ নাহি পাই,
প্রশংসা নিশ্চয় পাব পাছে।"
বৃদ্ধ এক সাধু ছিল, সভায় বসিয়া,
মাত্র, এক কন্থা অঙ্গে ছিল।
"তাল ভঙ্গ করিও না, অল্প বাকী আছে !"
শুনি, তা সে পুরস্কার দিল।

রাজ-পুত্র-বক্ষে, ছিল গজমুক্তা হার,
পুরস্কার দিল, তা সে তুলি।
রাজ-কন্যা, সমাদরে আহ্বানি নিকটে,
হীরকের বালা দিল, খুলি।
কৃপণ নৃপতি দর্শি, বিস্ময় মানিল,
"হায়!—সর্ব্বনাশ হল!" বলি,
বন্ধ করি নৃত্য-গীত, কর্কশ আদেশে,
সাধুকে কহিল, হস্ত তুলি,—
"কন্থা-দান, তুমি কেন, করিলে উহায়?
পুত্র-কন্যা তোমাকে দেখিয়া,
সর্ব্বস্ব আমার, অদ্য বিলাইয়া দিল।
দিল, নিঃস্ব ভিখারী করিয়া।"
বৃদ্ধ সাধু কহে, "অদ্য শুনিনু যে কথা,
জন্মিল, তাহাতে মোর জ্ঞান।
"তাল ভঙ্গ করিও না, অল্প বাকী আছে!"
শুনিয়া হইনু সাবধান!
প্রত্যহই ভাবি, তীব্র তপস্থার ক্লেশে,
আর মোর নাহি প্রয়োজন।
তাল ভঙ্গ করিও না, শুনিয়া এক্ষণে,
তপস্থায় দৃঢ়ীভূত মন।
এ বৃদ্ধ বয়সে, চিত্ত-বিক্ষেপের করে,
নট রক্ষা করিল আমায়,
কৃতজ্ঞ হইয়া, তাই সন্তুষ্ট অন্তরে,
কন্থা আমি, দিয়াছি উহায়।"
শুনিয়া সাধুর বাক্য,—চিত্ত বুঝি তার,
অন্য কিছু তাকে না বলিয়া,
কার্য্যাকার্য্য-বোধ-শূন্য তনয়ের প্রতি,
রক্তবর্ণ নয়ন করিয়া,
জিজ্ঞাসিল উচ্চে, "হার, তুই কেন দিলি?
করিয়া আমার সর্ব্বনাশ!"
পুত্র কহে, "ক্ষমা যদি, কর মহারাজ,
সত্য পারি করিতে প্রকাশ!"

কহে রাজা, "অভয় করিনু তোকে দান,
বল্ সত্য, কেন দিলি হার?"
পুত্র কহে, "বৃদ্ধ তুমি অত্যন্ত এখন,
অল্প বাকী মৃত্যুর তোমার।
শিক্ষা নাহি দিলে তবু, রাজ-কার্য্য মোকে,
পঞ্চাশ আমারও প্রায় পার।
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত, না করিলে মোকে,
নাহি দিলে, বিবাহ আমার!
রাজ-পুত্র আমি, কিন্তু এক কপর্দ্দক,
ইচ্ছামত ব্যয়ে শক্তি নাই।
নিত্য নব অবিচার, আমি নির্ব্বিবাদে,
আজনম সহ্য করি যাই।
তাই, স্থির সঙ্কল্প, করিয়াছিনু মনে,
"প্রত্যূষে, তোমায় হত্যা করি,
নিব রাজ-সিংহাসন, হব রাজ্যেশ্বর,
অধর্ম্মের শঙ্কা পরিহরি।"
কিন্তু, "তাল ভাঙ্গিও না, অল্প বাকী আছে,"
যখন এ নট বলি দিল,
হল জ্ঞান চিত্তে মোর, পিতৃহত্যা-পাপ-
বহ্নি-গর্ভে, প্রবেশে রক্ষিল।
বৃদ্ধ তুমি অতি, আর, আছ অল্প কাল,
আমি পিতৃভক্তি-পরায়ণ,
জানে লোকে, তাল ভঙ্গ কি জন্য করিব?
কেন হব কলঙ্ক-ভাজন!"
শুনি রাজা চমৎকৃত,—কন্যাকে জিজ্ঞাসে,
"কি জন্য করিলি বালা দান?"
যুক্তকরে, কন্যা কহে,—"মার্জ্জনা করিও,
জন্মিয়াছে মোরও দিব্যজ্ঞান।
রাজ-কন্যা আমি, রূপে-গুণে যশস্বিনী,
যৌবন আমার গতপ্রায়,
বহু রাজ-পুত্র মোকে বিবাহ করিতে
আসে, আর ফিরে ফিরে যায়।

যৌবন ভোগের কাল, নিষ্ফলে বিগত,
রূপবতী প্রাপ্ত নহি বর ;
তোমার কর্ত্তব্য-জ্ঞান, না থাকার জন্য,
গুণবতী প্রাপ্ত নহি ঘর।

নিত্য দহি মনাগুণে, অস্থির হইয়া,
তাই স্থির করেছিনু মনে,
কলঙ্কিত করি কুল, বাহিরিণী হব,
নিন্দিবে তোমায় সর্ব্বজনে।
কিন্তু, তাল ভাঙ্গিও না, অল্প বাকী আছে,"
শুনি মোর জনমিল জ্ঞান,
তুচ্ছ ভোগাশার-শিরে, করি পদাঘাত,
যত্ন এবে রক্ষিতে সম্মান।
যৌবন ভোগের কাল, গিয়াছে ত প্রায়,
আর অতি অল্প আছে বাকী।
কি জন্য ভাঙ্গিব তাল, আমি যশস্বিনী,
আপন সম্মান নিয়ে থাকি।
রক্ষা মোকে করিয়াছে কলঙ্কের পথে,
তাই বালা করিয়াছি দান।"
শুনি রাজা চিন্তে চিত্তে,—"সত্যই ত মোর
অল্প বাকী,—আমি কি অজ্ঞান !
বিস্মৃত হইয়া বিশ্ব-জননী-চরণ,
করিতেছি অর্চ্চনা ধনের !
তুচ্ছ রাজ্যৈশ্বর্য্য-মোহে, পুত্র-কন্যা দিয়া,
নির্ম্মিতেছি পন্থা মরণের !
ধিক্ মোকে, ধিক্ মোর কৃপণ স্বভাবে !
ভ্রান্ত-মতি তুল্য মোর নাই।
মাত্র ভ্রান্ত-মতি নহি, আত্মঘাতী আমি,
আত্ম-রক্ষা জন্য কোথা যাই !
এক্ষণেও যদি, "দুর্গা, দুর্গা," বলি ডাকি,
প্রাপ্ত হ'তে পারি কৃপা তাঁর,
আর্ত্ত-দীন-নিরুপায়ে, আশ্রয় দানিতে,
তুল্য তাঁর, কেহ নাহি আর।"

চিন্তি এত, রত্নেশ্বর, রত্নের ভাণ্ডার,
রাজত্ব-প্রভুত্ব, পুত্রে দিয়া,
তপস্যার জন্য, বানপ্রস্থে প্রবেশিল,
দুর্গতি-নাশিনী নাম নিয়া॥

জন্মিল, দৈবাৎ জ্ঞান-ভক্তি, হৃদে তার
প্রাপ্ত মোহে মুক্তি,—গত অজ্ঞানান্ধকার
মুক্তি এ ভাবেও ঘটে, মোহের বন্ধনে।"
আনন্দিত রত্নগিরি উত্তর শ্রবণে॥
সম্বোধেন নিত্যানন্দ, "হেন আলোচন,
আত্মোন্নতি-অন্বেষুর মঙ্গল-কারণ।"

বলেন মাধবদাস, ভক্তি-তত্ত্ব যাহা,
ব্যাখ্যাত, প্রত্যেক ভক্তে স্মরণীয় তাহা।"
বলেন আভীরানন্দ "হেন শুদ্ধ পথ,
অবলম্বি, কার বা, না পূর্ণে মনোরথ ?"
বলেন শ্রীপূর্ণানন্দ, "কোন্ ধর্ম্মী ভবে
হেন নিরপেক্ষ সত্যে তৃপ্ত নাহি হবে !

প্রাপ্ত শুভক্ষণে, হেন সজ্জন দর্শন,
লব্ধ যাহে, হেন উচ্চতম আলোচন।"
হস্ত তুলি আশীস্ করেন স্নেহভরে,
ভূমিষ্ঠ ভুলুয়া, ভক্তিভরে পদ ধরে॥

চতুর্থ দিন

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সৃষ্টিস্থিতি বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

"হে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-শক্তি-স্বরূপে ! হে সনাতনি ! হে গুণসমূহের আশ্রয়রূপে ! হে গুণময়ে ! (প্রকৃতি-রূপে !) হে নারায়ণি ! তোমাকে নমস্কার করি।"

জয় নিস্তার-কারিণী, নির্ব্বিশেষা।
জয়, স্বর্গাপবর্গদা, শান্তি-রূপা।
জয়, বিশ্ব-বিষম্বাদ-সংহারিকা।
লোক-পালিকা, অম্বিকা, অম্বালিকা।
জয়, দীন-জনাশ্রয়, দুঃখ-হরা।
জীব-মণ্ডল-মঙ্গল-সংসাধিকা।
জয় শঙ্করী, সর্ব্বাণী, সিদ্ধিপ্রদা।
লোক-পালিকা, অম্বিকা, অম্বালিকা
জয়, রাজ-রাজেশ্বরী, মিথ্যাপহা।
জয়, দুর্জ্জনে দণ্ডিতে, দৈবরূপা।
চরণাশ্রিতে, উৎসাহ, উত্তমাশা!
লোক-পালিকা, অম্বিকা অম্বালিকা॥
পরাভক্তি-প্রদায়িনী, সত্ব-প্রিয়া।
জয়, নির্ম্মল-হৃদয়োল্লাস-প্রদা।
জয়, ভুলুয়া-সংসার-বিঘ্ন-হরা।
লোক-পালিকা, অম্বিকা, অম্বালিকা॥
জিজ্ঞাসিল বিষ্ণুদাস, "শ্রেষ্ঠ মাতৃভাব,
কিন্তু শ্রীগোবিন্দ অর্চ্চনায়,
সম্বোধন মাতৃভাবে, অতি অসম্ভব,
কোন্ ভাব কর্ত্তব্য তাহায়?"
উত্তরে সন্তান, "তুমি বৈষ্ণব-প্রবর,
বৈষ্ণবীয় ভাব, তব পক্ষে শ্রেয়ঃকর।
শান্ত, সখ্য, দাস্য আর বাৎসল্য, মধুর,
এই পঞ্চ ভাবে, তব উল্লাস প্রচুর।
ইচ্ছা যাহা এ পঞ্চের, কর অঙ্গীকার,
কার্য্য কর, তার পরে, অনুরূপ তার।
সর্ব্ব ভাবে করণীয়, আত্ম-সমর্পণ
যথা আত্ম-সমর্পণ,—কৃতার্থ-জীবন!"
সম্বোধেন নিত্যানন্দ, "দাস্যাদি-সাধন-
সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু কর আলোচন।"
উত্তরে সন্তান ধীরে, "জগৎ নশ্বর,
অনশ্বর একমাত্র, পরম ঈশ্বর!
নশ্বরে সম্বন্ধ স্থাপি, আস্বাদি যে সুখ,
কার্য্যতঃ, সে সুখ-সঙ্গে, নিত্য মহাদুখ।
উপলব্ধি এই সত্য, নশ্বর তেয়াগি,
নিত্যানন্দ ঈশ্বরে যে তন্ময়ানুরাগী,
নির্ভরি অনন্যমনে বাঞ্ছে প্রাণারাম,
তাহার যে ভাব, "শান্ত ভাব" তার নাম।
বিশ্বনাথ ভগবানে, নিত্য-প্রভু-জ্ঞান,
জীব নিত্য-দাস, জন্মে দাসত্বাভিমান।
"ভৃত্য আমি,—আমার কর্ত্তৃত্ব কিছু নাই,
আজ্ঞা যা প্রভুর, আমি করি মাত্র তাই,
কর্ত্তব্য আমার, মাত্র প্রভুর সেবন;
কায়-মন-বাক্যে, তাঁর অর্চ্চন-বন্দন;
প্রভুর সংসার,—দারাপুত্র পরিজন,
সমস্ত প্রভুর, আমি ভৃত্য একজন।
প্রভু-সেবা-জন্য, সর্ব্ব-জীব-সেবা কার্য্য!"
এ প্রকার ভাব, "দাস্য-ভাব" নামে ধার্য্য।
দাস্য-ভাবে, ভক্ত সদা সেবায় তন্ময়,
সর্ব্বদা অন্তরে, ত্রুটী-ভয়ে, মহাভয়।
শঙ্কা ও সঙ্কোচ কালক্রমে লুপ্ত হয়।
দাস্যের মাধুর্য্য, ক্রমে চিত্তে সমুদয়।
দাস্য-ভাবোন্মত্ত রাম-ভক্ত, হনুমান,
বিজ্ঞাত, সে দাস্য-ভাব-মাধুর্য্য-সন্ধান।
"সখ্য ভাবে" ভগবানে সমান সমান;
বৃন্দাবনে উত্তম দৃষ্টান্ত বিদ্যমান।
সখ্যে শঙ্কাশূন্য, জন্মে স্বভাবে বিক্রম।
"তুমি কোন্ রাজপুত্র, আমি কিসে কম!"
স্কন্ধে কভু চড়ে, কভু কৃষ্ণকে চড়ায়।
কভুও ধরিয়া ত্রুটী, কৃষ্ণে ধমকায়।
মূলে কিন্তু প্রত্যেকেই, কৃষ্ণগত-প্রাণ।
দেহের জীবন কৃষ্ণ, কৃষ্ণ ধন-মান।
সংগ্রহি বনের ফল, অগ্রে নিজে খায়।
মিষ্ট হলে, প্রাণ-সখা কৃষ্ণকে খাওয়ায়।

শ্রীশ্রীকামাখ্যা

'কামাখ্যা বরদা দেবী নীলপর্ব্বত-বাসিনী।'

সখ্যেও শ্রীকৃষ্ণ-সেবা, কর্ত্তব্য-প্রধান।
শান্ত-দাস্য-সখ্য, তিন, সখ্যে দৃশ্যমান।
স্কন্ধে চড়াইয়া, স্কন্ধে চড়িবারে চাহে,
সূক্ষ্ম-ভাবে, আত্ম-সুখ-বাঞ্ছা রহে তাহে।

কিন্তু যা "বাৎসল্য-ভাব," তাহা অনুপম,
আত্ম-সুখ-বাঞ্ছা-শূন্য, তাহা তিনোত্তম।
কার নাহি এ সংসারে পুত্র-স্নেহ-জ্ঞান,
অজ্ঞাত কে, পুত্রে কি আনন্দ মূর্ত্তিমান।
মৃত্যু যদি ঘটে, কিছু গ্রাহ্য নাহি তায়।
আত্ম-প্রাণ-বিনিময়ে, পুত্র-প্রাণ চায়।

পুত্র-ভাবে, ভগবানে, পূর্ণ স্নেহ যার,
"বাৎসল্য" তাহার ভাব,—পূর্ণ সুধাগার।

দৃশ্য এ বাৎসল্য, কৃষ্ণ-চৈতন্য-লীলায়,
মিশ্র জগন্নাথে, আর দেবী-শচীমায়।
আর বৃন্দাবন-ধামে, নন্দ-যশোদায়,
আর দৃশ্য হিমালয়ে, রাণী মেনকায়।

বাৎসল্য স্বভাবে, আপনাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান,
যে স্বভাবে, সমধিক তুষ্ট, ভগবান।
উত্তোলি যে গোবর্দ্ধন, ব্রজ রক্ষা করে,
রক্ষা-মন্ত্র, যশোমতী জপে, তার শিরে!
হত্যা করে, যে বাল-ঘাতিনী পুতনায়,
ওঝা ডাকি, ধূলো পড়ি, তাহাকে ঝাড়ায়।

লোকাতীত শক্তি কৃষ্ণে, ভাবে ক্ষুদ্র অতি।
মঙ্গলের মঙ্গল-বিধানে ব্যস্ত-মতি।
কৃষ্ণ দোষ ধরিয়া, করয়ে তিরস্কার।
পূর্ণ স্নেহে বাঁধি, করে স্নেহের প্রহার।

আহ্বানি পাড়ার লোক, কৃষ্ণে নিন্দা করে।
নিন্দা করে, কিন্তু স্নেহে গলিত অন্তরে।
বলে, "নারি, সহিতে কৃষ্ণের অত্যাচার!"
লোকে বলে, "দুষ্ট ছেলে,' কি করিবে তার!"
চক্ষুর আড়াল হলে, গণে মহাত্রাস।
মনে আশীর্ব্বাদ, মুখে কহে মন্দ-ভাষ।

আত্ম-সুখ-বাঞ্ছা নাহি, বাৎসল্য-বিচারে,
সঙ্কোচ সামান্য থাকে, নীতি-অনুসারে।
শান্ত, সখ্য, দাস্য, আর বাৎসল্য-মিশ্রণে,
বাৎসল্যের বিশেষত্ব, দৃষ্টে বিচক্ষণে।

বাৎসল্যের-স্বভাবে, এ বিশ্ব চলিতেছে,
সর্ব্বভাব পরাজিত, বাৎসল্যের কাছে।
দণ্ড মাত্র, হয় যদি, বাৎসল্যে অভাব,
সংঘটে প্রলয় বিশ্বে, উলটে স্বভাব!

নন্দ-যশোমতী ব্রজে যে বাৎসল্য নিয়া,
সে বাৎসল্য, ঘরে ঘরে, দেখ পরীক্ষিয়া।
প্রতি গৃহে পিতামাতা, তুল্য স্নেহ-ভরে,
সন্তান পালন করি, বিশ্ব রক্ষা করে।
তাই মাতৃকোলে শিশু, করিলে দর্শন,
সাধকে, "গোপাল-যশোমতী"-উদ্দীপন।

বৈষ্ণবে "মধুর-ভাব" অত্যন্ত মধুর,
পঞ্চ-বিধ ভাব-যুক্ত ;—বিজ্ঞাত চতুর।
শঙ্কা, আর সঙ্কোচ, সম্পূর্ণ যাহে নাশ।
ভক্তে, মাত্র "শ্রীগোবিন্দ-সেবা"-অভিলাষ,

সর্ব্ব, কুল-শীল-মান, ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান,
মত্ত-সম পরিহরি, চলে ভক্তিমান।
সাক্ষী তার, বৃন্দারণ্যে ব্রজ-গোপীগণ।
কান্ত-ভাবে, কৃষ্ণ-পদে, আত্ম-সমর্পণ।
লক্ষ্য, মাত্র "কৃষ্ণ-সেবা" জীবনে-মরণে।
কৃষ্ণ ভিন্ন, ধর্ম্মাধর্ম্ম, কিছু নাহি মানে।

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ-দর্শন নিমিত্ত,
বন্ধু-ভ্রাতা-পতি-পিতা, তেয়াগে সমস্ত।
কৃষ্ণ-সেবা-জন্য, আত্ম-সুখ-বিসর্জ্জন,
আত্ম-সুখ কেন ? সর্ব্ব কামনা-বর্জ্জন।

কৃষ্ণ-সুখে সুখ,—কৃষ্ণ-দুঃখে গণে দুখ,
সর্ব্ব দুঃখ ভুলে, মাত্র দর্শি কৃষ্ণ-মুখ!
নৃত্য করে কৃষ্ণে বেষ্টি,—করে গুণগান,
কৃষ্ণ-সুখ-জন্য, করে সু-দুর্জ্জয় মান।

আশ্চর্য্য সে মান ! নাহি মুখে বাক্যালাপ।
অশ্রু মুছি, কৃষ্ণ-বস্ত্রে, জুড়ায় সন্তাপ।
শ্রীকৃষ্ণ-সন্তুষ্টি-জন্য, অনন্ত যন্ত্রণা,
অনন্ত নরকে, গোপী নহে ভীতমনা।
ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম, নাহি গ্রাহ্য করে,
গ্রাহ্য নাহি করে মৃত্যু, কৃষ্ণ-প্রীতি-তরে !
আত্ম-সুখ-জন্য, যদি কেহ কৃষ্ণ ভজে,
দুর্ব্বিসহ দুঃখ, তাহে অন্তরে উপজে।

আদ্যন্ত মাধুর্য্য-পূর্ণ,—গোপীভাব যাহা।
নির্ব্বিষয়ী ভিন্ন, নহে বোধগম্য তাহা।
সাধ্বী সতী, পতিব্রতা রমণী যাহারা,
কান্ত-ভাবে, বিন্দু করে, উপলব্ধি তারা।
সর্ব্ব-ভাব-সমন্বিত, মধুর মাধুর্য্য ;
বোধ্য মাত্র তাঁর, যিনি সাধক আচার্য্য।
মাধুর্য্য প্রত্যেক ভাবে আছে বিদ্যমান।
দর্শনীয় তাঁর, যিনি সাধক ধীমান।
কৃষ্ণ ভিন্ন তৃষ্ণা, ত্যাগ করিয়া যে জন,
অর্চ্চে কৃষ্ণে, প্রাপ্ত হয়, অবশ্য দর্শন।”
বলেন মাধবদাস “মানের মাধুর্য্য,
দাস্যে, সখ্যে, নাহি দর্শা যায় ?”
উত্তরে সন্তান, “মান স্বভাবে উপজে,
অনুরাগ, অত্যন্ত যথায়।
সখ্যে মানী, নাকটেপা গোপাল-সেবক,
দাস্যে মানী ভক্ত হনুমান।
অধিক কি ?—মাতৃভাবে শ্রীরামপ্রসাদ ;
সে মানের প্রত্যক্ষ প্রমাণ।”
জিজ্ঞাসেন শ্যামানন্দ, “গোবিন্দ-লীলায়,
আবশ্যক মাতৃভাব, কি জন্য কোথায় ?”

উত্তরে সন্তান, “মাকে দর্শি সর্ব্বমূলে,
পূর্ণ নহে কোন ভাব, মাকে বিয়োগিলে।
সর্ব্বাগ্রে শ্রীগোপী-সঙ্গে রাসের সময়,
শ্রীকৃষ্ণ করেন যোগমায়াকে আশ্রয়।
মাধুর্য্যের মূর্ত্তি গোপী, কৃষ্ণ-লাভ-তরে,
অর্চ্চেন মা কাত্যায়নী, পরাভক্তি-ভরে।
কাত্যায়নী-পূজা ভিন্ন, কৃষ্ণ কে বা পায় ?
কাত্যায়নী দিলে কৃষ্ণ, কবে কে হারায় !
অর্চ্চি কাত্যায়নী, যার নির্ম্মল স্বভাব ;
সে মহাত্মা বৈষ্ণবের কৃষ্ণে কি অভাব !

মধুর-মাধুর্য্য, ঘরে ঘরে বিদ্যমান,
নিত্য যাহে, যুবক-যুবতী ভাসমান।
বর্ত্তমানা যে গৃহে মা, সে গৃহে যুবকে,
ভার্য্যা নিয়া ভুঞ্জে সুখ, পরম পুলকে।
মাতৃহীন যে যুবক, সংসার-তাড়নে,
পুলকের পরিবর্ত্তে, রহে নির্য্যাতনে।
অতএব, মধুর মাধুর্য্যে যে আনন্দ,
ভিন্ন মা সে আনন্দে, সর্ব্বদা দুঃখ-দ্বন্দ্ব।
অঙ্কে মার, যে রহে, সে রহে শৈলকোলে।
সাধ্য কি, সংসার-ঝঞ্চা, তাহাকে চঞ্চলে।

সে প্রকার, সে বিশ্বজননী-সঙ্গে যার,
সংসার-তাড়নে কোন শঙ্কা নাহি তার !
ভাগ্যোদয় তার, গোপী ভাবালম্বি হয়,
কৃতার্থ সে কৃষ্ণানন্দে,—কহিনু, নিশ্চয়।

বাৎসল্যে, মা যশোমতী, নন্দ, বৃন্দাবনে,
পূর্ণত্ব লীলার,—পূর্ণ-রূপে আস্বাদনে।
নিত্য লীলা গোবিন্দের, মা যশোদা-সঙ্গে,
চিন্তিলেও, পুলকে তরঙ্গ বহে অঙ্গে।

ভিন্ন কৃষ্ণ, যশোমতী অন্য নাহি জানে,
স্নেহে কৃষ্ণ পরাভূত, যশোমতী-স্থানে।
বাৎসল্যে হারায় দর্প, হরি দর্প-হারী।
বাৎসল্য-প্রভাব, বাক্যে বর্ণিবারে নারি।

সুধান মাধবদাস, “তাহা বা কিরূপ ?”
বর্ণনে সন্তান, পূর্ণ বাৎসল্য-স্বরূপ।
“দর্পহারী হরি,—দেব, দানব, মানব,
দর্প করে যে কেহই, চূর্ণ করে সব।

অধিক কি ?—ব্রহ্মা, আর ইন্দ্র দেবরাজ,
দর্প করি, সম্বরিতে নারে, শেষে লাজ।
দুর্ব্বল, প্রবল, ভক্ত, অভক্ত, যা হই,
দর্প করিলেই, তার দণ্ড শেষে সই।
অধিক কি, কৃষ্ণপ্রিয়া গোপী দর্প করি,
আর্ত্তনাদে আত্মহারা,—সারা বিভাবরী।

তথা শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে—
তাসাং তৎ সৌভগমদ বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত॥

"ভগবান গোবিন্দ গোপীগণের সেই সৌভাগ্যজনিত মত্ততা দর্শন করিয়া, তাহা প্রশমন জন্য, এবং তাহাদিগকেও অনুগ্রহ জন্য, সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।"

কিন্তু মাতা যশোমতী, বাঁধি দুই করে,
"দুষ্ট" বলি, তাড়ন-ভৎ´সন যত করে,
মুগ্ধ মাতৃস্নেহে, হরি সর্ব্বশক্তিমান,
যত্নে সহে মার দর্প, শিশুর সমান।

বিশ্ব-পিতা, বিশ্ব-মাতা, বিশ্ব-বন্ধু-ভাই,
সমস্তের সমস্ত যে, যার তুল্য নাই,
বাৎসল্যে সে বাধ্য কত, শুন মহোদয়!
আশ্চর্য্য কেমন,—তাহা কি মাধুর্য্যময়।

এক দিন বন্ধনের সময় শ্রীহরি,
আরম্ভিল, স্নেহময়ী মার সঙ্গে, চুরি।
হ্রাস্য হয় বার বার বন্ধনের দড়ি,
সংগ্রহিতে দড়ি, মাতা করে দৌড়-দড়ি।
সমস্ত গৃহের দড়ি একত্র করিল।
তবুও চতুর পুত্রে বান্ধিতে নারিল।

কুন্তল খুলিল, গণ্ডে বাহিরিল ঘর্ম্ম,
দর্শি জননীর ক্লান্তি, বিদীরিল মর্ম্ম।
সম্বোধিল মাকে "মা গো, করহ বন্ধন,
বদ্ধ হব,—আর রজ্জু নাহি প্রয়োজন।"

কি ব্যাকুল মার জন্য, মা তার কেমন!
এ ভাব-মাধুর্য্য, বিশ্বে বুঝে কয় জন?

গোবিন্দের মা যশোদা, পিতা নন্দ হও,
গোবিন্দকে, গোপাল বলিয়া, অঙ্কে লও।
বাৎসল্যের উচ্চ স্নেহে, ভুলিবে গোবিন্দ।
বক্ষে ধরি গোবিন্দকে করিও আনন্দ।

পুত্র হবে শ্রীগোবিন্দ, আনন্দ-বর্দ্ধন।
আগ্রহে করিবে সহ্য, তাড়ন-ভৎ´সন।
চলিবে আজ্ঞানুসারে, আজ্ঞাচক্রবাসী।
আজ্ঞায় যাহার, চলে পৃথ্বী, রবি, শশী।

বন্ধন মায়ার, যার নামে ছিন্ন হয়,
বন্ধনে বান্ধিও,—বান্ধা দিবে সে নিশ্চয়॥
সম্বোধিবে যেমন, "হা গোবিন্দ!" বলিয়া,
দর্শিবে, আসিছে ব্রহ্ম-গোপাল নাচিয়া।"

বলিতে বলিতে, চক্ষু হইল সজল,
"জয় ব্রহ্ম-গোপাল!" ধ্বনিল নীলাচল।
শান্ত-দাস্য-সখ্যে, শুন, সঙ্গে জননীর,
বর্ত্তে কত প্রয়োজন সহায় শান্তির।

সখ্য-ভাবে যবে সবে গো-চারণে যায়,
সাজ-সজ্জা করি দেয় নিজ নিজ মায়।
চিন্তা, ভোজনাদি জন্য, নাহি থাকে মনে,
স্ফূর্ত্তি করে, আনন্দ-উল্লাসে, সবে বনে।
মা নাহি যাহার, চলে বিষণ্ণ হিয়ায়,
মাতৃহীন বালকের, উল্লাস কোথায়?

দাস্যে ঘটে মাতৃভাব, প্রভু-পত্নী প্রতি,
প্রভুর অপেক্ষা, ভক্তি মার প্রতি অতি।
সাক্ষী তার সমুজ্জ্বল, ভক্ত হনুমান।
নন্দিনী শ্রীজনকের, যার মনপ্রাণ।

অগ্নি-পরীক্ষার দিন, জানকী যখন,
ধর্ম্ম সাক্ষী করি, সত্য-দেব হুতাশন-
মধ্যে পশিলেন,—ভক্ত বীর হনুমান,
নিক্ষেপি পর্ব্বত, রামে বধিবারে চান।
লক্ষণও ধরিয়া ধনু, সন্ধান করিয়া,
সম্বোধেন, "হে ব্রহ্মাণ্ড! দর্শ দণ্ডাইয়া,

অদ্য আমি, রামশূন্যা করিয়া মেদিনী,
বর্জ্জি প্রাণ, যাব, যথা জনক-নন্দিনী ?”

লঙ্কাপতি, মহা ভক্তিমান বিভীষণ,
হস্ত ধরি, ভক্তদ্বয়ে রোধেন তখন।
দাস্য ভাবে ইহাই ত ভক্তের প্রকৃতি,
প্রভুর অপেক্ষা ভক্তি প্রভু-পত্নী-প্রতি।

দর্শি-সাধারণ ভাবে, প্রত্যেকের ঘরে,
ভিন্ন মা, রহেনা ভৃত্য, উৎসাহ-অন্তরে।
পত্নী রহে যে প্রভুর, ভোজনাদি-তরে,
উদ্বেগ-বিহীন, যত্নে গৃহ-কর্ম্ম করে।

ভৃত্যের পরমানন্দ, মাকে মা বলিয়া,
যত্নে প্রভু সেবে, মার আশ্রয়ে বসিয়া।
অকৃত্রিম স্নেহ, মার সমান কাহার ?
শূন্য-মা যে গৃহ, তথা ভৃত্য থাকা ভার।

শান্ত-ভাবে, মাতৃ-বুদ্ধি সাধন-সঙ্গতি,
যেহেতু মা-বুদ্ধি-মূলে, বিশুদ্ধ প্রকৃতি।
স্ত্রী-জাতির প্রতি, দৃঢ় মাতৃ-বুদ্ধি বিনা,
সু-দুর্জ্জয় কাম, কভু সংযমে আসে না।

ভক্ত হয় যে ভাবে যে, তাহাই উত্তম,
সর্ব্বমূলে মাতৃভাব, বর্ত্তে অনুপম।

বর্ণিবে কে পূর্ণরূপে, জননীর স্নেহ !
রক্তে যাঁর, বিনির্ম্মিত এ সমস্ত দেহ,
বক্ষের শোণিত, দুগ্ধে পরিণত করি,
তুল্য রূপে গ্রীষ্ম-শীত সহি বক্ষোপরি,
রক্ষিয়া,—যে কষ্টে করা সন্তান পালন,
তুল্য তাঁর, স্নেহময়ী, বর্ত্তে কোন্ জন ?

মা-নাম কি মহামন্ত্র,—বর্ণিব কি আর
উন্মুক্ত মা-নামে এই বিশ্বের দুয়ার
অভ্যস্ত রসনা যার, মাতৃ-সম্বোধনে,
বিশ্বে তার অনাত্মীয়, না পড়ে দর্শনে।

নিঃসম্বন্ধ সন্ন্যাসী, ভিক্ষায় যবে যায়,
অগ্রে মা বলিয়া, গৃহি-দুয়ারে দাঁড়ায়।
সম্বোধন শুনি তার, কুল-বধূ-কুল,
লজ্জা-ভয় ত্যজি, ভিক্ষা অর্পণে ব্যাকুল।
মাত্র বৃন্দাবনে, শ্রীগোবিন্দ লীলা নহে,
সর্ব্বত্র, প্রত্যেক গৃহে সেই লীলা রহে।
সর্ব্বত্র মা-নাম-মন্ত্র-মাহাত্ম্য-প্রচার,
ভক্ত তিনি ভাবুকেন্দ্র, বোধ-গম্য যাঁর।”

জিজ্ঞাসিল বিষ্ণুদাস, “মাতৃ-মমতার
তুল্য, স্নেহ বিশ্বে নাহি, কি প্রমাণ তার ?
বর্ত্তে পিতা স্নেহ-সিন্ধু, ভগ্নী, বন্ধু, ভাই,
মমত্বে কি তাহাদের, বিশেষত্ব নাই ?”

উত্তরে সন্তান, “স্বর্ণে গড় অলঙ্কার,
মল, বালা, মুকুট, অনন্ত, চুড়ি, হার ;
সমস্তই স্বর্ণ, মূল্য সবারই সমান,
তবু শিরে ধার্য্য, বলি, মুকুটই প্রধান।

সে প্রকার, পিতা-ভগ্নী ভ্রাতার মমতা,
স্বর্ণ সম অকপট, কে কহে অন্যথা ?
তবু মাতৃ মমতার উপমা না পাই।
সর্ব্বে গণে অপরাধ, মার কাছে নাই !

অধিক কি, যে পিতা স্নেহের সিন্ধু হন,
স্থানে স্থানে, মার কাছে, পরাজিত রন।
রঙ্গপুরে জমীদার, কান্তবাবু-গৃহে,
দুহিতার বিবাহ উৎসবে,
মহা মহোৎসব !—নৃত্য-বাদ্য-গীতে ধুম ;
মত্ত মহানন্দে লোক সবে।

ধন-ধান্যে ভাগ্যবান,—প্রভু শক্তিমান,
লক্ষ টাকা আয় প্রতি বর্ষে।
প্রথমা কন্যার শুভ-বিবাহোপলক্ষে,
মুক্ত-হস্ত ব্যয়ে, মহা হর্ষে।

হস্তী চারি, পাঁচ, তার আলানে আবদ্ধ,
দশ, বার, অশ্ব আরবীয়।
বরকন্দাজ পঞ্চাশ,—চামর-ছত্র-ছোটা,
সমস্ত সমান দর্শনীয়।

সম্ভ্রান্ত, দেশের যত, সব নিমন্ত্রিত,
হস্তী-অশ্ব আরো আনাইল ;
উত্তোলিয়া চৌদ্দ শামিয়ানা, বহু অর্থে,
বিবাহ-প্রাঙ্গন সাজাইল।
আনিল ঢাকাই খেম্‌টা, এল থিয়েটার,
এল যাত্রা-কর্ত্তা মতিরায়।
এল নীলকণ্ঠ, এল বালক-সঙ্গীত
নিয়া, শর্ম্মা রসিক তথায়।

পঞ্চাশ গ্রামের লোক, কান্তবাবু গৃহে,
প্রত্যহ হইত একত্রিত।
শুধু খেম্‌টা-মদে ব্যয়, সোয়া সাত হাজার,
শুনি লোক বিস্ময়ে রহিত।

বিবাহের দিন প্রাতে হস্তী, অশ্ব, নিয়া,
নিয়া বরকন্দাজ সজ্জীভূত,
সজ্জীভূত করি, যত আত্মীয়-স্বজন,
শোভা-যাত্রা হল বহির্গত।

সুবিপুল জনসঙ্ঘ হইল বাহির,
কান্তবাবু রহিল ভবনে,
বিশিষ্ট কুটুম্ব যারা,—রাত্রিতে আসিবে,
তাহাদের বৈঠক সাজনে।

হাওদা-আস্তরণ পাতি, হস্তিপৃষ্ঠে চলে,
যারা বড় রাজা-জমীদার।
সম্ভ্রান্ত আত্মীয় যত, চৌদোলে চলিল,
অশ্বপৃষ্ঠে চলিল সওয়ার।

বহির্গত শোভাযাত্রা, গ্রাম্য রাজপথে,
দৃশ্য দেখি লাগে চমৎকার।
বাবুর তনয়, মাত্র পঞ্চমবর্ষীয়,
মধ্যে চলে, অজ্ঞাত সবার।

রাস্তার উভয় পার্শ্বে নর্দ্দমায় চলে,
মলা-জল, মিশ্রিত কর্দ্দম ;
অত্যন্ত দুর্গন্ধময় ,—রাস্তা অপ্রসর,
ধাক্কাধাক্কি জনতা বিষম।

পার্শ্বে পড়ি জনতার,—আত্ম-সম্বরণে
অসমর্থ হইয়া সন্তান,
নর্দ্দমায় গেল পড়ি,—করি আর্ত্তনাদ,
আকর্ষিল অনেকের প্রাণ।

সর্ব্বাঙ্গে দুর্গন্ধময় পঙ্ক বিজড়িল,
কোন ভদ্র, ধরি উঠাইল।
উঠাইল যবে, কান্তবাবুর তনয়
দর্শি, সবে চিনিতে পারিল।

দৃশ্য দেখি, ভৃত্য যারা নগদ কড়ির,
ক্রমে ক্রমে অঙ্গ ঢাকা দিল।
আত্মীয় স্ব-জন যারা, ভদ্র সদাশয়,
অতিশয় লজ্জিত হইল।

"উৎসব ভবনে যাঁর, তার শিশুপুত্র,
হেন ভাবে মধ্যে মো-সবার,
নিক্ষিপিত নর্দ্দমায়, শুনিলে অন্তরে,
ক্ষোভে অন্ত, না রহিবে তাঁর !"
অঙ্গ, পুতিগন্ধময়, কর্দ্দমে জড়িত,
দর্শি সবে সরিয়া দাঁড়ায়।

উচ্চ রবে কাঁদি পুত্র,—অতি অসহায়,
আপনার গৃহ লক্ষ্যি যায়।
শোভা-যাত্রা তার জন্য কিছু না করিয়া,
গন্তব্যের পথে চলি গেল।
উপেক্ষিত, কর্দ্দমাক্ত পুত্র, ধীরে ধীরে,
ভবনের মধ্যে প্রবেশিল।

যে স্থানে জনক, পরিচ্ছন্ন সুবসনে,
সভা-গৃহ ছিল সাজাইতে,
সে স্থানে পশিল পুত্র, দর্শিয়া জনক,
চমকিয়া, ক্রোধাবিষ্ট চিতে,

কহিতে লাগিল, "দুষ্ট, অসভ্য, অস্থির,
মরিতে কোথায় গিয়েছিলি ?
সর্ব্বাঙ্গে দুর্গন্ধময় কর্দ্দম মাখিয়া,
ফরাশ করিতে নষ্ট, এলি।

শীঘ্র যা অন্দরে,—অঙ্গ ধৌত কর গিয়া।”
দর্শি পুত্র দুর্ভাগ্য তখন,
কর্ত্তব্য কি সমুঝিতে অক্ষম হইয়া,
ভয়ে অর্দ্ধ-মৃতের মতন,
উচ্চ কণ্ঠে, “মা” বলিয়া করে আর্ত্তনাদ,
অশ্রুপূর্ণ করি দুই আঁখি,
আর্ত্তনাদে অন্দর বাহির চমকিল,
শুনিলেন অন্দরে মা থাকি।

অন্দরে মা, বহুমূল্য বস্ত্র-অলঙ্কারে,
সজ্জিতা হইয়া সে সময়,
অভ্যাগতা কোন জমীদার-পত্নী-সনে,
করিতেছিলেন পরিচয়।

কর্ণে শুনি, বিপন্ন পুত্রের আর্ত্তনাদ,
ত্রস্তা-ব্যস্তা হইয়া, অমনি,
দৌড়ি চলিলেন, যথা বিপন্ন সন্তান,
স্নেহের সমুদ্র-স্বরূপিণী।

মণি-রত্ন-খচিত কাঞ্চন-অলঙ্কারে,
লক্ষ্য নাহি, বহু মূল্যবান
রাঙ্কব-বসনে লক্ষহীনা স্নেহময়ী,
অশ্রুসিক্ত নয়নে সন্তান,

নিরীক্ষিয়া, অঙ্কে তুলি করেন নির্ভয়,
সান্ত্বনা করেন মধু-বোলে।
তীব্র বাক্যে তিরস্কারি বাবুকে তখন,
যান মা অন্দরে, পুত্র-কোলে।

ধৌত করি পুত্রে, নিজ হস্তে স্নেহময়ী,
পরিবর্ত্তি নিজের বসন,
সম্মুখে আহার্য্য দিয়া, দুর্দ্দশার কথা,
পুত্র-মুখে করেন শ্রবণ।

ইহা মাতৃ-স্নেহ, ইহা বিশ্বে সু-দুর্লভ!
মাতৃ-স্নেহ উপমা-বিহীন।
মাতৃস্নেহ সন্তানের একমাত্র বল,
পার্শ্বে মার, সন্তান স্বাধীন।

বর্ত্তে এ প্রকার, এক পূর্ণ স্নেহময়ী,
সর্ব্বজীবে, সর্ব্বোচ্চ সহায়।
সংসার-সংকটে, তাকে ডাকিলে মা বলি,
দশভুজে অঙ্কে সে উঠায়।

মোরা এ সংসারে আসি, তুচ্ছ ভোগেচ্ছায়,
বহু দুষ্ট পথে চলিয়াছি,
কত দুর্জ্জনের সঙ্গে, তুচ্ছামোদে মাতি,
কত নর্দ্দমায় পড়িয়াছি।

কত পুতিগন্ধময় মলা অঙ্গে মাখি,
লোক-চক্ষে ঘৃণ্য হইয়াছি।
ছাড়ি এ সংসার, এর আত্মীয়-স্বজন,
এবে মৃত্যু-পথে চলিয়াছি।

সংসারের আত্মীয়, বান্ধব, যত জন,
দুর্জ্জন, ইতর, বদ, বলি,
দুঃসময়ে উপেক্ষিয়া, দণ্ডাইয়া দূরে,
বিদায় দিতেছে হস্ত তুলি।

কিন্তু যাদ এ সঙ্কটে, একবার তাঁকে,
আর্ত্তনাদে ডাকি মা বলিয়া,
সন্তানে অভয়দাত্রী, পূর্ণ স্নেহময়ী,
ধরিবেন নিশ্চয় আসিয়া।

দুর্জ্জন যতই হই, চক্ষে জগতের,
ঘৃণ্য হই, যতই যে স্থানে,
মা আমার, নারিবেন, কভু উপেক্ষিতে,
অঙ্কে উঠাবেন, কুসন্তানে।

কর্দ্দমাদি, সংসারের নর্দ্দমায় পড়ি,
অঙ্গে যাহা গেছে জড়াইয়া,
ধৌত করি বসাবেন, অবশ্য সম্মুখে,
মাতৃ-স্নেহ-গৌরব রক্ষিয়া।
দৈত্যে, দেবে, মনুষ্যে, বা পশু-পক্ষী-কীটে,
মাতৃস্নেহ সর্ব্বত্র সমান।
সমস্ত স্নেহের মূর্ত্তি, জগদ্ধাত্রী কালী,
তত্ত্বদর্শী বিজ্ঞাত প্রমাণ।”

সুধান মাধব দাস "পশুর হৃদয়ে,
মাতৃ-স্নেহ, কি প্রমাণ তার ?"
উত্তরে সন্তান, "মাতৃস্নেহ না থাকিলে,
শাবকে রক্ষণ সাধ্য কার ?

একবার এক গণ্ড গ্রাম বেড়াইতে,
দৃশ্য এক দর্শিলাম, মর্ম্মাহত চিতে।
জাতিতে কায়স্থ, এক গৃহস্থ-ভবনে,
কষ্ট পায়, এক গাভী, প্রসব-বেদনে।
কর্ত্তা নাহি গৃহে, অন্য কে করে উপায়,
গ্রামস্থা মহিলা মিলি, করে "হায় ! হায় !"

আহ্বানি, আনিল এক বর্ব্বর-প্রধান,
ঘৃণ্য জাতি,—ঘৃণ্য কর্ম্মী,—হীন-কাণ্ড-জ্ঞান।
প্রাঙ্গণে পড়িয়া গাভী,—মৃত্যু যন্ত্রণায়,
তুল্য যম-দূত, আসি ধরিল তাহায়।
বহির্গত করে বৎস, নাড়ীভূঁড়ী সহ,
কি ভীষণ কাণ্ড !—রোমহর্ষণ, দুঃসহ।

দুর্জ্জন সে, দ্রুতপদে করে পলায়ন।
"হায় ! হায় !" করিতে লাগিল সর্ব্বজন।
গাভী ত রহিল পড়ি,—আর দণ্ড পরে,
মৃত্যু তাকে গরাসিবে, বুঝিল অন্তরে।
আসন্ন সময়, তবু মুগ্ধ মমতায় !
আস্য ফিরাইয়া, বৎস দর্শিবারে চায়।

সম্মুখে তাহার, বৎস নিয়া, রাখা গেল।
মরে, তবু বৎস-তনু, চাটিতে লাগিল।
ভাব ব্যক্ত করিবার, উক্তি নাহি তার,
তবুও সে, জননী যে, স্নেহের আধার,
—স্নেহের সমুদ্র সে যে,—করিল প্রচার,
সুদীন-নয়ন-কোণে, ফেলি অশ্রু-ধার !
দীন দৃষ্টি তার, যেন বলিতে লাগিল,
সমস্ত দর্শক, অশ্রু ফেলি, 'তা বুঝিল।

"প্রাণ-প্রিয়তম পুত্র ! ফেলিয়া তোমায়,
বন্ধু-হীন এ ধরায়, অতি অসহায়,
দূর-দূরতম দেশে, চলিলাম আমি,
মাতৃহীন, নিরাশ্রয়, একা রহ তুমি।

তোমার বলিতে, আর কেহ না রহিল,
যে ছিল, তাহাকে মৃত্যু লইয়া চলিল।
সদ্য-জাত পুত্র তুমি, বুঝিতে নারিলে,
কি নির্ম্মমা জননীর গর্ভে জন্মেছিলে !
দুঃখের সমুদ্রে, অদ্য নিক্ষেপি তোমায়,
মা হয়ে, জন্মের মত, নিলাম বিদায়।

কণ্ঠ যবে শুষ্ক হবে, কার দুগ্ধপান,
করি, তৃষ্ণা জুড়াইবে, দুঃখিনী-সন্তান !
রক্ষিবে কে তোমা ?—যত্নে করিবে কে কোলে ?
ভীত হলে সান্ত্বনিবে কে মধুর বোলে !
অন্ধকারে পার্শ্বে কার, করিবে শয়ন ?
প্রান্তরে, করিবে কার, সঙ্গে বিচরণ ?

রে নির্দ্দয় বিধে ! তোর নাই কি সন্তান ?
সন্তানের স্নেহ কি, জানে না তোর প্রাণ ?
পূর্ণ দশ মাস, গর্ভ-যন্ত্রণা সহিয়া,
প্রাণান্ত বেদনে, পুত্র প্রসব করিয়া,
একবারও নারিলাম, অঙ্কে উঠাইতে !
একবারও নারিলাম, দুগ্ধ-ধারা দিতে !
নিরীক্ষিয়া সন্তানের, সুধাংশু বদন,
এক দণ্ড নারিলাম, জুড়াতে নয়ন !

পশু আমি, পশু-দেহে, শান্তি কি আমার !
মৃত্যুই মঙ্গল মোর, লক্ষ লক্ষ বার।
মাত্র সন্তানের স্নেহে, বাঁচিতে বাসনা।
অন্তে মোর, যত্ন তাকে কেহ করিবে না।
সমর্থ হইলে পুত্র, গ্রাসিলে আমায়,
রে মৃত্যু ! কি ক্ষতি, বল, হ'ত তোর তায় ?

পুত্র ফেলি চলিলাম, সাক্ষী চরাচর,
সাক্ষী, আর্ত্তে করুণার্দ্র, যাহার অন্তর।
সাক্ষী তরু-লতা, সাক্ষী আকাশ-বাতাস !
সাক্ষী দেব-দিবাকর, অনন্ত-প্রকাশ।

পুত্র নিরাশ্রয় মোর, রহিল পড়িয়া।
পার যদি কেহ, রক্ষা করিও আসিয়া।"
বলিতে বলিতে মাতা জন্মের মতন,
সন্তানে রাখিয়া দৃষ্টি, মুদিল নয়ন।
কি কহিব, কি করুণা-পূর্ণ মার প্রাণ!
পক্ষী-পশু-কীটে, সে বাৎসল্য বিদ্যমান।
সর্ব্বদা কে মোর জন্য হিত বাঞ্ছা করে?
সে মোর জননী, আমি ছিনু যার উদরে।
রুগ্ন, দুরারোগ্য রোগে, হইয়া যখন,
উত্থানের শক্তিহীন,—করিয়া শয়ন,
মূত্র-মল পরিত্যাগ করি বিছানায়,
সম্মুখে, ঘৃণায় কেহ আসিতে না চায়,
তুচ্ছ করি, তখন, স্ব-ভোজন-শয়ন,
দুর্গন্ধে না লক্ষ্য করি, মৃত্যু করি পণ,
কে মোর শুশ্রূষা-জন্য, ব্যাকুল-অন্তরে?
সে মোর জননী, আমি ছিনু যার উদরে।
অন্ধ-খঞ্জ আমি, জড়পিণ্ডের মতন,
জঞ্জাল সমান মোকে, গণ্যে সর্ব্বজন।
যে গৃহে বসতি মোর, সে গৃহের লোকে,
অর্পে হতাদরে, যত উচ্ছিষ্ট আমাকে।
শীঘ্র যাহে মরি, তাহা সবার প্রার্থনা,
তখন, আমার দীর্ঘ-জীবন কামনা
করি, কে ঈশ্বরে ডাকে, ফেলি-অশ্রু-ধার?
সে মোর জননী, আমি গর্ভে ছিনু যার।
তাই এ সিদ্ধান্ত, মনে, করিয়াছি এবে,
ভিন্ন মা, উপাস্য মোর অন্য নাহি ভবে।
বিশ্ব ভরি, ঘরে ঘরে, দর্শি মার মূর্ত্তি।
মা-শূন্য সংসারে মোর নাহি কোন স্ফূর্ত্তি।
ভিন্ন মা, সংসারে যদি জন্ম অসম্ভব,
বর্ত্তে বিশ্বমাতা, যাহে বিশ্বের উদ্ভব।
সমুদ্রাংশে সমস্ত সলিল যে প্রকার,
অংশে তার, জন্ম তথা সমস্ত মাতার।
বাৎসল্যে তাহার, সর্ব্ব বাৎসল্য প্রচার,
বিন্দু এ বাৎসল্য,—সিন্ধু বাৎসল্য তাহার।
অন্তরে, বাহিরে, রক্ষা-কারিণী যে হয়,
ভিন্ন সে রক্ষিকা, দুর্ব্বিপাকে কেহ নয়।
অন্তে পরলোকে,—কিংবা ইহলোকে তার
কৃপা-ভিন্ন, অন্য কোন গতি নাহি আর।
নিশ্চয় জানিয়া সত্য, পাদপদ্মে তাঁর,
আশ্রয়, সর্ব্বস্ব অপি, নিয়াছি এবার।
মাহাত্ম্য-মহিমা তাঁর, কীর্ত্তন যে করে,
মাত্র তার সঙ্গ, প্রার্থনীয়, এ ভূপরে।
আত্মীয়-সুহৃদ-বন্ধু-মিত্র, সে আমার।
দুর্দ্দিন, সুদিন মোর, দর্শনে তাহার।
উচ্চারে যে মাসান্তেও, নাম কালী মার,
সর্ব্বস্ব সে মোর,—আমি নিত্য-দাস তার।
পূজ্য সেই, মাতৃভক্তি, বর্ত্তে হৃদে যার;
ভূলুয়া পরশি গঙ্গা, কহে তিন বার॥

চতুর্থ দিন।

—:০:—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—০—

হংসযুক্ত বিমানস্থে ব্রহ্মাণী-রূপধারিণি।
কৌশাম্ভঃক্ষরিকে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

শ্রীশ্রীচণ্ডী।

"মা, তুমি হংসযুক্ত বিমানে সমারূঢ়া। তুমি ব্রহ্মাণী মূর্ত্তিতে প্রকাশমানা। তুমি কমণ্ডলুর জল-প্রক্ষেপ-দ্বারা, শত্রু নাশ করিয়া থাক। তুমি নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার করি।"

কি জন্য ভাবনা মা আর?
ভাবনা-ভয়-হারিণী, তুমি যখন মা আমার॥
অন্তরযামিনি, তোমার কিছু নাহি অগোচর,
ত্রিনয়নে ত্রিগজৎ নিরখিছ নিরন্তর,
অন্তর বাহির যত যার,—

তাই মা মনের কথা, কি আর জানাব বৃথা,
লাভ কি ঢালিয়া, ঢালা জল, বল মা, আবার ॥
এবার আনিয়া তুমি, আমাকে মা, এ ধরায়
রাখিয়াছ, রাখিতেছ, চিরকালই করুণায়,
রাখ নাই কিছু প্রার্থনার,—
আমার মঙ্গল যাহা, তুমি ভাল জান তাহা,
হবে, তাতেই মঙ্গল, কর, যা বাসনা, মা তোমার ॥
আমারি সুবিধা-জন্য, দারাপুত্র-পরিজন,
আদরি, আপন করে, করিয়াছ অরপণ,
পালন করিছ অনিবার,—
আমার, জীবন-মরণ-যত, তোমারই বিধান-মত,
তাহা, সঙ্গত, কি অসঙ্গত, তাহাতে কি ভুলুয়ার ?”
—— ভৈরবী-কাওয়ালী ॥ ৬৩

বিষ্ণুদাস কহে, “ভাব-তত্ত্ব শুনিলাম,
সিদ্ধি-লাভোপায়ে কিন্তু অজ্ঞ রহিলাম।”
উত্তরে সন্তান, “কর ভাগবত কর্ম্ম,
সর্ব্বদা আচর, কার্য্যে বৈরত্যাগ-ধর্ম্ম।
বিশ্বের ঈশ্বরে ভাব, পরম আশ্রয়,
নির্ভরি, বিশ্বাসী রও, সিদ্ধি সু-নিশ্চয়।”
বিষ্ণুদাস কহে, “অতি দুঃসাধ্য বিষয় !
কর্ম্ম ভাগবত কি কি, কহ মহোদয় !”
উত্তরে সন্তান, “যে যে কর্ম্মে, বুদ্ধি মন,
অর্পিবারে পারি, তাঁর পদে সর্ব্বক্ষণ,
চিত্ত হয়, যে যে কর্ম্মে, তাঁহাতে তন্ময়,
জাগ্রতে আনন্দ, ভাবোচ্ছ্বাস জনময়,
কর্ম্ম তাহা ভাগবত, মঙ্গল-কারণ।
—সন্ধ্যা, পূজা, উপাসনা, শ্রবণ, কীর্ত্তন।”
প্রশ্নে বিপ্র রামতনু, “তাহা যদি হয়,
সন্ধ্যা-পূজা-কীর্ত্তনে করিনু আয়ু-ক্ষয়,
পূর্ব্বেও যেমন ছিনু এক্ষণো তেমন,
সন্ধ্যা-পূজা, কিসে বুঝি, মঙ্গল-কারণ ?”
উত্তরে সন্তান, “সন্ধ্যা-পূজার সময়,
চিত্ত যদি চিন্তা করে, সংসার-বিষয়,

চিন্তা করে, কার কাছে প্রাপ্য কত টাকা,
কে শত্রু, কে মিত্র,—আর কে ধূর্ত্ত, কে বোকা,
সন্ধ্যা-পূজা-মধ্যে, তবে গণ্য তাহা নয়।
অভ্যস্ত মুখস্থ মাত্র,—নিষ্ফল নিশ্চয়।
অন্তর, যে কর্ম্মে হয়, ঈশ্বরে অন্বিত,
কর্ম্ম তাহা ভাগবত, শাস্ত্র-নির্দ্ধারিত।”
বিপ্র কহে, “তাই যদি, সাধু-সঙ্গে যবে,
ভক্তি-তত্ত্বালাপ শুনি, তখন মাধবে,
অন্তর তন্ময় হয়, সংসার বিসরি,
পূজা-ধ্যানে বসি, মাত্র মাছ-ধরা হেরি !”
নির্দ্দেশে সন্তান, “যথা এ প্রকার হয়,
কর্ম্ম ভাগবত, তথা সন্ধ্যা-পূজা নয়।
চিত্ত নিয়া সাধনা, বাহির নিয়া নহে ;
চিত্ত-শূন্য সন্ধ্যা-পূজা, সাধনা কে কহে।
সাধু-সঙ্গ, সদালাপ, কর্ত্তব্য তখন,
কর্ম্ম তাহা ভাগবত, মঙ্গল-কারণ।
জন্মে, সাধু-সঙ্গে তত্ত্বালাপে, দিব্য জ্ঞান,
দিব্য জ্ঞানে জন্মে ভক্তি, আগ্রহ প্রধান।
আগ্রহে, একাগ্র-চিত্ত হবে পূজা-ধ্যানে।
স্থির-চিত্তে, স্মরিতে পারিবে ভগবানে।
অগ্রে যা কর্ত্তব্য, তাহা অগ্রে না করিয়া,
কর্ত্তব্য যা পরে, যদি ধরি তাই গিয়া,
সম্ভাবনা তাহাতে মঙ্গল-লাভে কার ?
—লঙ্ঘি বিধি, কর্ম্মে শুধু পরিশ্রম সার।
যোগ্য না হইয়া, যারা বসে সাধনায়,
তুষ ঝাড়ি মরে তারা, তণ্ডুল আশায়।
আগ্রহ যেমন দারা-পুত্রে সর্ব্বক্ষণ,
জন্মে যদি ভগবানে আগ্রহ তেমন,
পূজা-ধ্যানে বসি, চিত্ত চঞ্চল হবে না,
অগ্রে কর, অতএব, আগ্রহ সাধনা।
বিবেক-বৈরাগ্য-ভক্তি, করিয়া আশ্রয়,
চেষ্টা কর, যাহাতে আগ্রহ জনময়।

সন্ধ্যা-পূজা করা, মাত্র তন্ময়তা-তরে,
চিত্ত যদি তাহা ছাড়ি, বাহিরে বিহরে,
অস্থিরতা অভ্যস্ত হইবে মাত্র তায়,
কাঞ্চন তুলিতে, কাচ তুলিবে কৌটায় !

নশ্বরত্ব জগতের, উপলব্ধি কর,
তুচ্ছ সুখে দুঃখ যত, ধীর চিত্তে স্মর ।
মৃত্যু কবে কার হবে, না আছে নিশ্চয়,
চিন্তিয়া, মমত্বে মুক্ত, রাখ এ হৃদয় ।

মাত্র দিন দুই চারি, এ ভবে বসতি,
চিন্তি ভাব, কি হইবে, এ দেহান্তে গতি ।
ভাবিতে ভাবিতে, জ্ঞান জন্মিবে অন্তরে,
উপলব্ধি তখন, সে পরম ঈশ্বরে ।

বুঝিবে তখন, ভিন্ন তিনি, কেহ নাই,
আত্মীয়, সুহৃদ, পিতা, মাতা, বন্ধু, ভাই ।
জন্মিবে আগ্রহ, তবে, তাঁর পূজা-তরে,
বসিবে একাগ্র-চিত্তে, ব্যাকুল অন্তরে ;
সন্ধ্যা-পূজা যথার্থ যা, হবে সে সময়,
স্বভাব হইবে, ভাগবত কর্ম্মময় ।"

প্রশ্নে বিপ্র রামতনু, "বিষয়-ভজন,
ভঙ্গ করি, সাধু-সঙ্গে কিসে যায় মন ?"

উত্তরে সন্তান, "জন্মে পিপাসা যাহায়,
চিন্তি দেখ, এ ধরায় তাই লোকে পায় ।
জন্মে চিত্তে সদালাপে পিপাসা যাহার,
ব্যগ্র হয়, সাধুসঙ্গ-জন্য, চিত্ত তার ।
অর্থ, কষ্টে উপার্জ্জিত, যত্নে করি ব্যয়,
সজ্জনের সেবা, দৃঢ়-চিত্তে আরম্ভয় ।"

কহে বিপ্র "যা কহিলে কথা সত্য বটে,
কিন্তু হেন দৃঢ়তায়, বহুস্থানে ঘটে,
নিন্দা-বিড়ম্বনা বহু, অনেক সময়,
চিত্তে হেন দৃঢ়তায়, জন্মে তাই ভয় !"

উত্তরে সন্তান, "সাধু-সঙ্গে বিড়ম্বনা,
সংঘটিবে কেন, তা ত বুঝিতে পারি না ।
যার সঙ্গে বিশ্বনাথ-গুণানুকীর্ত্তন,
গ্রাম্যালাপ-পরচর্চ্চা-নিন্দা-বিস্মরণ,
ইন্দ্রিয়-সংযম-তত্ত্ব, নিত্য আলোচন,
কামাদি-নিগ্রহ-জন্য, উৎসাহ-বর্দ্ধন,
মুগ্ধ নর, যাহার উত্তম আচরণে ।
সংঘটে কোথায়, বিড়ম্বনা তাঁর সনে ?

তবে যদি, ইন্দ্রিয়-ভোগেচ্ছু সাধু-বেশে,
আসি কোন সজ্জনের ভবনে প্রবেশে,
ঘটায় সে বিড়ম্বনা, ক্ষোভের কারণ,
তা বলিয়া সাধু-সঙ্গ ছাড়ে কোন্ জন ?

পদ্মবনে রহে সর্প, দংশে কোন জনে,
বন্ধ কি গমন, তাহা বলি, পদ্ম-বনে ?
ভণ্ড হয়, দেহ তার দোষ বুঝাইয়া,
ভদ্র ভাবে, মিষ্ট বাক্যে, দেহ তাড়াইয়া ।

কিন্তু যদি, সত্য-জন্য, বিড়ম্বনা ঘটে,
ঘটে বিড়ম্বনা, পড়ি বিষম সঙ্কটে,
শঙ্কা কি তাহাতে ?—"সত্য-ন্যায়-সমর্থন",
শ্রেষ্ঠ অঙ্গ সাধনার, জানে সর্ব্বজন ।

বিঘ্ন-বাধা অতিক্রম যে নারে করিতে,
পক্ষে তার, আত্মোন্নতি দুর্লভ মহীতে ।
চিন্তি দেখ, ভিন্ন বিড়ম্বনা, এ ধরায়,
যুদ্ধে সাধনার, জয়-পত্র কে বা পায় ?
নিত্যানন্দ, বিড়ম্বনা সহি, "ভগবান ।"
হরিদাস, "পতিত-পাবন" মহীয়ান ।
বিড়ম্বনা সহি, "ত্রাণ-কর্ত্তা" যীশুখৃষ্ট,
সক্রেটিস, গ্যালিলিও, মহাত্মা গরীষ্ঠ ।

সত্য-ন্যায় সমর্থনে, বিড়ম্বনা-ভয়,
চিত্তে যার,—জানেনা সে, সিদ্ধি কোথা রয় ।
জানে না সে, সিদ্ধির নিশান কোথা উড়ে ।
জানে না, কি কর্ম্মে যশ, বাড়ে বিশ্ব জুড়ে ।
জানে না সে, অমরত্ব লাভের উপায়,
জানে না সে, ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত কে ধরায় ।

পরীক্ষিলে, বিড়ম্বনা-ভিন্ন এই ভবে,
শ্রেষ্ঠাসন, কে কোথায় প্রাপ্ত, বল, কবে?
কভু বিড়ম্বনা হয়, পরীক্ষা-কারণ,
কভু বিড়ম্বনা, অন্তে, কীর্ত্তি-নিকেতন।
কভু বিড়ম্বনায়, উপজে দৃঢ় ভক্তি।
কভু বিড়ম্বনায়, জাগায় মহা শক্তি।
কভু বিড়ম্বনায়, বীরত্ব করে দান।
কভু বিড়ম্বনায়, দর্শায় ভগবান।
কভু বিড়ম্বনায়, স্ব-বশে নর আসে।
কভু বিড়ম্বনায়, জড়ত্ব-দোষ নাশে।
কভু বিড়ম্বনায়, কর্ত্তব্য করে স্থির।
কাপুরুষে করে, ভীমতুল্য মহাবীর!
সত্যের নিমিত্ত, হেন বিড়ম্বনা-ভয়,
পক্ষে সাধকের, অতি লজ্জার বিষয়।

অগ্রে কর, আপনার কর্ত্তব্য সুস্থির,
মৃত্যু-পণে, পরে চল, যুদ্ধে যথা বীর।
মৃত্যু হয় হবে, মৃত্যু বলিয়া কি ভয়?
মৃত্যুময় জগতে কে চির-স্থির রয়?

লক্ষ্য যাহা, লাভ করি, হও কীর্ত্তিমান।
কীর্ত্তি যার, অমর সে মহা ভাগ্যবান।
লক্ষ্য যার স্থির, যার সুদৃঢ় অন্তর,
সর্ব্ব কার্য্যে, কৃতকার্য্য, সে গরীষ্ঠ নর।

পূর্ণ সদা সংশয়ে, অন্তর নহে খাঁটী,
ভক্তি-পথে তাহার, নিষ্ফল হাঁটাহাঁটি।
কর্ম্ম ধরে দেখাদেখি, দেখাদেখি ছাড়ে,
অস্থিরতা সংশয়ীর, মাথা হাড়ে-নাড়ে।
উচ্চ লক্ষ্য সংশয়ীর, কোথাও থাকে না।
তুল্য হরিঘোষ, তার ঈশ্বরোপাসনা।"

সুধান মাধবদাস, "কি সে বিবরণ?"
বর্ণনে সন্তান, যাহা জানে বহু জন।
"কিছু দিন পূর্ব্বে ছিল, নলহাটী গ্রামে,
এক অতি বড় লোক, হরিঘোষ নামে।
জজগিরি চাকুরি করিত সেই ঘোষ,
হাকিমী পাইয়া, গর্ব্বে, অত্যন্ত সন্তোষ।
অধীনস্থ ছিল যারা, প্রণাম করিত।
প্রণামে, সে, আপনাকে ঈশ্বর ভাবিত।

বিশ্বাস তাহার, সর্ব্ব-তত্ত্ব সে জানিত,
যে সম্বন্ধে কথা হোক্, তর্ক আরম্ভিত!
উত্থাপিলে ধর্ম্ম-তত্ত্ব সম্মুখে তাহার,
চীৎকারিত এত, প্রাণে রক্ষা ছিল ভার।
সঙ্গী, তার দল-ভুক্ত, ছিল আর যারা,
তুল্য সুরে বাদ্য-যন্ত্র, সমস্ত তাহারা।

উচ্চ পদ, সম্পদ, ভুঞ্জিত যে সকল,
বর্ণিত তাহারা, নিজ পরিশ্রম-ফল।
পুত্র-কন্যা-জামাতা, মরিত যে সময়,
উচ্চ রোলে বলিত, "ঈশ্বর কি নির্দ্দয়!"
শঙ্কায় অর্পিত চাঁদা, কলেরা লাগিলে,
ঈশ্বরে মানিত,—খুব সঙ্কটে পড়িলে।

দৈব-দুর্ব্বিপাকে ঘোষ যখন পড়িত,
স্বস্ত্যয়ন, গ্রহাচার্য্য ডাকি, আরম্ভিত।
"গঙ্গাজল কোথা", বলি আচার্য্য ডাকিত,
পত্নী আনি, বরফ-বাসিত জল, দিত।
"বস্ত্র কৈ?" বলিলে, দু আনী দিয়া করে,
বলিত, "এখন মন্ত্রে সার, দিব পরে।"

দুর্গা পূজা আরম্ভিল, প্রতিমা গড়িয়া,
অন্ন-দান দূরে, গুরু দিল তাড়াইয়া।
বলে, "বহু ব্রাহ্মণের নাহি প্রয়োজন।"
শুনি, স্থির-চক্ষু গুরু, করে পলায়ন।

সাধু-সেবা দিবে, বলি, যত সাধু ডাকি,
"অদ্য নহে", বলি, শেষে দিল এক ফাঁকী।
কাঙ্গালী-ভোজন গৃহে আরম্ভ করিয়া,
বসাইয়া ভোজনে, তাড়ায় গালি দিয়া।

ভৃত্য রাখি, তাকে, তার প্রাপ্য নাহি দিত,
সংগ্রহিতে ভৃত্য, শেষে কিছুতে নারিত।

বলিত তখন, "সব ঈশ্বর-সন্তান !
বিশ্বে পাপ নাহি, ভৃত্য রাখার সমান।"
দিত না পয়সা, তাই নাপিত না পেত,
শ্মশ্রুকেশ হত, বন্য মনুষ্যের মত।
লক্ষ্য কেহ করিলে, সে আরম্ভি উপমা,
বর্ণনিত, শ্মশ্রু-কেশ রাখার মহিমা।
সন্ধিহিত চিত্তে, সদা করি পাতি পাতি,
অন্বেষিত, কে কি বলে, তাহা দিবারাতি।

পূর্ব্বে মরণের, তাকে বাতে আক্রমিল।
যক্ষ্মা-কাশ তারপরে আসি দেখা দিল।
পত্নী-তার, এত পতিব্রতা সাধ্বী ছিল,
সঙ্কটে ফেলিয়া তাকে, পিতৃগৃহে গেল।
ছিল যারা সম্পদের বান্ধব এয়ার,
দুর্দ্দিন দেখিয়া, নাহি জিজ্ঞাসিত আর।

পেন্‌সনের টাকা-বলে গেল কাশী-বাসে,
দুর্দ্দিনের দুর্ব্বিপাক, সে স্থানেও আসে।
কাশীর কুমারী-এক, রান্ধুনী রাখিল।
সে তাহার উপপতি ভৃত্য করি দিল।
বাজার করিতে, অর্থ ঘোষ যাহা দিত,
অর্দ্ধেক তাহার, চুরি তাহারা করিত।

শীত-বস্ত্র, জুতো, জামা, মাসে দুই বার,
নির্ভয়ে করিত চুরি, নাহি প্রতিকার।
উত্তম সামগ্রী, তার জন্য যা আনিত,
বঞ্চি ঘোষে, সংগোপনে দু'জনে খাইত।
শুশ্রূষার অভাবে বান্ধবহীন দেশে,
কাশীলাভ করিয়াছে বৈশাখের শেষে।

মন্দ লোক ছিল না সে, সন্দ ছিল মনে।
ইচ্ছা হ'ত, ধর্ম্ম-কর্ম্ম-ঈশ্বরারাধনে।
দৃঢ়তা-বিহীন-চিত্ত, তা'পরে কৃপণ,
কার্পণ্যে স্বভাব নষ্ট,—সংশয়ে মগন।
ইচ্ছা থাকিলেও, তাই ভক্তি-সাধনায়,
কর্ম্ম আরম্ভিয়া, শেষে, "না" বলিত তায়।

কর্ম্ম-ফলাধীন জীব, সিদ্ধান্ত যখন,
শমে, দমে, কর্ত্তব্যে, দৃঢ়তা প্রয়োজন।
অন্যথায় হরিঘোষ-তুল্য পরিণাম,
সংশয়ীর কর্ম্মে, নাহি পূর্ণ কোন কাম।"

সুধান মাধবদাস, "উন্নত-হৃদয় !
শমাদির সাধনায় কর্ত্তব্য কি হয় ?"
উত্তরে সন্তান, "ভাগবতে যা বর্ণিত,
গ্রহণীয়, মোর জ্ঞানে, তাহাই নিশ্চিত।

তথা শ্রীমদ্ভাগবতে, ১১শ স্কন্ধে,—
সম-মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধের্দ্দমো ইন্দ্রিয়সংযমঃ।
তিতিক্ষা দুঃখ সংমর্ষো জিহ্বোপস্থ জয়োধৃতিঃ॥

"ভগবানে নিষ্ঠাযুক্ত বুদ্ধির নাম শম, ইন্দ্রিয়সংযমের নাম দম, দুঃখ-সহিষ্ণুতার নাম তিতিক্ষা, এবং জিহ্বা ও উপস্থ জয়ের নাম ধৃতি, বা ধৈর্য্য।

প্রশ্ন করে, কিছুক্ষণ পরে, বিষ্ণুদাস,
"জন্মে কিসে চিত্তে, ভক্তি-সাধনে উল্লাস ?"
উত্তরে সন্তান, "নিজ অন্তরে যাহার,
নিত্য উপলব্ধি, পরমেশ্বর-কৃপার,
জন্মে তার, সাধনায়, উৎসাহ-উল্লাস।
জন্মে ভক্তি, সু-নির্ভর, অটল বিশ্বাস।

যে কর্ম্মই করি, যদি প্রাপ্ত নহি ফল,
জন্মে শেষে বিশ্বাস, সে কর্ম্মই নিষ্ফল।
অতএব ঈশ্বরারাধনায় বসিয়া,
দর্শ, কত কৃপা তাঁর, চৌদিকে চাহিয়া।
প্রাপ্ত কত কৃপা, নিত্য নিজের জীবনে,
সমুঝিলে, সমুল্লাস জন্মিবে, সাধনে।"

জিজ্ঞাসে জগদানন্দ, "দুঃখে অনিবার,
জীর্ণ যে, সে কি করুণা, দর্শিবে তাহার ?"
উত্তরে সন্তান, "যাঁরা দৃঢ় ভক্তিমান,
দুঃখে-সুখে কৃপা তাঁর, দর্শেন সমান।
পুত্র-দারা-সম্পত্তি, বিভব, প্রদানিয়া,
সচ্ছল সংসারে, সুখ-মধ্যে বসাইয়া,

পুণ্য-কর্ম্ম অনুষ্ঠানে, সুবিধা যা দেন,
অনুকূলা-কৃপা-মধ্যে, তাঁহারা ধরেন।
কিন্তু যবে ঘটে দুঃখ, নিজ-কর্ম্ম-দোষ,
সে দুঃখের হেতু, বলি, তাঁদের সন্তোষ।
দুঃখ-সুখে, জলের তরঙ্গ তুল্য জ্ঞান।
কিছুতেই, চঞ্চল না হন, ভক্তিমান।
বরং পড়িলে দুঃখে, ঈশ্বরে স্মরেন।
দুঃখে তাই, "প্রতিকূলা কৃপা" নাম দেন।
বিপন্ন যখন, আর নাহি গত্যন্তর,
পাদপদ্ম তাঁহার, তখন স্মরে নর।"
বিষ্ণুদাস কহে, "আছি প্রত্যহ বিপন্ন,
চিত্তে কোথা স্মরণ-মনন, তাঁর জন্য ?
দুর্ব্বাসনা-মত্ত, হতভাগ্যের অন্তর,
দম্ভে-দর্পে বহির্ম্মুখ, রহে নিরন্তর।
বৃদ্ধ কচ্ছপের মত, শুষ্ক পত্র-তলে,
রহি, সহ্য করে তাপ, নাহি নামে জলে।
ব্যর্থ এ জীবন, চিত্তে নাহি আশা আর।"
বলিতে বলিতে, অশ্রুপূর্ণ চক্ষু তার।
সম্বোধে সন্তান, "কৃপা-সিন্ধু তিনি, তাঁর,
অন্তহীন করুণা কি, বিস্মৃত এবার ?
বঞ্চিত, কৃপায় তার, কি জন্য রহিব ?
উচ্চারিয়া তাঁর নাম, উৎসাহে উঠিব।
যে দিন চলিয়া গেছে,
চিন্তি তা, কি লাভ আছে ?
অবশিষ্ট যে ক দিন, তার ব্যবহার,
সংযম আশ্রয় করি ;
তাঁর পাদ-পদ্ম স্মরি,
করিলে নিশ্চয় হবে, কৃপা-দৃষ্টি তাঁর।
বিঘ্ন অতিক্রমি, ভব-সিন্ধু হব পার।
উৎসাহে তাঁহার নামে, উত্থিত হইয়া,
ভক্তি-পথে চল, দ্বন্দ্ব-বন্ধন ছিন্নিয়া।
উৎসাহে সাধনারম্ভ, মন-বৃত্তি যত,
উৎসাহে, তাঁহার পদে কর সমর্পিত।

উৎসাহে, মানুষ হয়, মহা কর্ম্ম-বীর।
চঞ্চলতা জয় করি, হয় ভক্ত-ধীর।
কর্ম্ম-ক্ষেত্র উৎসাহীর, মুক্ত জগভরি,
উৎসাহীর সঙ্গে, সদা চলেন শ্রীহরি।
উৎসাহীর অশ্ব, চলে লঙ্ঘি খাল নাল।
লম্ফ মারি, অতিক্রমে সিংহ-ধরা জাল।
উৎসাহে, কীটাণু চলে, পর্ব্বত লঙ্ঘিয়া।
এ হেন উৎসাহ-শূন্য, একেলা ভুলুয়া।
দুঃখ-সুখ যাহা ঘটে, যে ভাবেই থাকি,
"প্রতিকূলা-অনুকূলা", কৃপা তাঁর দেখি।
ভাগ্য, সে দেখার, মাত্র ভক্ত-সঙ্গে ঘটে।
ভক্ত-সঙ্গ ঘটে যার, মুক্ত সে সঙ্কটে।
ব্যর্থ কিসে এ জীবন ?—কার্পণ্য বিহর,
উৎসাহে, আনন্দপ্রদ ভক্তসঙ্গ ধর।
কি জন্য হতাশ হবে ?—বর্ত্ত যতক্ষণ,
ভক্ত-সঙ্গে কর, তাঁর মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন।
ভক্তসঙ্গ, ভক্তসেবা, মুখ্য লক্ষ্য যার,
নিত্যানন্দে মগ্ন সে, কৃতার্থ অনিবার।"
কহে বৃদ্ধ রত্নগিরি, "মোর গণ্ড-গ্রামে,
চঙ্গ এক, বাস করে, হরিদাস নামে।
তুল্য তার, সাধু, মোর চক্ষে দেখি নাই।
ইচ্ছা হয়, তার সঙ্গে তত্ত্বালাপে যাই।
কিন্তু, কি বলিব, সে যে, চঙ্গের সন্তান,
বিপ্র আমি, তার সঙ্গে, হারাই সম্মান।"
কহিল সন্তান, "যদি সাধু-সঙ্গ চাও,
সর্ব্ববিধ অহঙ্কার পরিহরি যাও।
বিদ্যা-জাতি-উচ্চপদ-অহঙ্কার নিয়া,
রহ যদি, যাবে জন্ম পৃথক রহিয়া।
সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, মানামানশূন্য,
সর্ব্বদা ব্যাকুল পরমেশ্বরের জন্য,
যে জাতি হউন, তিনি পাত্র অর্চ্চনার,
গুণার্চ্চনে, নাহি কোন, জাতির বিচার।

সাক্ষী তার, দানবের পুত্র শ্রীপ্রহ্লাদ,
দৈত্য বলি অপাঠ্য কি তাঁহার সংবাদ ?
গুহক ত, জাতিতে চণ্ডাল একজন,
পূর্ণব্রহ্ম রাম তাঁকে দেন আলিঙ্গন।

জটায়ু ত পক্ষী, রাজা দশরথ তাঁয়,
বন্ধু বলি উচ্চাসনে বসান সভায়।
বানর সুগ্রীব-সঙ্গে রামের বন্ধুত্ব,
রাক্ষস সে বিভীষণ সঙ্গে একাত্মত্ব।

হনুমান হইলেও অঙ্গনা-নন্দন,
রুদ্র অবতার বলি অর্চ্চে বহুজন।
দাসী-পুত্র বিদুরের ক্ষুদ কৃষ্ণ খান।
বৃন্দাবনে গোয়ালা ত, কৃষ্ণের পরাণ।
বিধর্ম্মী-পালিত হরিদাস কি অমান্য ?
স্কন্ধে করি, যাঁর শব নাচেন চৈতন্য।

অতএব ভক্তরাজ্যে নাহি কুল-মান,
নির্ম্মল যে যত, প্রাপ্ত সে তত সম্মান।
উত্তপ্ত সে তত,—যত যে অগ্নি-নিকটে,
শক্তি তত তার, ভক্তি যত যার ঘটে।
কে বিচারে লোকাচার-কলহ তথায় ?
যে বিচারে, সাধু-সঙ্গ, তার জন্য নয়।”

জিজ্ঞাসেন নিত্যানন্দ, “যদি মুসলমান,
সত্যধর্ম্ম সাধি, হয় জননী-সন্তান,
ব্রহ্মময়ী অর্চ্চিতে কি, পারে সেই জন ?
পারে কি সে করিবারে মন্ত্র উচ্চারণ ?”

উত্তরে সন্তান, “যদি উপযুক্ত হয়,
অর্চ্চিতে মা কালী, অধিকারী সে নিশ্চয়।
যে জাতি, যে কেহ, যদি বি, এল, সে হয়,
অধিকার উকিলের, প্রাপ্ত সে নিশ্চয়।

সম্রাট্-সম্মুখে বসি, সমান আসনে,
ওকালতী করে সবে, সত্য সমর্থনে।
সে প্রকার রাজ-রাজেশ্বরীর সম্মুখে,
উপযুক্ত হ’লেই বসিবে মন-সুখে।

বিশ্ব-প্রসবিনী তিনি, সন্তান তাঁহার,
মাত্র তুমি আমি নহি, এ বিশ্ব-সংসার।
মন্ত্র তাঁর,—তাঁর নাম, করি উচ্চারণ,
পবিত্র হইতে অধিকারী সর্ব্বজন।

হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, অথবা খৃষ্টান,
ভেদ-জ্ঞান মনুষ্যের মধ্যে বিদ্যমান।
তুল্য করুণার পাত্র, সর্ব্বে তাঁর ঠাঁই !
সন্নিকটে তাঁর, ছোট-বড়-ভেদ নাই।

সূর্য্য তাঁর, কিরণ যা বিকিরণ করে,
তুল্য রূপে পরবেশে সর্ব্ব-জন-ঘরে।
ব্রাহ্মণ বলিয়া কেহ বেশী নাহি পায়,
অন্য জাতি হলে, অন্ধকারে না বেড়ায়।

অমৃত-বাহিনী গঙ্গা অমৃত আনিয়া,
আজ্ঞায় তাঁহার, চলে তৃষ্ণা জুড়াইয়া।
উচ্চ জাতি হলে, জল বেশী নাহি পায়,
নিম্ন জাতি হলে, কেহ না মরে তৃষ্ণায়।
সমস্ত জাতিতে তাঁর করুণা সমান।
ধন্য সেই, যে অনন্য-যোগ-ভক্তিমান।”

উঠি কহে বিষ্ণুদাস, “কোন মুসলমান,
দেবেন্দ্র-বাঞ্ছিত কৃষ্ণ-পায়,
উচ্চারিয়া কৃষ্ণ-মন্ত্র করিবে অর্চ্চনা,
কোন শাস্ত্রে নাহি দর্শা যায় !
মত্ত ভোগেচ্ছায় অবিরাম !
অর্চ্চা দূরে, উচ্চারিতে নাহি অধিকার,
কুৎসিত বদনে কৃষ্ণ-নাম !”
উত্তরে সন্তান, অতি দুঃখিত হৃদয়ে,
“কৃষ্ণ যদি হন পরমেশ,
মাত্র কি হিন্দুর তিনি ?—অর্চ্চনায় তাঁর,
বঞ্চিত কি অন্য জাতি-দেশ ?
কুৎসিত-বদন কি সমস্ত মুসলমান ?
হিন্দুই বা সু-বদন কিসে ?
দুর্ব্বৃত্ত নির্দ্দয় দৃষ্ট, সমস্ত সমাজে,
তপস্বীও, বর্ত্তে সর্ব্ব দেশে।

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ, সিদ্ধান্ত যখন,
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-তাঁর হাতে,
সত্য যদি তাহা,—বিশ্বে বর্ত্তে যত জীব,
সমস্তের আশ্রয় তাঁহাতে।
সমস্ত তাঁহার,—তিনি হন সমস্তের,
খৃষ্টান, বৌদ্ধ, বা মুসলমান,
সমস্তের প্রভু তিনি,—অর্চ্চিতে তাঁহাকে
অধিকারী প্রত্যেকে সমান।
অকপট ভক্তি-ভরে, যে নামে যে ডাকে,
সব তাঁর কর্ণে পহুঁছায়।
কৃষ্ণ-কৃপা সেই পায়, সেই কৃষ্ণ জানে,
বিশ্ব-প্রেম যাহার হিয়ায়।
ভক্ত হ'লে, নির্দ্দয়তা স্বভাবে পলায়,
চিত্ত হয় সমুদ্র দয়ার,
হয় গুণগ্রাহী, ভাবগ্রাহী মহাজন,
কৃষ্ণ-কৃপা লভ্য একা তার!
বহ্নি প্রবেশিলে লৌহে, উজ্জ্বল সে হয়,
চিত্তে তথা ভক্তি প্রবেশিলে,
সংযমে সে হয়, জ্যোতির্ম্ময় সমুজ্জ্বল,
হয় সে মহাত্মা মহীতলে।
অহঙ্কারে নাহি কৃষ্ণ,—নাহি গোঁড়ামীতে,
নহে কৃষ্ণ একেলা তোমার,
কূলহীন সিন্ধু-বার্ত্তা তিমি অবগত,
কূর্ম্মী জ্ঞাত, গোষ্পদ তাহার।
কৃষ্ণ কার, কহি শুন, নিবিষ্ট অন্তরে,
বৃন্দাবনে কৃষ্ণপদদাস,
কহিয়াছিলেন যাহা, এক মুসলমান,
কি ভাবে পূর্ণিত-মন-আশ।
সুলতান তাহার নাম, মহা বলবান,
পালোয়ান প্রধান দেশের,
রহিত সে ভরতপুরের রাজবাড়ী,
—এ ঘটনা চার পুরুষের।
শক্তিমান হবে বলি, ছিল ব্রহ্মচারী,
অষ্টবিধ রতি-সঙ্গ ত্যাগী।
সত্যবাদী, ন্যায়-পক্ষ-পাতী, মহাবীর,
শ্রেষ্ঠত্বের জন্য অনুরাগী।
ধারণা তাহার, রাজা ভরতপুরের,
হন মহীয়ান সর্ব্বোপরি।
উল্লাসে আনন্দে তাই স্বীকারিয়াছিল,
তাঁর দেহ রক্ষীর চাকুরি।
কাটাইল তিন বর্ষ রাজার নিকটে,
রাজাও সুলতান-গত-প্রাণ,
দর্শি, তার সত্য-নিষ্ঠা, সাধুতা অদ্ভুত,
অর্পিতেন সাধুর সম্মান।
দর্শে একদিন, লাঠ জয়পুরে যায়,
বিস্ময়ে সে জিজ্ঞাসে কারণ;
উত্তরেন মহারাজ, "জয়পুরাধীন
কিছু জমা রাখি শালবন।"
কহিল সুলতান, "আছে প্রতিজ্ঞা আমার,
চাকুরি করিব সে রাজার,
সর্ব্বাপেক্ষা যে প্রধান,—আজ শুনিলাম,
জয়পুর মনিব তোমার।
অতএব, জয়পুরে, চলিলাম আমি,
ক্ষুব্ধ না হইও তুমি মনে।
জন্মাবধি তুমি মোর প্রভু মহারাজ,
সুখে ছিনু তোমার ভবনে।"
শুনি, রাজা যদিও দুঃখিত অতিশয়,
জয়পুর রাজ-সন্নিকটে,
দেন পত্র, শত মুখে প্রশংসা করিয়া,
যাহে তার অভ্যর্থনা ঘটে।
মহারাজ-জয়পুর, পাইয়া সুলতানে,
যত্ন করি করেন গ্রহণ।
মাত্র দু'মাসের মধ্যে, দর্শি ব্যবহার,
তার প্রতি অনুরক্ত-মন।

* লাঠ=খাজনা।

বিশ্বাস সুলতানে তাঁর হল অচঞ্চল,
বন্ধু সম করেন আদর,
সম্পাদেন যত্নে তাহা, সুলতান যা বলে,
কার্য্যভার বহু তার উপর।

যেস্থানে যখন যান, সঙ্গে সুলতান,
এক দিন গোবিন্দ-মন্দিরে,
প্রবেশেন মহারাজ, জাতি অনুসারে,
দণ্ডাইয়া সুলতান বাহিরে।

দ্বার-দেশে দণ্ডাইয়া দর্শে সুলতান,
মহারাজ প্রাঙ্গণে প্রবেশি,
ভূমিষ্ঠ হইয়া, শির করেন লুণ্ঠন,
যুক্তকরে করুণা-প্রত্যাশী।

বাহিরিলে মহারাজ প্রশ্নে সুলতান,
"কাহার সম্মুখে মহারাজ!
ধুলাবলুণ্ঠনে, শির অবনত করি,
প্রার্থিলে করুণা তুমি আজ?"

উত্তরেন মহারাজ, "বৃন্দাবনেশ্বর,
বিশ্বনাথ, বিশ্বেশ্বর, যিনি,
সিন্ধু করুণার, দীনে বন্ধু জগভরি,
পদানতে করুণার খনি,
নাম তাঁর শ্রীগোবিন্দ, নিত্য প্রভু মোর,
লুণ্ঠি শির তাঁহার দুয়ারে,
রক্ষক আমার তিনি, জীবনে-মরণে,
প্রার্থি কৃপা, তাই ডাকি তাঁরে।"

জিজ্ঞাসে সুলতান, "তিনি থাকেন কোথায়?
কোথা গেলে মিলিবে দর্শন?"
উত্তরেণ মহারাজ, "যাও বৃন্দাবনে,
বুদ্ধি-মন করি সমর্পণ,
"হা গোবিন্দ!" বলি, তুমি যেমন ডাকিবে,
দর্শন তখনি তাঁর পাবে।
ভক্তির ঠাকুর,—ভক্ত-বৎসল সতত,
ভক্তি-বলে দেখা পায় সবে।"

কহিল সুলতান, "আছে প্রতিজ্ঞা আমার,
সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রাজা যিনি,
ভৃত্য হব তাঁর, সেবা করিব তাঁহার,
হেথা আর না রহিব আমি।

বৃন্দাবনে যাব, হব ভৃত্য গোবিন্দের,
মহারাজ! দেহ অনুমতি,
জন্মিয়াছে, তব বাক্যে, অন্তরে আমার,
ভক্তি সেই মহারাজ-প্রতি।"

বাক্য শুনি তার, দর্শি ভাব অসম্ভব,
মহারাজ, মহা ভক্তিমান,
কহিলেন, "শ্রীগোবিন্দ তব যোগ্য প্রভু,
বৃন্দাবনই তব যোগ্য স্থান।

সাধ্য যা আমার, আমি তোমার নিমিত্ত,
সে স্থানে করিব সংস্থান।
ভৃত্য তুমি গৌরবের, হইবে তাঁহার,
পাবে তাঁর পাদপদ্মে স্থান।

আসিল সুলতান, বৃন্দাবনেশ্বর-ধামে,
জয়পুর-রাজ-ব্যবস্থায়,
প্রাপ্ত হ'ল স্থান, বহির্দ্বারে এক পার্শ্বে,
প্রহরী নিযুক্ত দরজায়।

কার্য্য তার, "হা গোবিন্দদেব মহারাজ!
ভৃত্য আমি তোমার চরণে,
একবার দেখা দেও, রাজ-রাজেশ্বর!
মুহুর্ম্মুহু আছে উচ্চারণে।

মুসলমান বলি, নাহি প্রবেশাধিকার,
মন্দিরের প্রাঙ্গণে তাহার।
ক্রমে তিন বর্ষ গেল, বুঝিতে নারিল,
কে প্রভু, সেই বা ভৃত্য কার!
রাত্রে না ঘুমায়,—নাহি পর্য্যাপ্ত আহার,
হস্তীর মতন কলেবর,
শুকাইয়া হইল ক্রমশঃ অস্থি-সার,
নেত্রে অশ্রু ঝরে নিরন্তর।

শ্রীশ্রীচন্দ্রঘণ্টা

"আর্য্যালোক রক্ষয়িত্রী চন্দ্রঘণ্টা তুমি

বাক্যালাপ মন-দুঃখে কারো সঙ্গে আর,
নাহি করে, না করে শ্রবন,
যে যা বলে, চলে সদা অবনত-শিরে,
রহে সদা বিষণ্ণ-বদন।

ক্রমে পঞ্চ বর্ষ গত,—প্রত্যূষে একদা,
মঙ্গল-আরতি বাদ্য-ধ্বনি,
মন্দিরে উঠিল বাজি, মৃগেন্দ্র-গর্জ্জনে,
প্রাঙ্গণে সে পশিল অমনি।

নিষেধিল বাদ্য, খোল লইল কাড়িয়া,
তাড়াইল হুঙ্কারে সকলে।
বহির্গত সর্ব্বজন, মন্দির ছাড়িয়া,
পূর্ণে ধাম, মহা কোলাহলে।

প্রত্যেকের মুখে, মাত্র, "হায় সর্ব্বনাশ!
মুসলমান পশিল মন্দিরে,
হল অপবিত্র সব, কি হবে উপায়।"
কেহ বা ভাসিল চক্ষুনীরে।

সংবাদ-শ্রবনে, যত বৈষ্ণব প্রধান,
আসিলেন, সুলতানে ডাকিয়া,
কহিলেন, "দীর্ঘকাল আছ এই স্থানে,
আজ বিঘ্ন কর কি লাগিয়া?

হাজার হলেও তুমি জাতি মুসলমান,
প্রাঙ্গণে কি জন্য প্রবেশিলে?
পক্ষে তব নিষিদ্ধ যা, কেন তা করিয়া,
আরতির বিঘ্ন উৎপাদিলে?"

জিজ্ঞাসে সুলতান, "কেন করিবে অরতি,
মোকে নাহি জিজ্ঞাসা করিয়া?
প্রহরী যখন আমি প্রভুর দুয়ারে,
রাত্রে কি ঘটিল, না শুনিয়া?

প্রভুকে শয়ন দিয়া গেল সবে চলি,
স্তব্ধা যবে হইল যামিমী,
আসিলেন প্রভু মোর, সঙ্গে মহারাণী,
পরণাম করিলাম আমি।

কি কহিব জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি মনোহর,
সে জ্যোতিতে ধাম উদ্ভাসিল।
পূর্ণচন্দ্র শোভে নভে, নিম্নে ধরাধামে,
যেন লক্ষ বিজলী উজিল।

চলিলেন যমুনার সৈকতে তখন,
কহিলেন মোকে, "সঙ্গে চল।"
চলিলাম, দেখিলাম অগণ্যা যুবতী,
তুল্যা, প্রায় মহারাণী, এল।

চন্দ্রালোকে মনোরম যমুনার চরে,
মধুময় বালুকা-মাঝারে,
মধুময় নৃত্য গীত আরম্ভিল সবে,
ত্রিভুবন বিমোহন স্বরে।

চাহিনু গগন-পানে, দর্শিনু অগণ্য,
জ্যোতির্ম্ময়-তনু জোড়া করে,
দর্শিতে লাগিল তাহা, —দর্শিতেছিলাম,
আমিও তা মোহিত অন্তরে।

হেন কালে মহারাণী নিকটে আসিয়া,
কহিলেন, স্নেহে, "বৎস, ধর,
বালুকা-জড়িত ভারাক্রান্ত নূপুরাদি,
ধর মোর অঙ্গের অম্বর।"

নৃত্য-গীতে, শ্রান্ত-ক্লান্ত প্রভু, চূড়া-বাঁশী
রাখিলেন, নিকটে আমার।
নৃত্য-গীতে রাত্রি, প্রায় হল অবসান,
ত্যজি তবে, যমুনা-কিনার,

আসিলেন রাজা-রাণী;—প্রবেশি মন্দিরে,
এই মাত্র শয়নে গমন,
মূর্খ দল ঘণ্টা, কাঁস, মৃদঙ্গ, বাজায়,
কাঁচা ঘুমে হবে জাগরণ।

বন্ধ তাই করিয়াছি, মঙ্গল আরতি,
নিষেধ মানেনা, বলি, সবে,
তীব্র ভাষে তাড়াইয়া দিয়াছি বাহিরে,
অন্যায় করেছি, কে বলিবে।"

শুনিয়া, বিস্ময়াবিষ্ট মোহান্ত সকল !
এক জন চাহেন প্রমাণ,
বালিভরা নূপুরাদি, নিকটে যা ছিল,
দেখাইল আনি সুলতান !
দর্শিয়া, কাহারো মুখে বাক্য নাহি ফুরে
ছিল সব সিন্ধুকে লোহার,
সিন্ধুক খুলিয়া, যবে দর্শিল সকলে,
তার মধ্যে কিছু নাহি তার,
তখন কহিল সবে, "আর প্রয়োজন,
নাহি কোন প্রমাণে এক্ষণে !"
মণ্ডল-মোহান্ত জয়কৃষ্ণদাস তবে,
কহিলেন সজল নয়নে,
"ধন্য তুমি মহাভাগ পুরুষ-প্রধান,
ধন্য তব সাধন-ভজন।
দর্শিয়াছ তাই তুমি, শ্রীগোবিন্দ-লীলা,
দেবেরও যা, দুর্ল্লভ-দর্শন।
যথার্থ শ্রীকৃষ্ণ-কৃপা-পাত্র তুমি হও,
তুমি সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ মহাজন।
তব পদরজে, অভিষিক্ত মো-সবায়
করি, কর কৃতার্থ-জীবন।"
সুলতানের পদধূলি গ্রহণ নিমিত্ত,
ধাইল অগণ্য ভক্তবৃন্দ।
অঘট্য ঘটন দর্শি, হল নিরুদ্দেশ,
সুলতান বলিয়া "হা গোবিন্দ !"
নূপুর মধ্যস্থ রেণু, এক এক করি,
নিল সবে মহা ভক্তিভরে,
কেহ শিরে ধরে, কেহ অর্পে রসনায়,
রক্ষে কেহ কৌটায় আদরে।
এই ত তোমার কৃষ্ণ, জানি সমাচার,
অর্পি মন, যে কেহই ডাকে,
ঘৃণ্য কি জঘণ্য তাহা করেনা বিচার,
যত্নে অঙ্কে উঠায় তাহাকে।
অতএব, কৃষ্ণ মাত্র ভক্তের ঠাকুর,
নাহি করে জাতির বিচার।
উচ্চারিয়া মন্ত্র তাঁর, অর্চ্চিতে তাঁহাকে,
প্রত্যেকেরই তুল্য অধিকার।
মাত্র দিয়া জাতির দোহাই তাঁর কাছে,
পাত্র হ'তে করুণার, সাধ্য কা'র আছে ?
যে দিন বিচার হবে, তাঁর সন্নিধান,
সে দিন থাকিবে, মাত্র ভক্তের সম্মান।"
হেন ভক্ত হইতে আগ্রহ চিত্তে নাই,
ভ্রান্ত ভুলুয়ার মত, মর্ত্তে নাহি পাই।

চতুর্থ দিন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গ গৃহিত পরমায়ুধে।
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥
শ্রীশ্রীচণ্ডী।

"মা তুমি শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ, প্রভৃতি মহা অস্ত্রশস্ত্র-দ্বারা সুসজ্জিত,—তুমি বৈষ্ণবী-রূপা নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার।"

দুর্ল্লভ এ জন্ম লভি, জননি ! এবার,
চিন্তা নাহি করি, পরমার্থ একবার।
মাত্র যত হীন কর্ম্মে, এতই অভ্যাস,
এতই মা, হইয়াছি ইন্দ্রিয়ের দাস,
সংঘটিত এতই মা, মোর অবনতি,
প্রভুত্ব এতই, চিত্তে করিছে দুর্ম্মতি,
মাত্র তাহে মগ্ন পাপ-মহাসিন্ধু-জলে,
উদ্ধারের আশা, আর নাহি কোন কালে।
রক্ষিলে মা তুমি,—রক্ষা আছে ভুলুয়ার,
আশ্রয়িনু তোমা, কর, ইচ্ছা যা তোমার।

বলেন আভীরানন্দ, "ঈশ্বরারাধনে,
ভক্তিমার্গ সর্ব্বোপরি, তত্বানুসন্ধানে।
আহ্বানে ভক্তের, দৃষ্ট হন ভগবান।
বিশ্বে কেহ শ্রেষ্ঠ নাহি ভক্তের সমান;
কিন্তু হেন ভক্তি-যোগ, সন্ন্যাসি-মণ্ডলে,
দৃষ্ট নাহি হয় কেন অধিকাংশ স্থলে ?"

রত্নগিরি উঠি কেহ, "অন্তরে আমার,
যা কহিলে, এই প্রশ্ন উঠে বার বার।"
উত্তরে সন্তান, "চাবি মার্গ-সাধনায়,
আগ্রহ যে মার্গে যার, সে মার্গে সে যায়।
কেহ পরমাত্মা কহে, কেহ ভগবান,
প্রত্যেকেই পরম ঈশ্বরে ভক্তিমান।
সন্ন্যাসী বিহীন-ভক্তি, কোন্ সূত্রে কবে ?
ভক্তি ভুলি, বিশ্বনাথে কি প্রকারে র'বে ?

শ্রেষ্ঠ যিনি সন্ন্যাসীর, আচার্য্য শঙ্কর,
গোবর্দ্ধন-মঠে, সর্ব্বজন-মনোহর,
মূর্ত্তি গোপালের, প্রতিষ্ঠিত করি যান,
অদ্যাবধি বিস্ময় বর্দ্ধিয়া দৃশ্যমান।

সন্ন্যাসীর শিরোমণি চৈতন্য-নিতাই,
পূর্ণভক্তি-অবতার, বলি, কীর্ত্তি গাই।
মুক্তি-ক্ষেত্রে মগ্নিরাম সন্ন্যাসি-প্রধান,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক,—মহা ভক্তিমান।
প্রশ্ন হ'ল, "সঙ্কটে কি নরের সম্বল ?"
উত্তরেন, "অম্বিকার চরণ-কমল।"

গুরুলোক-গৌরব শ্রীপূর্ণানন্দ স্বামী,
দর্শিছ প্রত্যক্ষে,—বেশী বার্ণব কি আমি।
হেথা নিত্যানন্দ, ইনি চন্দ্র কামাখ্যার।
তুল্য এঁর ভক্তি-যোগী, চক্ষে মেলা ভার।
বিদ্যা-বুদ্ধি স্বভাবে, সর্ব্বত্র যশস্বান,
সেই শ্যামানন্দ ইনি, মহা ভক্তিমান।

দর্শিয়াছি এ পর্য্যন্ত, যত স্থানে যত,
ঈশ্বর মানেনা, হেন নহি অবগত।
উদ্দেশ্যি ঈশ্বর, যাঁরা হন বহির্গত,
ভক্তির বিরুদ্ধে তাঁরা—বাক্য অসঙ্গত।

সম্বোধেন নিত্যানন্দ, "কাশীধামে যারা,
বিদ্যমান, অধিকাংশ জ্ঞান-মার্গী তারা।
"সোঽহং", বা "অয়মাত্মা ব্রহ্ম", তারা বলে,
ভক্তি ছাড়ি, প্রায় তত্ত্ব-বিচারেই চলে।
"যত্র জীব, তত্র শিব", এ সিদ্ধান্ত-ভরে,
অর্চ্চনে বসিয়া, পুষ্প নিজ শিরে ধরে।"

উত্তরে সন্তান, "তবে শিব তারা মানে,
অর্চ্চে যবে, অর্চ্চনার ভক্তি তারা জানে।
বাক্যে যা বলুক, তারা ভক্তি ভিন্ন নয়।
যে স্থানে অর্চ্চনা, ভক্তি সে স্থানে নিশ্চয়!

পরমাত্মা শিব, আত্মারূপে প্রতি দেহে,
চিন্তি ইহা, "আমি শিব", সিদ্ধান্তে সে কহে।
সিদ্ধান্তে তাহার, আছে বক্তব্য এক্ষণ,
—সহজ বুদ্ধিতে উপলব্ধি করে মন!
"অংশ জীব ঈশ্বরের" এই সূত্র নিয়া,
"ঈশ্বরই ত আমি" বলা যায় কি করিয়া!

অংশ কি সমষ্টি হয় ?—পার্থক্য দোঁহার,
চিন্তি দেখি রেণু-সঙ্গে বিশ্ব যে প্রকার!
বিন্দু কোথা সিন্ধু হয় ? যদিও তা অংশ,
সিন্ধু ত বাড়বে ধরে, বিন্দু আঁচে ধ্বংস!

বাঞ্ছা-কল্পতরু-শিব, নিজেই যে হয়,
বাঞ্ছা পূরণার্থ কেন পরাপেক্ষী রয় ?
বিশ্বনাথ নিজেই যে,—মন্দিরে না বসি,
বাড়ী-ভাড়া দিয়া, কেন মরে দিবানিশি ?
নিত্যদাস জীব,—বিশ্বনাথ নিত্যপ্রভু,
শুদ্ধ জ্ঞানী, এ সিদ্ধান্ত, বিস্মৃত না কভু।"

জিজ্ঞাসেন পূর্ণানন্দ, "সন্ন্যাসি-বিষয়,
বর্ণ যাহা, বর্ণ তা কি জানি পরিচয় ?
সন্ন্যাসি-সংবাদ তুমি বিজ্ঞাত কি, বল ?"
সন্তান প্রণমি, ধীরে কহিতে লাগিল,

"শিষ্য যত গুণসিন্ধু শঙ্করের হন,
মধ্যে তার, গৌরবের শিষ্য চারিজন।
পদ্মপাদ, শ্রীহস্তামোলক, শ্রীমণ্ডন,
চতুর্থ তোটকাচার্য্য' মনস্বি-ভূষণ।

শিষ্য দুই পাদপদ্মে,—অরণ্য, ও বন,
হস্তামোলকের দুই,—তীর্থ ও আশ্রম।
তোটকের তিন,—গিরি পর্ব্বত, সাগর,
মণ্ডনে, ভারতী, পুরী, সরস্বতী বর।
শিষ্য এই দশ, চারি শিষ্য হ'তে হন,
দশ হ'তে সমুদ্ভূত, দশ-নামা-গণ।
শিষ্য যাঁর যিনি, তাঁর পরিচয় দিয়া,
মুক্তি-পথে বিহরেন, মুক্ত করি হিয়া।

শঙ্করের প্রতিষ্ঠিত চারি মঠ হেরি,
শারদা, ও গোবর্দ্ধন, যোশী, শৃঙ্গ-গিরি,
চারি শিষ্য র'ন, এই চারি মঠ ধরি।
প্রত্যেকের শিষ্য, তাহা চলেন প্রচারি।

পদ্ম-পাদে দুই শিষ্য, অরণ্য ও বন,
সিন্ধু-তীরে গোবর্দ্ধন-মঠে তাঁরা র'ন।
তোটকাচার্য্যের গিরি-পর্ব্বত-সাগর,
যোশী মঠে রহি, হন সাধনে তৎপর।

সরস্বতী, পুরী, আর ভারতী মহান,
শৃঙ্গগিরি মঠে তাঁরা প্রাপ্ত হন স্থান।
পূর্ব্বে এ প্রকার ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে,
সংঘটিত বিনিময়, গুরুগণ-স্থানে। *

গোত্রাদির পরিচয় কহি অতঃপর,
শৃঙ্গগিরি মঠে, গোত্র হয়, "ভবেশ্বর।"
"ভুরবার" সম্প্রদায় বলিবেন তাঁরা।
"কীটবার" সম্প্রদায় শারদাবাসীরা।

গোবর্দ্ধন-মঠধারী সন্ন্যাসী যাঁহারা,
"ভোগবার" সম্প্রদায়-ভুক্ত সব তাঁরা।
গোবর্দ্ধন-শারদায় গোত্র "নতেশ্বর,"
ইহা গোত্র-পরিচয়,—তত্ত্বদর্শি-বর!

শৃঙ্গগিরি মঠে, হয় "ক্ষেত্র" রামেশ্বর।
দেব "আদি বরাহ", জগৎ মনোহর।
"তুঙ্গভদ্রা" তীর্থ, দেবী "শ্রীকামাখ্যা" হন।
ত্বরা সিদ্ধি ঘটে, করি যাঁহার অর্চ্চন।
মান্য করে মঠবাসী যজুর্ব্বেদ গ্রন্থ।
"অহং ব্রহ্মোঽস্মি" মহাবাক্য মহামন্ত্র।

পুণ্যক্ষেত্র যোশী-মঠে বদরিকাশ্রম,
"পুণ্ণাগাধী" দেবী,—দেব হন "নারায়ণ"।
তীর্থ "শ্রীঅলকানন্দ", বেদ "শ্রীঅথর্ব্ব।"
"অয়মাত্মা ব্রহ্ম," মহা বাক্য মানে সর্ব্ব।

ক্ষেত্র, শ্রীশারদা মঠে, দ্বারকাকে বলি,
"সিদ্ধেশ্বর" দেব হন, দেবী "ভদ্রকালী"।
তীর্থ "গঙ্গা গোমতী," বেদের নাম "সাম।"
মন্ত্র মহাবাক্য তথা, "তত্ত্বমসি" নাম।

ক্ষেত্র, গোবর্দ্ধন মঠে, "শ্রীপুরুষোত্তম"।
দেব "জগন্নাথ", দেবী "শ্রীবিমলা" হন।
তীর্থ "মহোদধি",—বেদ "ঋক্" সর্ব্বসার।
"প্রজ্ঞানামানন্দম্ ব্রহ্ম" মহা বাক্য তার।"

বলেন আভীরানন্দ মানিয়া বিস্ময়,
বর্ণিলে যা, সমস্তই সত্য পরিচয়।
ভিন্ন ইহা, প্রশ্ন পুনঃ, আছে তব ঠাঁই।
লক্ষণ কি তীর্থাদির,—শুনিবারে চাই।"

উত্তরে সন্তান, "তাহা অবশ্য শুনিবে,
তত্ত্ব শুনি, বিচারিয়া, অন্তরে দেখিবে,
বর্ত্তে কি না ভক্তিযোগ, অভ্যন্তরে তার।
ভক্তি ভিন্ন, শূন্য-গতি, শঙ্কর-সংসার।

"তত্ত্বমসি" মহাবাক্য অন্তরে ধরিয়া,
শুদ্ধ ও সংযত চিত্তে, তীর্থ-ক্ষেত্রে গিয়া,
মগ্ন মহা তপস্যায়, বিচ্যুত-বিষয়,
গুরু-বাক্যে, তাঁহাদের নাম "তীর্থ" হয়।

তীর্থ ছাড়ি, অন্যত্র না করেন গমন,
তুচ্ছ করি ভোগ, যোগে সুনিযুক্ত-মন।

---

* পরিশিষ্ট দেখুন।

ভক্ত ভিন্ন, অন্য-দত্ত, ভোজ্য নাহি ল'ন।
দৃষ্টান্ত অচ্যুতানন্দ, কাশীধামে র'ন। *

আশ্রম-গ্রহণে যাঁরা পারদর্শী হন,
চিত্ত শিব-শক্তি-পদে, নির্ব্বাসনা-মন,
মুক্ত, তবু না লঙ্ঘেন শাস্ত্রের বচন,
দত্ত তাঁরা, গুরুস্থানে, উপাধি "আশ্রম।"

নির্ম্মল-চরিত্র, বিশ্বনাথে বুদ্ধি-মন,
পূর্ণ-কাম নির্ঝর-বাসীর নাম "বন"।

আশ্রয়ি অরণ্য-ব্রত, বি-স্মরি সংসার,
আ-মৃত্যু অরণ্য-মধ্যে বসতি যাঁহার,
বর্জ্জি গ্রাম্য-সুখ, বিশ্বনাথে বুদ্ধি-মন ;
ভিন্ন বিশ্বনাথ, অন্য বাঞ্ছা-বিসর্জ্জন ;
"অরণ্য" তাঁহার নাম, পবিত্রতালয়।
দর্শনে তাঁহার, ঘটে সর্ব্বপাপ-ক্ষয়।

গিরিবাসী, গীতা-ধ্যায়ী, গম্ভীর-প্রকৃতি,
বুদ্ধি অবিচলিত, নির্ভরশীল অতি,
নারায়ণ-পরায়ণ, মহাবাক্য ধরি,
দত্ত তাঁহাদের নাম, গুরুবাক্যে "গিরি।"

পর্ব্বতে বসতি যাঁর,—মগ্ন মহাযোগে,
উপেক্ষা যাঁহার, হস্তে উপস্থিত ভোগে,
জ্ঞানী ব্রহ্ম-তত্ত্বে, ধ্যানে আস্থিত সতত।
প্রাপ্ত, হেন লব্ধ-জ্ঞান, উপাধি "পর্ব্বত।"

গম্ভীর সমুদ্র-তুল্য চিত্ত অনিবার,
যুক্ত তপে, মাত্র ফল-মূল ভোজ্য যাঁর,
লক্ষ্য আত্ম-তত্ত্বালাপে, নিরপেক্ষ অতি,
"সাগর" উপাধি তাঁর, শুদ্ধ মহামতি।

তত্ত্বজ্ঞান-বিশিষ্ট, বিদ্বান, কবীশ্বর,
সারবাদী, মহামন্ত্র প্রণবে তৎপর।
সার-জ্ঞানী, সংসার-সাগরে সমুত্তীর্ণ।
অন্তঃশত্রু যাঁহার, সর্ব্বদা জীর্ণ-শীর্ণ,
শূন্য-ভেদ-বুদ্ধি, হেন শুদ্ধ মহামতি,
প্রাপ্ত গুরু-বাক্যে, যোগ্যোপাধি "সরস্বতী।"

বিখ্যাত "ভারতী" তিনি, সুখ্যাতি-আলয়,
মুক্ত তাপত্রয়ে, অতি উন্নত-হৃদয়।
অনর্থ নিবৃত্ত তাঁর, মহা ভক্তিমান,
তীর্থ-পর্য্যটন-শীল, তত্ত্বে সু-বিদ্বান।

অত্যন্ত নির্ভর-শীল, অযাচন-বৃত্তি।
চিত্ত দৃঢ়, ভক্তিযোগে সাধনার ভিত্তি।
তত্ত্ব-জ্ঞানে অধীয়ান, সু-বৈরাগ্যে স্থিত,
শূন্য-ভেদ-বুদ্ধি, "পুরী" নামে অভিহিত॥"

জিজ্ঞাসেন পূর্ণানন্দ, আনন্দ প্রকাশি,
"ভিন্ন দশনামা, বর্ত্তে অনেক সন্ন্যাসী।
তাহাদের সম্বন্ধে কি জান, তাহা বল।"

সন্তান প্রণমি, ধীরে কহিতে লাগিল,—
"সন্ন্যাসি-সংবাদ যাহা সুত সংহিতায়,
প্রাপ্ত তাহে, প্রধানতঃ চারি সম্প্রদায়,

প্রথমতঃ "কুটীচক" সন্ন্যাসী মহান,
শিখ্য শিরে, সূত্র গলে, রহে বিদ্যমান।
কাষায় বসন, ঝুল, করে পরিধান,
অর্চ্চে বিশ্বনাথে, করে সন্ধ্যা, পূজা, ধ্যান।
শুদ্ধাচারী, আর দণ্ড-কমণ্ডলু-ধারী,
অঙ্গে মাখে ভস্ম,—গ্রাম্যালাপ-পরিহরি।
ত্যাগী, কিন্তু নিজ গৃহে ভিক্ষা করি খায়।
সর্ব্বস্ব হলেও ধ্বংস, ফিরে নাহি চায়।

দ্বিতীয়তঃ "বহূদক" সন্ন্যাস লইয়া,
বহির্গত, দারাপুত্র-ক্ষেত্র তেয়াগিয়া।
সপ্ত গৃহে সপ্ত মুষ্টি ভিক্ষা করি আনে,
সম্পাদে ভোজন, বসি নিরজন স্থানে।
নির্ম্মিত গোবালে রজ্জু, ত্রিদণ্ডে আবদ্ধ,
হস্তে ধরি পর্য্যটনে ;—পরে চর্ম্ম শুদ্ধ।
শিক্য-কমণ্ডলু করে, পরয়ে কৌপীন।
কন্থা ছত্র পাদুকাদি ব্যভারে প্রবীণ।
পক্ষিনী, রুদ্রাক্ষমালা, খনিত্র, কৃপাণ,
যোগপট্ট, বহির্ব্বাস সঙ্গে জ্ঞানবান,

* পরিশিষ্ট দেখুন।

শুদ্ধ চিত্তে, স্বেচ্ছামত করে বিচরণ,
শিখ্যসূত্র থাকে তার, নির্ব্বাসনা-মন।
চাতুর্ম্মাস্য করে, সদা সংযমাবস্থান,
নিক্ষেপে শরীর জলে, তেয়াগিলে প্রাণ।
বহূদক সন্ন্যাসীরা রহে বৃক্ষতলে,
ভিন্ন প্রয়োজন,—কোন কথা নাহি বলে।

তৃতীয়তঃ "হংস" নামে তাহাকে নির্দ্ধারে,
ভিক্ষাপাত্র, কমণ্ডলু, শিক্য, যার করে।
আচ্ছাদন-বস্ত্র, কন্থা, কপ্নী, বহির্ব্বাস,
বংশ-দণ্ড, হস্তে ধরি, পরম উল্লাস।

অঙ্গে মাখে ভস্ম, করে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ,
মস্তকে আবদ্ধ জটা,—শঙ্করারাধন।
তীর্থে তীর্থে ভ্রমে,—যদি গণ্ড-গ্রামে যায়,
ভিন্ন এক রাত্রি, কোন স্থানে না কাটায়।

চতুর্থ "পরমহংস," ব্রহ্মানন্দ-ভাগী ;
সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ প্রায় সব ত্যাগী।
বৃত্তি অজগরী তার, আহার্য্য গ্রহণে।
ইচ্ছামত বস্ত্র, তার তনু আচ্ছাদনে।
ব্রহ্মজ্ঞানে, ব্রহ্মভাবে, মগ্ন নিশি দিন।
সংসারের সর্ব্ববিধ অনুবন্ধ-হীন॥

অতঃপর শুন "অবধূত"-বিবরণ।
সম্প্রদায়ে তাঁহারাও চতুর্ব্বিধ হন।
বিশ্বগুরু শিববাক্য অনুসরি কার্য্য,
"শিব-শক্তিময় বিশ্ব," মহা বাক্য ধার্য্য।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র জাতি চারি,
অবধূত-আশ্রমে প্রত্যেকে অধিকারী।
সন্ন্যাসী বা গৃহস্থ, তাহাতে বাধা নাই।
গুপ্ত কেহ, কেহ ব্যক্ত, নিরীক্ষিতে পাই।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ব্রহ্মমন্ত্র নিলে,
নির্ব্বিকার ব্রহ্মবাদী সমান রহিলে,
গৃহস্থ, বা গৃহত্যাগী, যাহা তিনি হন,
হন "ব্রহ্ম-অবধূত," সম্মান-ভাজন।

পূর্ণ অভিষেকে যিনি সন্ন্যাসে অন্বিত,
"শৈব অবধূত" নামে তিনি অভিহিত।
না করেন সে মহাত্মা জাতির বিচার,
স্বেচ্ছাচারী, প্রেমে নিত্যানন্দ অবতার!

"ভক্ত অবধূত যাঁরা, তাঁরা দ্বিপ্রকার,
পূর্ণ, ও অপূর্ণ নামে খ্যাত।
পরমহংসের মত পূর্ণ অবধূত,
ব্রহ্মভাবে তন্ময় সতত।

অপূর্ণ যে অবধূত, তাঁর পরিচয়,
লোকে "পরিব্রাজক' বলিয়া ;
প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি, তীর্থ পর্য্যটনি,
র'ন ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত নিয়া।

চিত্ত আর চরিত্র সু-নির্ম্মল তাঁহার।
পর্য্যটেন দেশ, করি ধর্ম্ম পরচার।
"হংস অবধূতের" তুরীয় অন্য নাম।
তপস্যায় রত, অতি পবিত্রতা-ধাম।
শূন্য-উপাধান, পুণ্য অজিন-আসনে,
তুরীয় পোহান রাত্রি, মৃত্তিকা-শয়নে।

চিহ্ন কোন আশ্রমের, না আছে ধারণ,
ভোজ্য-পেয়, প্রাপ্ত যাহা, নাহি নিবেদন।
সন্ধ্যা-পূজা-শূন্য, স্বেচ্ছামত বিচরণ,
সিন্ধু-সম গম্ভীর, সংযত বাক্য-মন!

পুনঃ শুন বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী-পরিচয়,
ভক্তি-মার্গ পক্ষপাতী তাঁরা সমুদয়।
বিষ্ণু-স্বামী, রামানুজ, নিম্বাদিত্য, আর
মাধ্বাচার্য্য, এই চারি নাম তা সবার।

দাস্যভাবে লক্ষ্মী-নারায়ণে আরাধেন,
রুদ্রাচার্য্য-ভাষ্য নিয়া, তাঁহারা চলেন।
সম্প্রদায়ে তাঁহাদিগে "বিষ্ণুস্বামী" বলে,
সুপ্রাচীন এই দল, বৈষ্ণব-মণ্ডলে।

রামানুজ-ভাষ্যে স্থিত, "রামানুজ" দল,
দাক্ষিণাত্যে রঙ্গমে তাঁদের কেন্দ্রস্থল।

ভক্তরাজ নিম্বাদিত্য-ভাষ্য নিয়া যাঁরা,
দীক্ষিত "গোপাল" মন্ত্রে, "নিম্বার্কী" তাঁহারা।
আরাধেন বাৎসল্য-স্বভাবে ভগবান।
কাম্যবনে তাঁহাদের এক কেন্দ্রস্থান।

গোপালের প্রসাদ তাঁহারা নাহি খান।
পুত্রের উচ্ছিষ্ট বলি, বাজারে বিকান।
দুষ্ট-বুদ্ধি গোপালের দমনের তরে,
বেত্র-দণ্ড টাঙ্গাইয়া রাখেন মন্দিরে।

"মাধ্যাচার্য্য," গোবিন্দানন্দের ভাষ্য নিয়া,
রাধাকৃষ্ণ লীলারস-তত্ত্বে মগ্ন-হিয়া।
বঙ্গদেশে প্রধানতঃ তাঁহাদের স্থান।
গ্রন্থ-পাঠ-শ্রবণ-কীর্ত্তন-গত-প্রাণ।

বৈষ্ণব-মণ্ডলে বহু উপ-সম্প্রদায়
বর্ত্তমান ;—সংখ্যাধিক্য বঙ্গে দেখা যায়।
আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, গুরু-সত্য,
কিশোরীয়া, পঞ্চ-নামা, হাসি-কান্না-মত্ত,
সাধ্য নাহি, সমস্তের তত্ত্ব-আলোচন।
উক্তে তারা, করে অনুরক্তির ভজন।

জ্যোৎ-মার্গী সন্ন্যাসীরা "জ্যোতি" নাম ধরে।
অর্চ্চে "বালাসুন্দরীকে" মহাভক্তিভরে।
চন্দন-চর্চ্চিত দুর্ব্বাদলে অর্ঘ্য ধরে,
বিল্বদলে মালা গাঁথি মস্তকে তা পরে।
দীপ জ্বালি, মন্ত্র পড়ি, অর্চ্চে দেবতায়।
স্থির হ'লে দীপ-শিখা, কর্ম্মে সিদ্ধি পায়।

বালা দেবী দীপে যবে আবির্ভূতা হন,
স্থির রহে দীপ, বেগে বহিলে পবন।
যে বাঞ্ছা করিয়া, তারা করে আরাধন,
পূর্ণ হয় তাহা,—অতি আশ্চর্য্য ঘটন।

নিজ নিজ দারাপুত্র মঙ্গলের তরে,
জ্যোৎ-মার্গী সন্ন্যাসীকে গৃহস্থে আদরে।
চরিত্রে তাহারা অতি প্রশংসা-ভাজন।
জীবনেও, নারী-সঙ্গ না করে কখন।

বালিকা কুমারী কন্যা পূজে ভক্তিভরে।
যৌবনে পশিলে, তাকে স্পর্শ নাহি করে।
ব্রহ্মচর্য্য শুদ্ধভাবে করে আচরণ।
কিন্তু করে মদ্য-মাংস-মৎস্যাদি ভোজন।

তারপরে, "নাগাদল" শিশুর সমান,
নগ্ন রহে বলি, তারা ধরে "নাগা" নাম।
গ্রীষ্ম, শীত, বর্ষা, বায়ু, মুক্ত-গাত্রে সহে,
বীরেন্দ্র সাধক, তাপত্রয়ে নাহি দহে।

দর্প কামাদির, চূর্ণ তাহাদের ঠাঁই।
নির্ভীক মরণে, তাঁহাদের তুল্য নাই।
সর্ব্ব জাতি ব্রহ্মময়ী জননী সন্তান,
চিন্তি, নাহি তাঁহাদের জাতি-ভেদ-জ্ঞান।
চিত্ত সদা সু-প্রসন্ন,—আনন্দ-আগার।
ঘোর কষ্ট-সহিষ্ণু, তেজস্বী অনিবার।
কুম্ভ-যোগে অগ্রে তাঁরা করেন সিনান।
মধ্যে তাঁহাদের, বহু জ্ঞানী দৃশ্যমান।

"অলেখিয়া" সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী যাঁহারা
"অলেখ ! অলেখ !" শব্দ উচ্চারেন তারা।
মূল তত্ত্বে তাহারাও নাগাদল-ভুক্ত।
শাক্ত সব,—শিব-শক্তি-পদে ভক্তিযুক্ত।

ভিক্ষাপাত্র ভিক্ষা-ঝুলি তাহারা সকলে,
চিন্তে অতি সু-পবিত্র, বর্ত্তে তিন দলে।
গণেশ, ভৈরব, কালী, ঝুলিধারী নাম।
প্রান্তরে শ্মশানে প্রায় করে অবস্থান।

পূর্ব্বাহ্নে "গণেশ" ভিক্ষা সংগ্রহিতে চলে।
"ভৈরব" বৈকালে,—সন্ধ্যাকালে "কালী"দলে।
ভিক্ষার্থ তাহারা যবে হয় বহির্গত,
দৃষ্টি-আকর্ষক সাজে হয় সু-সজ্জিত।
অঙ্গে বান্ধে নানারূপ রঙ্গিল বসন।
রুদ্রাক্ষাদি-মাল্যে করে কণ্ঠ সুশোভন।
অঙ্গে মাখে ভস্ম, পরে বাহুতে বলয়,
মুক্ত করি নাগজটা,—এক মূর্ত্তি হয় !

বাম করে ধরে ঝুলি, ভিক্ষাপাত্র আর।
অন্য করে ধরে, আংটী-ভরা চেম্‌টী তার।
পদদ্বয়ে পরিধান করিয়া নূপুর,
উচ্চ রবে ধায়, করি ঝামুর ঝুমুর!
ভিক্ষা দিতে হলে, দেবে সম্মুখে আসিয়া,
পশ্চাতে ডাকিলে কেহ, না চাবে ফিরিয়া।

কুকুরকে ভৈরব-বাহন বলি মানে।
নিক্ষেপে আহার্য্য তার,—নিরীক্ষে সম্মানে।
মৎস্য নাহি খায়,—হলে দেবীর প্রসাদ,
ছাগ-মাংস খায়,—ইহা ভোজন-সংবাদ।

ভিক্ষা করি, করে তারা, অতিথি সেবন,
এ নিমিত্ত "অলেখিয়া" সম্মান-ভাজন।

সন্ন্যাসী "মানস" হয় তাহাদের নাম,
শূন্য-সর্ব্ব-চিহ্ন, কিন্তু অন্তরে নিষ্কাম।
দেব-দেবী-অর্চ্চনা মানসে নাহি মানে।
নিরাকার-ব্রহ্ম-বাদী,—উপাসনা ধ্যানে।
বৃত্তি অযাচন,—"সর্ব্বত্যাগী" নাম ধরে।
ভিন্ন প্রয়োজন, কিছু স্পর্শ নাহি করে।
জীবন-ধারণ-জন্য যাহা প্রয়োজন,
ভিন্ন তাহা, অন্য সব করে সে বর্জ্জন।

অন্যদল সন্ন্যাসীর নাম "ব্রহ্মজ্ঞানী"।
স্থান ত্যাগ নাহি করে,—রহে এক-স্থানী।
বলে "অন্ত" সন্ন্যাসী, তাদিগে বহু জন,
যেমন নির্ভরশীল, নিঃসঙ্গ তেমন।
সম্মুখে আসিয়া, যদি কেহ কিছু দানে,
তৃপ্ত তাহে, মগ্ন সদা, মহেশ্বর-ধ্যানে।

সন্ন্যাসী "অতুর", তারা গৃহী-মধ্যে রয়।
মৃত্যু-দিন-পূর্ব্ব ভিন্ন, সন্ন্যাস না লয়।
বিশ্বাস তাদের চিত্তে, সন্ন্যাসী যে হবে,
নিশ্চেষ্ট-নীরব, সর্ব্ব প্রকারে সে র'বে।
তাই তারা, আমরণ, আশায় রহিয়া,
পরিতৃপ্ত, মৃত্যু-দিনে সন্ন্যাস লইয়া।

"পঞ্চমুখী", "পঞ্চতপা", সন্ন্যাসী তাহারা,
পঞ্চ অগ্নি-কুণ্ড জ্বালি, মধ্যে বসে যারা।
গ্রাম্যালাপ নাহি মুখে, সুস্থির-স্বভাব।
ভিক্ষা করে সে দিন, যে দিন অন্নাভাব।
"মৌনী,"—যারা কারো সঙ্গে বাক্য নাহি বলে,
ধ্যান-যোগী, নির্ব্বাসনা, ব্রহ্মচর্য্যে চলে।

"জলধারা-ব্রতী" নামে সন্ন্যাসী যাহারা,
চারি বর্গ হস্ত কাঠ-মঞ্চ গড়ে তারা।
ছিদ্র করি অগণন, তার মধ্য-দেশে,
ঢালাইয়া জল, তার নিম্নে তারা বসে।
ছিদ্র দিয়া পড়ে জল, মস্তক-উপরে।
চক্ষু মুদি, ধ্যান করে পরম ঈশ্বরে।

"জলশায়ী" সন্ন্যাসী তাহাকে লোকে কহে,
উদয়াস্ত যে সাধু জলের মধ্যে রহে।
উদয়াস্ত সূর্য্য-প্রতি দৃষ্টি রাখে স্থির।
অদ্ভুত অভ্যাস, আর অদ্ভুত শরীর!

সন্ন্যাসী "নানক সাহী", পাঞ্জাবী-প্রধান,
মধ্যে তাহাদের, বহু সংযমী মহান।
আর্য্য-দেশ-রক্ষাকারী গুরু শ্রীগোবিন্দ,
অদ্ভুত প্রতিভাশালী তার শিষ্যবৃন্দ।
উন্নত উদার তারা, উচ্চ ধরণের।
ধর্ম্মের গোঁড়ামী নাহি, মধ্যে তাহাদের।

"অঘোড়" সন্ন্যাসীর গুরু ব্রহ্মগিরি,
ভক্ত শ্রীগোরক্ষনাথে, সংযত-আচারী।
বসতি গোরক্ষপুরে, গোদাবরী যায়,
স্নানান্তে সলিল ঢালে বিল্ব-বৃক্ষ-পায়।
ভোজন সময়ে, সবে একপাত্রে খায়।
বিশ্বনাথ-ভক্ত, ভস্ম নাহি মাখে গায়।
রক্ষে শিরে জটা, তারা সম্প্রদায়ে ছয়।
ভিন্ন নাম, নাহি জানি অন্য পরিচয়।
"গুদড়", "ভূখড়" আর "রুখড়", "সুখড়",
অবশিষ্ট দুই নাম "কুখড়" "উখড়।"

"দঙ্গলী" সন্ন্যাসী নামে অভিহিত তারা,
ভিক্ষুকের দলে, ধন-রত্ন-শালী যারা।
বাণিজ্যাদি করি, করে সম্পত্তি সঞ্চয়,
কুঠী, মঠ, বহু স্থানে তাহাদের রয়।
রামানুজ বৈষ্ণবের মধ্যে বেশী তারা।
মোহান্ত উপাধি,—অর্থ-মোহে মাতোয়ারা।
"ঊর্দ্ধ-বাহু" সন্ন্যাসী বিরাজে একদল।
ঊর্দ্ধে তুলি বাম হস্ত, করে তা বিকল।
"ঊর্দ্ধ-পদী" এইরূপে বর্ত্তে একদল,
ঊর্দ্ধে রাখি এক পদ করে তা নিশ্চল।
শেষে এক যষ্টি ধরি খঞ্জের মতন,
দ্বারে দ্বারে ঘুরি, করে অর্থ উপার্জ্জন।
"ঊর্দ্ধ মুখী" সন্ন্যাসী বিরাজে এক দল,
তাহাদের আছে কিছু ব্যায়াম-কৌশল।
মৃত্তিকায় রক্ষি শির, ঊর্দ্ধে পা তুলিয়া,
ভিক্ষা-বস্ত্র পাতি, রহে নয়ন মুদিয়া।
"ঠারেশ্বরী" সন্ন্যাসীরা রহে দাঁড়াইয়া।
দাঁড়াইয়া উদয়াস্ত দেয় কাটাইয়া।
সন্ন্যাসী "কণ্টকশায়ী" নাম ধরে যারা,
বহু লৌহ কণ্টক পুঁতিয়া কাষ্ঠে তারা,
কৌশলে শয়ন করে, উপরে তাহার ;
দর্শিয়া কৃতিত্ব, অজ্ঞে কহে, চমৎকার !
"অঘোরী" "অঘোর-পন্থী" বর্ত্তে একদল,
পৈশাচিক তাহাদের আচার সকল।
পুঁতি, পর্য্যুষিত, যত মৃতদেহ খায়।
বিষ্ঠা-মূত্র কভু ও লেপন করে গায়।
ক্লেদপূর্ণ স্থানে সদা রহে হৃষ্ট-মন।
বিধি নিষেধের দেশে আসেনা কখন।
"স্বরভঙ্গী" সন্ন্যাসীরা অঘোরীর মত,
কোন শাস্ত্র নাহি মানে, স্বেচ্ছাচার-রত।
কুটীর নির্ম্মাণ করে নির্জ্জন প্রান্তরে,
অন্তরঙ্গ না পাইলে, আলাপ না করে।
গ্রাম্যালাপে উদাসীন, আত্ম-পরায়ণ।
মত্ত রহে নিজ নিজ ভাবে সর্ব্বক্ষণ।
নাহি মানে জাতি-ভেদ, সামাজিক ধর্ম্ম।
দেবদেবী নাহি মানে, নাহি মানে কর্ম্ম।
সন্ন্যাসী "ঠিকরনাথ" অন্য সম্প্রদায়,
ভৈরবের উপাসক, কার্য্যে ভূতপ্রায়।
বহু ছিদ্র-বিশিষ্ট মাটীর ঘট নিয়া,
নির্ম্মাণে "ঠিকরা", তার মন্ত্র সে পড়িয়া।
বহির্গত হয়, তাহা নিয়া সে ভিক্ষায়,
কপালে সিন্দুর মাখে, কালী মাখে গায় !
সঙ্গে রাখে শিকল, চিম্‌টা, লৌহ-শিক,
মদ্য-মাংস খায় ;—কেহ নাহি দিলে ভিখ্,
লৌহ শিখ পোড়াইয়া, নিজ অঙ্গে ধরে।
সরল-বিশ্বাসী গৃহী, পাপ-ভয়ে মরে !
প্রার্থে যাহা, অর্পি তাহা, করয়ে বিদায় !
লাঞ্ছিত হইয়া, স্থান বিশেষে পলায়।
ভক্ষে কেহ ফল, কেহ দুধ পান করে,
"ফরারী" ও "দুধাধারী" নাম তারা ধরে।
"অলুন" সন্ন্যাসী, যারা খায় না লবণ,
রান্না করে চিনি-গুড়ে, সমস্ত ব্যঞ্জন।
"কড়া-লিঙ্গী" "মুখ-ভঙ্গী" আদি সম্প্রদায়,
মূর্খ, ঘৃণ্য, তবুও সন্ন্যাসী নাম পায়।"
বলেন শ্রীশ্যামানন্দ, করি প্রতিবাদ,
"যথেষ্ট শুনিনু মোরা, সন্ন্যাসি-সংবাদ।
শুনিতে শুনিতে, শুনিলাম এত দূর,
জন্মিল যাহাতে চিত্তে, বিতৃষ্ণা প্রচুর।
যে দেশে শঙ্কর, বুদ্ধ, চৈতন্য, সন্ন্যাসী,
সেই দেশে ভূত, প্রেত, ঘৃণিত শবাশী,
হ'লেও, সন্ন্যাসী নামে হয় অভিহিত।
জাতি কত অধঃপাতে ইথে প্রমাণিত।
বিবেক-বৈরাগ্য-ভক্তি লক্ষ্য হবে যার,
তার কি না শৃগালাদি তুল্য শবাহার !

ধৃষ্ট দুষ্ট যত, তুচ্ছ উদর-নিমিত্ত,
ভঙ্গী কত করে, লোক ভুলাইতে নিত্য!"
বলেন শ্রীনিত্যানন্দ, স-স্নেহ বচনে,
"তত্ত্ব এত, মুখে-মুখে রেখেছ কেমনে!"
উত্তরে সন্তান, তবে শির নত করি,
"মাত্র তাহা বলি, যাহা বলান শঙ্করী।"

রত্নগিরি কহে, "যারা নিয়াছে সন্ন্যাস,
ধর্ম্ম তাই, যাহা করে,—লোকের বিশ্বাস!
বর্জ্জি গৃহ-সুখ, শান্তি-লাভার্থে যে চলে,
শূন্য-পাপ-পুণ্য সেই, মুক্ত কর্ম্ম-ফলে।"

উত্তরে সন্তান, তাহা কিছুতেই নহে।
তুল্য মণিভদ্র, তারা বহু দুঃখ সহে।"
সুধান মাধবদাস, "তাহা কি প্রকার?"
বর্ণনে সন্তান, "মণিভদ্র-সমাচার,

"মহারাজ চন্দ্রভানু-পুত্র মণিভদ্র,
অতি ভদ্র, স্বভাব-সুন্দর,
সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, শিব-ভক্তিমান,
বেদজ্ঞ ক্ষত্রিয় নরবর।

বাল্যাবধি ধর্ম্মে মতি, তপস্যা-নিরত,
রাজত্বে প্রভুত্বে হীন-লোভ।
পুত্রের বৈরাগ্য দর্শি, রাজা চন্দ্রভানু,
সর্ব্বদা সহেন মনক্ষোভ।

মহর্ষি কণ্বের পুণ্য আশ্রমে সতত,
মণিভদ্র করে যাতায়াত,
সঙ্গগুণে বিবেক-বৈরাগ্য-সমন্বিত,
চুম্বকত্ব লভিল ইস্পাত।

যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবে যখন,
তখন সে লইল সন্ন্যাস।

মহারাজ চন্দ্রভানু, সঙ্গে মহিষীর,
পুত্রশোকে ছাড়েন নিঃশ্বাস।

সন্ন্যাস লইয়া মণিভদ্র রাজপুত্র,
আরম্ভিল তীর্থ পর্য্যটন,
রাজপুত্র সন্ন্যাসী, শুনিয়া বহু স্থানে,
বহু রূপে করে অভ্যর্থন।

অভ্যর্থনা লভি, মণিভদ্রের অন্তরে,
ধীরে ধীরে জন্মে অহঙ্কার,
প্রবেশি নৈমিষারণ্যে, মহর্ষি-মণ্ডলে,
প্রাপ্ত নহে অনুগ্রহ আর।

দ্রুত আসি, গুরু স্থানে আক্ষেপে কহিল,
"পুণ্যাশ্রমে করিতু গমন,
কেহ নাহি জিজ্ঞাসিত মুখের কথাও,
নাহি দিত, বসিতে আসন।

ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচিতে, ইচ্ছা হত মনে,
কেহ নাহি দিত অবসর,
ব্যবহারে বুঝিতাম, মোকে যেন সবে,
মনে মনে বলিত বর্ব্বর।"

আক্ষেপ শ্রবণি গুরু, ধীর শান্ত ভাবে,
কহিলেন সস্নেহ বচনে,
"দম্ভ-দর্প-অহঙ্কারে, হৃত পুণ্যবল,
অনুকম্পা লভিবে কেমনে?

যে স্থানে গিয়াছ, রাজপুত্র বলি সবে,
অভ্যর্থনা তোমা করিয়াছে,
সাধু বলি করে নাই, অভ্যর্থনা লভি,
দম্ভে দর্পে চিত্ত ভরিয়াছে।

তুমি যে প্রকাণ্ড সাধু, এই ধারণায়,
গিয়াছিলে তত্ত্ব আলোচিতে,
মহর্ষিমণ্ডল, তোমা বাচাল বলিয়া,
দেন নাই আসনে বসিতে।

বিনয়-বৈরাগ্য কর চরিত্রালঙ্কার,
উচ্চ বাক্য কারো না কহিবে।
ন-গণ্য নরের মত, বসিবে সভায়,
অ-বিজ্ঞাত সর্ব্বদা রহিবে।
আত্ম-তত্ত্বে সদা তুমি র'বে চিন্তাশীল,
বাহ্যালাপে না যাবে কখন,

লোকাপেক্ষা যত, তুমি ভুলিতে পারিবে,
তত হবে সমুন্নত-মন।
শিক্ষক না হ'বে, র'বে শিক্ষার্থী সতত,
দর্শি তব শুদ্ধ আচরণ,
বহু লোকে বহু শিক্ষা স্বভাবে পাইবে,
মহর্ষিরা দিবেন আসন।"

শুনি গুরুবাক্য, মণিভদ্র কাশীধামে,
গঙ্গাতীরে গমন করিয়া,
করি অতি ক্ষুদ্র এক কুটীর নির্ম্মাণ,
যোগ-ধ্যানে রহিল বসিয়া।

তার জ্যোতির্ম্ময় রূপ, বিবেক-বৈরাগ্য,
নিরীক্ষিয়া মুগ্ধ কাশীধাম।
যে দেখে, সে ধন্য বলে, কাশীর কুমারী,
ঘন আসি করয়ে প্রণাম।

দুগ্ধ-দধি-ক্ষীর, কেহ—কেহ ছানা, ফল,
আনে তার সেবার নিমিত্ত,
গ্রীষ্ম কেহ নিবারিতে, পার্শ্বে উপবেশি,
পাখার ব্যজন করে নিত্য।

রমণীকুলের ভক্তি দর্শি মণিভদ্র,
সেবা নিতে আপত্তি না করে।
আসে রাজা জমীদার, দর্শন করিতে,
অভ্যর্থনে অতি সমাদরে।

বাক্য বহু, মণিভদ্র বলে তা সবায়,
অবশ্য তা শাস্ত্র-উপদেশ,
শুনিয়া, বিষয়-প্রিয় যত বহির্ম্মুখ
প্রশংসিয়া বলে, "বেশ বেশ"!

তিন বর্ষ হেন ভাবে করি অতিক্রম,
আবার নৈমিষারণ্যে গেল,
এবার দর্শন দূরে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া,
ঋষিগণ-ক্ষেত্রই না পেল।

দ্রুত আসি, গুরু স্থানে জিজ্ঞাসে কারণ,
গুরু ক'ন, "তপস্যার নামে
বৃথা দীর্ঘকাল তুমি লোকাপেক্ষা নিয়া,
কাল-ক্ষয়ে ছিলে কাশীধামে।

বৈরাগ্যের পরিবর্ত্তে, রমণীর সেবা,
তৃপ্তিকর ভোজ্য রসনার,
বিষয়াসক্তের কাছে বৃথা ধর্ম্মালাপ,
পাত্র হ'তে মাত্র প্রশংসার।

মিশাইয়া জন-হট্ট লোক-প্রতিষ্ঠার,
হইয়াছ ভ্রষ্ট তপস্যায়,
পুণ্য-ক্ষেত্র ঋষিলোক দর্শনে সামর্থ্য,—
আর তুমি পাইবে কোথায়?"

শুনি অতি ক্ষুব্ধ-চিত্তে মণিভদ্র পুনঃ
তপস্যার উদ্দেশে চলিল,
ক্ষুদ্র এক তটিনীর তীরে, গণ্ডগ্রামে,
ক্ষুদ্র এক কুটীর নির্ম্মিল।

দীন হীন দরিদ্র কৃষক নিরক্ষর,
সে গ্রামের অধিবাসী যত,
সারাদিন পরিশ্রমে সংসার চালায়,
গাঢ় ঘুমে রাত্রি করে গত।

দর্শি সাধু, যথাযোগ্য ফল মূল দিয়া,
তারা নিজ কর্ম্মে চলি যায়,
নিঃসঙ্গ, নির্ব্বিঘ্ন চিত্তে মণিভদ্র ক্রমে
পঞ্চ বর্ষ তপস্তে তথায়।

পঞ্চ বর্ষ পরে, মনে আনন্দ জন্মিল,
নাহি অন্য দর্শনে পিপাসা।
মুক্ত-চিত্ত, মুক্ত মহাপুরুষের মত,
ইতস্ততঃ করে যাওয়া-আসা।

সহসা নৈমিষারণ্যে আসে একদিন,
দর্শে স্থান দিব্য জ্যোতির্ম্ময়।
মহর্ষি-মণ্ডল বসি, বিশ্বনাথ-ধ্যানে,
—রবি স্নিগ্ধ কর বিকিরয়।

দর্শিয়া বিস্ময়ে পূর্ণ হইল অন্তর,
তৃপ্তি লভি মহা-মহোল্লাসে,

পুণ্য-তোয়া জাহ্নবীর মনোরম চরে,
পুনঃ ভদ্র তপস্যায় আসে।
অন্বেষিয়া যোগ্যস্থান, জন্য তপস্যার,
কোন এক নিভৃত প্রান্তরে,
এক বটবৃক্ষমূলে, বসিয়া নিস্পৃহ,
বিশ্বপতি বিশ্বনাথে স্মরে।

গ্রীষ্মকালে, অতিশয় গ্রীষ্ম দ্বিপ্রহরে,
ঘর্মাক্ত হইলে পৃষ্ঠ-দেশ,
বটবৃক্ষে ঘর্ষণ করিয়া নিবারিত,
ঘর্ম্ম-সিক্ত কণ্ডুয়ন-ক্লেশ।

ক্ষয়প্রাপ্ত হল ক্রমে বৃক্ষের বল্কল,
নিত্য নিত্য পৃষ্ঠের ঘর্ষণে,
বসার সুবিধা জন্য, অস্ত্রে মণিভদ্র,
কাটি নিল বৃক্ষ স্থানে স্থানে।

পূর্ণ দশ বর্ষ সেই বৃক্ষমূলে রহি,
দেহত্যাগ করিল যখন,
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, কাল-ভৈরব আসিয়া,
আরম্ভিল তাহাকে তাড়ন।

বলে, "বেটা সন্ন্যাসী হইয়া বটবৃক্ষ,
—যাহা দেব নারায়ণ দেহ,
ছিন্ন-ভিন্ন করে নিত্য নির্ভয় অন্তরে,
করে না যা অতিমূর্খ কেহ!"

ভৈরবের সন্তাড়নে অস্থির হইয়া,
পশি এক বলদের দেহে,
মণিভদ্র করে সদা মহেশে চিন্তন,
রহে এক কৃষকের গৃহে।

সে কৃষক জমা নিল মণিভদ্র-স্থান,
তাহার মনিবে তঙ্কা দিয়া।
যব বপনিতে ক্ষেত্র কর্ষণ-নিমিত্ত,
বাহিরিল লাঙ্গল লইয়া।

বলদ সে মণিভদ্রে, লাঙ্গলে জুড়িয়া,
আরম্ভিল ক্ষেত্রের কর্ষণ,
লাঙ্গল লইয়া ভদ্র ছুটিয়া পালায়,
আসে বৃক্ষ-নিকটে যখন।

চিন্তে মনে, "মাত্র মোর পৃষ্ঠের ঘর্ষণে,
ক্ষয় করি বৃক্ষের বল্কল,
বলদত্বে পরিণত, ছিন্নিলে শিকড়,
অনন্ত নরক তার ফল!"

কৃষক পুত্রের সঙ্গে পরামর্শ করে,
"এই যে বলদ বলবান,
চতুর্দ্দিক্ বেশ চষে,—বৃক্ষের নিকটে,
আসিলেই কেন মারে টান,
কিছুতেই বটবৃক্ষ নিকটে না যায়,
ইহার কারণ কিছু আছে।"

পুত্র কহে, "আছে ভূত নিশ্চয় এ গাছে,
দর্শি যাহা, ভয়ে পলাইছে!"
শেষে দুই পিতা-পুত্রে একত্রে মিলিয়া,
সে বৃক্ষ ত কাটিয়া ফেলিল।

কোদাল ধরিয়া মূল শুদ্ধ উৎপাটিয়া,
যব বপি, গৃহে চলি গেল।
মণিভদ্র ভাবে, "মাত্র পৃষ্ঠের ঘর্ষণে,
বল্কল করিয়াছিনু ক্ষয়,
সেই পাপে বলদ হইতে মোকে হল,
না জানি, কৃষক কি বা হয়!"

মৃত্যু হ'ল কিছুদিন পরে কৃষকের,
মণিভদ্র উদ্গ্রীব হইয়া,
দর্শিতে লাগিল, তার দুর্গতি কি ঘটে,
মূলসহ বৃক্ষ উৎপাটিয়া।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য!—দর্শে, বিষ্ণু-লোক হ'তে,
রথ নিয়া বিষ্ণু-দূত এল;
সম্মানে সাজা'য়ে, পুষ্পমাল্যে সে কৃষকে,
যত্নে বিষ্ণু-লোকে নিয়া গেল।

ডাকি কাল ভৈরবকে, জিজ্ঞাসে কারণ,
কহিল সে,—"গৃহস্থ-জীবনে,

এ কৃষক করিয়াছে কর্ত্তব্য ইহার,
সত্যে মতি রাখি সর্ব্বক্ষণে।
বটবৃক্ষ কাটিয়াছে,—না কাটিলে পরে,
শস্য উৎপাদিবে এ কেমনে!
কি প্রকারে অভ্যাগত-অতিথি সেবিবে?
—রক্ষিবে স্ত্রী-পুত্র পরিজনে?
তুমি ভদ্র, তপস্বী-সন্ন্যাসি-বেশ পরি,
কর্ত্তব্য গৃহের, না সাধিয়া,
তপস্যা করিতে বসি, আত্ম-সুখ-জন্য,
নিলে বৃক্ষ বিক্ষত করিয়া।
সপ্তবর্ষ হেন, তোমা তাড়াইব আমি,
পশু-দেহে করা'ব প্রবেশ,
দুষ্কৃতি খণ্ডিত হলে, শেষে পুণ্য-বলে,
প্রাপ্ত হবে মহেশ্বর-দেশ।"
অতএব, চিন্তা কর, সন্ন্যাসি-বিপত্তি,
লঘু পাপে গুরু দণ্ড কত!
সন্ন্যাস নিলেই, হ'তে পারে স্বেচ্ছাচারী,
কভু নহে বিধান-সঙ্গত।"
বলেন অভীরানন্দ, "উত্তম মীমাংসা!
গৃহ-ত্যাগী সন্ন্যাসী যে হবে,
সত্যই ত,—গৃহস্থ-অপেক্ষা প্রতি পদে,
দায়িত্ব তাহার বহু, ভবে॥"

———

গীত।

নিত্য রঙ্গময়ী তুমি মা, তোমার রঙ্গ কে বুঝিবে!
কি জন্য কি বিধান কর, তাহার তত্ত্ব কে বলিবে!!
কারো ঘরে জনমে পুত্র, আনন্দে বাজায় ঢোল,
কারো মরে যোগ্য পুত্র, উঠে মা, কান্নার রোল।
কারো মুখে আনন্দের হাসি, কারোমুখে অশ্রুরাশি,
সংসারের এই অভিনয়ের মূলে বসি তুমি শিবে॥
কত দরিদ্রকে দিয়া রাজ্য, বসাও মা রাজ-সিংহাসনে,
আবার, রাজার রাজ্য কেড়ে নিয়ে,
ঘুরাও তারে বনে বনে।
কারো বা ত্রিতলে চড়াও, কারো রসাতলে ডুবাও,
তোমার খেলা তুমি খেলাও, মানুষ মিছে মরে ভেবে॥
আজ যেখানে আনন্দের খেলা, কাল সেখানে আর্ত্তনাদ,
আজ যেখানে প্রেমালিঙ্গন, কাল সেখানে বিষম্বাদ।
আজ যেখানে রাজার ভবন,
কাল সেখানে নিবিড় কানন,
আবার, মুহূর্ত্তে কর পরিণত, মরুভূমি মহার্ণবে॥
যদি বল ভক্তের তুমি, ভক্ত তোমার মন-প্রাণ,
তাও ত দেখি কত ভক্তে সহে কত অপমান।
মূল কথা, যা ইচ্ছা তোমার,
নাই মা তাহে বিধি-বিচার,
ভুলুয়া তাই ভাবি এবার, করুণা আর কি চাহিবে॥

মিশ্র—পোস্ত। ৬৪

চতুর্থ দিন

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভবাহিনি।
মাহেশ্বরীস্বরূপেন নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

শ্রীশ্রীচণ্ডী।

"মা, তুমি ত্রিশূল, অহী, এবং চন্দ্র-ধারিণী। তুমি মহাবৃষভ-বাহিনী,—তুমি মাহেশ্বরী-স্বরূপিণী। হে নারায়ণি! তোমাকে নমস্কার।"

প্রার্থি দয়া দীনার্ত্তি-হারিণি ত্রিনয়নে!
অত্যন্ত বিপন্ন, দেহ আশ্রয় চরণে।
কর্ম্ম-দোষে মর্ম্মাহত, ধর্ম্মবল-শূন্য,
সন্তারিতে, এ সঙ্কটে, নাহি তোমা ভিন্ন।
সিন্ধু তুমি করুণার, আমি অভাজন,
বিন্দু কৃপা আমায় করিলে বিতরণ,

সিন্ধু তাতে শুকাবে না,—সিন্ধু না শুকায়,
তৃষ্ণার্ত্ত বিহঙ্গ, যদি বিন্দু জল খায়।

জগদ্ধাত্রী তুমি, কত পর্ব্বত সাগর,
কত গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র-নিকর,
রক্ষা কর করে ধরি,—রক্ষিতে আমাকে,
অক্ষমা কি তুমি ?—লোকত্রয়-রক্ষয়িকে ?

ভ্রান্তি মোর আমিত্বের কবে হবে দূর !
শঙ্কাহীন অহঙ্কার কবে হবে চূর !
দুশ্চিন্তা জলদ-জালে অন্তর-আকাশ,
আর কত কাল, মা, রহিবে অপ্রকাশ !

অন্তর-অনর্থ, আর কবে লয় পাবে !
জন্ম কি এবার মোর, এ ভাবেই যাবে ?
দণ্ডিবে কি এ প্রকারে নিত্য তাপত্রয় ?
হবে না কি ভুলুয়ার দুর্ভাগ্যের লয় ?

ধন্য যাদবেন্দ্র, কামদেব, শ্রীকমল,
ব্রহ্মচারী শ্রীগরীব, মহাত্ম-সকল।
নিত্য, তব করুণায়, উত্তম-চরিত,
মাত্র আমি, পুত্র হয়ে, রহিনু বঞ্চিত !

জিজ্ঞাসেন নিত্যানন্দ, কামাখ্যা-ভূষণ,
"ব্রহ্মচারী শ্রীগরীব, মহাত্মা কে হন ?"
উত্তরে সন্তান, "গৃহ-ত্যাগী অবধূত,
বার্ত্তা তাঁর চরিত্রের, অত্যন্ত অদ্ভুত।

সিদ্ধ ছিল, অনিমাদি, উগ্র তপস্বীর,
অগ্রবর্ত্তী লোক-হিতে, সর্ব্বদা সুধীর।
মনস্বি-প্রধান, লোক-মান্য মহাজন,
মহাতীর্থ যত, সব করি পর্য্যটন,
পুণ্য-করতোয়া-তীরে উপস্থিত হন,
যে স্থানে নৃপতি রামকৃষ্ণের আসন।

যোগ্য স্থান সাধনার, অন্তরে বিচারি,
আসনস্থ র'ন তথা, মাস তিন চারি।
সিংহ গুরুচরণ, সিম্‌লার জমীদার,
আগ্রহে লইয়া যায়, স্ব-গৃহে তাহার।

ব্রহ্মচারী তথা হ'তে পুনঃ পর্য্যটনে,
উদ্যোগী যখন,—সিংহ বিনম্র বচনে,
প্রার্থনা করিল, নিজ গ্রাম্য লোকসহ,
"অন্যত্র কি জন্য যাবে ?—এই স্থানে রহ।
অর্চ্চনা করিব তোমা, মোরা সর্ব্বক্ষণ,
—শিষ্য, তব পাদপদ্মে, মোরা সর্ব্বজন।
গুরু তুমি, করি, ইষ্ট-জ্ঞান বিতরণ,
কর্ত্তব্য এখন, শিষ্য-উদ্ধার-সাধন।"

শুনি, শান্ত ব্রহ্মচারী, স-স্নেহ বচনে,
উত্তরেন, "তীর্থ, আর দেশ পর্য্যটনে,
অন্তরে অতুলানন্দ, জন্মে প্রতিক্ষণ।
নিত্য, এক স্থানে রহি, তৃপ্ত নহে মন।
শান্তি-প্রার্থী জীব,—ঘুরে শান্তির আশায়,
শান্তি যথা যার, তথা আগ্রহে সে যায়।"

সম্বোধিল জমীদার, "তুমি মহাজন,
শান্ত, দান্ত, প্রশান্ত-অন্তর, অনুক্ষণ।
যে স্থানেই থাক, থাক যেরূপ মণ্ডলে,
বিঘ্ন নাহি, তোমার আনন্দে, কোন স্থলে।
সর্ব্বত্র সমান তুমি, নগরে-জঙ্গলে।
—বিশ্বনাথে, পার্থক্য কি অমৃত-গরলে।

বৃক্ষ তুমি ভাসমান, স্রোতস্বিনী-জলে,
বর্ত্ত তার গৃহে, যত্ন করি যে উত্তোলে।
তুল্য শালগ্রাম, সাধু-সিদ্ধ মহাজন,
অর্চ্চনে যে, দৈব তাহে সু-প্রসন্ন হন।
না ছাড়িব তোমা, তুমি যাইতে নারিবে।"

উত্তরেন ব্রহ্মচারী, "যদি না ছাড়িবে,
নির্ম্মিয়া মন্দির, পুণ্য করতোয়া তীরে,
—নির্জ্জন প্রান্তরে, অতি নির্ম্মুক্ত-সমীরে,
জগদ্ধাত্রী কালী-মূর্ত্তি, করিবে স্থাপন,
সংগ্রহিবে, প্রত্যহ, পূজার প্রয়োজন,
নির্জ্জনে বসিয়া, মাকে করিব অর্চ্চনা,
পার যদি, পারি পূর্ণ করিতে প্রার্থনা।

উত্তরে সু-বুদ্ধি ভক্ত জমীদার তবে,
"শঙ্করী-কৃপায় কিছু অভাব না হবে।
নিমিত্ত আমরা মাত্র,—বিশ্ব-প্রসবিনী,
সন্তানের বাঞ্ছা পূর্ণে, দিবস-যামিনী।"

সর্ব্ব গ্রামবাসী তবে একত্রে মিলিয়া,
উল্লাস-উৎসবে দিল গৃহ নির্ম্মাইয়া।
ইষ্টকে নির্ম্মিল ভিত্তি, কাঁটালে কবাট,
স্তম্ভ দিল, সংগ্রহি, নেপালী-শাল-কাঠ।
শক্ত করি, শোনে বান্ধে অন্তর বাহির।
হলেও তৃণের গৃহ,—নাটের মন্দির!

মধ্যে চতুর্ভুজা কালী-মূর্ত্তি বসাইয়া,
নিত্য-পূজা-জন্য, দিল ব্যবস্থা করিয়া।
অর্চ্চনার্থ, প্রতিমা-সম্মুখে ব্রহ্মচারী,
দৃশ্য, যেন ঘনখণ্ড-কোলে স্বর্ণ-গিরি।
নির্ম্মল সাধনানন্দ-সরসে ডুবিয়া,
নিঃসঙ্কল্প ব্রহ্মচারী, নির্জ্জনে বসিয়া।

সম্মুখে যে আসে, হয় আনন্দে বিভোর,
হয় ভক্তি জ্ঞানোদয়, ভাঙ্গে মায়া-ঘোর।
প্রত্যহ বৈকালে, তাঁর ধর্ম্ম-আলোচন,
ভক্তি-যুক্ত চিত্তে বসি, শুনে সর্ব্বজন।

সতীত্ব-মাহাত্ম্য শুনি, রমণীমণ্ডল,
উৎসাহিতা, সংরক্ষিতে চরিত্র নির্ম্মল।
পুত্র হয় পিতৃ-মাতৃ-সেবা-পরায়ণ,
দুর্জ্জনে দুষ্কার্য্য ত্যজি, ধর্ম্মে দেয় মন।

পরস্ত্রী-গমনকারী, হিত বাক্য শুনি,
নির্ম্মল-চরিত্র হয়, ধৃষ্ট হয় মুনি।
মদ্যপায়ী ছাড়ে মদ, হিংসা ছাড়ে খল,
শিক্ষায় সাধুর, স্বর্গ-তুল্য হল স্থল।

দূর গ্রাম হতে, যাত্রী আসিত সে স্থানে।
বিশ্বাস অন্তরে, যেন এল গঙ্গাস্নানে।
তীর্থ হল গণ্ডগ্রাম, সাধু-বাস জন্য।
দর্শনীয় স্থান হল, ছিল যা ন-গণ্য।

এ প্রকারে, মহানন্দে বহু দিন যায়,
দৈব কোন বিড়ম্বনা, না ঘটে তথায়।

পুণ্য ক্ষেত্র কাশীধামে, জ্বলন্তঅনলে,
ভ্রমেন জঙ্গম বাবা, তপস্যার বলে।
দর্শি যাহা, বিস্ময়ে বিমুগ্ধ সর্ব্বজন,
তদপেক্ষা এক অতি আশ্চর্য্য ঘটন,
ব্রহ্মচারী-কার্য্যে, তথা হয় সংঘটিত,
শুনিলে, বিস্ময়ে তনু হয় রোমাঞ্চিত।

তণ্ডুল, শর্করা, রম্ভা, পূজোপকরণ,
ভক্তি-ভরে দিত যাহা আনি ভক্তগণ,
নির্ভয়ে ভক্ষণ, তাহা করিত ইন্দুর!
তাড়াতেন ব্রহ্মচারী, করি দূর দূর!

কভু মিষ্ট বাক্য বলি, করি অনুনয়,
কহিতেন, "আর না করিও অপচয়!"
পূজান্তে প্রসাদ কিছু, ছড়াইয়া দিয়া,
বলিতেন, "খাও সবে আনন্দ করিয়া।"

কিন্তু, তাঁর ব্যবহারে, তারা না ভুলিত,
স্বভাবে, তাহারা নিত্য অনিষ্ট করিত।
দ্বন্দ্ব করিতেন শেষে, যুক্তিতর্ক তুলি,
পণ্ডিতে পণ্ডিতে যথা করে বলাবলি।

"বিশ্বে তোরা,"—বলিতেন,—"যথার্থ দুর্জ্জন
কার্য্য তোদিগের, মাত্র পরস্ব-লুণ্ঠন!
তস্করেও করে ভয়, কিন্তু কি আশ্চর্য্য!
নির্ভর হইয়া, তোরা করিস্ কুকার্য্য!
অর্চ্চনার জন্য, দ্রব্য আনে ভক্তগণে,
ভক্ষিস্ কি সাহসে তা, বিনা নিবেদনে?
নাস্তিক, তোদের তুল্য, নাহি এ ধরায়!
সাধে কি, মার্জ্জারে ধরি, হত্যা করি খায়!

মোর জন্য, এ মণ্ডপ, দিয়াছে নির্ম্মিয়া,
এর মধ্যে, তোরা কেন, রহিবি আসিয়া।
রহিবি আমারি গৃহে, আমারি আবার,
করিবি অনিষ্ট, এত সহ্য হবে কার!

মঙ্গল চাহিস্ যদি কর্ পলায়ন।"
কোন্দল সাধুর,—শুনি, হাসে সর্ব্বজন।

দ্বিপ্রহরে, একদা দর্শেন ব্রহ্মচারী,
প্রবেশি ইন্দুর, নষ্ট করিছে শীতারি।
দণ্ড ধরি, ধাববান তাড়াইতে দূরে,
নির্ভীক ইন্দুর, বিন্দু মাত্র নাহি সরে।

ধর্ম্মের দোহাই, শেষে দিয়া বার বার,
সম্বোধেন, "বস্ত্র মোর না কাটিও আর।"
দুর্জ্জয় মূষিক, তাহা গ্রাহ্য না করিল,
দর্শিয়া, ক্রোধাগ্নি চিত্তে জ্বলিয়া উঠিল।

কহিলেন "এ নহে তোদের বাসস্থান,
এ স্থানে, তিলার্দ্ধ আর নাহি পাবি স্থান।
রক্ষা যদি চাস্, তবে কর্ পলায়ন,
না পলালে, বংশ সুদ্ধ, নাশিব এখন!"

তিরস্কারি, গৃহে অগ্নি ধরাইয়া দিয়া,
উপবিষ্ট প্রতিমার সম্মুখে আসিয়া।
হুঁ হুঁ শব্দে হুতাশন প্রজ্জ্বলি উঠিল,
মুহূর্ত্তে, সমস্ত গৃহ আচ্ছাদিয়া নিল।
ধ্বংস বহু ইন্দুর, পুড়িয়া হুতাশনে,
স্পন্দহীন ব্রহ্মচারী, বসি যোগাসনে।

গ্রাম্যলোক সমস্ত, সে অগ্নি নিরীক্ষিয়া,
লক্ষি্য গৃহ, উর্দ্ধশ্বাসে আসিল ধাইয়া।
আসিল আপনি সিংহ, সঙ্গে অনুচর,
"ব্রহ্মচারী কোথা?" বলি করি উচ্চ স্বর।
উক্তে সবে, "ব্রহ্মচারী পুড়িয়া মরিল,
মণ্ডপ ছাড়িয়া, তবু নাহি বাহিরিল।"

জ্বলে অগ্নি চতুষ্পার্শ্বে, অগ্নি গৃহ-শিরে,
সন্তাপ অগ্নির, এবে অসহ্য শরীরে।
সাধ্য নাহি, জল ঢালি নির্ব্বাপিতে আর,
দণ্ডাইয়া দূরে, সবে করে হাহাকার।

ব্রহ্মচারী-জন্য, সবে দুঃখী অতিশয়,
উচ্চ রবে কহে কেহ, প্রকাশি বিস্ময়,

"ইন্দুরের সঙ্গে সাধু দ্বন্দ্ব আরম্ভিয়া,
অগ্নি ধরাইয়া গৃহে, মরিল পুড়িয়া।
কার্য্য হেন সাঙ্ঘাতিক, কে কোথায় করে?
ধ্বংসিতে ইন্দুর, গৃহ ধ্বংসি, নিজে মরে!"

কেহ বলে, "অসম্ভব কার্য্য করি গেল!"
কেহ বলে, "সাধুর মাথায় দোষ ছিল।"
কেহ বলে, "কথা সত্য, দুঃখে ফাটে প্রাণ!
নির্ব্বোধ অত্যন্ত ছিল, যদিও ধীমান!"

কেহ বলে, "তত্ত্বদর্শী সিদ্ধ মহাজন,
স্বভাবে যদিও ক্ষুদ্র শিশুর মতন,
মুক্ত মোহে,—মোসবার চক্ষে ধূলি দিয়া,
ইচ্ছা-মৃত্যু মরিলেন কৌশল করিয়া।"

ভস্মীভূত গৃহ, ক্রমে ভূমিসাৎ হল,
ব্রহ্মচারী উপবিষ্ট, প্রত্যেকে দেখিল।
পার্শ্বে পৃষ্ঠে শিরে অগ্নি জ্বলিছে সমান,
লৌহের পুতুল-তুল্য সাধু বিদ্যমান।

বিস্ময়ে, প্রত্যেক-নেত্রে, আনন্দাশ্রু ঝরে,
মত্ত জনসঙ্ঘ, অগ্নি নির্ব্বাপিত করে।
অত্যানন্দে জমীদার, আত্মহারা হয়,
প্রত্যেকের মুখে, "জয় ব্রহ্মচারী জয়!"

এত যে প্রচণ্ড বেগে প্রজ্জ্বলিতানল,
শির-কেশ পর্য্যন্ত, রহিল অবিকল।
দর্প নাশি ইন্দুরের, সাধুর সন্তোষ,
অদ্ভুত শুনিতে, হেন সন্ন্যাসীর রোষ!

বন্যা উঠি, একবার প্রবল বর্ষণে,
ভাসায় প্রান্তর-গ্রাম, ভীষণ প্লাবনে।
মন্দির-প্রাঙ্গণোপরি, জল চারি হাত!
দুর্দ্দশায়, করে লোক, বক্ষে করাঘাত!
সংহার-প্লাবনে, সবে এক দশাপন্ন।
সংবাদ কে ল'বে আর, ব্রহ্মচারী-জন্য!

নিঃসারিত প্লাবন, বাইশ দিন পরে,
অন্বেষিতে ব্রহ্মচারী, বহির্গত নরে।

শ্রীশ্রীকালী।

"বরাভয়দায়িনী বরদেশ বাসিনী
শ্মশান-শাসিনী কালী।"

দর্শিল, মন্দিরে আসি, ব্রহ্মচারী নাই।
প্রত্যেকেই দুঃখী, চিন্তে, "কোন্ স্থানে যাই।"
চিত্ত-ক্ষোভে, প্রত্যেকে ফিরিল নিজ ঘরে,
অন্বেষয়ে জমীদার, সহরে সহরে।

সূর্য্য-করে, ক্রমে ক্রমে, করতোয়া ঘাটে,
শক্ত হ'ল কর্দ্দম, মানুষ নামে ওঠে।
স্নান-ঘাটে এক দিন, পুর-স্ত্রী সকল,
মার্জ্জনিতে কুম্ভ, খুঁড়ে মৃত্তিকা কোমল।

দশে মিলি এক স্থানে খুঁড়িতে লাগিল,
যুক্ত জটাজূটে, এক শির বাহিরিল।
চীৎকারি, শঙ্কায় সবে যায় পলাইয়া,
নিরীক্ষয়ে, গ্রাম্য লোক সমস্ত আসিয়া।
ব্রহ্মচারী সমাধিস্থ, মৃত্তিকা ভিতরে,
উল্লাসে উন্মত্ত লোক, জয়ধ্বনি করে।

একবার এক বিপ্র, নাম হরকান্ত,
দগ্ধ হল গৃহ তার, হল সর্ব্বস্বান্ত।
নিয়া, পুত্র-কন্যা-পত্নী-ভগ্নী পরিজন,
পোষ্য তার, হবে প্রায়, বার চৌদ্দ জন।
সঙ্কটে পড়িল, কারো সাহায্য না পায়,
শূন্য-পেটে, গোষ্ঠী-শুদ্ধ, অর্দ্ধমৃত-প্রায়।

দর্শি, নাহি অন্যোপায় সে দুঃখ-মোচনে,
আত্ম-হত্যা করিতে, সঙ্কল্প করে মনে।
অন্তর্য্যামী ব্রহ্মচারী, বুঝি তার মন,
আহ্বানি নিকটে, তাকে করেন সান্ত্বন,

"দুঃখে পড়িয়াছ, দুঃখ নাহি ভবে কার ?
অদ্য দুঃখ, কল্য সুখ, ইহাই সংসার।
দুঃখ কি ঘটেনা ভবে ? ঘটিলেই দুখ্,
দুর্ল্লভ এ দেহ-নাশে, কে হয় উন্মুখ ?
আত্মহত্যা মহাপাপ, সর্ব্ব শাস্ত্রে বলে,
অত্যন্ত দুর্ভাগা ভিন্ন, এ কর্ম্মে কে চলে ?"

বাক্য শুনি, হরকান্ত চমকি উঠিল,
সঙ্কল্প তাহার, সাধু কিরূপে জানিল !

অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলে, "আমি অসহায় !"
উত্তরেন ব্রহ্মচারী, "শঙ্করী সহায়।
নিত্য যাহা আবশ্যক, আমাকে বলিও।
সংগ্রহিয়া দিব, তুমি সংগোপনে নিও।"

আরম্ভেন ব্রহ্মচারী ভিক্ষা তার পরে।
দর্শে তাহা জমীদার, বিরক্ত অন্তরে।
সম্মুখে যে আসে, তাকে ক'ন, "কিছু দেও।"
প্রশ্নে জমিদার, "তুমি ভিক্ষা কেন চাও ?
যত্নে তব প্রয়োজন, সাধি সর্ব্বক্ষণ,
ভিক্ষা চাহি, নিন্দ্য তবু, হও কি কারণ ?"

অন্যে বলে, "দেখ ভাই, এতদিন পরে,
সাধুর আসল মূর্ত্তি, নিরীক্ষিল নরে।
পশার বাঁধার জন্য, এতকাল ভরি,
দর্শাইল ভোজ-বাজী, লোক মুগ্ধ করি।
ধর্ম্মালাপ এবে আর, মুখে বড় নাই,
সম্মুখে গেলেই বলে, "দেও কিছু চাই।"
টাকা ত দূরের কথা, আনা কড়ি পাই,
ধান, চা'ল, কলা, কচু, যা দেখে, তা চাই।

কেহ বলে, "যে যতই হউক সন্ন্যাসী,
বাক্য যা বলুক, কার্য্যে অর্থের প্রত্যাশী,"

নিন্দা করে, এ প্রকারে, জনসাধারণ,
ব্রহ্মচারী, ভিক্ষায়, নিযুক্ত সর্ব্বক্ষণ।
বৎসর ঘুরিয়া গেল, ক্ষুব্ধ জমীদার।
আরম্ভিল অন্বেষণ, উদ্দেশ্য কি তাঁর !
অন্বেষি জানিল, দুস্থ-হরকান্ত-জন্য,
ভিক্ষুকের অসম্মানে, ব্রহ্মচারী গণ্য।
দর্শি লোক-হিত-নিষ্ঠা, আনন্দে অধীর,
উচ্চানন্দে, চক্ষু বাহি, বহির্গত নীর।

গ্রামস্থ সমস্তে ডাকি, একত্র করিল,
আহ্বানিয়া হরকান্তে, সমস্ত শুনিল !
ব্রহ্মচারি-সন্নিকটে, চলে সর্ব্বজন,
সম্বর্দ্ধিয়া বলে, "ধন্য তুমি মহাজন !

সন্ন্যাসী প্রধান তুমি, সিন্ধু-করুণার,
সাধ্য কি মোদের, বুঝি মহত্ব তোমার ?”

আগ্রহে, সমস্ত লোক একত্র মিলিয়া,
দিল হরকান্তের, সু-ব্যবস্থা করিয়া।
বর্ত্তে তাঁর, আরো লোক-হিত-বিবরণ,
অসম্ভব, তা সমস্ত, এ স্থানে বর্ণন।

সপ্ত বর্ষ ক্রমে গত, নিয়া সপ্তগ্রাম,
ব্রহ্মচারী প্রতি লোক মহা ভক্তিমান।
একদিন প্রভাতে আসিলে জমীদার,
প্রকাশেন ব্রহ্মচারী, ইচ্ছা যা তাঁহার,—

“ইচ্ছা এবে যাব মুক্তি-ক্ষেত্র কাশীধাম,
উচ্চারিয়া রসনায়, বিশ্বনাথ-নাম,
অমৃত-বাহিনী গঙ্গা-তীরে, কলেবর,
পরিহরি, তেয়াগিব এ মর্ত্ত্য নগর।

সে দিন নিকটবর্ত্তী, শুন সদাশয় !
এ স্থানে বসতি, আর উপযুক্ত নয়।
বৃদ্ধ এবে, তুমিও ত, পূর্ণ প্রায় কাল,
সহ্য আর কত কাল, করিবে জঞ্জাল ?
সংসারের ভার, পুত্র-হস্তে-সমর্পিয়া,
শান্তি লাভ কর, মুক্তি-ক্ষেত্র কাশী গিয়া।”

ভক্তিমান জমীদার, শুনি, তাঁর সনে,
যাত্রা করে কাশী, নিয়া পুত্র-পরিজনে।
মুক্তি-ক্ষেত্রে একবর্ষ করি অবস্থান,
সাধক-মণ্ডলে লভি প্রভূত সম্মান,
ব্রহ্মচারী একদিন, ঘোড়া-ঘাটে * গিয়া,
সন্ধ্যাকালে বসিলেন, সঙ্গিগণ নিয়া।

বিশ্বেশ্বরী তারিণীর অর্চ্চনার তরে,
জমীদার যথাযোগ্য আয়োজন করে।

রাত্রি কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী, ঘোর অন্ধকার,
পূর্ণ উপচারে, হোম পূজা করি মার,
উপবিষ্ট ব্রহ্মচারী, ধ্যানস্থ হইয়া,
ভক্ত বহু, চতুর্দ্দিকে রহিল বসিয়া।

সমস্তে, সমস্ত রাত্রি, করি জাগরণ,
অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য, করে প্রভাতে দর্শন।
গত-প্রাণ ব্রহ্মচারী, জীবিতের মত,
পদ্মাসনে সমাসীন, সবে চমৎকৃত।

অর্পি তনু মহোল্লাসে, মণি-কর্ণিকায়,
শূন্য-প্রাণে, জমীদার, নিজ স্থানে যায়।”

বলেন মাধবদাস, “দেব কামদেব,
ভক্ত মহাশক্তিমান, প্রত্যক্ষ ভূ-দেব।
বর্ণিতে কি পার কিছু তার পরিচয় ?”
বর্ণিল সন্তান, যাহা শুনিতে বিস্ময় !

“বর্ত্তে পূর্ব্ব বঙ্গে এক ভূষণা-অঞ্চল,
বঙ্গবীর রাজা সীতারাম-কীর্ত্তি-স্থল।
দীর্ঘ ছিল চারি ক্রোশ, তার কলেবর।
অমৃত-বাহিনী নদী গৌরীর উত্তর,
পূর্ব্ব দিকে দীর্ঘ বিল, চম্পাদহ নাম,
দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে, প্রায় ক্ষুদ্র হ্রদের সমান।
পুণ্য-তোয়া তীর্থ-তুল্য, তাহাকে গণিত,
যাত্রী বহু, স্নান-যোগে, স্নানার্থে আসিত।
পুণ্য-তীরে তার, সপ্ত নির্জ্জন শ্মশান।
সিদ্ধি-কামী সাধকের সাধনার স্থান।

বাণিজ্যে ভূষণা ছিল সমৃদ্ধ বন্দর,
উৎপন্ন অগণ্য দ্রব্য, হন্দর হন্দর।
কাজীর বিচারালয়, সেই স্থানে ছিল
রাজা সীতারাম, যাহা উড়াইয়া দিল
বঙ্গ-বীর সু-প্রসিদ্ধ সীতারাম রায়,
কেল্লাবাড়ী করি, সৈন্য রাখিত তথায়
অধিষ্ঠাত্রী দেবী তথা, শ্রীরণ-রঙ্গিণী।
মন্দির উৎসব-পূর্ণ, দিবস-রজনী।

* ঘোড়াঘাট—দশাশ্বমেধ ঘাটের পরের ঘাট। খেয়াঘাট।
হরকান্তের বিবরণ, ভবানীপুরে সর্ব্বানন্দ বাগচী মহাশয়ের নিকট পরে শুনি এবং এই সংস্করণে প্রকাশ করিলাম।—ভূঞয়া

প্রায় প্রতি গৃহে ছিল দেবতা-মন্দির,
সন্ধ্যায় বাজিত, ঘণ্টা-কাঁসর-মুন্দির।*
দূর হ'তে মনে হ'ত, যেন তীর্থ স্থান,
সর্ব্বদিকে ভূষণার, বিস্তৃত সম্মান।

কামদেব, যাদবেন্দ্র, দুই মহাজন,
ক্ষেত্র রণ-রঙ্গিণীর, করিতে দর্শন,
তীর্থ বহু পর্য্যটনি, আগত তথায়,
অভ্যর্থনে সীতারাম, সম্মানে শ্রদ্ধায়।

ভক্ত হ'ল তাঁহাদের, রাজা সীতারাম,
মাসত্রয় করিলেন মন্দিরে বিশ্রাম।
করিতেন শাস্ত্র-পাঠ, আর সঙ্কীর্ত্তন,
উত্থিত নগরে যেন নব জাগরণ।
প্রত্যহ কীর্ত্তন-পাঠ, প্রত্যেক পাড়ায়,
কীর্ত্তি দুই মহাত্মার, সর্ব্ব গ্রামে গায়।

আসিল সংগ্রাম সাহা, সংবাদ শুনিয়া,
সর্ব্ব-শাস্ত্র-বেত্তা কামদেবে নিরীক্ষিয়া,
শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, অতি ভক্তিমান।
বহু কার্য্যে, সংগ্রাম সে দেশে কীর্ত্তিমান।

অদ্যাবধি তাহার দেউল বিদ্যমান,
দর্শি কারুকার্য্য যার, বিমুগ্ধ খৃষ্টান।*

চিত্ত সংগ্রামের, গুরু-লাভে শান্তিময়,
অর্চ্চে গুরুদেবে, অতি আহ্লাদে তন্ময়।
শক্তি-শালী সংগ্রাম বিখ্যাত জমীদার,
তুল্য সীতারাম, ছিল ব্যবস্থা-বিচার।

সংগ্রাম চলিত, গুরু-আজ্ঞা-অনুসারে,
কর্ত্তৃত্ব গুরুর, সর্ব্বোপরি সর্ব্ব ধারে।
দর্শি তাহা, সংগ্রামের দেওয়ান যে ছিল,
গুরু প্রতি, ক্রমে ক্রমে, ঈর্ষান্বিত হ'ল।

অন্বেষিতে লাগিল, গুরুর কোথা দোষ,
দর্শাইলে যাহা, জন্মে সংগ্রামের রোষ।

নির্জ্জন প্রদেশে ছিল, ক্ষেত্র সাধনার,
মূর্ত্তি তারিণীর, ছিল, মন্দির মাঝার।
অর্চ্চনা-সাধনা ছিল, তন্ত্র সু-বিচারে,
অর্দ্ধরাত্রি পরে, অমাবস্যা-অন্ধকারে।

সংগোপনে, এক দিন, দেওয়ান তথায়,
বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ এক, সঙ্গে করি যায়।
রুদ্ধ করি দ্বার, কিন্তু গবাক্ষ খুলিয়া,
অর্চ্চেন মা কালী, গুরু নির্জ্জনে বসিয়া।
গবাক্ষ-সম্মুখে আসি দাঁড়ায় দুজন।
কার্য্য দেখি, অসম্ভব, বিস্ময়ে মগন।

কন্যা কালী সংগ্রামের, ষোড়শ-বর্ষীয়া,
বস্ত্র-হীনা, গুরুর সম্মুখে, দাঁড়াইয়া।
নিঃশব্দে ছুটিল দোঁহে, ত্যজিয়া সে স্থান,
উৰ্দ্ধশ্বাসে ধায়, যথা ঘুমায় সংগ্রাম।
জাগ্রত করিল, "মহা বিপদ!" বলিয়া;
বর্ণিল গুরুর কার্য্য কাণে কাণ দিয়া।

জিজ্ঞাসে সংগ্রাম, 'কথা মিথ্যা যদি হয়?'
উত্তরিল দোঁহে, "দণ্ড সহিব নিশ্চয়!"
ক্ষুব্ধচিত্তে, সংগ্রাম, তাদের সঙ্গে যায়,
সন্নিধানে গবাক্ষের, আসিয়া দাঁড়ায়।

দর্শে, গুরু-সম্মুখে মা বিশ্ব-প্রসবিনী,
মুক্ত-কেশী, বরাভয়-বিধান-কারিণী।
মৃদু হাস্যাননা, বিবসনা দাঁড়াইয়া।
নিস্পন্দ-নয়নে গুরুদেব, নিরীক্ষিয়া।
রোমাঞ্চিত কলেবর, সংগ্রাম তখন।
আরম্ভিল স্তবে, মার মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন।

স্তব-স্তুতি করি, করি গুরুকে প্রণাম,
সঙ্গে করি দোঁহে, গৃহে আসিল সংগ্রাম।
রাত্রি পোহাইলে, সাহা, দেওয়ানে আনিয়া,
জিজ্ঞাসিল, "মোর গুরু-ভক্তি কি লাগিয়া,
নষ্ট করিবারে, ষড়যন্ত্র কর তুমি?
দণ্ড দিব ধৃষ্টতার, না ছাড়িব আমি।

*মুন্দির—ছোট কাঁসার করতাল।
বিমুগ্ধ খৃষ্টান—লর্ড কার্জন বিমুগ্ধ হন। পরিশিষ্ট দেখুন।

ক্রুদ্ধ সাহা দেওয়ানে করিয়া রজ্জুবদ্ধ,
পাদুকা প্রহারি, করে গারদে আবদ্ধ।
সংবাদ শ্রবণে, গুরু আসেন ধাইয়া,
তিরস্কারি সংগ্রামে, দেওয়ানে গৃহে নিয়া,
সান্ত্বনেন মধু-বাক্যে,—দেওয়ান মহত্ত্ব,
নিরীক্ষি, গ্রহণ করে, তাঁহার শিষ্যত্ব।

কুমার নদের তীরে, বিস্তৃত শ্মশান,
কয়ড়ার কালী বাড়ী, সুপ্রসিদ্ধ স্থান।
সিদ্ধি লভি, রামা শ্যামা কৃতার্থ যথায়,
কামদেব-যাদবেন্দ্র বসেন তথায়।

সন্নিকটে তার, কিছু উত্তরে সরিয়া,
নির্ম্মেন সাধন-ক্ষেত্র, মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিয়া।
দর্শিয়াছি বাল্য-কালে মোরা সেই স্থান,
দর্শিতে আসিত যাহা, বহু মহাপ্রাণ।
চিহ্নমাত্র, এক্ষণে তথায় বিদ্যমান,
মহাপথে উভয়ের যে স্থানে প্রস্থান।

সাধন-কর্ত্তব্য যত, করি সম্পাদন,
তনু-ত্যাগে পরামর্শ করেন দুজন,
পক্ষ এক, পূর্ব্বে হল, সংবাদ প্রচার,
ঊর্দ্ধ শ্বাসে উপস্থিত, শিষ্য যত যাঁর।

দেব কামদেবোদ্দেশে, শিষ্য ভক্তগণ,
সজ্জীভূত করে চিতা, রথের মতন।
সিক্ত করে, গব্য ঘৃতে, সমস্ত ইন্ধন,
মধ্যে মধ্যে, খণ্ড খণ্ড, কর্পূর স্থাপন;
বন্দরে চন্দন-কাষ্ঠ যা ছিল, আনিয়া,
নির্ম্মিল চিতার রথ, অপূর্ব্ব করিয়া।

পুণ্য দিনে, প্রাতঃকৃত্য, করি সম্পাদন,
দৃশ্যমান গুরু, নব সূর্য্যের মতন।
যাদবেন্দ্র, সুগন্ধি কুসুমে গাঁথা হারে,
লিপ্ত করি সুগন্ধি চন্দনে পুনঃ তারে,
স-সম্মানে পরালেন কামদেব গলে,
"জয় যাদবেন্দ্র!—কামদেব!" সবে বলে।

যাত্রা-কালে, চিত্ত করি, উল্লাসে মগন,
আশ্বাসিয়া সমীপস্থ শিষ্য-ভক্তগণ,
সম্বোধনে গুরু, "দুঃখ, জন্য মো-দোঁহার,
সন্তাপিত চিত্তে, কেহ না করিও আর।
নিজ নিজ বংশে, মোরা আবার আসিব।
বিশ্বজননীর, তত্ত্ব-কীর্ত্তি প্রচারিব।"
আশীর্ব্বাদি উঠিলেন, জ্বলন্ত চিতায়।
বহ্নিদেবে, পূর্ণাহুতি, দিলেন কায়ায়!

সঙ্গী যাদবেন্দ্র দেব, করি চমৎকৃত,
দর্শক সহস্র মধ্যে, হন অন্তর্হিত।
অণিমাদি সিদ্ধির যা গরিষ্ঠ লক্ষণ,
লক্ষিত করান, তনু-ত্যাগে মহাজন।

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব "তন্ত্র-তত্ত্ব" যাঁর
দেব কামদেব পূর্ব্ব পুরুষ তাঁহার।
যাদবেন্দ্র-বংশীয়, এ অধম সন্তান।
বংশে পণ্ডিতের,—যথা বর্ব্বর প্রধান।"

বলেন মাধবদাস, "এ হেন প্রস্থান,
শুনিতে বিস্ময়ে পূর্ণ হয় মন-প্রাণ।
যাদবেন্দ্র মহাজন,—তাঁর পরিচয়,
বর্ণ যদি, কর্ণ তৃপ্ত হবে এ সময়।"

উত্তরে সন্তান, "তাঁর রচিত সঙ্গীত,
ভিন্ন, কিছু বেশী নাহি জীবন চরিত।
শ্রেষ্ঠ অবধূত, যোগ-সিদ্ধ মহাজন,
গোস্বামী শ্রীগোরাচাঁদ শিষ্য তাঁর হন।
গোস্বামীর কৃত "সঙ্কীর্ত্তন-বন্দনায়"
প্রাপ্ত যাহা, মাত্র তাহা, ব্যক্ত করা যায়।

নাওরার জমীদার, দত্তজ মাধব,
আরম্ভিল একদিন, সঙ্কীর্ত্তনোৎসব।
অভ্যর্থনি কামদেব-যাদবেন্দ্রে আনে,
মণ্ডপে বসায় দোঁহে, স-ভক্তি সম্মানে।

দর্শিতে সন্ন্যাসী, গ্রাম্য স্ত্রীপুরুষগণ,
দত্তের ভবনে, করে আগ্রহে গমন।

কন্যা ছিল মাধবের, নাম ভগবতী,
সন্ন্যাসী দর্শনে, সে ও আসে দ্রুতগতি।
দর্শি যাদবেন্দ্রে, অবগুণ্ঠনে বদন,
আচ্ছাদি, লজ্জাবনতা করে পলায়ন।
জিজ্ঞাসিলে হেতু, সে কহিল নতমুখে,
"উপবিষ্ট যে সন্ন্যাসী সবার সম্মুখে,
পূর্ব্ব ছয় জন্ম, তিনি মোর স্বামী হন।
মাত্র মোর জন্য, তাঁর হেথা আগমন।"
বিস্ময়ে, তা যাদবেন্দ্রে জানাইল সবে,
উত্তরেন তিনি, "কথা হয় সত্য হবে।
পূর্ব্ব-জন্ম-বার্ত্তা মোর কিছু নাহি মনে।"
দত্ত কহে, "তবে বিভা দিব তব সনে!"
সম্পন্ন বিবাহ,—পরিচয়ে জানা গেল,
কায়স্থ কুলীন,—বাড়ী বালি গ্রামে ছিল। *
মাধবের পুরোহিত অম্বিকা-চরণ।
কন্যা তাঁর, কামদেবে করেন অর্পণ।
বন্ধনে আবদ্ধ পুনঃ মুক্ত মহাজন!
রঙ্গময়ী-রঙ্গে, ঘটে কত অঘটন!
অবস্থিত কামদেব মহীশালা গ্রামে,
প্রতিষ্ঠিত ঘোষপুর, যাদবেন্দ্র নামে।
দুই বংশ গুরু-শিষ্য সম্বন্ধে অম্বিত।
বংশ-পরিচয় ইহা,—লোকে প্রচারিত।
প্রাপ্ত যাহা যাদবেন্দ্র-সাধন-সঙ্গীত,
বৈষ্ণবীয় ভাবে প্রায় সমস্ত রচিত।
কথকতা-ব্যবসায়ী, গোস্বামী যাঁহারা,
তা সমস্ত, নানা সুরে, গান প্রায় তাঁরা!"
বলেন মাধবদাস, "উন্নত-হৃদয়!
সিদ্ধ-সাধকের কার্য্য শুনিতে বিস্ময়!
কাল-শঙ্কা-বারিণী, তারিণী পুত্র যাঁরা,
মৃত্যু-জয়ে, সত্য বটে, কীর্ত্তিমান তাঁরা।
কিন্তু, মাকে মোরাও ত, করি আরাধনা,
মৃত্যু-জয় দূরে, ঘটে নিত্য বিড়ম্বনা।
অর্চ্চি সর্ব্বমঙ্গলায়, ঘটে অমঙ্গল,
মীমাংসা তাহার, করি নাশ কৌতূহল।
উত্তরে সন্তান, "শ্রেষ্ঠ অর্চ্চনোপচার,
বুদ্ধি-মন-সমর্পণ, পাদ-পদ্মে তাঁর।
ভক্তির অর্চ্চনা যথা, তথা ক্রুটী-ভয়,
স্বভাবে, প্রত্যেক ভক্ত-চিত্তে, উপজয়।
অধিক কি!—করি কোন ভদ্রকে আহ্বান,
অভ্যর্থনা-জন্য তার, কত অনুষ্ঠান।
কত বা সঙ্কোচ-ভয়, কত বা সম্মান,
কত বা সম্ভ্রম-বাক্য, কত সাবধান!
তবে পাই প্রতিদান, পাই ধন্যবাদ।
ক্রুটী যদি ঘটে, ঘটে নিগ্রহাপবাদ!
সে প্রকার, অর্চ্চনা করিতে বসি তাঁর,
যিনি সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী,—যাঁর করুণার,
বিন্দু মাত্র অভাবে, জীবন অসম্ভব,
অসম্ভব এ সংসারে সুখশান্তি সব!
তাঁকে যদি নাহি ভয়, চিত্তে না বিশ্বাস হয়,
মাত্র পুতুলের বুদ্ধি, রহে প্রতিমায়,
তবে সেই অর্চ্চনায়,কেহ বা আসে, কে বা যায়!
মঙ্গল, কে কার, আসি, করিবে প্রদান!
অর্চ্চিলেই, অর্চ্চনা কি, হয়, মহাপ্রাণ?
নির্ভর-বিশ্বাস-ভক্তি-হীন পূজা যার,
তণ্ডুল না দিয়া, জল জ্বাল দেয় সে কেবল,
প্রাপ্ত নহে, অনন্ত কালেও অন্ন তার।
বহ্নির কি দোষ তাহে? করহ বিচার।
যথা ভক্তি-সম্মান, সু-মঙ্গল তথায়।
প্রজ্জ্বলি প্রদীপ, অন্ধকারে কে কোথায়?"
বলেন আভীরানন্দ, "কিন্তু একেবারে,
অভক্তি, বা অবিশ্বাসে, অর্চ্চে কে সংসারে?
করিয়া শরীর ক্ষয়, অর্থ যাহা উপার্জ্জয়,
অর্চ্চনায় তারিণীর, অর্পি হয় দীন।
অর্চ্চে যারা,—কি প্রকারে বলি ভক্তিহীন?

* বালি—আরামবাগ মহকুমায়। (হুগলী)

অন্য কি কারণ বর্ত্তে করহ নির্ণয়।”
উত্তরে সন্তান, “অপ্রকাশ্য তাহা নয়।
সর্ব্বত্র, এ দেশে, এই প্রথা প্রচলিত,
অর্চ্চনে গৃহস্থ যত, দিয়া পুরোহিত।
“পরাৎপরা” বলিতে, যে বলে “ফরাৎফরা,”
সেও হয় পুরোহিত, চণ্ডী পড়ি প্রার্থে হিত,
প্রাপ্ত সেও সু-প্রশংসা, যজমান-পাড়া,
মিথ্যা ভাবে যজ্ঞ, লোকে, তার মন্ত্র ছাড়া।
শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণও, হেন পুরোহিত ডাকি,
অর্চ্চে মাকে, রক্ষে প্রথা, নিজে ফাঁকে থাকি।
মাত্র প্রথা-রক্ষা, যদি উদ্দেশ্য পূজার,
ফলাফল-সম্বন্ধে, কি বক্তব্য কাহার ?
সাধক যে, সে যদি না আপনি অর্চ্চনে,
সাধ্য নাহি, বুঝি,—তৃপ্তি পাবে সে কেমনে !
পরদ্বারা পরাৎপরে, উপাসনা যার,
পর-দোষ-গুণে, ঘটে দোষ-গুণ তার।
ভিন্ন নিজ অপরাধ, পর-অপরাধে,
সচ্ছ্বল জলের নৌকা, চরে আসি বাধে।
পূর্ব্বকালে পুরোহিত, মুনি-ঋষি-ত্যাগী,
যাগ-যজ্ঞ করিতেন, গৃহস্থের লাগি।
যাগ-যজ্ঞ তাঁহাদের, নিত্যকর্ম্ম ছিল।
যজ্ঞ যত করিতেন, না হ'ত নিষ্ফল।
যোগ্য যে, যে কর্ম্মে, যদি সে কর্ম্ম, সে করে,
তুল্য ফল প্রাপ্ত হয়, ঘরে কিংবা পরে।
যোগ্য নহে যে কর্ম্মে যে, সে কর্ম্মে সে যায়,
কর্ম্ম যার, সে সহিত, মরে লাঞ্ছনায়।
সূত্রধর দিয়া, যারা সন্দেশ গড়ায়,
করাতের গুঁড়ো, তারা চিনি বলি খায়।
নিবদ্ধ বিষয়ে চিত্ত, মত্ত ভোগেচ্ছায়,
শূন্য-মনুষ্যত্ব, শূন্য-লঘু-গুরু তায়।
দর্শনে মনুষ্য, জন্তু-তুল্য আচরণ,
পৌরোহিত্যে, করি যদি, তাহাকে বরণ,
অর্চ্চনা যা হয়, তাহা চিন্ত মনে মনে।
—কর্ম্ম বিনা, কর্ম্ম-ফল, প্রাপ্ত কে ভুবনে !”
বলেন আভীরানন্দ, “বশিষ্ট মতন,
যজ্ঞ-কর্ম্মে পুরোহিত, প্রাপ্ত কয় জন ?
শুদ্ধ নহে চিত্ত,—শুদ্ধ বিধি নাহি জানে,
অভ্যস্ত, তবুও পৌরোহিত্যে, যারা গ্রামে,
ভিন্ন তারা, কাকে আর পাবে যজমান ?
মূর্খ পুরোহিত,—কিন্তু গৃহী ভক্তিমান !”
উত্তরে সন্তান, “মাকে অনন্যানুরাগে,
অর্চ্চনে যে, পুরোহিত তার নাহি লাগে।
তন্ত্র-মন্ত্র শিব-বাক্য, যার আছে জানা,
নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ধরি, করুক অর্চ্চনা।
অন্যথায়, অত্যাগ্রহে, ব্যাকুল অন্তরে !
ব্রহ্মময়ী-সন্নিধানে, বসি, ভক্তিভরে,
পুষ্পাঞ্জলি পদে তাঁর, “জয় মা” বলিয়া,
অর্পুক ;—নৈবেদ্য যাহা, সম্মুখে ধরিয়া,
“খাও মা, লও মা,” বলি করুক অর্পণ।
অর্চ্চনা উত্তম নাহি ইহার মতন।
সত্য রূপা কালী,—দর্শে মাত্র মন-প্রাণ।
অর্চ্চনে যে মনে প্রাণে, সেই ভাগ্যবান !
অর্চ্চনা ত অন্তরের,—মন্ত্রে তত নয়।
বিদ্যা-বুদ্ধি কৌশলে, মা বাধ্য নাহি হয়।
অর্পিয়া অন্তর, ডাক ব্যাকুলতা-ভরে,
শান্তি প্রাপ্ত হও কি না, দর্শ তাহা পরে।
দেবার্চ্চনা প্রত্যেকে নিজেই আরম্ভুক্।
সাহায্যার্থ, পুরোহিত নিকটে থাকুক্।
দর্শুক তা পরে, ফল ফলে কি না তায়।
কুকর্ম্ম অপেক্ষা, শান্তি কর্ম্ম-শূন্যতায়।”
বলেন মাধবদাস, “যাহাদের ঘরে,
বিগ্রহ সু-প্রতিষ্ঠিত শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভরে,
দুর্গতি প্রত্যহ কেন, তাদের অগণ্য ?”
উত্তরে সন্তান, “সেবা-অপরাধ-জন্য।
আত্মহিতে, বংশহিতে, পরাভক্তি-ভরে,
বিগ্রহ স্ব-গৃহে কেহ, প্রতিষ্ঠিত করে।

বর্ত্তে যতদিন, অর্চ্চে করি প্রাণপণ।
তার পরে, আসে তার বংশধরগণ।
মাত্র দেবোত্তর ভোগে, তারা ভাগী হয়,
দেবার্চ্চনে মনে করে, মিথ্যা অর্থ-ব্যয়।
বংশ যত বাড়ে, বাড়ী অংশ তত করে,
সম্পত্তি করিয়া অংশ, ভক্ষে বসি ঘরে।
বিগ্রহ মন্দিরে পড়ি, খান শুধু গড়াগড়ি,
"না করিলে নয়" বলি, অর্চ্চনা যা করে,
অর্চ্চনা তা নহে, মাত্র অপরাধে মরে!
দেবোত্তর আনি ঘরে, বিলাস-সামগ্রী করে,
দুগ্ধ-মৎস্য-পরমান্ন, সবে মিলি খায়,
মাত্র দুটী চাল-কলা, মন্দিরে পাঠায়।
অন্য লোকে, দেবার্চ্চনা-জন্য যা পাঠায়,
বংশধরগণ তা'ও অংশ করি খায়।
ভক্ত-সাধু-সেবা নাহি, নাহি অন্নদান।
মাত্র প্রথা-রক্ষা যথা,—কোথা ভগবান?
আপন শয়ন-ঘর, পারিপাট্যে যত্নপর,
মাসান্তেও মন্দির, না করে পরিষ্কার।
চর্ম্মচটিকার গন্ধে, তাহা অন্ধকার।
বৃত্তি যা সামান্য, পুরোহিত মাসে পায়,
ব্যাগার শোধের জন্য, নিত্য আসে যায়।
ভক্তি-হীন,—মন্ত্র উচ্চে করি উচ্চারণ,
ঘণ্টা নাড়ি, গৃহস্থকে করে জাগরণ!
শেষে পৈতা পরশিয়া মারি এক তুড়ি,
বস্ত্রে বান্ধি তণ্ডুলাদি, চলি যায় বাড়ী।
এ প্রকারে, যে মন্দিরে, অর্চ্চনার শেষ,
মঙ্গলামঙ্গলে তার, বাচ্য কি বিশেষ?
নিত্যপূজা-ছলে, নিত্য অপরাধ ঘটে।
দৈব-দুর্ব্বিপাকের তরঙ্গ তাহে উঠে।"
সুধান আভীরানন্দ, করিয়া আগ্রহ,
"অর্চ্চনার অপরাধ, কি প্রকার, কহ।"
উত্তরে সন্তান, "তাহা বত্রিশ প্রকার।
সাধক, সতর্কে তাহা, করে পরিহার।

সেবাপরাধ।

"১। ভোগ পূর্ব্বে অর্চ্চকের আহার্য্য গ্রহণ।
২। পুষ্প-বিল্বপত্রাদি অর্চ্চনোপকরণ
পরিচ্ছন্ন না করিয়া অঞ্জলি দানিলে।
৩। নিবেদিত দ্রব্যে কিংবা পুষ্পে আরাধিলে।
৪। উত্তম সামগ্রী, রাখি দারাপুত্র-তরে,
দ্রব্য তদেতর দিলে দেবতা-মন্দিরে।
৫। পাদুকাদি পরি, দেব-মন্দিরে গমন।
নৈবেদ্য সাজায়, করে অন্য আয়োজন।
৬। ভৃত্যাদির দ্বারা দেবার্চ্চনা সমাধিলে।
৭। শাস্ত্রের নিষিদ্ধ দ্রব্যে, দেবতা অর্চ্চিলে।
৮। আরাম আসনে বসি, অথবা শয়ন,
করি, যদি করে পূজা-আরতি দর্শন।
৯। তাম্বুলাদি চর্ব্বণ, অথবা ধূমপান,
অর্চ্চনা-মন্দিরে,—অপরাধ, তুচ্ছ জ্ঞান।
১০। আসন না করি, বসি যদৃচ্ছাবস্থায়,
অর্চ্চিলে তা অর্চ্চনাপরাধ-মধ্যে যায়।
১১। বিগ্রহ-সম্মুখে খাট-পালঙ্কে শয়ন।
১২। ঋতুস্নাতা রমণী করিয়া পরশন,
সিনান না করি, করে মন্দিরে গমন।
কিংবা করে অর্চ্চনা-দ্রব্যাদি আয়োজন।
১৩। শক্তি-সত্ত্বে, পূজারি রাখিয়া দেবার্চ্চন।
১৪। নিত্য যদি মন্দির না করয়ে মার্জ্জন।
১৫। ভক্ত, কিংবা অন্যে, নাহি করি বিতরণ,
সমস্ত নৈবেদ্য নিজে করিলে ভোজন।
১৬। পূজা-স্থান হ'তে, শিশু খেদাড়িয়া দিলে।
১৭। অভ্যাগত অতিথি বা সাধু উপেখিলে।
১৮। বিগ্রহ দেখায়ে করে, অর্থ উপার্জ্জন।
১৯। বিগ্রহ-সম্মুখে বসি, গ্রাম্য আলাপন।
২০। বিগ্রহ-সম্মুখে হস্ত-পদ-প্রক্ষালন।
২১। অর্চ্চনা সময়ে, অন্য সঙ্গে আলাপন।
২২। ঘর্ম্মাক্ত বা শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে দেবার্চ্চন।

২৩। গন্ধ তৈল মাখি, দেব-মন্দিরে গমন।
২৪। অর্চ্চনায় বসি, বায়ু সরে গুহ্য দেশ।
২৫। পদ ধৌত না করিয়া মন্দিরে প্রবেশ।
২৬। অন্ধকারে স্পর্শ করে বিগ্রহের কায়।
২৭। কিঞ্চিৎ নিবেদি, অবশিষ্ট নিজে খায়।
২৮। অতিথি সাধুকে অবশিষ্টোচ্ছিষ্ট দিলে।
২৯। সাধকের জাতি-সম্প্রদায় বিচারিলে।
৩০। সমাগত গুরু, কিংবা সাধু, না সম্ভাষি,
করে যদি পূজা-ধ্যান গৃহমধ্যে বসি।
৩১। অন্যের উপাস্যে. যদি তুচ্ছ জ্ঞান করে।
৩২। ইষ্ট-কৃপা ভরসায় অন্যায় আচরে।"

জিজ্ঞাসেন নিত্যানন্দ "বর্ণিলে যে সব,
প্রত্যবায়ে তার, কি মুক্তেও অসম্ভব ?"
উত্তরে সন্তান, "বিধি খণ্ডিত সে স্থানে,
যে স্থানে তন্ময় ভক্ত, মাত্র ভগবানে।
ভবানী ভোগের অগ্রে পরসাদ পান,*
ধৌত না করিয়া পদ, শ্রীমন্দিরে যান।
বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য সদা, ঈশ্বরে তন্ময়।
গণ্ডী, বিধি-নিষেধের, তার জন্য নয়।

প্রবৃত্ত, সাধক, সিদ্ধ, ত্রিবিধ সোপান,
কার্য্য তার সে প্রকার, যথা যার স্থান।
এ সমস্ত বৈধী-ভক্তি-সাধন-নিয়ম।
রাগানুগ তন্ময়ের, আছে ব্যতিক্রম।"

জিজ্ঞাসিল বিষ্ণুদাস, "ভক্ত সদাশয়,
অর্চ্চা, এত অর্চ্চনাপরাধে সাধ্য নয়।
বর্ত্তে কি উপায়, অপরাধ-ভঞ্জনের ?"

উত্তরে সন্তান, "লহ আশ্রয় নামের।
কৃষ্ণ, কালী, শিব, রাম, ইচ্ছা যাহা যার,
আশ্রয় সে নাম কর, ঘটিবে উদ্ধার।
নামাশ্রয়ে জন্মে ভক্তি, সে ভক্তি জন্মিলে,
খণ্ডে সেবা-অপরাধ,—ভগবান মিলে।

তথা শ্রীপদ্মপুরাণে—

সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়ঃ।
হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিপদ পাংশলঃ।
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাৎ তরত্যেব স নামতঃ।
নাম্নো হি সর্ব্বসুহৃদঃ হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ॥

"শ্রীহরির পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে, মানুষ সমস্ত কৃত অপরাধের হস্তে নিষ্কৃতি লাভ করে। কিন্তু বিপদ-পঙ্কিল মানব শ্রীহরির নিকটে বহুবিধ সেবা-অপরাধে অপরাধী হয়। তখন শ্রীহরির নামাশ্রয় করিলে, তৎসমস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। নামের মত সুহৃদ নাই। কিন্তু নামের নিকটে অপরাধ করিলে, নিশ্চয় অধঃপতিত হয়।"

নামাশ্রয় সর্ব্বোপরি, সাধনা-প্রধান।
নাম সত্য,—নামাশ্রয় করে ভাগ্যবান।
ভক্তি-অবতার প্রভু, দেব শ্রীচৈতন্য,
উচ্চ-স্থান নির্দ্দেশেন নামাশ্রয়ী-জন্য।

তথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—
ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি।
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লইলে, পায় প্রেম-ধন।
হেন কৃষ্ণ-নাম যদি লয় বহুবার,
তবু যদি নহে প্রেম, নহে অশ্রুধার,
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর,
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না হবে অঙ্কুর।"

আশ্রয়ী নামের হও, ত্যজ অপরাধে।
ভক্তি মুক্তি, প্রার্থ যাহা, লভ নির্ব্বিবাদে।"

জিজ্ঞাসেন শ্যামানন্দ, "কহ কি প্রকার,
বর্ত্তে নামে অপরাধ,—সংখ্যা কত তার ?"
উত্তরে সন্তান, "তাহা দশবিধ হয়।
বৈষ্ণবীয় গ্রন্থে অতি উত্তম নির্ণয়।

*ভবানী—বগুড়া-ভবানীপুরের ভবানী ঠাকুর।

নামাপরাধ।

১। নামাশ্রয়ী নিন্দে যদি অন্য সাধু জনে।
২। বিষ্ণু সঙ্গে শিবাদিকে ভিন্ন করি মানে।
৩। গুরু কিংবা গুরুজনে হয় শ্রদ্ধাহীন।
৪। নিন্দে বেদ, কিংবা শাস্ত্র বেদের অধীন।
৫। নামের মাহাত্ম্যে, যদি করে অবিশ্বাস।
৬। নাম ব্রহ্ম,—না মানিয়া, ভিন্ন অর্থে ভাষ।
৭। নামাপেক্ষা, যাগ যজ্ঞ, বড় করি মানে।
৮। নাম বলে পাপ করে, ভয় নাহি প্রাণে।
৯। শ্রদ্ধাহীনে দেয় নাম, রটে অপবাদ।
১০। মাহাত্ম্যে অপ্রীতি, দশ নাম-অপরাধ॥

যত্নে করি, এ সমস্ত অপরাধ ত্যাগ,
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে যার অনুরাগ,
ভক্তি লাভে অধিকারী সেই ভাগ্যবান।
নেত্রে তার প্রেমাশ্রু-প্রবাহ বহমান।

সত্য ইহা, মাত্র বৈষ্ণবের পক্ষে নয়,
শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, যে হয়, সে হয়,
উত্তম এ বিধানের, বাধ্য যদি রয়,
পূর্ণ-কাম সাধনায়, হবে সে নিশ্চয়।

সত্য যাহা, সার যাহা, থাকুক যে স্থানে,
যত্নে আনি, কার্য্যে তাহা যুক্তে জ্ঞানবানে।
বর্ত্তে যদি স্বর্ণ-মণি, সর্পের গহ্বরে,
প্রাপ্ত হলে স্বর্ণকার, যত্নে আনে ঘরে।

মঙ্গলের মূর্ত্তি কালী-নাম চিত্তে যার,
নির্ম্মুক্ত সে,—ভুলুয়ার ভ্রান্তি কেন আর!!

নাম-মাহাত্ম্য।

মন্ত্র করি তাঁর নাম, যজ্ঞ করি তাঁর।
যাগ-যজ্ঞাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাম।
নামাশ্রয় ভিন্ন, জীব আর কি করিবে?
নাম নিত্য পরমার্থ-ধাম
বিশ্ববন্দ্য, বিশ্বাত্মক, বিশ্বনাথ, যিনি,
দুর্জ্ঞেয়, অজ্ঞেয় কোন্ দেশে,
বিশ্বজন-বাঞ্ছনীয় শান্তি-ধাম তাঁর,
সাধ্য কার, বর্ণে স-বিশেষে!
কোন্ রত্নসিংহাসনে, কি মূর্ত্তি ধরিয়া,
কি ভাবে কোথায় বিদ্যমান,
ক্ষুদ্র জীব বিদ্যাবুদ্ধি-কৌশলে কভু ও,
শক্ত নহে, করিতে সন্ধান।
কিন্তু তাঁর নাম ব্যক্ত সর্ব্ব জাতি-মধ্যে,
সর্ব্বদেশে নামের ঝঙ্কার।
তন্ময় সর্ব্বদা, তাই, তত্ত্বজ্ঞ সাধক,
নাম-মন্ত্র জপে অনিবার।
প্রত্যেকের সম্মুখে, সে সুপবিত্র নাম,
নাম মহা সহায়, সম্বল।
সঙ্কটে, বিপদে, ঘোরে,—মোহ-অন্ধকারে,
নাম অবলম্বন কেবল।
যে ধর্ম্মী, যে দেশী হও,—হও যে সমাজী,
এক মাত্র নামাশ্রয় কর।
ভুলুয়া, আশ্রয় করি, মাত্র কালী-নাম,
নিত্য দুঃখে, মুক্ত নিরন্তর॥

চতুর্থ দিন।

—:০:—

সপ্তম পরিচ্ছেদ

—০—

সূর্য্য যবে অস্তাচলে গমনে উদ্যোগী,
উপস্থিত পশ্চিম আকাশে,
সৌভাগ্য-কুণ্ড-তীরে, সন্ন্যাসি-মণ্ডল,
সমাগত, মনের উল্লাসে।
রত্নগিরি উঠি কহে, "প্রসাদ-সঙ্গীতে,
দর্শি এক অদ্ভুত প্রকার।
সন্তান হইয়া, মাকে গ্রাহ্য নাহি করে,
তীব্র ভাষে করে তিরস্কার!

এ কেমন ভক্তিযোগ, বুঝিতে না পারি,
হৃদয়ের সর্ব্বস্ব যে জন,
পরশি জাহ্নবী-নীর, সংসার উপেখি,
অর্পিয়াছি যাহাকে জীবন,
অর্চ্চে যাঁকে ত্রিজগত,—যিনি জগদ্ধাত্রী,—
সীমাশূন্য যাঁহার সম্মান,
নিন্দি তাঁকে মন্দ বাক্যে, নির্ভয় অন্তরে,
তিরস্কারে কোন্ ভক্তিমান ?"
উত্তরে সন্তান, "ভদ্র, মর্ম্মী না হইলে,
মর্ম্ম এ ভক্তির বুঝা ভার।
গরল অমৃতাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেই জানে,
সান্নিপাত-ক্ষেত্রে ঘটে যার।
ভক্তির নম্রতা, কিংবা ভক্তের আহ্বান,
প্রথম প্রথম শোভা পায়,
সম্পর্কিত হয় যত, নিকট সম্পর্কে,
প্রেমাধিক্যে সে ভাব পলায়।
সর্ব্বস্ব সতীর, পতি পরম দেবতা,
মানে সতী করে তিরস্কার।
পিতৃ-ভক্ত যোগ্য পুত্র, পিতৃশুশ্রূষায়,
মন্দ বলে, ফেলি অশ্রুধার।
সতী ভগবতী গৌরী, ভক্তি-আতিশয্যে,
কহেন কর্কশ মহেশ্বরে !
ভক্তির প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি, বৃন্দাবনে গোপী,
মন্দ কহে গোবিন্দ সুন্দরে !
প্রিয়তম শিশু পুত্র, ক্ষুদ্র যষ্টি তুলি,
চলে যবে প্রহারিতে মায়,
জননী উৎফুল্ল চিতে, স্বর্গ পায় হাতে,
প্রদানিয়া প্রশ্রয়, পলায়।
সেই রূপ, সে পরমা প্রকৃতি সুন্দরী,
কালী বিশ্বজননী,—সন্তান
প্রতি, অতি আহ্লাদিতা ;—মন্দ যদি বলে,
করি পূর্ণ-ভক্তি অভিমান।"
বলেন শ্রীশ্যামানন্দ, "ভক্তির কলহ,
তাহা অতি উচ্চ অধিকার।"
বলেন মাধবদাস, "জান যদি, গাও,
কলহ-সঙ্গীত সুধা-সার।"

"গাও, গাও, কলহ-সঙ্গীত, তবে আজ,"
উচ্চ রোলে, বলে সর্ব্বজন।
কহিল সন্তান, "অভিমান না জন্মিলে,
সে সঙ্গীতে নাহি যায় মন।"
বলেন শ্রীশ্যামানন্দ, "রচিত সঙ্গীত,
কীর্ত্তনে, সে ভাব উপজিবে।"
প্রণমি, সন্তান করে কলহ-কীর্ত্তন,
উল্লাসে শ্রবণ করে সবে॥

তোমার, বাসনা হইলে, আঁখির পলকে,
সকলি করিতে পার মা।
পার, পাখার বাতাসে, পাহাড় উড়াতে,
কিছুতে তোমার বাধে না॥
কত, মহা-সিন্ধু-যানে, গোষ্পদে ডুবাও,
সিন্ধুকে বিন্দুতে আন মা।
কত, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-হরে, মোহোন্মত্ত করি,
নাচাইতে তুমি ছাড় না॥
কর, ব্রাহ্মণে চণ্ডাল, চণ্ডালে ব্রাহ্মণ,
দানবে দেবতা গড় মা।
আবার, শূন্য দিয়া গড়ি, হর্ম্ম্য মনোহর,
শূন্যোপরি তাহা রাখ মা॥
জীবের, জীবন-মরণ, সম্পদ-বিপদ,
সকলি তোমার বাসনা।
কত, আসন্ন-শয়নে, মরিয়া না মরে,
তুমি, কর যদি বিন্দু করুণা॥
পার, জোনাকী-আলোকে, জগদুদ্ভাসিতে,
চন্দ্র, সূর্য্য, তোমার লাগে না।
তুমি, সবই পার, কেবল ভুলুয়ার দুখ,
হরিতে মা তুমি পার না॥

—— ঝিঝিট—একতালা। ৬৪

এবার, বিফল আমার আরাধনা।
বিফল আমার জপ, বিফল আমার তপ,
বিফল আমার কালী-নাম-সাধনা॥
বিফল যদি আমার সাধনা না হবে,
কালী নামে কেন মনের কালি র'বে ?

নিয়া কালী নাম, কে না হয় নিষ্কাম,
আমার মনে কেন, রয় কামনা ॥
শত্রু-নিপাতিনী কালী যদি হয়,
জয়ী তবে কেন, আমার শত্রু হয়,
অশুদ্ধ আমারই অর্চ্চনা নিশ্চয়।
তাই আমার প্রতি, নাই করুণা ॥
করে বটে লোকে, প্রশংসা তাহার,
পেলাম না পরিচয়, আমি কিছু তার।
যোগ্যে যদি ডাকে, দেখা দেয় মা তাকে,
কাঙ্গালে ডাকিলে, ডাক শুনে না ॥
যেমন ছিলাম আমি, তেমন রহিলাম,
ভক্তি-অনাসক্তি, কিছুই না পেলাম,
আর দয়াময়ী, বলি তায় কেমনে,
ভুলুয়া ত কহে, সব ছলনা।

—— আলেয়া—একতালা। ৬৫

ঘটেই থাকে যদি অপরাধ,
তুমি কেন ক্ষমা করিবে না ॥
যখন, নিয়েছ নাম স্নেহময়ী, তনয়-তারিণী শ্যামা ॥
অজ্ঞান অকর্ম্মা তনয়, অপরাধ না করে কোথায় ?
কোথায় কোন্ জননী আছে, তনয়ে না করে ক্ষমা ॥
ভুলুয়া বিচারি বলে, তুমি দয়াহীনা হলে,
তোমার কি হবে, শিবের কথা কেহ মানিবে না ॥

—— সিন্ধু—মধ্যমান। ৬৬

মনক্ষোভ

চৈতন্যময়ী মা তুমি, নিত্য অর্চ্চি তোমা,
এ অন্তরে কোথায় চৈতন্য ?
নিত্যানন্দময়ী তুমি, জননী থাকিতে,
নিরানন্দে রহি মা কি জন্য ?
উন্নতির পথে ধায় সমস্ত পৃথিবী,
উদ্যোগী প্রভাতী পান্থ মত।
উন্নতি-দায়িনী তুমি, সন্তান তোমার,
কি নিমিত্ত রহে অবনত ?
মূর্ত্তি মহা বিদ্যার যে, সন্তান, তাহার,
অবিদ্যায় কি হেতু আচ্ছন্ন ?
শক্তি-মহামহীয়সী, সত্য যদি তুমি,
পুত্র তব কেন অবসন্ন ?
আশ্রিত-পালিনী তুমি, পৃথ্বীভরা যশ,
সে যশের পরিচয় কোথা ?
আর্ত্তি-বিনাশিনী, ভক্তে বরাভয়-প্রদা,
কীর্ত্তে যত, সব মিথ্যা কথা !
উত্তাল তরঙ্গে ফেলি ক্রোড়স্থ সন্তানে,
তীরে বসি যে মা নৃত্য করে,
উচ্চ রোলে কহি, "তার হব না সন্তান !"
শুনিয়া ভুলুয়া দুঃখ-ভরে।

মাকে লক্ষ্য করিয়া।

কর্কশ, পাষাণ তুমি, দগ্ধ মরুভূমি সম,
তোমার অন্তর
প্রার্থী তোমা-স্থানে যারা, মাত্র বিন্দু করুণার,
তাহারা বর্ব্বর।
নিত্য করি সৃষ্টিনাশ, অট্টহাস তব মুখে,
দিবস-যামিনী।
পৃথ্বী, রবি, চন্দ্র, তারা, টানিছ ধ্বংসাভিমুখে,
কৃতান্ত-রূপিণী।
নিত্য সংহারিণী তুমি, সন্তাপিনী সংসারের,
মহা ভয়ঙ্করা।
মূর্ত্তি তব প্রলয়ের, দর্শনে পড়িবে যার,
হবে সংজ্ঞা-হারা।
তব জানা আছে যার, প্রার্থনা সে নাহি করে,
করুণা তোমার।
ভাগ্য ভুলুয়ার অতি মন্দ, তাই সমর্চ্চনে,
খড়্গ হাতে খার।

যদি, ডাকিয়া ডাকিয়া, ফল নাহি পায়,
কে পারে মা, কত ডাকিতে ?
কে পারে মা কত, ধৈরয ধরিয়া,
তোমাকে নির্ভর করিতে ॥
পার না যে কিছু, এমনো ত নয়,
সবই পার তুমি করিতে।
তবে, পাষাণের ধারা, পাষাণ-দুহিতে,
ছাড়িয়া না চাহ ছাড়িতে ॥

তুমি, অনুগতে হও, অভয়-দায়িনী,
ইহা যদি হয় শুনিতে।
তবে, অনুগত হয়ে, ভুলুয়া কি হেতু,
চিরদুখী এই মহীতে ॥
—— ঝিঝিট—একতালা। ৬৭

উচ্ছ্বাস বচনে,—

জীবনের প্রথম, যখন ভাবনা ছিল না।
পিতা-মাতা ভাব্‌তেন যখন আমার সব ভাবনা।
কোথায় যাব, কোথায় র'ব
কি করিলে কিরূপ হব,
কোন ভাবনা ছিল না মোর;—মায়া-মোহের ছলনা,
ছিল না যখন,—মনে ছিল না দুর্ব্বাসনা।
তখন গ্রামে সজ্জন এলে,
গ্রামের লোক সমস্ত মিলে,
তাঁহার মুখে শুন্‌তেন, তোমার করুণা, আর মহিমা।
কর্‌তেন তাঁহায় সেবা-ভক্তি কত প্রকারে,—
দেখ্‌তাম, তাহার রইত না সীমা ॥
তোমার পূজায় কি মাধুর্য্য,
কি সৌন্দর্য্য, কি ঐশ্বর্য্য,
বল্‌তেন সাধু, বল্‌তে বল্‌তে রুদ্ধ হ'ত কণ্ঠস্বর।
নয়ন ফেটে বইত অশ্রু, পুলকে, পূর্ণ হত কলেবর।
পূর্ণ হ'ত, দেখে শুনে, বিস্ময়ে মোর এ অন্তর ॥
যে তোমার শরণাগত,
নাম করে যে অবিরত,
নির্ভর করে যে তোমাকে, তুমি তাহার বোঝা বও।
বিঘ্ন সকল বিনাশিতে, তুমি তাহার সঙ্গে রও।
শরণাগত-পালিনী, তাই তোমায় বলে,—
তুমি, করুণায় কৃপণা নও ॥
গুণ-মহিমা শুন্‌তে, শুন্‌তে,
না করি পরিণাম চিন্তে,
চলিত পন্থা পরিহরি, "জয় মা," বলি, উঠিলাম।
"জয় মা," বলি, মহোৎসাহে, তোমার পানে ছুটিলাম।
পড়িলে ঘোর বিপদে,
বিশ্বাস করি তোমার পদে;
প্রতিকারের চেষ্টা ছাড়ি, তোমায় নির্ভর করিলাম
সহায় যখন তুমি, তখন "ভয় কি", বলিয়ে,—
বিশ্বাসে অটল রহিলাম ॥
কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ক্রমে ক্রমে দিন গেল।
বিঘ্ন-বিপদ যাওয়া দূরে, বেড়েই চলিল।
দিলে না সাড়া হাজার ডাকে,
শত্রু হল লাখে লাখে।
বল্‌তে আপন, সংসারে আর, কেউ নাহি র'ল।
তোমাকে বিশ্বাস করিয়ে,
তোমার পদে স্থির রহিয়ে,
হায় রে! এই হ'ল!
পরমায়ু থাক্‌তে আমার, প্রাণ-বায়ু গেল ॥
একে অজ্ঞানান্ধ, তাতে ভ্রান্ত, মা মায়ায়,
করিয়াছি অধর্ম্ম-অন্যায়।
যত অপরাধ করেছি, সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান অপরাধ,
এবার "মা" বলা তোমায়!
সকল ভুলে তোমার হওয়া,
তোমার গুণ মহিমা গাওয়া,
প্রচার করা, চরাচরে, তোমার মহিমায়।
আর, কোন শক্তি না থাকিলেও,
"আদ্যাশক্তি" বলা, মা তোমায়।
এই যে অপরাধ, এখন চিন্তা করি বুঝিতেছি,
ইহার তুল্য অপরাধ আর,
করি নাই মা, এ ধরায় ॥
এই অপরাধ জন্য, দণ্ড অবশ্যই ভুগ্‌ব।
অবশ্য সইব যন্ত্রণা।
তুমিও দণ্ড অবশ্যই কর্‌বে,
অবশ্য ঘট্‌বে লাঞ্ছনা।
না ঘট্‌লে রাজ-রাজেশ্বরীর, সুবিচার কত,
তাহা, জগজ্জনে, জান্‌তে পার্‌বে না
আর, তুমিও কত ভক্ত-বৎসলা,
তাহা কেহই বুঝ্‌বে না ॥
দণ্ডে দণ্ডে দণ্ড কর, এ হৃদ্‌পিণ্ড আছে যতক্ষণ!
হৃষ্টচিত্তে সহি আমি, অপরাধের দণ্ড-নির্য্যাতন!
আরো, হৃদয়ঙ্গম করি আমি,
তোমার সন্তান, হওয়ার সুখ কেমন!

নাই আর এখন অন্ন-বসন,
নাই আর গৃহ, কর্‌ব শয়ন,
নাই আর সুহৃদ্, সুখের সহায়, চতুর্দ্দিকে অন্ধকার।
হচ্ছে এখন উপলব্ধি, তুমি কেমন মা আমার।
তুমি তারিণী, কি সংহারিণী,
জননী, কি যম-রূপিণী,
মা, কি মায়া-কুহকিনী, কর্‌বে কে সিদ্ধান্ত তার!
আত্মহারা আমি এখন, তোমার যন্ত্রণায়!—
সইতেও নারি, বইতেও নারি,
আর তোমার বিধানের ভার!!
সৃজন-পালন-লয়ের কারণ, শক্তিরূপা হও যখন,
তখন, তোমার হাতেই, নির্ভর করে, সুখ-দুঃখ জীবন-মরণ।
এরূপ ক্ষেত্রে, মা তোমাকে, নির্ভর করিয়ে,
করি নাই অন্যায় কখন।
নির্ভর করি, কেহ যদি, নিশ্চেষ্ট রহে,
হয় না তাহে অধর্ম্মাচরণ।
তবু হয়ে রাজার রাজা,
বিনা দোষে নিত্য সাজা?
শরণাগতকে দুঃখ, দেওয়াই যদি হয় ধরম,
বুঝিনা, শরণাগত-পালিনী, তুমি কেমন!
জাননা রাজধর্ম্ম তুমি, জাননা প্রজা-পালন,
জননী, রাজ-রাজেশ্বরী, দুই নামে তুমি,
কর্‌লে কেবল কলঙ্ক লেপন॥
তুমি, সুখ দিলে সুখ দিতে পার,
বাঁচাইলেও বাঁচাইতে পার, ইচ্ছা যদি হয়,
তোমার পক্ষে, মারণ, বাঁচান, অসম্ভব ত কিছুই নয়।
তাইতে বল্‌তে হয় দুকথা, তাহা ন্যায্য কি অন্যায্য হয়,
বিচারে আর নাই মা অবসর,—
নিরীক্ষি কার্য্য তোমার, অন্তরে আর,
ধৈর্য্য নাহি রয়।

অধিষ্ঠাত্রী আর্য্য লোকের যে তোমায় বলে,
তত্ত্ব তোমার বিচারিতে, ভ্রান্ত সে নিশ্চয়।
তোমার কেহ, নাই আত্মীয়, নাই মা কেহ পর।
রও না তুমি কারো বাড়ী, নাই মা তোমার ঘর।
কেউ পারে না বান্ধতে তোমায়, মন্ত্র-তন্ত্র দিয়ে,
খড়্গ তোমার নাচ্‌ছে সমান, প্রত্যেকের প্রাণ নিয়ে।
সুখ-দুখ দুই উৎপাত তোমার, কার বা বাড়ী নাই!
কার বা বাড়ী নাই মা মৃত্যু, আর্ত্তনাদ উঠাই।
আজ বালক, কাল যুবক, প্রৌঢ়, পরশু কর বৃদ্ধ।
আজ যাহার জন্মোৎসব, কালই তাহার শ্রাদ্ধ।
প্রিয় হউক, অপ্রিয় হউক, পোষ্টকার্ডের দাম,
তিন পয়সা দিতেই-হবে, হিন্দু-মুসলমান!
তুমি ত করুণাময়ী, দয়াময়ী বাৎসল্যময়ী,
সে বাৎসল্যের ব্যবহার মা, তোমার কি আছে?
ফেলাও যাকে অকূল ভব-সিন্ধু-তরঙ্গে,
সেই তা বুঝেছে॥
তোমার সমস্ত অন্যায়,
চিন্‌তে তোমায় নারে যারা, তারাই তোমার কীর্ত্তি গায়।
তুমি যতন করি ভবন গড়াও,
নিজের হাতে নিজেই পোড়াও,
প্রাণ দিয়ে প্রাণ নিজেই বধ, তাইতে যারা বিচক্ষণ,
স্তম্ভিত হয়, নিঠুরাও কয়,—কইবেনা কেন?
তুমিই বা কোন রাজার মেয়ে, তারাই বা কোন্ কম!
সজ্জনে অত্যন্ত শ্রমে সংগ্রহি অর্থ,
যত্নে গড়ে ভবন সুখময়;
তুমি, দস্যু দিয়ে করাও তাহার সমস্ত লুণ্ঠন।
শেষে, অগ্নি দিয়ে, কর ভস্মময়।
তুমি, দুষ্ট দুষ্ট, প্রবল দিয়ে, দুর্ব্বলের প্রতি,
করাও অতি কঠোর অত্যাচার।
সে, স্ত্রীপুত্রাদি সঙ্গে করি, করে আর্ত্তনাদ,
কর্ণে তাহা পৌছে না তোমার!
দুর্ব্বল পাষণ্ড যত, বল করি সতীর
সতীত্ব বিনাশে নির্ভয়ে,
ত্রিনেত্রী রাজরাজেশ্বরী হও যদি তুমি,
রক্ষা কেন নাই অসহায়ে!
প্রেমের নৌকা সাজাইয়ে, তরঙ্গে তুমি ডুবাও।
সংগোপনে সুখের ঘরে, তুমিই আগুন ধরাও।
সংসারে কেউ সুখে রহে,
তোমার তাহা নাহি সহে,
তাই ত সুধাময় রসালের মধ্যে পোকের বাসা দেও।
আর, আশা দিয়ে, সিন্ধু জলে, বাণিজ্যের ভরা ডুবাও।

বলি, তুমি ত সেই মেয়ে !
ভ্রান্তি ঘটাও, মোহে মাতাও বেড়াও পথ ভুলায়ে ॥
তুমি ত সেই লজ্জারূপা, ভবে নাই যার অনুরূপা,
অথচ রও সর্ব্বদাই মা, বিবসনা হয়ে,—
তুমি, কারো মুণ্ড কাটো, কারো বেড়াও অভয় দিয়ে ॥
ভবে কর্ম্ম-মুক্ত যারা, "তারা, তারা," বলি তারা,
বেড়ায় তোমার, মহিমা খুব গেয়ে,—
তুমি যদি তরাও, নৌকা যায় কেন ডুবিয়ে ?"
ভুলুয়া গায় তোমায় চিনি, একাই তুমি মুন আর চিনি,
দুখ-হারিণী-নামের মুখোস, রয়েছ পরিয়ে,—
তুমি নামেই কেবল দয়াময়ী,—
দয়ার লেশ, নাই তোমার হৃদয়ে ॥

—— গৌরী-একতালা।৬৮

যে জন সত্য কথা বল্‌বে, ন্যায়ের পথে যে জন চল্‌বে
কর্‌বে তোমার আরাধনা, করি নয়ন অশ্রুময়,
নির্য্যাতিত সে জন হবে, এই যদি সু-বিধান হয় ;
তবে আসি এ ভূতলে, এবার "দুর্গা দুর্গা," বলে,
যে ঝক্‌মারী করিয়াছি, সে কথা আর কহার নয়।
দুর্গা বলি করিয়াছি, দুর্গতির চরণাশ্রয়।
সুধা ভেবে গরল খেয়ে, বিষে জ্বালায়েছি হিয়ে,
মণিহার ভাবিয়ে, ফণাধর পরেছি এ গলায় !
বহ্নি-কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়েছি, শীতল হওয়ার বাসনায়।
পরমা প্রকৃতি তুমি, এই যদি ঠিক হয়,
প্রকৃতির খেলায়, তোমার গুণের পরিচয়।
গড়াও তুমি, ভাঙ্গ তুমি, ভাঙ্গা-গড়ার কর্ত্তা তুমি,
তোমার জিনিস ভাঙ্গবে তুমি,—
প্রতিবাদ করতে তাহায়, কাহার কি অধিকার রয় ?
তবে, তুমি জীবের দুখ-হারিণী, দীন-তারিণী, নিস্তারিণী,
শরণাগত-পালিনী, যত কথা শাস্ত্রে কয়,
ভুলুয়াও বলিয়া গেল, তার কোনটাই সত্য নয় ॥

কিছুক্ষণ পরে।

বেদ-পুরাণে করুক ব্যাখ্যা, ভক্ত হউক দেবাসুর,
সমাধির আসন করি, সাধুন তোমায় হর-হরি,
উপাস্য লোকের মধ্যে, হওনা তুমি কোহিনুর ?
নও মা তুমি তেমন, তোমার নামের ব্যাখ্যা যত দূর

ত্রিলোক-হিতে ত্রিগুণধর, ত্রিতাপে বিনাশ কর,
বিনাশ কর বিশ্ব-হিতে, মহাসুর মাহিষাসুর ;
শরণাগত দীনার্ত্ত, তোমার কৃপায় হোক্ কৃতার্থ,
অসি ত্রিশূল করে ধরি, কর দৈত্য-দর্প চূর,
যত কথাই বলুক নরে, যত ব্যাখ্যাই থাক্ ভূপরে,
জগদ্ধাত্রি ! যতই থাক্‌না বাহুবল তোমার প্রচুর,
নওমা তুমি তেমন, তোমার নামের ব্যাখ্যা যত দূর !!
ভক্তি-মুক্তি-শক্তি-দাত্রী, জগৎ সহায় জগদ্ধাত্রী,
ঋদ্ধি-সিদ্ধি-দাত্রী, এই ত শিবের দত্ত পরিচয় ?
কার্য্য যদি দর্শি বিপরীত, শিবের সাক্ষ্য গ্রাহ্য নয়।
প্রত্যক্ষে যা দেখি, মানি, পরোক্ষে সব মিথ্যা গণি,
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের কথায়, আমার কি সম্বন্ধ রয় ?
বন্ধন-জ্বালায় আমি যদি সর্ব্বদাই জ্বলি,
ভক্তি-মুক্তি-দাত্রী তোমায়, বল্‌বনা নিশ্চয়।
চিকিৎসার প্রয়োজন হলে, গরলকেও অমৃত বলে,
প্রয়োজনের ওজন বড়, কড়ায় লয় মা টাকার ভাগ।
ব্যাসাসনে বসাতে হয়, বাদাবনের বড় বাঘ !!
প্রয়োজন পড়ে ছিল দৈত্য-সঙ্কটে,
তাই দেবলোক করেছিলেন, তোমায় অর্চ্চনা,
করেছিলেন বিশ্বনাথ সোহাগ !
আর দিয়াছিলেন, দীনতারিণী-নিস্তারিণী
নামের তাগ !
যুগ-যুগান্ত ধ্যান-ধারণায়, পায় যদি কেউ দরশন,
সে যা জানায়, তাহা ভিন্ন, কে জানে তুমি কেমন !
ডেকে ডেকে কণ্ঠ বন্ধ, কেঁদে কেঁদে নয়ন অন্ধ,
তবুও নাই তোমার সাড়া, তোমার হৃদয় কি নিঠুর ?
জানা যায় ব্যবহারে, দীনের প্রতি,
তোমার দয়া যত দূর !
তোমার দর্শন পাওয়ার তরে,
উঠেছি পর্ব্বত-শিখরে,
ঘুরিয়াছি হিমালয়ের দ্বাদশ মহাতীর্থ-পুর।
কষ্ট কত সহিয়াছি, হয়ে ক্ষুধা-তৃষ্ণাতুর !!
তোমার দর্শন পাব বলে,
করিয়াছি যে যা বলে,
অনশনে, অশয়নে, করিয়াছি অঙ্গ চূর।

সর্ব্বস্ব হারিয়ে, এখন হয়েছি ফতুর।
দুঃখ আমার, দেখ্‌লে পরে, দুঃখ হয় পগুর !!
কামাদি ছয় শত্রু ঘরে,
নিত্য আমায় প্রহার করে,
চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ, তাদের নিত্য অনুচর।
আবার, কার্পণ্যে সর্ব্বদা আমার বিমূঢ় অন্তর।
মা হয়ে, মা ঘটাও ভ্রান্তি,
কার কাছে আর পাব শান্তি !
অশান্তি আর যন্ত্রণাতে জর্জ্জরিত কলেবর।
বলুক অন্যে দয়াময়ী, আমি তাহে নিরুত্তর !!
বিশ্ব-বিমোহিনী তুমি, ভুলায়ে মায়ায়,
মনের মত ঘুরা'লে মা, এবার আনি এ ধরায়।
অদৃষ্টে যা ছিল হ'ল,
গণা দিন ফুরায়ে গেল।
পান্থ-শালা ছেড়ে, আমার যাওয়ার সময় এল প্রায়।
নির্ব্বাপিত প্রদীপ আমার, মা,
প্রার্থনা তেল-সলিতার, এক্ষণে আর নাই তোমায়।
মা বলে তোমায় ডেকে,
তোমার স্নেহের আশায় থেকে,
জর্জ্জর হল, যে যন্ত্রণায়, ভুলুয়ার এ কলেবর।
সাক্ষী তাহার, রইল এবার, আকাশ পাতাল চরাচর

ভজন কীর্ত্তন

বিশ্বাস কে করে তোমার বিধানে ?
বিধানের, পলে পলে পরিবর্ত্তন যখনে ॥
যতনে রতনাসনে আজ তুমি বসাও যায়,
কাল ফেলি চরণতলে, তৃণের মত দল তায়,
মূল্য কি আছে এমন যতনে ?—
সাগরের তরঙ্গের মত, চঞ্চলা তুমি সতত,
লোকে উন্মাদের সমান তোমায় বাখানে ॥
ধন-ধান্য-পুত্রদানে কখনো কর ভাগ্যবান,
লোকের চক্ষে, হও না তুমি, দয়াময়ী স-প্রমাণ,
দয়ার আধিক্য কত তখনে,—
পরে সকল কেড়ে নিয়ে, দুঃখানলে নিক্ষেপিয়ে,
দগধি দগধি নাশ পরাণে ॥
আশা দিয়ে বঞ্চিত করিতে তোমার মত আর,
কে আছে এ বিশ্ব-মাঝে, জানিনা পরিচয় তার।
কুহকে ভুলাও যত অজ্ঞানে,—
আশা দিয়ে গড়া হর্ম্ম্য, ভূকম্পনে কর চূর্ণ,
কত, প্রাসাদ পরিণত কর শ্মশানে !!
সন্তান বলিয়ে, কত স্নেহে কোলে তুলে লও,
সমাদরে স্বকরে সুধার মণ্ডা খেতে দেও,
কিন্তু খেতে হাত তুলি যখনে,—
হাত হ'তে কেড়ে নিয়ে, দেও দূরে তাড়াইয়ে,
তোমার এ পরিচয় কে না জানে ॥
সম্পত্তি প্রভুত্ব যাহা মাগো তোমার আশীর্ব্বাদ,
ভুলুয়া পরম জ্ঞানে গণে তাহা পরমাদ ;
কখন কেড়ে লওমা, তাহা কে জানে।—
বরং যে জন বিশ্ব ভুলে, বসিয়াছে বৃক্ষ-মূলে,
বিশ্ব ভরা তাহার শান্তি সম্মানে ॥
——— মিশ্র—কাওয়ালী।৬৯

হবি, তুই কি আমার মেয়ে হবি ?
মেয়ে হয়ে এবার, মায়ের ধরম যত,
আমার কাছে তুই কি দেখ্‌বি শিখ্‌বি ? ॥
আমি যদি তোরে পেতেম মেয়ের মত,
শিখাতেম মা তোরে মায়ের ধরম যত।
মা বলে মা তোরে, কাঁদিতে আর এত,
হতনা কাহারো জান্‌বি, জান্‌বি ॥
কত মায়া মায়ের থাকে ছাওয়াল বলে,
সুধাতে হয় কথা কত মধুর বোলে,
কত সোহাগ ভরে করতে হয় মা কোলে,
আমার কাছে তুই কি জান্‌বি শুন্‌বি ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে জীবন যদি যায়,
সোহাগ দূরে থাকুক, দেখা পাওয়াই দায়।
মা হওয়া ত মা তোর, শোভা নাহি পায়।
এখন, মেয়ে হ'তে তুই কি পার্‌বি, পার্‌বি ?" ॥
মা হয়ে ভুলুয়ায় যত দুখ দিলি,
মা নামে কেবল কলঙ্ক রটালি,
থাকিতে সন্তান, কিছু না বুঝিলি,
আমি মরিলে সকলি বুঝ্‌বি, বুঝ্‌বি ॥
(যখন, ডাক্‌বেনা মা বলে কেউ আর।)
——— ভৈরবী—গড়খেমটা।৭০

আমি নই মা তেমন ছেলে।
তুমি, দিবা নিশি মার্‌বে ধরবে,
তবু ডাক্‌ব মা মা বলে॥
মার কি আর অভাব আছে, এই ধরণী তলে?
মা বলে মা ডাক্‌ব যাকে, সেই উঠাবে কোলে॥
বহাবে পাঁচ ভূতের বোঝা, আমার মাথায় তুলে॥
বোঝা ব'য়ে ঘাড় ভাঙ্গিলেও, দেখ্‌বেনা চোখ মেলে॥
নিত্য নূতন দুঃখ দিবে, কালের হাতে তুলে।
বল্‌তে গেলে সয়না তোমার, তাড়াও খাঁড়া তুলে॥
মার মত মা নও মা যখন, ভুলুয়াও তাই বলে।
তোমাকে যে মা বলে, সে ভস্মে ঘৃত ঢালে॥

—— ভৈরবী—একতালা।৭১

আমি তাতে খেদ করিনে।
যদি দুখ্‌ দিলে তুই সুখে থাকিস্‌,
দুখ দে আমায় নিশিদিনে॥
অপরাধের সাজা দিবি, ওজর কর্‌ব কোন্‌ আইনে?
তবে মা হয়ে কি কর্‌লি ক্ষমা, ঐটী আমায় বুঝালিনে॥
নামে প্রচার নিস্তারিণী, দয়াময়ী দীন-হীনে।
এখন দেখি, দীনকে সাজা, সমানে দিস্‌ সর্ব্ব ক্ষণে।
ভুলুয়া বলে বাজীকরের মেয়ে তোকে যে না জানে।
সেই বলে তোয় দয়াময়ী, জলবিন্দু চায় পাষাণে॥

—— ভৈরবী—একতালা।৭২

কালী নাম নিলে, এত দুখ হয়,
আগে যদি কিছু জানিতাম।
তবে, মরিলেও প্রাণে, কিছুতেই কালী-
নাম মুখে নাহি আনিতাম॥
সকলেই বলে, কালীনাম নিলে,
কারো কোন দুখ থাকেনা।
শিবের বচনে পরমাণ দেখি,
মোরও ছিল সেই ধারণা।
কিন্তু, হায়, এবে কাজের বেলায়,
পরখিনু যাহা, মুখে আনা দায়।
জননী হইয়া, মোহে ফেলাইয়া
বিনাশে মা কালী, তনয়ের প্রাণ॥
তার, চরণে শরণাগত আজনম,
এক মনে আমি রহিলাম।
কালীও তা নিজে পরখে নিরখে,
মিছা কিছু নাহি কহিলাম।
তবুও সঙ্কটে যত ফেলাইল,
তিন লোক নিজ চোখে নিরখিল।
তার নাম মুখে, আর আনিব না,
আমিও শপথি কহিলাম॥
রাজাকেও কহি, ঢোল পিটাইয়া,
করুক এখন ঘোষণা,
উচ্চারণ যেন নাহি করে আর,
কালী নাম কোন রসনা।
তবু যদি কালী সে ভুলয়া বলে,
তাহা মাত্র তার কু-অভ্যাসের ফলে,
অভ্যাসের দোষে নাহি অপরাধ,
তাহাও বলিয়া রাখিলাম॥

—— মিশ্র—একতালা।৭৩

মায়াবিনী কে তোমার সমান, বিরাজে বল এই ভবে।
তোমায়, জানেনা যারা, দৃশ্য দেখি, বিস্ময়ের রয় তারাই সবে॥
সীতারূপে তুমিই শিবে, সতীত্বের মহিমা বাড়াও,
আবার, কুলটারূপে, কত কুলের কুলবিনাশের বীজ ছড়াও।
কত, জ্ঞানীর দর্প চূর্ণ করি, ডুবাও তাহার যশের তরি,
কি শান্তি পাও, তুমিই জান, ক্লান্ত করি ক্ষুদ্র জীবে॥
তত্ত্ববিহীন মোহমন্তের চিত্ত করি সমুধাও,
গণিকাগৃহে মোহিনী-রূপে তুমিই ত মা নাচ গাও।
নরকের কুদৃশ্য যত, দেখাও তাকে তুমিই ত,
তুমি মার, তাই সে মরে, কলঙ্কের সাগরে ডুবে॥
তুমি ধূর্ত্তরূপে উপায়বিহীন দরিদ্রের সর্ব্বস্ব হর।
আবার, সাধুরূপে দুর্ব্বিপাকে পতিতে উদ্ধার কর।
তুমি, সতের হৃদে সরলতা, খলের হৃদে কপটতা,
একাধারে আলোকাঁধার, ত্রিলোকাধার তুমি শিবে॥
তুমি, যতন করি সোনার গৃহস্থালী গড়াও আপন হাতে,
পল না যেতে ধুলায় বিলীন, কর তাহা এক পদাঘাতে।
নিজেই সন্তান ধরি পেটে, নিজের হাতে খাও তা কেটে।
"বলিহারি মা তুমি বটে," বলি ভুলুয়া রয় নীরবে॥

—— পিলু—ঠেকা।৭৪

করব এবার এক চালাকি !
দেখ্‌ব এবার, তাহাতে মা, তুমি থাক, কি আমি থাকি ॥
র'ব তোমার শরণাগত, করব পূজা অবিরত,
আর, দিবানিশি করব তোমার, গুণমহিমা লেখা-লেখি ॥
ভক্তি-বিশ্বাস যাদের আছে, আসবে তারা আমার কাছে,
দেখ্‌বে তারা ফল যা পেলাম, সারা জীবন তোমায় ডাকি ॥
নিষ্ফল আমায় যখন দেখ্‌বে, তোমার পক্ষে কে আর থাক্‌বে,
তখন, শিবের সাক্ষ্যে থাক্‌বেনা আর, অকরুণা ঢাকাঢাকি ॥
এই জন্য ভুলুয়া ডাকে, গোপনে তা কই তোমাকে,
এখন, আপন ভাল চাও যদি, তার, সঙ্গে কর দেখা দেখি ॥

—— ভৈরবী—একতালা ।৭৫

এতই দুখে রেখেছ এবার,
ভজন সাধন করব কখন, চোখের জলেই অন্ধকার ॥
যে বোঝা দিয়েছে ঘাড়ে, যন্ত্রণা বাজিছে হাড়ে,
ভেঙ্গেছে ঘাড়, দুখের বোঝা সামাল দিতে নারি আর ॥
ত্রিবিধ যাতনায় মরি, ভক্তির স্মরণ কিসে করি,
ভুলুয়া গায় মর্ম্ম-ব্যথায়, অষ্ট প্রহর, হাহাকার ॥

—— সিন্ধু—মধ্যমান ।৭৬

আর কত দুখ দিবি মা ? হর-মনোরমা ।
এখনো কি মনের মত, হয় নাই, ক্ষমা করিবি না ॥
আয়ুত ফুরায়ে গেল, এ তনু বিকল হল,
এ বিকল কলেবরে, আর ত সহেনা যাতনা ॥
করম মন্দ বটে সংসারে এবার আমার,
তাই কি নিদয়া হয়ে, করিবি শুধু প্রহার !
ক্ষমাময়ী হয়ে কি মা, করিবি না ক্ষমা আর ?
তবে আর কার কাছে, দাঁড়াব বল্‌মা শ্যামা ॥
ভাল মন্দ যাহা আমি করিয়াছি এ ধরায়,
করিয়াছি শরণ লইয়া সদা তোর পায় ।
শরণাগত-পালিনী, তুই যদি নিস্তারিণি,
করুণায় বঞ্চিত তবে, কেন মোকে রাখিবি মা ॥
নিতই নূতন দুখে মরি যদি এই বার,
জগভরি এ ঘটনা রহিবে মা পরচার ।
ভুলুয়ার দুখ স্মরি, মা বলে কেহ মা আর,
এ তিন ভুবনে তোকে আরাধিতে আসিবেনা ॥

—— হাম্বির—কাওয়ালী । ৭৭

মার নামে নালিশ করেছে ।
বিশ্বনাথের বিচারালয়ে মকদ্দমা হতেছে ॥
দুখ্‌-হারিণী নাম নিয়ে, সন্তানে দুখ দিয়েছে ।
মা নামের গৌরব নাশি, অপরাধী হয়েছে ॥
বরাভয় সর্ব্বদা দিবে, শিবের এই ঘোষণা আছে ।
এখন, অভয় দানে কৃপণা হয়ে, শিবের আইন লঙ্ঘেছে ॥
শিবকে করেছে মিথ্যাবাদী, শিবের সম্মান গিয়েছে ।
করি, আইন-ভঙ্গ মানহানী, বড়, সঙ্কটে মা পড়েছে ॥
ভবের যত সন্তান জুটে, সাক্ষ্য দিতে চলেছে ।
মার বিপক্ষে উকিল এবার, ভুলুয়া নিজেই হয়েছে ॥

—— বেহাগ—একতালা ।৭৮

পঞ্চম দিন।

—:০:—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—০—

দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা
নিঃশেষ দেবগণ-শক্তি-সমূহ মূর্ত্ত্যা।
ত্বামম্বিকামখিল-দেব-মহর্ষি-পূজ্যাং
ভক্ত্যা নতাঃ স্মঃ পরিপালয় দেবি বিশ্বম্ ॥
শ্রীশ্রীচণ্ডী।

"যিনি অগণ্য দেবগণের শক্তিসমূহ হইতে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন,—যিনি আত্ম-শক্তিদ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থিতা, সেই দেব-মহর্ষি-পূজনীয়া, মা অম্বিকাকে আমরা পরম ভক্তির সহিত নমস্কার করি, তিনি এই বিশ্বের প্রত্যেককেই পালন করুন।"

নিত্য রঙ্গময়ী তুমি, প্রকৃতি-রূপিণী।
শক্তি তুমি, স্থাবর-জঙ্গমে সঞ্জীবনী।
আদ্যা তুমি অনাদির, বিশ্ব-প্রসবিনী,
বিশ্ব-প্রসবিনী তুমি,—তুমি সম্পালিনী।
মূর্ত্তি তুমি ওঙ্কারের, সর্ব্ব-মূলাধার,
তুমি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-শক্তি-সমাহার।
অন্তহীন তোমারি মা চক্ষু-কর্ণ-হস্ত।
বুদ্ধি-বল ভুলুয়ার, তুমিই সমস্ত।
উথিল অরুণ-সিংহ, আরক্ত লোচন,
ধ্বান্ত-দন্তী শঙ্কায় করিল পলায়ন।
নির্ভয় হইয়া, হাসে এ মহী-মণ্ডল,
আনন্দে প্রভাতী গায় বিহঙ্গমদল।
তীর্থ-যাত্রী যত ছিল, শয্যা পরিহরি,
সুমঙ্গল দুর্গানাম উচ্চারণ করি,
বহির্গত ; প্রাতঃকৃত্য করি সম্পাদন,
সৌভাগ্য-কুণ্ড-তীরে দিল দরশন।
বৈষ্ণব-গৌরব, ঢাকাবাসী রামদাস,
বৃদ্ধ অতি ;—বিষ্ণুদাস সঙ্গে পরকাশ।
কৃষ্ণ যিনি, তিনি কালী, সুন্দর করিয়া
দর্শাইয়া শাস্ত্র-উক্তি, দেন বুঝাইয়া।
কৃষ্ণ-লাভে, গোপীর যা কাত্যায়নী-ভক্তি
সমুঝান, বিস্তারিয়া যুক্তিপূর্ণ-উক্তি।
শক্তি-তত্ত্ব-পক্ষপাতী, কে না ধরাতলে ?
শক্তি যার যত, সেই ততদূর বলে।
কহে মহাবীর-দাস, "শুন মহোদয় !
"শক্তি-পূজা সত্য, কিন্তু নারী-পূজা নয়।
শক্তি অর্চ্চনিতে, সবে অর্চ্চে শক্তিমান।
নারীমূর্ত্তি-পূজা, তায় কোথা বিদ্যমান ?
কালী-দুর্গা-রূপে শক্তি-অর্চ্চনা যা হয়,
অতি পূর্ব্বে ছিল বলি, না হয় প্রত্যয়।
নারী-মূর্ত্তি-পূজা, যদি সু-প্রাচীন হ'ত,
সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরেও নিশ্চয় রহিত।
ঈশ্বরোপাসনে, নারী-মূর্ত্তিতে অর্চ্চনা।
হোক্ মাতৃ-পূজা, তত শ্রদ্ধায় আসে না।
মনে হয় স্ত্রী-মূর্ত্তিতে,পূজা আধুনিক,
অন্যথায়, ইতিহাসে র'ত অল্পাধিক।"
উত্তরে সন্তান হাসি, "জিজ্ঞাসিলে যদি,
আমার নিকটে ইতিহাস,
স্মরণে যা আছে, অন্য জাতির বিষয়,
করি তার এক পরকাশ।
যীশুখৃষ্ট জন্মিবার শত বর্ষ পূর্ব্বে,
ছিল রাজ্য এশিয়া-মাইনরে,
নাম ক্যাপাডোকিয়া,—ঐশ্বর্য্য-বীর্য্য-বলে,
সু-বিখ্যাত তখন ভূপরে।
ছিল তথা মা-দেবী-মন্দির,
যাত্রী, রোম-রাজ্য হ'তে আসিত তথায়,
আসে মেরিয়াস ভক্তবীর। *

---

* যীশুখৃষ্টের জন্মগ্রহণের শত বৎসর পূর্ব্বে এশিয়া মাইনরে "ক্যাপোডোকিয়া" নামে রাজ্য ছিল। সেই স্থানে মা-দেবীর মন্দির ছিল। রোম, গ্রাস, প্রভৃতি দূরবর্ত্তী দেশ হইতে, সেই মন্দিরে পূজা দিতে যাত্রী আসিত। রোমের প্রসিদ্ধ সেনাপতি মেরিয়াস, যীশুখৃষ্টের

সু-প্রাচীন গ্রীক ছিল, উন্নত যখন,
বীরত্বে পাণ্ডিত্যে সু-প্রধান,
মিনার্ভাদি রমণী-মূর্ত্তিতে উপাসনা,
তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান।

তার পূর্ব্বে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ-অবতারে,
লাঞ্ছিতা করিতে কুটীলাকে,
বিশ্ব-বরণীয়া কালী-মূর্ত্তি ধরি হরি,
বিরাজিতা আয়ান সম্মুখে। *
অম্বিকা-মূর্ত্তিতে বিশ্বজননীর পূজা,
ভক্তিভরে করেন রুক্মিণী।
শ্রীধাম শ্রীবৃন্দাবনে গোপ-গোপী যত,
অর্চ্চিতেন দেবী কাত্যায়নী।

ত্রেতায় শ্রীরামচন্দ্র অর্চ্চেন চণ্ডিকা,
রামচণ্ডীপুরে তা প্রমাণ;
যাত্রী যাঁরা, সমুদ্র-তীরস্থ কণার্কের,
দর্শিয়া আসেন সেই স্থান।

তার পূর্ব্বে দেবীসূক্ত, দৃষ্ট ঋক্-বেদে,
অম্ভৃণ-তনয়া বাক্-উক্তি;
অদ্যাবধি পাঠ্য যাহা, সাধক-মণ্ডলে,
একান্ত অন্তরে, করি ভক্তি।

অতএব আধুনিক কহি কি প্রকারে?
কর ইতিহাস অধ্যয়ন,
সত্য হবে অবগত, পলাবে সন্দেহ,
চিত্তে হবে নব জাগরণ।
বর্ত্তে কাল যত কাল, কালী তত কাল,
কাল-শক্তি কালী;—মূর্ত্তি তার,
দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, কাত্যায়নী, মা অম্বিকা,
অর্চ্চি যত মাতৃ-মূর্ত্তি আর!
বর্ত্তে পূজা, রমণী-মূর্ত্তিতে চিরকাল,
পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমান।

রমণী-শক্তির মূর্ত্তি, দর্শি বিচারিলে,
রমণী প্রসবে শক্তিমান!
সর্ব্বত্র মা-মূর্ত্তি-পূজা-মাহাত্ম্য বিস্তৃত,
দর্শে দিব্য চক্ষু আছে যার।
অর্চ্চে এ ভারতে তত্ত্ব-দর্শী মহীয়ান,
—যে অর্চ্চে, সে প্রাপ্ত-পুরস্কার।

মূর্ত্তি মা কালীর অর্চ্চি, বিপ্র গদাধর,
বিখ্যাত শ্রীরামকৃষ্ণ, প্রণম্য-প্রবর।
সেই রামকৃষ্ণ নামে সঙ্কট-মোচন,
পর্ব্বত শিলঙে, বর্ত্তে আর নিদর্শন।"

বলেন মাধবদাস, "সে বৃত্তান্ত বল।"
সন্তান উৎসাহ-ভরে, কহিতে লাগিল,—
"বিদ্যালয়ে ছিল, এক শিক্ষক সু-জন,
রামকৃষ্ণ-গত-প্রাণ, ভক্তি-শুদ্ধ-মন।

দ্বিপ্রহরে একবার, অগ্নি লাগে ঘরে,
আর্ত্তনাদ, হাহাকার, উত্থিত নগরে।
শিক্ষক শ্রবণ মাত্র ধাইয়া আইল,
নির্ব্বাপিতে অগ্নি, এক গৃহোপরে গেল।
উত্থিত উপরে, গৃহ-রক্ষার্থ যখন,
অগ্নি-শিখা, চতুর্দ্দিকে, করিল বেষ্টন।
"দে জল, দে জল!" বলি, সে করে চীৎকার,
অগ্নি চতুর্দ্দিকে, জল দিবে, সাধ্য কার!

জন্মগ্রহণের ৯৯ বৎসর পূর্ব্বে, সেই মা-দেবীর মন্দিরে পূজা দিতে গমন করেন, তাহা স্মিথ্ সাহেবের লিখিত রোমের ইতিহাসে পাওয়া যায়। "Roman General Marius, after defeating the Gauls, came with his victorious army, to the Ma-Debi's Temple, in Asia Minor, in 99 B. C. (Vide Smith's History of Rome. Page 208.)

* কুটীলার কথায় বিশ্বাস করিয়া, আয়ান শ্রীমতীকে দণ্ড দিতে, মাধবী বনে, খড়্গ হাতে উপস্থিত হইয়া দেখিল, শ্রীমতী তাহাদের আরাধ্যা দেবী মা-কালীর অর্চ্চনা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন কালী-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন কেন? তিনি ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবও হইতে পারিতেন? তাহা না হইয়া কালী হইলেন, তাহার কারণ, তখন বৃন্দাবনধামে কালীই অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন। আয়ানকে তাহাদের উপাস্য দেবীমূর্ত্তি দেখাইলে, তাহার আর সংশয় থাকিবে না। তাই তিনি কালী হইয়াছিলেন।

তখন সমস্ত লোক, তার রক্ষা-তরে,
ভয়োন্মত্ত চিত্তে, শুধু "হায়! হায়!" করে।
দর্শিয়া আসন্ন মৃত্যু, নাহি অন্যোপায়,
"জয় রামকৃষ্ণ!" বলি, বসে সে ঢালায়।
কি আশ্চর্য্য! চতুষ্পার্শ্বে প্রলয়াগ্নি জ্বলে,
তার ঘর যেমন, তেমন মধ্য-স্থলে।
দগ্ধ করি চারিদিক, থামিলে অনল,
পন্থা করে পরিষ্কৃত, সবে ঢালি জল।
নির্ব্বাপিলে অগ্নি, নিম্নে নামি সে আসিল,
হস্ত ধরি সর্ব্বজনে তায় সম্বর্দ্ধিল।
জিজ্ঞাসিলে, সে শিক্ষক কহিল হাসিয়া,
"দর্শি মৃত্যু অনিবার্য্য, মন-বুদ্ধি নিয়া,
দেব রামকৃষ্ণ-পদে করিনু অর্পণ,
সম্বোধি, "কোথায় তুমি, বিপত্তি-ভঞ্জন!
রক্ষা কর, এ মৃত্যু-সঙ্কটে, নিজ দাসে।
ভৃত্য যদি মরে, মহা-কীর্ত্তি তব নাশে।"
দর্শি, দেব রামকৃষ্ণ ভৈরব সাজিয়া,
দৃশ্যমান, চতুষ্পার্শে হস্ত বিস্তারিয়া।
আশ্বাসেন, "শঙ্কা নাহি বিপন্ন সন্তান,"
মাত্র তাঁর করুণায়, আছে মোর প্রাণ।"
দর্শে সবে, শিক্ষকের বদন-মণ্ডল,
ঝলসিত করিয়াছে অগ্নির হিল্লোল।
ঝলসিত বদন দর্শনে কদাকার,
চেষ্টা বহু রূপেও, না হল প্রতিকার,
দর্শিল শিক্ষক, শেষে, স্বপ্নে এক দিন,
যেন দেব রামকৃষ্ণ, সম্মুখে আসিয়া,
কহিলেন, "চড়ক পূজার দিন প্রাতে,
স্নানান্তে উজ্জ্বল হবে ঝলসিত মুখ।
নিশ্চিন্ত অন্তরে সুখে কর অবস্থান।"
বার্ত্তা শুনি, প্রত্যেকের অন্তরে বিস্ময়।
পরস্পরে বলে, "দেখ, সে দিন কি হয়।"
চৈত্র-শেষে চড়ক-পূজার দিন প্রাতে,
প্রত্যুষে সে করিল সিনান,
বিস্ময়ে সমস্ত লোক করিল দর্শন,
সমুজ্জ্বল বিকৃত বয়ান।
কালী-ভক্ত-নামে ঘটে হেন ত্রাণ যদি,
নিশ্চয় মা কালী-নাম পরিত্রাণ-নিধি।
অর্চ্চি নারী-মূর্ত্তি, রামকৃষ্ণ যদি হেন,
নারী-মূর্ত্তি-পূজায় সন্দেহ আর কেন?
মূর্চ্ছা রোগে উমা দেবী মরণ-সঙ্কটে,
মাত্র কালী-নামে, তাঁর পরিত্রাণ ঘটে।
নির্ভর যে করে, কালী-চরণ-কমলে,
দুর্ব্বিপাকে মুক্ত রহে, বহু বহু স্থলে।
সন্তানে সতর্ক দৃষ্টি তাঁর অনিবার,
শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব সাক্ষী এক, তার।
সাক্ষী আমি, রুগ্ন যবে, পথ্যদান-তরে,
পদ্মায় ধরিয়া মৎস্য ফেলায় উপরে। *
সংসার-সমুদ্র নিত্য কু-তরঙ্গময়,
অন্বেষিয়া দেখি, ইথে মুক্ত কেহ নয়।
অঙ্গে প্রত্যেকের, সে তরঙ্গে অভিঘাত।
সুখের আশায়, নিত্য দুঃখের উৎপাত।
কিন্তু যার দৃষ্টি ঊর্দ্ধে, চরণে তাঁহার,
দুঃখের মাঝেও, শান্তি চিত্তে জাগে তার।
প্রাপ্ত কেহ রোগে মুক্তি, প্রাপ্ত কেহ যশ;
উচ্চ জ্ঞান লভি, কেহ পৃথ্বী করে বশ। *
প্রাপ্ত কেহ রাজ্য, কেহ মুক্তি লাভ করে।
দৃষ্টান্ত সুরথ, আর সমাধি ভূ-পরে।
অর্চ্চি মাতৃমূর্ত্তি, ভক্তে এত যদি পায়,
সন্দেহ কি জন্য আর মা-মূর্ত্তি-পূজায়?
বরাভয়দাত্রী সে মা আশ্রয় যাহার,
মৃত্যুপ্রভু মৃত্যুঞ্জয় রক্ষক তাহার।
ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্রে তাকে করেনা ভক্ষণ,
রক্ষা করে, দ্বারে বসি, প্রহরী-মতন।

* স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি। পরিশিষ্ট দেখুন।

সাক্ষী তার ত্রিপুরেশী-ক্ষেত্রে পরচার।"
সুধান মাধবদাস, "তাহা কি প্রকার ?"
উত্তরে সন্তান, "ক্ষেত্র করিতে দর্শন,
ইচ্ছা হল,—কুমিল্লায় গিয়া,
প্রাপ্ত পরিচিত দশ মূর্ত্তি গৃহত্যাগী,
চলিলাম একত্র হইয়া।

ক্ষেত্র সে উদয়পুরে,—যাহা এক দিন,
ত্রিপুরার রাজধানী ছিল।
ছিল তথা উর্ম্মীময় সিন্ধুর সমান,
নিত্য উৎসবের কোলাহল।

ছিল যাহা রম্য হর্ম্ম্যে সজ্জিত, এক্ষণে
দুর্ভেদ্য জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন।
পার্ব্বত্য ত্রিপুরা জাতি শ্বাপদ শিকারে,
নাহি তথা হিংস্র পশু ভিন্ন।

বর্ত্তে অতি ক্ষুদ্র এক বাজার তথায়,
মাত্র দশ দোকানী তাহাতে!
মন্দিরে তিনটী মাত্র সেবক পূজারি,
সেবার্চ্চনা যাহাদের হাতে।

বন্দোবস্ত থাকিলেও ত্রিপুরাধিপের,
বৎসরেও নাহি দরশন,
ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী রাজ-রাজেশ্বরী,
বনবাস তাঁহার এখন!

অতীত সমৃদ্ধি-চিহ্ন এক্ষণো তথায়,
দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণে।
সজ্জন সাধক তথা এক্ষণেও যান,
ত্রিপুরেশী-ক্ষেত্র দরশনে।

দীর্ঘ দীঘি জগন্নাথ, হাসে স্বচ্ছ নীরে,
রম্য তীর সুশোভিত, সুরম্য মন্দিরে।
মন্দিরে বিগ্রহ নাহি, আছে কুমিল্লায়,
অলঙ্কার নাহি যেন সুন্দরী কন্যায়।

দীর্ঘিকার তীর বাহি, দিবসাবসানে,
ভক্ত এক চলে, একা মন্দির দর্শনে।
কি সুদৃঢ় মন্দিরের নির্ম্মাণ কৌশল!
আর কত সুনির্ম্মল দীর্ঘিকার জল!
কি সুন্দর প্রস্তরে বাঁধান ঘাট তার!
নিরীক্ষিয়া, মনে মনে বলে "চমৎকার!"

মন্দির-সম্মুখে বসি লাগিল ভাবিতে,
"রঙ্গময়ী কি রঙ্গই করিছে মহীতে!
কল্য যথা ছিল রাজ-রত্ন-সিংহাসন,
অদ্য তথা ব্যাঘ্র-ভল্লু, করে বিচরণ।
নির্ম্মেছিল যে নগর, গেল সে কোথায়,
দর্শে না কি, এক্ষণে কি দুর্দ্দশা হেথায়!
দৃশ্যমান ছিল যথা সুরম্য প্রাসাদ,
এবে তথা বংশ-বন, বন্য-করি-নাদ।
গন্ধর্ব্বে-কিন্নরে যথা করিত কীর্ত্তন,
অপ্সরী-কিন্নরী যথা করিত নর্ত্তন,
আনন্দে তথায়, এবে ডাকে ফেরুপাল।
চন্দ্রাতপ-পরিবর্ত্তে ঊর্ণ-নাভ জাল!

অত্যাচারী মহারাজ ছিল যে সকল,
অন্তর্হিত কোথা তারা লইয়া স্ব-দল!
নাই সে প্রহরী আর, অস্ত্র-শস্ত্র নিয়া,
শঙ্কিত করিতে ভদ্র পথিকের হিয়া।

নাহি সে বিচারালয়, যথা সু-বিচার-
নামে হ'ত, দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার!
সন্তোষিতে নরপালে, যথা বিচারক,
নির্দ্দোষ দুর্ব্বলে ছিল শাস্তি-হন্তারক।
সত্য-ন্যায়, পদ-তলে, করিয়া দলন,
নিত্য হত যে স্থানে বিচার-প্রহসন।

নির্জ্জন সে স্থান এবে,—নিস্তব্ধ, নীরব,
অন্তর্হিত কাল-চক্রে, দম্ভদর্প সব।
অন্তর্হিত সব,—মাত্র বর্ত্তে বিবরণ
কীর্ত্তনে যা নিঃশঙ্ক হইয়া সর্ব্ব জন।
ধন্য কাল! ধন্য তব সৃজন-প্রলয়!
কল্য রাজধানী!—অদ্য কি জঙ্গলময়!

রাজত্ব-প্রভুত্ব,—যার জন্য মূঢ় নর,
অহঙ্কারে আত্ম-দৃষ্টিহীন, নিরন্তর,
দম্ভে-দর্পে দুর্ব্বলে করিয়া আক্রমণ,
লুণ্ঠিয়া সর্ব্বস্ব, করে তীব্র নির্য্যাতন,
কতক্ষণ থাকে তারা ?—চক্ষুর পলকে,
চলে যায়, নভে যেন বিদ্যুৎ চমকে !

কত স্থানে, ধর্ম্মাধর্ম্ম ভুলিয়া বর্ব্বর,
দগ্ধে আত্মসুখ-জন্য, অন্যের অন্তর।
বর্ত্তে সে ক' দিন !—করে কি সুখ সম্ভোগ ?
অগ্রে তার পুরস্কার দুরারোগ্য রোগ !
আর্ত্তনাদে, যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ;
মৃত্যু-শেষে, পৃথ্বী-হ'তে, দেয় খেদাড়িয়া।
ইহাই ত, দুর্জ্জনের, নিত্য পুরস্কার !
দর্শে, তবু সতর্ক না হয় একবার !

কি রঙ্গ সে রঙ্গিণীর ! কি পরিবর্ত্তন !"
চিন্তায় ঘটিল, কিছু আত্ম-বিস্মরণ।
প্রবেশিল মন্দিরের মধ্যে আন মনে,
দর্শিতে লাগিল দৃশ্য, সতৃষ্ণ নয়নে।

অজ্ঞাতে আগতা সন্ধ্যা, লইয়া আঁধার।
সহসা মন্দির-দ্বারে, ব্যাঘ্রের হুঙ্কার।
কর্ত্তব্য-বিমূঢ়-চিত্তে, পার্শ্বে লুকাইয়া,
রহিল সে "জয় কালী কল্যাণী !" বলিয়া।

ভ্রান্তি-রূপা কালী, ব্যাঘ্র-অন্তরে জাগিয়া,
রক্ষিল, হরিয়া লক্ষ্য, ঘুম পাড়াইয়া।
ঘুমান্তে শার্দ্দূল, মহা গর্জ্জন করিয়া,
প্রস্থানিল মহাবনে, মন্দির ছাড়িয়া।

সঙ্গী তার তখন শ্রীহনুমান দাস,
ভগবান দাস,—আর মহাবীরদাস।
এই ধীরানন্দ,—আর এই নরোত্তম,
প্রত্যেকেই তার জন্য চিন্তিত বিষম।

সূর্য্য নভে সমুদিলে, সমস্তে মিলিয়া,
অন্বেষিতে আসিলেন, মন্দিরে ধাইয়া।
হৃত-জ্ঞান তাহাকে করিয়া দরশন,
যত্ন করি, মূর্চ্ছা ভাঙ্গি, করেন চেতন।"

রত্নগিরি কহে, "রক্ষে প্রাণ, পলাইয়া।
দর্শিব মা কালী-কৃপা, তাহাতে কি দিয়া ?"
উত্তরে সন্তান, "স্থূল দর্শনে, তা বটে,
কিন্তু, ভিন্ন তাঁর কৃপা, রক্ষা কোথা ঘটে ?
গন্ধে যে শার্দ্দূল করে শিকারান্বেষণ,
সম্মুখে শিকার, নিদ্রা তাহার কেমন ?

সঙ্কটে যে পড়ে, হয় শূন্য-অন্যোপায়,
রক্ষা-জন্য একাগ্র অন্তরে ডাকে তাঁয়,
মুক্ত যবে, সে করুণা উপলব্ধি তার।
সঙ্কটের অবস্থা সম্পদে, বোঝা ভার।"

জিজ্ঞাসেন শ্যামানন্দ সস্নেহ বচনে,
"মা মন্ত্র উৎপন্ন হল, কোথায় কেমনে ?"

উত্তরে সন্তান ধীরে, করিয়া প্রণাম,
"সাধ্য কার বর্ণে, কোথা উৎপন্ন মা নাম !
বর্ত্তমানে যত জাতি বর্ত্তে এ ধরায়,
মা-মন্ত্র সু-রূপান্তরে, সমস্ত ভাষায়।
সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, ডাকে "মা" বলিয়া
"মা" শব্দ প্রথমে ফুটে, দর্শি পরীক্ষিয়া।

পুনঃ পুনঃ মা শব্দ করিয়া উচ্চারণ,
নষ্ট করে জিহ্বার জড়ত্ব শিশুগণ।
মা-শব্দ-সাধন-বলে, অন্য শব্দ ফুটে,
অক্ষর ধরিয়া, যেন শব্দ-গ্রামে উঠে।
শব্দ সাধনার তন্ত্রে, মা-মন্ত্র প্রথম,
সাধ্য কার নির্ণবে মা-মন্ত্রের জনম !

তুমি, আমি, এ সংসারে সন্তান যেমন,
দেহধারী মাত্রে তাঁর সন্তান তেমন।
রাম, কৃষ্ণ, আচার্য্য শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য,
বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ, অন্য,
প্রত্যেকের রসনাগ্রে "মা"-নাম প্রথমে ;
উচ্চারিত স্বভাবতঃ, প্রকৃতি-ধরমে।

উচ্চারি মা-নাম, শিশু মাতৃ-তত্ত্বে যায়,
ভিন্ন মা, জানেনা অন্য, তন্ময় সে মায়।

মাকে না দর্শিলে, শিশু হয় হত-জ্ঞান।
দুঃসহ বেদনে, যেন, যায় তার প্রাণ।
এ হেন মা-নাম-মন্ত্র কে ভুলে জীবনে ?
সন্তানে শিখায় সবে, পুরুষানুক্রমে।

অতএব যতকাল, সৃষ্ট লোক-ধাম,
উচ্চারে সন্তান, তত কাল "মার" নাম।
চিন্তা করি আদি অন্ত, তত্ত্বদর্শিগণ,
এ মন্ত্রের মূল তত্ত্বে করেন গমন।
দর্শেন প্রণব হ'তে উমার উৎপত্তি,
"উমা" হ'তে "মা" হইল ইহা উপপত্তি।
কালী, আর প্রণবে, পার্থক্য কিছু নাই।
তত্ত্বতঃ উভয়ই এক, বিচারিলে পাই।

কালী-ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-শক্তি-মূর্ত্তি হন।
সৃজন-পালন-লয় কার্য্য সর্ব্বক্ষণ।
সৃজনাদি তিন কার্য্য, কালে ঘটিতেছে।
অথবা, কালের শক্তি কালী, করিতেছে।

সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কালী, কালী নাম নিলে,
ত্রিশক্তি, সে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব, উচ্চারিলে।
উচ্চারিতে সেই তিন, প্রণব উচ্চারি।
ঐক্য কালী-সঙ্গে, তাই প্রণবে নেহারি॥

সন্তানের আদি-অন্ত, জানে মা সকল,
সন্তান বলিতে জানে, মাকে মা কেবল।
জন্ম, কোথা মা-মন্ত্রের সন্তান না জানে,
শিক্ষা তার, সর্ব্ব-অগ্রে জননীর স্থানে॥

মাত্র মা বলিলে, শুদ্ধ প্রণবোচ্চারণ ;
মা-মন্ত্র-সাধনে, অতি অল্পে শুদ্ধ মন।
শুদ্ধ-চিত্ত, অতি অল্পে, বিশ্ব করে বশ।
সন্তান যে, মার নামে, প্রাপ্ত মহা যশ।
বেশ্যা যারা, দুর্ব্বিনীতা চূড়ান্ত সীমায়,
মা-মন্ত্রে তারাও নম্রা চাঁদাই-কোণায় !"

বলেন মাধবদাস, "সে বৃত্তান্ত বল।"
সম্ভ্রমে সন্তান বার্ত্তা কহিতে লাগিল,
"রামকৃষ্ণ নৃপতির ক্ষেত্র সাধনার,
বগুড়া-ভবানীপুরে, যাই একবার।
ভবানী ঠাকুর তথা সিদ্ধ মহাজন,
উদ্দেশ্য প্রধান, তাঁকে করিব দর্শন॥

স্বামী হরানন্দ,—ব্রহ্মচারী সে গোপাল,
চৌধুরী গোবিন্দ, সাধু রামানন্দ লাল,
ইত্যাদি সাধকবৃন্দ তথা বিদ্যমান ;
ক্ষেত্র ছিল সমুজ্জ্বল, তীর্থের সমান॥

চাঁদাই-কোণায় বর্ত্তে বিস্তৃত বন্দর,
মধ্যে যার, বাস করে, বেশ্যা শত ঘর।
সে বড় বন্দরে, আমি প্রবেশি যখন,
সঙ্গে মোর, ছিল এক নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ।
*ম্যাজেষ্টেট্ আফিসের প্রধান কেরাণী।
ভক্ত, কিন্তু পদ-মর্য্যাদায় অতি মানী।

বর্ত্তে সেই স্থানে এক বঙ্গ-বিদ্যালয়,
পণ্ডিত যাহার, অতি ভক্ত সদাশয়।
যত্ন করি, আমা দোঁহে, নিয়া নিজ ঘরে,
বিশ্রামিতে, দিন মাত্র, অনুনয় করে।
মুগ্ধ, অনুনয়ে তার, হইয়া তখন,
সে স্থানে, সে দিন মোরা রহিনু দু জন।
শ্রান্ত-ক্লান্ত-দেহ, মোরা পথ-পর্য্যটনে ;
তিষ্ঠি ক্ষণ, চলিলাম সিনান-কারণে।

উপস্থিত, করতোয়া-সৈকতে যখন,
দর্শি, ঘাটে স্নান করে, বেশ্যা বিশ জন।
লজ্জা-হীনা গণিকা, অন্তরে নাহি ডর।
চিন্তিল, মো দোঁহে যেন বাজীর বানর।

বিপ্র উঠে ডুব দিয়া, মন্ত্র উচ্চারিয়া,
বেষ্টি, তারা অঙ্গে দেয় জল ছিটাইয়া।

---

* বাবু ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী, ময়মনসিংহ ম্যাজেষ্ট্রেট আফিসের হেড্ ক্লার্ক, বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণ। আমার সঙ্গে একমাস ভ্রমণ করেন। ১৩০৭ সালে পূজার ছুটিতে।

ব্রাহ্মণ, সক্রোধে তাহে, করে তিরস্কার।
উচ্চে হাসি, দেয় জল, করিয়া চীৎকার।

দর্শি নাহি অন্যোপায়, সন্নিকটে গিয়া,
যুক্ত-করে, সম্বোধিনু আমি, "মা" বলিয়া,
"সন্তান পাইলে দুঃখ, অন্য কোন স্থানে,
জানায় সে বার্ত্তা, তার মার সন্নিধানে।
কিন্তু সেই মা-ই, যদি আরম্ভে প্রহার,
"মা" বলিয়া, কান্না ভিন্ন, উপায় কি আর !!

সন্তানের মহাশ্রয় জননী তোমরা।
আশ্রিত এ নিরাশ্রয় সন্তান আমরা।
অন্যে জল ছিটাইলে, তোমাদিগে ডাকি,
বলিতাম,—প্রতিশোধে চিন্তাহীন থাকি।

কিন্তু, যদি তোমরাই, সে জল ছিটাও,
"মা" বলিয়া কান্না ভিন্ন, কি আছে বুঝাও।"
শুনিয়া "মা" সম্বোধন, গণিকার দল,
নিঃশব্দে উঠিল তীরে, তেয়াগিয়া জল।
চলিলাম গৃহে মোরা, স্নান সম্পাদিয়া,
পশ্চাতে চলিল তারা, শির নোয়াইয়া ॥

সন্ধ্যা-পূজা করিলাম, মোরা যতক্ষণ,
নিস্পন্দ-হইয়া, সবে করিল দর্শন।

জিজ্ঞাসিনু তার পরে, "কেন দাঁড়াইয়া ?"
প্রবীনা রমণী এক, নয়ন মুছিয়া,
যুক্ত-করে কহে, "দেব, মোরা পিশাচিনী,
জগদ্ধাত্রী-পুত্রে মোরা কভু নাহি চিনি।

দুর্ম্মতি-দুর্জ্জন-সঙ্গে রহি রাত্রি-দিন,
সজ্জন-সাধকে, চিত্ত শ্রদ্ধা-ভক্তিহীন।
প্রেত-বুদ্ধি রাক্ষসীকে, মাতৃ-সম্বোধন,
সর্পিণীকে "দয়াময়ী" বলি, বিশেষণ।

অন্য কিছু আমাদের প্রার্থনার নাই,
করিয়াছি অপরাধ, তার ক্ষমা চাই।"

পূর্ণ অনুতাপানলে সেই অনুনয়,
উৎপাদিল আমাদের অন্তরে বিস্ময়।

উত্তর কি দিব, কিছু বুঝিবারে নারি,
মনে বলি, "জগদ্ধাত্রি ! এ খেলা তোমারই।"

উত্তরিনু, "সন্তানে জননী-ব্যবহার,
যে ভাবেই হোক্, নাহি অপরাধ তার।
স্নেহময়ী মা তোমরা, আমরা সন্তান।
আশীর্ব্বাদ কর, হোক্ "মাতৃ-বুদ্ধি-জ্ঞান।"

উত্তর শ্রবণে, নমি ভূমিষ্ঠ হইয়া,
অশ্রু মুছি, যায় গৃহে অনুতপ্ত-হিয়া।

শঙ্খিনীর দর্প, চূর্ণ মার নামে হয়,
প্রাপ্ত তথা তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয়।
সঞ্চারিত শীতলতা, হয় তপ্ত চিতে,
প্রাপ্ত নহি মা-নামের উপমা মহীতে।

বেশ্যা যদি মা বলিলে পদানতা হয়,
বিশ্বে আর অসম্ভব তা হলে কি রয় ?
মা-মন্ত্র সাধন-ক্ষেত্রে সুমঙ্গলালয়।
যে স্থানে যে থাক, হও মা-নামে তন্ময়।

অর্চ্চনে যে, মা-মন্ত্রে সে পরমা প্রকৃতি,
ধন্য তার উপাসনা, পুণ্যে তার গতি।
বৃক্ষ-পত্র বায়ু-ভরে নৃত্যে যে সময়,
নেত্র তার, দর্শে নৃত্য-কালী-অভিনয়।

অভ্রভেদী পর্ব্বতের সম্মুখে আসিয়া,
দর্শে সে, পর্ব্বত কালী আছে দাঁড়াইয়া।
বিস্তৃত প্রান্তরে দর্শে, শবরূপ ধরি,
সন্তান-পালন-জন্য শায়িতা শঙ্করী।
ব্রহ্মময়ী মাকে তার সর্ব্বত্র দর্শন,
মুক্ত তাপত্রয়ে, তার তুল্য কে কখন ?"

সুধান মাধবদাস, "ভাবরাজ্য কোথা ?
কহ শুনি, কি প্রকার কার্য্যাকার্য্য তথা !"

উত্তরে সন্তান, "হলে দিব্য-চক্ষু-লাভ,
দর্শে দিব্য দরশনে, সে রাজ্যের ভাব।
বুদ্ধি-ভেদ সে সময় হয় অন্তর্হিত।
সর্ব্বভূতে নিজ ইষ্ট দর্শে অবিরত।

শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ

"দেব দেব মৃত্যুঞ্জয় বাবা বিশ্বনাথ"

আশপচ-ব্রাহ্মণের মধ্যে কেহ আর,
অস্পৃশ্য, বা অনাত্মীয়, না রহে তাহার।
চক্ষু হয় প্রেমময়, শত্রু-মিত্র-জ্ঞান-
শূন্য সদা ;—সর্ব্বত্র সে দর্শে ভগবান।

দুঃখে-সুখে তুল্যানন্দে মগ্ন তার মন,
জন্ম-মৃত্যু নাহি হয়, উদ্বেগ-কারণ।
পরিত্যক্ত তার চক্ষে, ধর্ম্ম সামাজিক।
শুচি-মুচী তুল্য,—বিশ্ব-প্রেমের প্রেমিক।"

জিজ্ঞাসেন নিত্যানন্দ, সন্তানে সদয়,
"জীবন-মুক্ত কাকে বলে, কি প্রকার হয় ?"
উত্তরে সন্তান, "যার না রহে বন্ধন,
মুক্ত, কিংবা জীবন-মুক্ত, সেই মহাজন।

যোগ-রাজ্যে জীবন-মুক্ত সমাধিস্থ নর,
ভাব-রাজ্যে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-বুদ্ধি-ধর।
কর্ম্ম-রাজ্যে আত্ম-সুখ-নির্ব্বাসনা-মন,
ভক্তি-রাজ্যে ইষ্ট-পদে তন্ময় যে জন।"

বলেন মাধবদাস, "ভক্তি রাজ্যে যাঁরা
জীবন-মুক্ত, কি প্রকার কর্ম্মী হন তাঁরা ?"
উত্তরে সন্তান, "করি ইষ্ট-নামাশ্রয়,
শুদ্ধাচারে অগ্রে তাঁরা নির্ম্মল-হৃদয়।
স্থির উপলব্ধি, এই জগৎ নশ্বর,
স্থিরচিত্তে, ভগবানে, বিশ্বাস-নির্ভর।
ছিন্ন সে সময়, সর্ব্ব মায়ার বন্ধন,
ইন্দ্রিয়-ভোগেচ্ছা যায়, ভক্তিময় মন।
সুদৃঢ় বৈরাগ্যে, দেহে আত্মবুদ্ধি যায়,
ভক্ত তিনি জীবন-মুক্ত, মৃত্যু নিজেচ্ছায়।

দৃষ্টান্ত শ্রীরঘুনাথ, জাহ্নবী-কিনারে,
চিত্ত যাঁর, তাপত্রয়ে স্পর্শিবারে নারে।
জগদ্ধাত্রী কালী-পদে অচঞ্চল-মন,
সত্যে সমাসীন, মুক্ত-সংসার-বন্ধন।
উপযুক্ত পুত্র-নাশে মানুষ উন্মাদ,
অর্থতরে করে নরে কত বিষম্বাদ।
কিন্তু দেব রঘুনাথ, জগদ্ধাত্রী-ভক্ত,
ভক্ত্যানন্দে এ সমস্ত অনুবন্ধে মুক্ত।

গৌরবের পুত্র-নাশে, নাহি শোক-লেশ,
দর্শি অর্থে অনাসক্তি, কীর্ত্তি গায় দেশ।
ভক্তির কবিত্বে, ভক্ত-লোক বিমোহিত।
গৌরবে তাঁহার, বর্দ্ধমান সম্বর্দ্ধিত।" *

বলেন মাধবদাস, "ভক্তগুণ গাও,
ভকত-বৎসল-শিব-মাহাত্ম্য শুনাও।"

"মাহাত্ম্য শুনাব ?"—ধীরে কহিল সন্তান,
"কাশীর ঘটনা, তার এক পরমাণ।
সিমন-চৌহাট্টা লেনে, গুরু একজন,
ক্ষুদ্র এক গৃহের ভিতরে,
পাঠশালা করে, ছাত্র মাত্র শিশুগণ,
অর্থ-লোভ অত্যন্ত অন্তরে।
ছাত্র-মধ্যে এক শিশু, —অষ্ট বর্ষ তার
বয়ক্রম,—ধনীর সন্তান।
অঙ্গে তার অলঙ্কার সহস্র মুদ্রার,
গুরুপ্রতি মহাভক্তিমান।
সৌন্দর্য্য যেমন, বাক্যে মাধুর্য্য তেমন,
অন্তর সরল অনিবার।
অন্তরে গুরুর, লোভ, হত্যা করি তায়,
অপহরে অলঙ্কার তার।
তৃষ্ণার্ত্ত একদা শিশু, গুরুকে কহিল,—
"কণ্ঠ মোর শুষ্ক পিপাসায় !"
গুরু কহে, "এ স্থানে কোথায় জল পাব ?
চল্ তবে আমার বাসায়।"
সঙ্গে নিয়া শিশু, গুরু চলিল নিভৃতে,
ক্ষুদ্র গৃহ, ক্ষুদ্র সে প্রাঙ্গণ,
চতুর্দ্দিকে ত্রিতল, চৌতল, গৃহ-রাজি,
অর্দ্ধ অন্ধকারে সর্ব্ব ক্ষণ।
গৃহ-বারাণ্ডায়, শিশু রাখি বসাইয়া,
জল-জন্য গৃহ-মধ্যে গেল।

* পরিশিষ্ট দেখুন।

জল-পরিবর্ত্তে, রজ্জু, সুবৃহৎ ছুরি,
হস্তে করি, গুরু বাহিরিল।
শিশুকে ধরিয়া শেষে, বান্ধিতে লাগিল,
শিশু কহে, "গুরু, এ কি কর ?"
গুরু কহে, "বধি তোকে লব অলঙ্কার।"
শিশু কহে, "এই লও ধর।
শিষ্য আমি,—তুমি গুরু,—মোর অলঙ্কার,
তুমি নিবে বাধা কি ইহাতে ?"
গুরু কহে, "দিলেও এক্ষণে, যবে তুই,
যাবি তোর পিতার সাক্ষাতে,
জিজ্ঞাসিলে তোকে, তুই কহিবি তখন,
'গুরু তাহা নিয়াছে কাড়িয়া'।
শুনি, তোর পিতামাতা আনিয়া পুলিশ,
যাবে মোকে বাঁধিয়া লইয়া।
বিচারে হইবে দণ্ড,—যাব কারাগারে,
তার চেয়ে তোকে যদি এবে,
হত্যা করি, অলঙ্কার লইয়া পলাই,
কেহ নাহি ধরিতে পারিবে।"
শিশু কহে, "সত্যই ত, জিজ্ঞাসিলে পিতা,
মিথ্যা কথা কহিব কেমনে ?
তার চেয়ে হত্যা করি, লহ অলঙ্কার,
গুরু তুমি আমার যখনে !
কিন্তু গুরু, তুমি ত করিলে হত্যা মোরে,
আমি এবে কি করিব বল ?"
গুরু কহে "বল্, জয় বাবা বিশ্বনাথ !
পরকালে ঘটিবে মঙ্গল।"
শিশু, গুরু-বাক্য শুনি, কহিতে লাগিল,
"জয়, জয়, বাবা বিশ্বনাথ !"
রাজরাজেশ্বর যিনি, শিশুর আহ্বানে,
করিলেন কৃপা-দৃষ্টি-পাত।
গুরু তবে, শিশুকে উপুড় করি ভূমে,
ঘাড়ে ছুরি টানিতে লাগিল।
কিন্তু ধারশূন্য ভোঁতা ছুরিকায় ঘাড়ে,
শিশুর যন্ত্রণা অতি হল।
চর্ম্ম কিছু যাইল কাটিয়া।
পেশীতে বাধিল যবে, অতি যন্ত্রণায়,
কহে শিশু, গুরুকে উঠিয়া,
"গুরু এক কর্ম্ম কর, পাথরে ঘসিয়া,
ছোরায় বান্ধিয়া লহ ধার,
তার পরে কাট ঘাড়, অনা'সে কাটিবে,
লাঘব ঘটিবে যন্ত্রণার।"
শিশু-বাক্যে গুরু অতি সন্তুষ্ট-হৃদয়,
বারাণ্ডায় পাটার উপরে,
ঘসিতে লাগিল ছোরা, অতি ব্যস্ততায়,
ব্যস্ততায় পাটা ঘন নড়ে।
হস্ত দূরে সরাইয়া পাতিবার তরে,
পাটাখানা যেমন উঠায়,
ছিল পাটা-নিম্নে সর্প, কুণ্ডলী করিয়া,
উঠি, গুরু বাঁধে হাতে-পায়।
সর্পের বন্ধনে গুরু যাইল পড়িয়া,
মৃত্যু-ভয়ে আরম্ভে চীৎকার।
চীৎকারে আসিল লোক ধাইয়া রাস্তার,
—এল যত ছাত্র ছিল তার।
দর্শিয়া অপূর্ব্ব, অতি অদ্ভুত ঘটনা,
সংবাদ পুলিশে দেওয়া গেল।
আসিল পুলিশ, তার পঙ্গপাল সহ,
দৃশ্য দেখি, বিস্ময়ে পূরিল।
দুর্জ্জনে ছাড়িয়া, দেব সর্পরাজ তবে,
ধর্ম্ম রক্ষি, নিজ স্থানে গেল।
ডেপুটী অক্ষয়বাবু, প্রাপ্ত অধিকার,
নিকটে তাঁহার বাসা ছিল।
সম্মুখে তাহার, গুরু স্বীকারিল দোষ, *
দারোগা তা লইল লিখিয়া।

* ডেপুটী ম্যাজেষ্ট্রেট বাবু অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, তখন পেন্‌সেন নিয়া কাশীবাস করিতেছিলেন, ২০ নং সিমনচৌহাট্টা লেনে ছিলেন।

হল মকদ্দমা, জজ করিল বিচার,
দশ বর্ষ কারাগারে দিয়া।”
বলেন শ্রীপূর্ণানন্দ সস্নেহ বচনে,
“বিশ্বনাথ-কৃপা-নিদর্শন,
জান যদি, আরো বল, সন্ন্যাসি-মণ্ডল,
আগ্রহে তা করিবে শ্রবণ।”
কহিল সন্তান, “দেব-দেব বিশ্বনাথ”
যত কৃপা যে পায় যে স্থানে,
সমস্ত তাঁহার কৃপা, তত্ত্বদর্শী যারা,
দিব্য দরশনে তাহা জানে।
মহামুনি মার্কণ্ডেয়, ভূমিষ্ঠ হইয়া,
পূর্ব্ব-কৃত তপস্যার ফলে,
জন্মমাত্র অবগত, নিজ পরমায়ু,
মাত্র পঞ্চ বর্ষ ভূমিতলে।
তত্ত্ব জানি, মহর্ষির মুখে হাস্য নাই,
জন্মাবধি বিষণ্ণ অন্তর,
তিন বর্ষ অতিক্রান্ত হইল যখন,
নেত্রে জল-ধারা নিরন্তর।
একদিন পিতৃদেব সন্নিকটে ডাকি,
জিজ্ঞাসেন সস্নেহ বচনে,
“সর্ব্বদা কি জন্য তুমি বিষণ্ণ-বদন ?
অশ্রু কেন তোমার নয়নে ?
দরিদ্র-মহর্ষি-গৃহে জন্মিয়াছ বলি,
অর্থ-সাধ্য বিলাস-সম্ভোগে,
সম্ভাবনা নাহি, কিংবা এ স্থানে তোমার,
অসুবিধা ইচ্ছা-মত ভোগে,
ইত্যাদি চিন্তায়, মনে দুঃখ কি তোমার ?
তাই কি সর্ব্বদা ক্ষুণ্ণ মনে,
রহ তুমি ?   কহ সত্য,—তোমার নিমিত্ত,
মোরাও দুঃখিত সর্ব্ব ক্ষণে।”

উত্তরেন মার্কণ্ডেয় “মহর্ষি-গৌরব !
কহি সত্য,—জিজ্ঞাসিলে যদি,
বিলাস-বিষত্ব, আমি আছি অবগত,
বহু জন্ম ভোগেচ্ছা-বিরোধী।
তার জন্য কখনও দুঃখিত না আমি।
বহু জন্মার্জ্জিত পুণ্য-ফলে,
জন্মিয়াছি ঋষিকুলে, রাজৈশ্বর্য্যশালী,
ভূপ যথা, লুণ্ঠে ভূমি-তলে।
তপস্যার ক্ষেত্র যথা, যথা যজ্ঞ-হোমে,
নিত্য সর্ব্ব দেব-সমাগম,
যথা ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতী মনস্বি-মণ্ডলে,
নিত্য ব্রহ্ম-বিদ্যানুশীলন।
পুণ্য ক্ষেত্রে জন্মিয়াছি, এ গৌরবে সদা,
চিত্ত মহানন্দে পূর্ণ মোর।
কিন্তু এ সৌভাগ্য মোর, প্রায় ফুরাইল,
চিন্তি, ক্ষোভে সর্ব্বদা বিভোর।”
জিজ্ঞাসেন পিতৃদেব, কিসে ফুরাইল ?”
মার্কণ্ডেয় স-জল নয়নে,
উত্তরেন, “মাত্র আর দুই বর্ষ মোর,
বর্ত্তে আয়ু, এ মর্ত্ত্য ভুবনে।”
হাস্য করি পিতৃদেব কহিলেন তবে,
“এই কথা ?—ইহার নিমিত্ত,
বিষণ্ণ অন্তরে তুমি রহ রাত্রি দিন ?
—ঝরে অশ্রু, অপ্রসন্ন-চিত্ত ?
কেন তুমি এতদিন বল নাই মোরে ?
—আয়ু-ক্ষয় কি নিমিত্ত হবে ?
মোর গৃহে আয়ু-ক্ষয় ?—মৃত্যু যদি আসে,
নিশ্চয় জানিও, সে মরিবে।
দেব-দেব মৃত্যুঞ্জয়, বাবা বিশ্বনাথ,
মৃত্যু যাঁর ভৃত্য আজ্ঞাবহ,
অন্তরে বাহিরে মোর, তিনি বিদ্যমান,
রক্ষক আমার অহরহ।

তখন তিনি স্বাক্ষর করিলে সকলে পেনসেন্ পাইত। তাঁহার সম্মুখে কোন মকদ্দমার সাক্ষী দিলে তাহা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজেষ্ট্রেটের নিকটে সাক্ষীর সমান হইত। এই মকদ্দমায় তিনি সাক্ষী ছিলেন।

তুষ্ট অতি অল্পে, চরণাশ্রিত-পালক,
সিন্ধু করুণার, দীনাশ্রয়।
অর্চ্চে যে তাঁহাকে, বৎস! এ মহীমণ্ডলে,
রহে কি তাহার মৃত্যু-ভয়?
তুঙ্গ গিরি-শৃঙ্গোপরি বসতি যাহার,
নিম্ন ভূমে গর্জ্জিলে শার্দ্দূল,
শঙ্কা কি তাহার হয়, সিন্ধু অতিক্রমি,
দুস্তর কি গোস্পদের কূল?”
হৃষ্ট, শুনি মার্কণ্ডেয়, পিতার নিকটে
লভি দীক্ষা, দেব মৃত্যুঞ্জয়-
অর্চ্চনায় বসিলেন,—মহা ভক্তিমান,
বিশ্বনাথ-চরণে তন্ময়।
পূর্ণ হল পঞ্চ বর্ষ, হল আয়ু-ক্ষয়,
এল মৃত্যু, অনুচর-সহ,
পুণ্য তেজে, মার্কণ্ডেয়, মহাতেজস্বান,
মৃত্যু-চক্ষে, সে তেজ দুঃসহ।
গেল মৃত্যু, ধর্ম্ম-রাজ শমন-সদনে,
কহিল, “সে মার্কণ্ডেয়ে আর,
মৃত্যু আমি অসমর্থ, অনুচর-সহ,
আনিবারে সম্মুখে তোমার!”
শুনিয়া সমস্ত বার্ত্তা, মহিষেন্দ্রে চড়ি,
মার্কণ্ডেয়ে নিতে এল যম,
কণ্ঠে কাল-রজ্জু বাঁধি, টানিতে লাগিল,
করি ধর্ম্ম-দণ্ড উত্তোলন।
মার্কণ্ডেয়, শিব-লিঙ্গ ধরি জড়াইয়া,
“কোথা তুমি সন্তান-রক্ষক?”
বলিয়া যেমন ডাকা,—লিঙ্গ ভেদ করি, *
উঠিলেন কাল-কালান্তক!
জ্বলন্ত ত্রিশূল করে, প্রলয়াগ্নি ভালে,
নেত্রত্রয়ে ত্রিলোক চমকি,
ধ্বংসিতে শমনে, মূর্ত্তি মহা ভয়ঙ্কর,
ধর্ম্মরাজ জিজ্ঞাসেন এ কি?

বিশ্ব-নাথ তুমি, বিশ্বে তোমারি ইচ্ছায়,
জন্ম-মৃত্যু-স্রোত বহমান,
পূর্ণ হলে কাল, জীবে যাইব লইয়া,
ইহাই ত, তোমারি বিধান!
কার্য্য করিতেছি, তব আজ্ঞা শিরে ধরি,
করিয়াছি ইথে কি অন্যায়?
ক্ষীণ-আয়ু মার্কণ্ডেয়, যাবে মৃত্যু-লোকে,
তাতে কেন ধ্বংসিবে আমায়?
অদ্য তবে বুঝিলাম, শিবার্চ্চিবে যারা,
“শিব, শিব,” বলিবে বদনে,
মৃত্যু-হীন অধিকার, তাহাদের প্রতি,
মৃত্যু-জয়ী তারা এ ভুবনে।”
জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মরাজ মার্কণ্ডেয়ে তবে,
“কহ বৎস! প্রার্থনা কি তব?”
উত্তরেন মার্কণ্ডেয়, “কল্প-তরু-তল-
বাসীর প্রার্থনা অসম্ভব।
প্রার্থনা এখন, বাবা বিশ্বনাথ-পদে,
রহে যেন ভক্তি অচঞ্চলা,
সঙ্কীর্ত্তনে যেন এ রসনা অনুদিন,
দীনবন্ধু বিশ্বনাথ-লীলা।
গৃহে বা অরণ্যে রহি, সম্পদে-বিপদে,
উচ্চারিতে যেন তাঁর নামে,
বিস্মরণ নাহি ঘটে, মোর এ অন্তরে,
বর্ত্তি যত দিন ধরাধামে।”
সম্বোধেন ধর্ম্মরাজ, প্রার্থনা শুনিয়া,
“ধন্য তুমি ভক্ত মহীতলে,
রহ সপ্ত কল্প, তুমি অমর হইয়া,
অর্চ্চ হর-চরণ-কমলে।
জানুক এ বিশ্ব, শিবার্চ্চনার মহিমা,
মৃত্যু জয় করুক, অর্চ্চিয়া।”
সম্বোধিয়া ধর্ম্ম-রাজ,—নমি বিশ্বনাথে,
করি স্তুতি, গেলেন চলিয়া।

* পরিশিষ্ট দেখুন।

শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ-স্তোত্র।

জয় শিব শঙ্কর, বম্ বম্ হর হর,
ব্যোমকেশ, মনোজারি।
গঙ্গাধর, গুণ- সিন্ধু, মহেশ্বর,
ভকত চিত-ভয়হারী॥
আধ-চন্দ্র-ভাল, ইন্দ্র রুদ্র-মাল,
বাঘ-ছাল-বাস-ধারী।
জটা-মুকুটে ফণী- বর-মণি উজ্জ্বলে,
লাখ চাঁদ উজিয়ারি॥
অভ্র-ধবল গিরি- বর জিনি কলেবরে,
ধরি গিরি-রাজ-কুমারী।
যেন, দিবাকর-মণ্ডলে, হেম-কমল ফুটি
আত্ম-হারাই নেহারি॥
জয় জয় পার্ব্বতী- হৃদয়-বল্লভ,
ভীম-ভবার্ণব-তারী।
জয় মৃত্যুঞ্জয়, মৃত্যু-ভয়-হর,
কাল-ত্রিশূল-কর-ধারী॥
জয় চরণাশ্রিত- পালক, ত্র্যম্বক,
আশুতোষ ক্ষমাকারী।
জয় যোগি-হৃদয়ে, জ্যোতি সু-নির্ম্মল,
বিদ্যুৎ-নৃত্যে বিহারী॥
জয় ভাস্কর-কর- রঞ্জিত-কলেবর,
উচ্চ হিম-গিরি-চারী।
জয় পশুপতি, শিতিকণ্ঠ, বিশ্বনাথ,
মুক্ত পুরুষ-মনোহারী॥
লোকেশ, শেষ- বলয়, প্রমথেশ্বর,
কাল-ভাবনা-অপসারী।
পরেশ, পরমে- শ্বর, পরমাশ্রয়,
পাপ-নাশী, ত্রিপুরারি॥
সিন্ধুনাথ, জয়- ভদ্র, জগন্নাথ,
জগদীশ্বর, হর, হরি।
বৈদ্যনাথ, তার- কেশ্বর, শর্ব্ব,
জয় মহাকাল-শরীরী॥
ভুলুয়াক লোক- নাথ, শিব, সন্তাপে
শীতল শান্তি বিথারী।
লাখ লাখ কোটী, পরণাম তুয়া পদে,
এ তনু দেব, তোমারি॥
(আমি আর কারো নই, দেব-দেব বিশ্বনাথ!
আমি আর কারো নই, দেব-দেব মহাদেব!)

মার্কণ্ডেয় বার্ত্তা শুনি, সন্ন্যাসি-মণ্ডল,
"জয় বাবা বিশ্বনাথ" বলি,
করিলেন ধ্বনি, প্রতিধ্বনি সমুত্থিল,
ব্রহ্মপুত্রে সলিল উছলি।
বলেন মাধব দাস, "মাত্র দু বরষ,
মার্কণ্ডেয় শিবার্চ্চনা করি,
সপ্ত কল্পামর?—ধন্য মাহাত্ম্য পূজার!"
সন্তান কহিল অগ্রসরি,—
"মাত্র দু বরষ?—মাত্র এক ঘণ্টা যদি,
চব্বিশ ঘণ্টায় কেহ ডাকে,
বিশ্বনাথ আশুতোষ, সু-বুদ্ধির মত,
সর্ব্বাপদে রক্ষেন তাহাকে!"
বলেন মাধদাস, "সে বৃত্তান্ত বল,"
কহিল সন্তান ধীরে ধীরে,
"ছিল রাজা ধনেশ্বর, অতি গুণ-গ্রাহী,
শ্রীহট্টের মনুনদী-তীরে,
লঙ্গলার অধিপতি, শুনিলে পাণ্ডিত্য,
সভাসদ করিত আনিয়া,
ভক্ত অতি, বিশ্বনাথ-চরণ-কমলে,
ভক্ত পেলে যাইত গলিয়া।
প্রাসাদ হইতে, মাত্র অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে,
ছিল ভক্ত সুবুদ্ধির ঘর।
বিশ্বনাথ-অর্চ্চনায় তন্ময় সতত,
অতি ধীর, স্বভাব সুন্দর।

শক্তি তার, ছিল, সর্ব্ব জন্তু চিনিবার,
হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, বা মানব,
পরীক্ষিয়া, পারিত সে বলিতে তাহার
শক্তি, আয়ু, চরিত্রাদি সব।
সত্যবাদী, সচ্চরিত্র, হেন শক্তিমান,
সুবুদ্ধি তন্ময় শিবার্চ্চনে।
সর্ব্বদা দরিদ্র, তবু কভু না স্বীকারে,
ভৃত্য-গিরি, অর্থ উপার্জ্জনে।
কিন্তু রাজা ধনেশ্বর, বার বার নিজে,
গৃহে আসি, কহে, "বন্ধু হও,
রহ মোর সঙ্গে,—মাসে মাসে দু হাজার,
সংসার-খরচ তুমি লও।"
উত্তরে তন্ময় ভক্ত, সুবুদ্ধি তখন,
"মহারাজ! অবসর-হীন,
হব কর্ম্মচারী, র'ব তোমার সহিত,
সে সৌভাগ্যে বঞ্চিত এ দীন!"
ধনেশ্বর কহে, "তাহা কিছুতে হবে না।
বন্ধু সম রাখিব তোমায়।
হস্তী, অশ্ব, কর্ম্মচারী, রাখিবার কালে,
দিবে মাত্র বুঝা'য়ে আমায়।"
প্রভুশক্তিমান রাজা, নির্ব্বন্ধাতিশয়ে,
সুবুদ্ধিকে ধরিল যখন,
কহিল সুবুদ্ধি,—নাহি দর্শি গত্যন্তর,
"তবে এক প্রার্থনা, রাজন!
চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে, মাত্র এক ঘণ্টা,
আমি তবে স্বাধীন রহিব,
অনিবার্য্য প্রয়োজনে, ডাকিলেও মোকে,
আমি নাহি যাইতে পারিব।
অর্চ্চিব তখন আমি, নিজ গৃহে রহি,
দেব দেবেশ্বর ত্রিপুরারি,
এই সর্ত্ত মোর সঙ্গে, রাখ যদি স্থির,
হ'তে পারি, তব কর্ম্মচারী।

সন্তুষ্ট অন্তরে, শিব-ভক্ত ধনেশ্বর,
করিল সে সর্ত্ত সমর্থন।
মাত্র একঘণ্টা, প্রাতে শিবার্চ্চনা-জন্য,
নিজ গৃহে রহিবে সজ্জন।
সম্পাদিয়া প্রাতঃকৃত্য, অর্চ্চনোপহার
আয়োজিয়া, করি শিবার্চ্চন,
ভোজ্যাদি গ্রহণ করি, পূর্ব্বে প্রহরের,
কর্ম্মে ছিল, অসাধ্য গমন।
যা হউক, সুবুদ্ধি হইল কর্ম্মচারী,
রহে রাজ-সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ,
কভু রাজ-কার্য্যে, করে পরামর্শ দান,
কভু শিব-তত্ত্ব-আলোচন।
সময়-সময় রাজা কাছারিতে যায়,
দেখে রাজ-কার্য্য উপেক্ষিয়া,
কেহ গল্প করিতেছে, খাতা-পত্র-শিরে,
কেহ বা রয়েছে ঘুমাইয়া।
তিরস্কারি, মহারাজ বিরক্ত অন্তরে,
দেওয়ানকে করে সাবধান।
বাহিরিলে রাজা, সবে করে বলাবলি,
"এ সমস্ত মূলে বিদ্যমান,
কেবল সুবুদ্ধি!—যার পরামর্শক্রমে,
আসে রাজা হেথা বার বার।
পূর্ব্বে যাহা না করিত, করে তা এক্ষণে,
ত্রুটী ধরি, করে তিরস্কার!"
কেহ কহে, "আর এবে কর্ম্মে সুখ নাই,
এ রাজ্য ছাড়িয়া চল যাই।"
কেহ বলে, "যাব কোথা? পুরুষানুক্রমে,
আছি হেথা,—এ রাজার খাই।"
কেহ বলে, "কর তবে মন্ত্রণা সকলে,
পারি যাহে তাড়াতে বেটায়।
আর কিছুকাল যদি চলে এই ভাবে,
প্রত্যেকেরই হবে অন্ন-দায়।"

হস্তী, অশ্ব, ক্রয় যা করিত ধনেশ্বর,
অর্দ্ধ টাকা মালীকে অর্পিয়া,
অংশ-মত অপরার্দ্ধ লইত সকলে,
রাজার গুরুকে কিছু দিয়া।
সু-বুদ্ধির সু-কৌশলে, আর সবে মিলি,
এইরূপে নাহি নিতে পারে।
নষ্ট বাহ্য-উপার্জ্জন,—কর্ম্মচারি-বর্গে,
জমে অর্থ, রাজার ভাণ্ডারে।
শত্রু হল সব, ক্রমে ক্রমে সুবুদ্ধির,
রাজ-গুরু হল দলপতি।
দর্শিয়া সুবুদ্ধি, রাজা ধনেশ্বরে কহে,
"ত্যাগ শ্রেয়ঃ আমাকে সম্প্রতি।"
উত্তরিল রাজা, "তুমি যথার্থ সুহৃদ্,
তোমাকে করিতে নারি ত্যাগ।
ষড়যন্ত্র তোমার বিরুদ্ধে যত করে
বর্দ্ধে তাহে, মাত্র অনুরাগ।"
একবার এল, এক গজরাজ নিয়া,
যখন সুবুদ্ধি তথা নাই।
সঙ্গে করি দেওয়ানকে, গুরু আসি কহে,
"এই গজরাজ কেনা চাই।
হস্তী, এত সু-লক্ষণ, মিলে কদাচিৎ,
অন্য বহু রাজা-জমীদার,
এই হস্তী-ক্রয়-জন্য, হয়েছে উন্মত্ত,
ছাড়ি দিলে, না মিলিবে আর।"
রাজা কহে, "সুবুদ্ধি এখন শিবার্চ্চনে,
এক ঘণ্টা পরে সে আসিবে।
আসিয়া সে পরীক্ষিয়া দেখুক কেমন,
সুলক্ষণ হয়, কেনা যাবে।"
গুরু কহে, "আমার উপরে তার কথা ?
এ বড় আশ্চর্য্য ব্যবহার !
এ প্রকারে উপেক্ষিত আমি যদি হই,
কভু হেথা না আসিব আর !"

ভক্তিমান ধনেশ্বর, গুরু-তোষে, করী,
ক্রয় করে দশ-হাজার দিয়া।
ক্রয়-পরে সুবুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত,
রাজাজ্ঞায় করী পরীক্ষিয়া।
কহে ধীরে, "মহারাজ, এ করী দুর্ব্বল,
আয়ুক্ষীণ হয়েছে ইহার !
মিথ্যা দশ-হাজার তঙ্কা ফেলিয়াছ জলে ;"
শুনি গুরু, অগ্নি-অবতার !
বলে, "বেটা কি বিধাতা-পুরুষ হয়েছে !
—আয়ুক্ষীণ দুর্ব্বল এ করী ?
দুর্ব্বল কোথায়, তাহা রাজার সাক্ষাতে,
পরীক্ষিয়া যদি নাহি হেরি,
নিজ হস্তে, অদ্য তোকে, দিব পুরস্কার,
জন্মের মতন খেদাড়িয়া,
অস্থির করেছে, রাজ-ধানী-শুদ্ধ লোক !
জ্বলে অঙ্গ, স্পর্দ্ধা নিরীক্ষিয়া !"
ধনেশ্বরে সুবুদ্ধি নির্জ্জনে নিয়া কহে,
"হিতবাক্য শুন মহারাজ !
সঙ্গ মোর, বিপলার্দ্ধ বিলম্ব না করি,
পরিত্যাগ কর তুমি আজ।
রাজধানী-শুদ্ধ-লোক, বিপক্ষে আমার,
গুরুদেবও বাধান বিবাদ !
দশজন-চক্রে, হন ভগবান ভূত,
তোমাকে ত করিবে উন্মাদ !"
রাজা কহে, "ও সকল মূর্খের কথায়,
আমি কভু না হব চঞ্চল,
নির্ভয়ে আমার সঙ্গে, কর তুমি বাস,
—জানি আমি, গুরু যা সরল !"
তারপরে গজরাজ-বল পরীক্ষিতে,
বিশ জন উঠিল উপরে।
অশ্বের গমনে, করি গ্রাম প্রদক্ষিণ,
আনে হস্তী তিন ঘণ্টা পরে।

যেমন আলানে * আনি, দাঁড় করাইল,
অঙ্গ তার কাঁপিতে লাগিল।
গুরু-সঙ্গে, রাজা আসি, দর্শে দাঁড়াইয়া,
দণ্ড-পরে পড়িয়া মরিল।
লজ্জিত হইল গুরু, কিছু না বলিয়া,
কিছু দিন-জন্য পলাইল,
দেওয়ান কুচক্রী বলি, রাজার বিচারে,
অর্থ-দণ্ড, পাঁচ হাজার দিল।
জ্বলিয়া উঠিল শেষে, প্রতিহিংসানল,
সুবুদ্ধিকে নির্য্যাতন-তরে,
যে স্থানে যে ছিল, সব একত্রে জুটিল,
রাণীকে সহায় গুরু করে।
এল এক জমীদার কিছুদিন পরে,
কহিল সে, জাতিতে ব্রাহ্মণ,
বঙ্গ-হ'তে আসিয়াছে,—ধনেশ্বর-সঙ্গে,
আছে তার অতি প্রয়োজন।
সঙ্গে কন্যা রূপবতী, বয়সে ষোড়শী,
আর তার ব্রাহ্মণী গৃহিণী,
কর্ম্মচারী সঙ্গে তার, সঙ্গে দাসদাসী,
যেন কত শ্রেষ্ঠ ধনী, মানী।
অভ্যর্থনে ধনেশ্বর অতিথি বলিয়া,
শ্রেষ্ঠ ধনী-মানীর সমান।
যত্নভরে সাধে, তার সর্ব্ব প্রয়োজন,
যথা-যোগ্য দেখায় সম্মান।
ধনেশ্বরে একদিন নিয়া নিজ স্থানে,
নির্জ্জনে সে কহে, "মহারাজ!
বাধ্য আমি এক্ষণে বলিতে মোর কথা,
পরিহরি, নিজ মান-লাজ!
জাতিতে ব্রাহ্মণ আমি, তুমি ত ক্ষত্রিয়,
কন্যা মোর, দেখিল স্বপনে,
জন্মান্তরে, পতি দেব ছিলে, তুমি তার,
তদবধি আছে আন-মনে।

তোমার নিমিত্ত, তার রাত্রে ঘুম নাই,
নাহি করে দিবসে আহার,
তুমি যদি নাহি কর, বিবাহ তাহায়,
করিবে সে প্রাণ পরিহার।"
রাজ-কর্ম্মচারী যত, তারাও শুনিয়া,
যুক্ত করে কহে, "মহারাজ!
নিষ্ঠুরতা হবে, হেন কন্যা উপেখিলে,
মন্দ কবে পণ্ডিত-সমাজ।"
শুনি হতবুদ্ধি-রাজা, সুবুদ্ধিকে ডাকি,
চাহিল সু-পরামর্শ তবে,
উত্তরে সুবুদ্ধি, "হবে পরীক্ষা করিতে,
যোগ্যা কিনা,—মহিষী যে হবে!"
সুবুদ্ধি লইয়া কন্যা, বসি নিরজনে,
পরীক্ষা করিয়া, কহে আসি,
"মহারাজ! বেশ্যা-কন্যা, বেশ্যা এ যুবতী,
কলেবরে রোগ রাশি রাশি।
দুর্ম্মতি সমস্তে মিলি, পরামর্শ করি,
আনিয়াছে লাঞ্ছিতে তোমায়।
বেশ্যাকে ধরিয়া, বেত্র মারিলে এক্ষণি,
প্রকাশ করিবে সমুদয়।"
শুনি রাজা বেত্র-হস্তে উঠিল যেমন,
বেশ্যাটা করিল পরকাশ,
কি কৌশলে সাজাইয়া আনিয়াছে তাকে,
—ব্রাহ্মণটা, দুর্য্যোধন দাস!
শুনি রাজা উপযুক্ত নির্য্যাতন করি,
দল শুদ্ধ দিল তাড়াইয়া।
রক্ষিল সুবুদ্ধি, তাহা সমুঝি অন্তরে,
সম্বর্দ্ধিল, দশ হাজার দিয়া।
গত ক্রমে দু-বৎসর, আসি গুরুদেব,
বাক্য বহু, রাণী-কর্ণে দিয়া,
রাণী-দ্বারা সুবুদ্ধির উপরে সন্দেহ,
দিল রাজ-চিত্তে জন্মাইয়া।

* আলান—হস্তী রাখিবার স্থান।

রাণী কহে, "মাসে-মাসে দিবে দু-হাজার,
ঘটিলেও মহা প্রয়োজন,
প্রাতঃকালে আসিবে না, কভু একদিন,
ইহাই বা, ব্যবস্থা কেমন !
শিবার্চ্চনা কে না করে, হলে প্রয়োজন,
দণ্ড পরে করিতেও পারে।
নিত্য নহে, হয় যদি, অতি প্রয়োজন,
কেন ডাকি না পাইব তারে !"
এক দিন এল, এক অশ্ব আরবীয়,
মাত্র দু হাজার মূল্য তার।
দর্শিয়া, রাজার চিত্ত, মুগ্ধ অতিশয়,
রাণীও কহিল "চমৎকার !"
গুরু কহে, "সুবুদ্ধিকে ডাক এ সময়,
সে না এলে পরীক্ষা কে করে ?"
রাজাও কহিল, "ডাক",—দ্বারবান কহে,
"এখন সে শিবের মন্দিরে !"
রাণী কহে, "ডাক তাকে, অবশ্য আসিবে,
নিত্য নহে মাত্র এক বার,
প্রাপ্ত যদি প্রয়োজনে না হই, তবে কি,
গাত্র দেখি দিব দু' হাজার !"
গেল এক দারোয়ান, আসিয়া সে কহে,
"ডাকিলে, সে দিল হাঁকাইয়া,
মহারাণী মার কথা কহিলাম তাকে,
অশ্রাব্য সে কহিল শুনিয়া।
কহে "সে রাজার বন্ধু, রাণী কেন তায়,
বার বার ডাকিয়া পাঠায়।
আরো যা করিল দুষ্ট, মুখে উচ্চারণ,
মোর পক্ষে উচ্চারণ দায়।"
শুনি গুরু ক্রোধে জ্বলি, উঠিল তখন,
কহিল, "এ স্থানে এবে আর,
থাকা অতি অসম্ভব,—রাজার যখন,
ঘটিয়াছে মস্তিস্ক-বিকার !

রাণীমাকে কটু বাক্য কহে যে দুর্ম্মতি,
বিনা দণ্ডে রাজ্যে সে রহিবে,
বর্ত্তে আত্ম-সম্মানের বোধ যার ঘটে,
প্রাণান্তেও ইহা না সহিবে !
শুনিয়া অন্যান্যে বলে, "আন্ কাণ ধরি,
ধর্, মার্,—যে স্থানে সে থাকে,"
ধনেশ্বর কহে যাহা, কেহ নাহি শুনে,
উচ্চ রোলে একে অন্যে ডাকে।
বহির্গত আট জন দুর্ম্মতি সিপাই,
সুবুদ্ধির বাড়ী-পানে ধায়।
অর্দ্ধ পথে আসি দেখে, পরিচ্ছদ পরি,
সুবুদ্ধি কোথায় যেন যায়।
কর্কশ কুবাক্যে, সবে আরম্ভে প্রহার,
হস্তপদ রজ্জু-বদ্ধ করি,
টানিয়া চলিল নিয়া, কঙ্করের পথে,
কেহ কেহ টানে কর্ণ ধরি।
ছিন্ন ভিন্ন হল তনু, বহিয়া শোণিত,
পরিহিত বস্ত্রাদি ভিজিল।
রুদ্ধ হল কণ্ঠ, প্রাণ প্রায় বাহিরায়,
রাজার সম্মুখে আনি দিল।
দৃশ্য হেরি, ধনেশ্বর হল মর্ম্মাহত,
অতিশয় অনুতাপানলে,
চিকিৎসা ভবনে তাকে পাঠাইয়া দিয়া,
নির্জ্জনে ভাসিল চক্ষুজলে।
আবদ্ধি চিকিৎসালয়ে, দ্বার রুদ্ধ করি,
দুর্জ্জনেরা যাইল চলিয়া;
ছিল যুক্তি, উর্দ্ধশ্বাস ঘটিবে যখন,
নিয়া দিবে জলে ফেলাইয়া !
এ দিকে সুবুদ্ধি সারি, দেব-দেবার্চ্চনা,
বহির্গত, পরিচ্ছদ পরি,
রাজধানী-মধ্যে পশি, দর্শিল রাজায়,
তপ্ত শোকে, চক্ষে বহে বারি !

রাজধানী-মধ্যে, যেন মহা গণ্ডগোল,
অঘট্য ঘটন ঘটিয়াছে ?
সর্ব্ব দিকে, সমস্ত মানুষ মহা ব্যস্ত,
ত্রস্ত, ছুটোছুটি করিতেছে !
নিরীক্ষিয়া সুবুদ্ধিকে, কর্ম্মচারী যত,
স-বিস্ময়ে চমকি উঠিল।
গুরু কহে, "সর্ব্বনাশ, শত্রু মরে নাই,
মরিলে কি ভূত হয়ে এল !"
অন্যে কহে, "তবে এতক্ষণ কাকে ধরি,
সিপাহীরা করিল প্রহার !
যথার্থ কাহাকে নিয়া, চিকিৎসা-ভবনে,
রাখিল, করিয়া রুদ্ধ-দ্বার !"
কে বা সে, জানিতে সমাচার,
দ্রুত গিয়া দ্বার খুলি, দর্শে কেহ নাই,
প্রত্যেকের বিস্ময় অপার !
সু-বিস্ময়ে, ধনেশ্বর আনন্দে বিভোর,
উচ্চ রোলে কহিল তখন,
"বিশ্বনাথ-প্রিয় ভক্ত-অঙ্গ স্পর্শ করে,
বিশ্বে বলী, বর্ত্তে কে এমন।"
প্রেমোচ্ছ্বাসে তখন সুবুদ্ধিরায়ে ধরি,
করিল নিবিড় আলিঙ্গন !
কু-চক্রান্তকারী যত, গুরুর সহিত,
ঊর্দ্ধশ্বাসে করে পলায়ন।
সুবুদ্ধি সমস্ত শুনি, বলি, "হা মহেশ !"
সম্বোধিল তখন রাজায়,
"মহারাজ ! আর কেন ?—যথেষ্ট হইল,
মুক্তি দেহ, এক্ষণে আমায়।
চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে, মাত্র এক ঘণ্টা,
সেবার্চ্চনা করি আমি যাঁর,
দুর্ব্বৃত্ত দুর্জ্জন-করে, রক্ষিতে আমায়,
তিনি সহ্য করেন প্রহার।
অর্চ্চি তোমা, তেইশ ঘণ্টাই অহোরাত্রে,
প্রাণ-দণ্ড তার পুরস্কার,
এমন প্রভুর সেবা আবার করিব,
ইচ্ছা নাহি, এ অন্তরে আর !
অন্বেষণে তাঁর, আমি বাহিরিব এবে,
যিনি এত করুণা-সাগর,
ভিন্ন যিনি, জীবের সঙ্কটে গতি নাই,
রক্ষক দীনের নিরন্তর।
নিত্য-প্রভু তিনি মোর, আমি নিত্য-দাস,
করিব তাঁহার সেবার্চ্চনা,
মোহান্ধ মনুষ্যে সেবা আর করিব না,
ছাড় মোকে, এবে এ প্রার্থনা !"
সম্বোধিয়া, সুবুদ্ধি তেয়াগি ধনেশ্বর,
গেল মুক্তি-ক্ষেত্র কাশী-ধাম।
সপ্ত বর্ষ রহি তথা, তেয়াগিল তনু,
নিয়া মুখে বিশ্বনাথ নাম।
সিন্ধু হেন করুণার,—দীনবন্ধু শিবে,
ভক্তি নাহি ভুলুয়ার মনে।
অন্ধ মায়া-মোহে, পরিণাম-চিন্তাহীন,
ভ্রান্ত তার তুল্য কে ভুবনে !

প্রার্থনা

বিশ্বনাথ ! দিন-বন্ধু কৃপা-সিন্ধু তুমি,
অন্ত নাহি তোমার কৃপার।
অতি ঘৃণ্য মোকে, তাই সংসারে আনিয়া,
আশীর্ব্বাদ করেছ অপার।
যোগ্য নহি, তবু তুমি দিয়া উচ্চাসন,
করায়েছ কত সম্বর্দ্ধন।
রক্ষা করিয়াছ, কত বিপত্তি-সাগরে,
নিবারিয়া কত বিড়ম্বন।
বন্ধু-মিত্র-সুহৃদ, দিয়াছ প্রতি দিন,
করিয়াছে কত সমাদর,
প্রয়োজন নাহি, তবু কত অন্ন-বস্ত্র,
অর্পিয়াছ তুমি নিরন্তর।

দুঃখ যাহা ঘটিয়াছে, তা সামান্য অতি,
সুখ, কভু দুঃখ ছাড়া নাই।
তোমার বিধানে দুঃখ, যত্নে সহিয়াছি,
রহিয়া আনন্দে সর্ব্বদাই।
সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সুখে, গত এ জীবন,
মাত্র তব কৃপা তার মূল।
বিস্মৃত তবুও আমি, মাহাত্ম্য তোমার,
বুদ্ধি মোর এ প্রকার স্থূল।
একদিনও বসি নাই, স্মরিতে তোমার
অপার করুণা সমাচার ;
একদিনও শুনি নাই, সাধু সঙ্গে বসি,
হে দয়াল! সংবাদ তোমার।
একদিনও রসনায় করি নাই আমি,
তোমার পবিত্র নাম গান।
উত্তম রসনা, তুমি দিয়াছিলে মোরে,
রক্ষি নাই তাহার সম্মান।
হে করুণা-সিন্ধো! তুমি আর করিও না,
এত কৃপা, এমন দুর্জ্জনে।
ভুলুয়াও কহে, "কারা-যোগ্য জনে ডাকি,
কে বসায় রত্ন-সিংহাসনে ?"

পঞ্চম দিন।

—০—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

-০*০-

যস্যাঃ সমস্তসুরতা সমুদীরণেন
তৃপ্তিং প্রযাতি সকলেষু মখেষু দেবি!
স্বাহাসি বৈ পিতৃগণস্য চ তৃপ্তি-হেতু-
রুচ্চার্য্যসে ত্বমত এব জনৈঃ স্বধা চ॥

"হে দেবি, যজ্ঞ-সমূহে যে স্বাহার উচ্চারণে, সমস্ত দেবগণ তৃপ্তি লাভ করেন, সেই বিশ্ব-পবিত্র-কারিণী স্বাহা তুমি। পিতৃলোক যে স্বধা উচ্চারণে পরিতৃপ্ত হন, সেই স্বধাও তুমি। এজন্য যাঁহারা দেবোদ্দেশে বা পিতৃলোক-উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাঁহারা তোমার পবিত্র নামই উচ্চারণ করেন।"

কালী তুমি কুলার্ণবে, কুল-প্রদায়িনী।
শক্তি তুমি সঞ্জীবনী, কুল-কুণ্ডলিনী।
শম্ভু-শিরে মধু-পানে বিমুগ্ধ-অন্তরে,
সংগোপনে বিরাজিতা দিব্য-নিদ্রাঘোরে।

কিন্তু তব এ নিদ্রায় তোমার সংসার,
মগ্ন প্রায় রসাতলে, দর্শ একবার।
পুত্র তব মোহ-ঘুমে অর্দ্ধমৃত প্রায়,
জাগ্রতা না হলে তুমি, পুত্রে কে জাগায়!

লুণ্ঠিত সর্ব্বস্ব তার, দুর্জ্জয় তস্কর,
অষ্টপাশে বাঁধি, বেত্রে করিছে জর্জ্জর।
মঙ্গলময়ি মা জাগ,—সন্তানে জাগাও।
নির্য্যাতিত পুত্রে, জয়-মঙ্গল যোগাও।
মহোৎসাহে উৎসাহিত, কর বর দানে,
বীরেন্দ্র হইয়া, পুত্র পশুক সংগ্রামে।

সু-দুর্জ্জয় শত্রুকুল, নির্ম্মূলি আসুক,
কুণ্ডলিনি, মা তোমার, গৌরব থাকুক।
উত্থিত হউক, সু-কম্পন সুষুম্নার।
নিত্যানন্দে পূর্ণ হোক্, চিত্ত ভুলুয়ার।

বলেন মাধবদাস, "কুল-কুণ্ডলিনী-
তত্ত্ব কিছু, এইবার বল, মোরা শুনি।"

উত্তরে সন্তান, "তত্ত্ব অত্যুচ্চ বিষয়,
মাত্র অনুভবনীয়,—বর্ণনীয় নয়।
সাধন-প্রভাবে তত্ত্ব বুঝিতে যে পারে,
বোধ্য তার, অন্যে ভাল বুঝাইতে নারে।

আজ্ঞা-চক্রে উঠি, মূলে স্থির দৃষ্টি যার,
বোধ্য তার, কুল-কুণ্ডলিনী-সমাচার।
দিব্য-চক্ষু লভি, যথা অর্জ্জুন ধীমান,
শ্রীকৃষ্ণ-বিরাট-মূর্ত্তি, দর্শিবারে পান,

দিব্য-দৃষ্টি লভি তথা, রসজ্ঞ সুজন,
অভ্যন্তরে এ দেহের, করেন দর্শন,
অত্যদ্ভুত, জ্যোতির্ম্ময়, দেশ মনোহর।
সু-বিস্ময়কর, তার নগর-প্রান্তর।

দর্শন করেন, নদী অমৃত-বাহিনী,
জ্যোতির্ম্ময়ী, কি অপূর্ব্ব জ্যোতি-তরঙ্গিণী।
অভ্যন্তরে তার, জ্যোতির্ম্ময় পদ্মবন ,
মধ্যে তার, জ্যোতির্ম্ময় দেব-দেবীগণ।
দর্শিয়া, পরমানন্দে, রহেন ডুবিয়া।
শূন্য-বাহ্য-জ্ঞান,—মায়া-মোহ-মুক্ত-হিয়া।
আচ্ছাদনে, ভোজনে, সম্পূর্ণ অবসাদ ;
দর্শি লোকে চিন্তে, বুঝি হইল উন্মাদ।

শরীর-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত যাঁহারা,
অত্যানন্দে, দেহ-তত্ত্ব, বিচারেন তারা।
কিন্তু দেহ-তত্ত্বে, আছে উচ্চ অংশ তার।
রসজ্ঞ ভাবুকে মাত্র, তাহে অধিকার।

আশ্রয় কোথায় মোর !—চিন্তি মনে, মনে,
প্রধাবিত, ভাবে তাঁরা, কেন্দ্র অন্বেষণে।
স্থূল দেহ, প্রথমতঃ, আশ্রয় করিয়া,
শক্তি-তত্ত্বে, ধীরে-ধীরে, প্রবেশেন গিয়া।

শক্তি-তত্ত্বে প্রবেশি, আসেন জ্যোতি-তত্ত্বে ;
সূক্ষ্মে সূক্ষ্ম-দেহী হন, স্থূল-দেহী সত্ত্বে।
সূক্ষ্ম দেহে, জ্যোতি-তত্ত্বে করি পরবেশ,
নিত্যানন্দে মগ্ন হন,—হন নির্ব্বিশেষ!

দেহের আশ্রয়, মেরুদণ্ডের মাঝারে,
তন্ময় স্বভাবে, তাঁরা পান দর্শিবারে,
চক্র আর নাড়ীর, অপূর্ব্ব অবস্থিতি।
সমস্ত বিস্ময়কর, জ্যোতির্ম্ময় অতি।

চিন্তনীয়, নাড়ী-তত্ত্ব, এ প্রকার হয়,—
মেরুদণ্ড হয়, স্থূল দেহের আশ্রয়।
বিদ্যমান নাড়ীত্রয়, মেরু-অভ্যন্তরে,
দক্ষিণে পিঙ্গলা, বামে ইড়া নাম ধরে।

সুষুম্না নামীয়া নাড়ী, বর্ত্তে মধ্যস্থলে,
তার মধ্যে যে নাড়ী, তাহাকে বজ্রা বলে।

বজ্রা, সুষুম্নার সূক্ষ্ম-ছিদ্র-পথ দিয়া,
মেঢ্র-দেশ হ'তে, শিরে গিয়াছে বাহিয়া।
বজ্রার মধ্যস্থা নাড়ী, চিত্রানী নামীয়া,
মধ্যে চিত্রানীর, ব্রহ্মনাড়ী অদ্বিতীয়া।

তথা ষটচক্রে—

১। বিদ্যুন্মালা বিলাসা মুনিমনসিলসত্তন্তুরূপা।
সুষুম্না শুদ্ধজ্ঞান প্রবোধা সকল সুখময়ী।
শুদ্ধভাবস্বভাবা ব্রহ্মদ্বারতদাস্যে।
প্রবিলসতি সুধাসার রম্যপ্রদেশং গ্রন্থিস্থানম্
তদেতৎ বদনমিতি সুষুম্নাস্য নড্ডালপংতি ॥

১। সুষুম্না বিদ্যুতের মত উজ্জ্বলা। মুনিগণের হৃদয়-স্থিত যজ্ঞসূত্রের মত প্রকাশমানা, এবং বিশুদ্ধ জ্ঞান ও সর্ব্বপ্রকার শুদ্ধভাব বিশিষ্টা, সর্ব্বসুখময়ী। যিনি এই সুষুম্নায় মন দিয়া একাগ্রচিত্ত হন, তিনি সর্ব্বপ্রকার সুখ এবং আত্মজ্ঞান-লাভে কৃতার্থ হন। এই সুষুম্নার বদনে ব্রহ্মানন্দের দ্বার। তথা হইতে অনবরত অমৃতধারা ক্ষরিত হইতেছে। তথায় এক রম্য স্থান আছে, ঐ স্থানকে সুষুম্নার বদন, বা উভয় নাড়ীর সন্ধিস্থান বলে। (উভয় নাড়ী=সুষুম্না ও ব্রহ্মনাড়ী।)

পূর্ণচন্দ্র সদৃশ সে ইড়ার সৌন্দর্য্য।
বর্ণ পিঙ্গলার, যেন, মধ্যাহ্নের সূর্য্য।
চন্দ্র-সূর্য্য-বহ্নি-রূপা, সুষুম্না উজ্জ্বলে।
বজ্রানাড়ী জ্বলন্ত প্রদীপ তুল্য জ্বলে।
অনল অপেক্ষা যথা স্ফুলিঙ্গ উজ্জ্বল,
ব্রহ্ম তথা, সুষুম্না অপেক্ষা সমুজ্জ্বল।

সপ্তপদ্ম এ দেহের অভ্যন্তরে রয়।
অগ্রে বলি নামতঃ সবার পরিচয়।
লিঙ্গ-মূলে, গুহ্য-উর্দ্ধে, অথবা দোহার
মধ্যস্থলে অবস্থিত, পদ্ম "মূলাধার"।

বর্ত্তে পদ্ম, লিঙ্গ-মূলে নাম "স্বাধিষ্ঠান,"
পদ্ম "মণিপুর," নাভিমূলে বিদ্যমান।
বর্ত্তে পদ্ম হৃদয়ে যা, "অনাহত" নাম।
কণ্ঠ-মূলে "বিশুদ্ধ" পদ্মের নিত্য ধাম।
পদ্ম ভ্রূ যুগল-মধ্যে বিখ্যাত "দ্বিদল"।
মস্তকে ''সহস্রদল'' পদ্ম রাসস্থল।

মূলাধার হ'তে শ্রেষ্ঠা সুষুম্না উদ্ভূত।
ঊর্দ্ধে চলি, মস্তক পর্য্যন্ত সমুত্থিত।
ধুস্তুর কুসুমতুল্য শিরোভাগ তার।
বিদ্যমান তদুপরে, পদ্ম সহস্রার।

মধ্যে সুষুম্নার, বজ্রা ; চিত্রানী বজ্রার,
মধ্যে স্থিতা ;—কহি সে চিত্রানী কি প্রকার।
অন্ত-আদি-মধ্য তার, প্রণবে বেষ্টিত।
কিংবা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবে, নিত্য সমাবৃত।
বোধ্য মাত্র যোগীন্দ্রের, যোগে সাধ্য হয়,
বিজ্ঞাত যে তত্ত্ব, নিত্যানন্দ সে নিশ্চয়।
ভেদ করি ছয়পদ্ম, ঊর্দ্ধে উঠি যায়।
অন্তরস্থ ব্রহ্মনাড়ী, সহস্রারে পায়।
আধারস্থ শম্ভু-মুখ, জন্মস্থল তার।
ঊর্দ্ধে উঠি অন্তর্হিত, পশি সহস্রার।

ত্রিশক্তির সমাহার, আদ্যাশক্তি-বলে,
মহাশক্তি-সমন্বিতা, এ নাড়ীকে বলে।
চিত্ত ইথে সংযোগ করিয়া যোগিগণ,
কম্পিত করেন সুষুম্নাকে অনুক্ষণ।
সুষুম্না-কম্পনে, ঘটে আনন্দ অপার।
উচ্ছ্বসিত কলেবর, হয় বার বার।

লগ্ন সুষুম্নার সঙ্গে, পদ্ম মূলাধার,
শোন বর্ণ, অধোমুখ, চারি দল তার।
চারি দলে ব, শ, ষ, স, এই চারি বর্ণ।
বর্ণ-জ্যোতিঃ, যেন বিগলিত তপ্ত স্বর্ণ।

২। আধারপদ্মং সুষুম্নাস্য লগ্নং
ধ্বজাধোগুদোর্দ্ধং চতুঃ শোণবর্ণম্
অধোবক্ত্রমুদ্যৎ—সুবর্ণাভবর্ণৈঃ
বকারাদি যুক্তং চতুর্ব্বেদ বর্ণৈঃ॥

২। লিঙ্গের নিম্নে, গুহ্যের উর্দ্ধে,—অথবা লিঙ্গ ও গুহ্যের ঠিক মধ্যস্থলে,—মেরুদণ্ডের ঠিক নিম্নে সুষুম্নার সঙ্গে সংলগ্ন, আধার পদ্ম বিদ্যমান। ঐ পদ্ম কুণ্ডলিনী শক্তির আধার বলিয়া মূলাধার নামে অভিহিত। মূলাধার পদ্ম স্বর্ণবর্ণ, এবং ব, শ, ষ, স, এই চারি বর্ণাত্মক।

পৃথ্বীচক্র, মূলাধার পদ্ম-মধ্যে আছে।
দীপ্তিশালী, চতুষ্কোণ, জ্যোতি বিস্তারিছে।

৩। অমুষ্মিন্ ধরায়া চতুষ্কোণচক্রং
সমুদ্ভাসি শূলাষ্টকৈরাবৃতন্তৎ।
লসৎ পীতবর্ণং তড়িৎ কোমলাঙ্গং
তদন্তং সমস্তে ধরায়া স্ব-বীজম্॥

৩। উক্ত চতুষ্কোণ-যুক্ত মূলাধারে, উদ্দীপ্ত অষ্টসংখ্যক শূলদ্বারা অষ্ট দিকে বেষ্টিত বিদ্যুতের মত পীতবর্ণ অথচ কোমলাঙ্গ বিশিষ্ট পৃথ্বীচক্র আছে। (শরীর-রক্ষক বীর্য্যের আশ্রয় "ওজঃ" নামক পদার্থের আধার এই পৃথ্বীচক্র)।

পৃথ্বীচক্র শূলাষ্টকে সু-পরিবেষ্টিত।
পীতবর্ণ কোমলাঙ্গ বিদ্যুতের মত।
চক্রে মধ্যে লং মন্ত্র, পৃথ্বীবীজ স্থিত।
অধিষ্ঠাত্রী মূর্ত্তি তার, এ ভাবে বর্ণিত,—
"চতুর্ভুজা নানারূপ বর্ণে সু-শোভিতা,
ইন্দ্রতুল্য, ঐরাবত পৃষ্ঠোপরি স্থিতা।
অঙ্কে তার, স্নিগ্ধ-জ্যোতি, বালার্ক সমান।
সৃষ্টিকর্ত্তা বেদ-বাহু ব্রহ্মা বিদ্যমান।
সৌন্দর্য্য মুখের তাঁর, বেদ চতুষ্টয়।
পার্শ্বে লক্ষ্মী সালঙ্কারা মাধুর্য্য-নিলয়।"

৪। চতুর্ব্বাহু মূর্ত্তিং গজেন্দ্রাধিরূঢ়ং
তদঙ্কে নবীনার্ক তুল্য প্রকাশম্।
শিশুং সৃষ্টিকারং লসৎ বেদবাহুং
মুখাম্ভোজ লক্ষ্মী চতুর্ভাগ বেদম্॥

৪। পৃথ্বীচক্রে যে বিশ্ববীজ বিরাজমান, তিনি

চতুর্ভুজ, ঐরাবত-বাহন। তাঁহার অঙ্কে বেদ-বাহু সৃষ্টি-কর্ত্তা শিশু ব্রহ্মা, তরুণ অরুণের মত প্রকাশমান। তাঁহার মুখপদ্মের শোভা বেদ চতুষ্টয় ॥

এই চক্রমধ্যে, এক দেবী অবস্থিতা।
সমুজ্জ্বলা চারি-বেদবাহু-সমন্বিতা।
"ডাকিনী" তাহার নাম, কোটী সূর্য্য যিনি,
দীপ্তিমতী, শুদ্ধ-বুদ্ধি-বহন-কারিণী।
সু-নির্ম্মল শিশু-বুদ্ধি ব্রহ্মে তিনি শক্তি,
প্রার্থে যোগী, ধ্যান-যোগে, তাঁর আনুরক্তি।

৫। বসেদত্র দেবী চ ডাকিন্যভিখ্যা
লসদ্বেদবাহূজ্জ্বলা রক্তনেত্রা।
সমানোদিতানেক-সূর্য্যপ্রকাশা
প্রকাশং বহন্তী সদা শুদ্ধবুদ্ধিঃ ॥

৫। পূর্ব্বোক্ত চতুষ্কোণ পৃথ্বীচক্র-মধ্যে, ডাকিনী নাম্নী এক দেবী বাস করেন ;—তিনি বেদ-বাহু এবং রক্ত-নেত্রা। তিনি সমকালোদিত বহু সূর্য্যের ন্যায় প্রভা শালিনী। তিনি শুদ্ধবুদ্ধি-বহনকারিণী। তিনিযোগিগণের জ্ঞানগম্যা।

বজ্রা নাড়ী মূলাধারে লগ্না কর্ণিকায়।
লগ্নস্থানে ধ্যানে এক যন্ত্র দেখা যায়।
ত্রৈপুর তাহার নাম, বিদ্যুতের মত,
দীপ্তিমান,—মনোরম দর্শনে সতত।

৬। বজ্রাখ্যা বক্ত্রদেশে বিলসতি
কর্ণিকা-মধ্যে সংস্থং।
কোণং ত্রৈপুরাখ্যং তড়িদিব বিলসৎ
কোমলং কামরূপম্।
কন্দর্প নাম বায়ুর্বিলসতি সততং
তস্য মধ্যে সমন্তাৎ।
জীবেশ-বন্ধু জীব প্রকারমভিহসন্
কোটী সূর্য্য প্রকাশঃ ॥

৬। বজ্র নাড়ীর মুখে বিদ্যুৎ সদৃশ জ্যোতিবিশিষ্ট এক ত্রিকোণ যন্ত্র আছে। ঐ যন্ত্রের কর্ণিকা কামরূপীয় পীঠের মত। সেই কর্ণিকা-মধ্যে ত্রিপুরাসুন্দরী অবস্থান করেন। ঐ যন্ত্রে কন্দর্প নাম বায়ু সর্ব্বাবয়বে বহমান। জীবাত্মার অধীশ্বর সেই কন্দর্প বান্ধুলী ফুলের মত বর্ণ বিশিষ্ট। সেই কন্দর্প হাস্যমান, এবং কোটী সূর্য্যের তুল্য প্রভা সমন্বিত।

যন্ত্র কোণত্রয়যুক্ত, বিলাসের স্থান,
কন্দর্প নামীয় বায়ু, তাহে বহমান।
জীবাত্মার ঈশ্বর সে, পবন প্রধান।
রক্তবর্ণ, কোটী সূর্য্য-তুল্য তেজস্বান্।
উক্ত যন্ত্রে, লিঙ্গরূপী স্বয়ম্ভু মহেশ,
অধোমুখে মূল তাঁর,—ব্রহ্ম-রন্ধ্র-দেশ।
(ব্রহ্ম নাড়ী-মধ্যে ব্রহ্মরন্ধ্র বিদ্যমান।
সহস্রার হ'তে সুধা যাহে বহমান।)
নির্গলিত এই সুধা স্বয়ম্ভু-বদনে।
কুল-কুণ্ডলিনী-মুখ যাহা আচ্ছাদনে।
স্বয়ম্ভু কেমন মূর্ত্তি, কহি তা সংক্ষেপে।
আত্ম-হারা পূর্ণানন্দে, যোগীন্দ্র যে রূপে।
জাম্বনদ-হেম-তুল্য কোমল,—বরণে
রক্তিম পল্লব, নব ইন্দু-কান্তি-সনে।
স্রোতের আবর্ত্ত তুল্য, রম্য, গোলাকার।
সম্পূজ্য বিশ্বের, সর্ব্ব রসের ভাণ্ডার।
কাশী-ধাম-পরায়ণ,—বিলাসি-ভূষণ।
তত্ত্ব-জ্ঞান-ধ্যানের গোচর মাত্র হন।

৭। তন্মধ্যে লিঙ্গরূপী দ্রুত কণককলা
কোমল পশ্চিমাস্য।
জ্ঞান-ধ্যান-বিলাসঃ প্রথম কিশলয়ঃ
কামরূপ স্বয়ম্ভুঃ।
উদ্যৎ পূর্ণেন্দু বিম্বপ্রকর করচয়
স্নিগ্ধ সন্তান হাসঃ।
কাশীবাসী বিলাসী বিলসতি সরিদা-
বর্ত্তরূপ-প্রকাশঃ ॥

৭। উক্ত ত্রিকোণ-যন্ত্রে এক লিঙ্গরূপী মহাদেব আছেন। তিনি পশ্চিমাস্য এবং বিলাসরত। তিনি

গলিত কাঞ্চনের মত কোমল কলেবর। তিনি জ্ঞান-ধ্যানের বোধগম্য। তিনি নব পল্লবের মত রক্তবর্ণ এবং শারদচন্দ্রের মত স্নিগ্ধোজ্জ্বল। তিনি কোমল হাস্যযুক্ত, এবং কাশীবাসরত। তিনি আনন্দময়। তিনি নদীর আবর্ত্তের মত গোলাকার দেহধারী।

লিঙ্গমূর্ত্তি এই দেহেশ্বর-শিরোপরে,
তন্তুতুল্য মৃণালের, সূক্ষ্ম কলেবরে,
মূর্ত্তি-ধরি সর্পিণীর,—যিনি সঞ্জীবনী,
তিনি মহাশক্তি "**কালী কুল-কুণ্ডলিনি**।"

সার্দ্ধ ত্রিবেষ্টনে বেষ্টি আনন্দে মগনা,
আত্মহারা আত্মানন্দে, মুদ্রিত-নয়না।
নির্গলিত ব্রহ্মরন্ধ্রে, পরামৃত-ধার,
মত্তা পানে, আচ্ছাদনে ব্রহ্ম-রন্ধ্র-দ্বার।
শঙ্খের আবর্ত্ত তুল্য বেষ্টনে বেষ্টিতা।
প্রজ্জ্বলিতা, দীপ্তি-শ্রেণী যেন সু-সজ্জিতা।

বেষ্টি মহা রাসের মাধুর্য্যে স্বয়ম্ভুকে ;
রক্ষি, মধু-নির্গলন-মুখে, মুখ সুখে,
বোধ্যা মাত্র যোগীন্দ্রের,—আনন্দ-রূপিনী,
আনন্দের নিদ্রাগতা, "**কুল-কুণ্ডলিনী**।"

৮। তদূর্দ্ধে বিষতন্তু সোদর লসৎ সূক্ষ্মা
জগন্মোহিনী।
ব্রহ্মদ্বার মুখং মুখেন মধুরং
স্বাচ্ছাদবন্তী স্বয়ম্।
শঙ্খাবর্ত্তমালা নবীন চপলা
মালা বিলাসাস্পদা।
সুপ্তা সর্পীসমা শিরোপরি লসৎ
সার্দ্ধং ত্রিবৃত্তাকৃতিঃ।

৮। সেই লিঙ্গরূপী স্বয়ম্ভু-শিরে মৃণাল-তন্তু সদৃশ অতি সূক্ষ্মা কুল-কুণ্ডলিনী, সার্দ্ধ ত্রিবেষ্টনে নিদ্রিতা সর্পিণীর তুল্য শোভমানা। দর্শনে বোধ হয়, নবীন জলধরে বিদ্যুন্মালা ক্রীড়া করিতেছে। কুল-কুণ্ডলিনীর বেষ্টন শঙ্খের আবর্ত্ত তুল্য। তিনি জগন্মোহিনী। (কারণ প্রত্যেক দেহে সঞ্জীবনী শক্তি। ততক্ষণই জীব আনন্দভোগে অধিকারী, যতক্ষণ দেহে সঞ্জীবনীশক্তি থাকে। তাই আনন্দের প্রয়াসী জীব, অগ্রে সঞ্জীবনীশক্তিকে সাধনা দ্বারা স্থির করে। তিনি না থাকিলে যখন কোন প্রকার সুখ ভোগেরই পথ থাকেনা, তাই তিনি আনন্দদায়িনী,—তাই তিনি জগন্মোহিনী।) তিনি বদন বিস্তৃত করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রের দ্বারকে আচ্ছাদিত করিয়া রহিয়াছেন। তিনি সর্ব্বদা মধুপানে আমোদ-বিহ্বলা।

সঞ্জীবনী শক্তি এই কুল-কুণ্ডলিনী।
মূলাধার পদ্মে, শম্ভু-শির-নিবাসিনী।
কোমল প্রবন্ধ-কাব্য-রচনা সকল
সম্বন্ধে সুশ্রাব্য নীতি-ক্রমের কৌশল,
অবলম্বি, মত্ত মধু-গুঞ্জনের মত,
গুঞ্জনে নিমগ্না ;—আত্মহারা অবিরত।

কর্ণে যাঁর, সে গুঞ্জন পরবেশ করে,
শব্দ-তত্ত্বে অধীশ্বর, তিনি এ ভূপরে।
অন্তরে-বাহিরে, শব্দ ঘটে যা যখন,
সমস্ত শ্রবণে শক্ত, তাঁহার শ্রবণ।

ঝঙ্কার যা প্রণবের, চলে চরাচরে,
সর্ব্বদা তা পশে, তাঁর শ্রবণ-বিবরে।
দৃষ্টি তাঁর স্থির, তাঁর অন্তর সুস্থির।
সুস্থির সর্ব্বদা, যথা স্থির সিন্ধু-নীর।
স্থির তাঁর বাক্য-কার্য্য, স্থির তাঁর গতি।
মৃত্যুপণে, সত্যে সদা স্থির, তার মতি।

প্রাপ্ত যিনি সাধনে, সে গুঞ্জন-সন্ধান।
তুল্য তাঁর, বিশ্বে নাহি, বর্ত্তে ভাগ্যবান।
বিদ্যুৎ-স্বরূপা, এই কুল-কুণ্ডলিনী,
বর্ত্তে শ্বাস-প্রশ্বাসে, মা, দিবস-যামিনী।
রক্ষেন মা, জীবের জীবন অবিরত।
কিংবা জীব-দেহে, তিনি জীবন মূলতঃ।
বাধ্য করিবারে তাঁকে, সাধ্য যে জনার,
সংসার-তরঙ্গ শান্ত সন্নিকটে তাঁর।

৯। কূজন্তি কুল-কুণ্ডলিনী চ মধুরং
মত্তালিমালাস্ফুটং।
বাচঃ কোমল-কাব্যরচনা
ভেদাতি ভেদক্রমৈঃ।
শ্বাসোচ্ছ্বাস বিবর্ত্তেন জগতাং
জীব তথা ধার্য্যতে।
সামূলাম্ভোজ গহ্বরে বিলসতি
প্রোদ্দাম দীপ্তাবলী ॥

৯। মধুপানে বিহ্বল মধুকরগণের কূজনের মত কুল-কুণ্ডলিনী কূজন করেন। শ্রুতিমধুর সুকোমল কাব্যের যা ভেদাভেদ ক্রম আছে, তাহাদ্বারা অন্বিত তাঁহার সেই কূজন ধ্বনি। তাঁহারই শ্বাস-প্রশ্বাস বিভাগ-দ্বারা জীবগণের জীবন রক্ষা হয়। সেই ত্রিভুবন-মোহিনী কুল-কুণ্ডলিনী মূলাধার-গহ্বরে অবস্থান করেন। তিনি আলোক দ্বারা সম্যক প্রকারে শোভমানা।

স্থূল, কিংবা সূক্ষ্ম জ্ঞান-বিধান-কারিনী
শক্তি যিনি, তাঁর নাম কুল-কুণ্ডলিনী।
জীব-সত্ত্ব-পরমায়ু-পরাশ্রয় যিনি,
বিশ্ববরণীয়া, তিনি কুল-কুণ্ডলিনী।
আব্রহ্ম-স্তম্ব-পর্য্যন্ত, দৃশ্যা এ ধরণী,
উদ্ভাসিতা যাঁহে, তিনি কুল-কুণ্ডলিনী।
সর্ব্ব জীবান্তরে যিনি শক্তি আহ্লাদিনী,
নিত্য-সুখদাত্রী, তিনি কুল-কুণ্ডলিনী।
নির্গুণা কভুও, কভু সগুণ-রূপিণী,
গুণাতীতা, গুণা-ধীনা, কুল-কুণ্ডলিনী ॥
বর্ত্তে যত দেব-শক্তি তিনি সর্ব্বাশ্রয়।
ভিন্ন তিনি, বিশ্বে কিছু ভবনীয় নয়।
পরাৎপরা, পরম বিজয়ে সুশোভিতা,
কুণ্ডলিনী, নিত্য মহা-মহিমা অন্বিতা।

১০। তন্মধ্যে পরম কলাতিকুশলা
সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মারূপা
নিত্যানন্দ পরম্পরাতি চপলা
মালালসদ্দীধিতিঃ
ব্রহ্মাণ্ডাদি কটাহ সকলং
যদ্ভাসয়া ভাসতে।
সেয়ং শ্রীপরমেশ্বরী বিজয়তে
নিত্যং প্রবোধয়তে ॥

১০। সেই কুল-কুণ্ডলিনীর অভ্যন্তরে যে পরমা প্রকৃতি আছেন, তিনি চপলা মালার ন্যায় অত্যুজ্জ্বলা, নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার কিরণ-কটাহের ন্যায় প্রকাশিত। তিনিই তত্ত্বজ্ঞান-দায়িনী। অথবা জ্ঞানোদয় স্বরূপা। তিনিই শ্রীশ্রী-পরমেশ্বরী, তিনি জয়যুক্ত হউন।

সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা যদি হয় কোন জন,
সর্ব্বলোকে অদ্বিতীয় প্রশংসা-ভাজন,
শূন্য-ভেদ-জ্ঞান, সমদর্শী, মহাজ্ঞানী,
সর্ব্ব সম্প্রদায়ে হয়, বহু মানে মানী,
কবীশ্বর তুল্য, যদি হয় সরস্বতী,
সন্ন্যাসীর শিরোমণি, অনাসক্ত অতি,
তাহা হ'লে যে আনন্দ, তাহার অন্তরে,
কুণ্ডলিনী-বেত্তা, তাহা নিত্য ভোগ করে।
কুল-কুণ্ডলিনী ধ্যানে, চিত্ত স্থির যার,
নশ্বরে সে, অনশ্বর-তুল্য অনিবার।
সংসার-সমুদ্রে তুঙ্গ তরঙ্গ সকল,
সাধ্য নাহি, স্পর্শ করে, তার পদতল।"
বলেন মাধবদাস "অন্য পদ্ম যত,
প্রত্যেকের বিবরণ, কহ সংক্ষেপতঃ।"
কহিল সন্তান, "লিঙ্গ মূলে স্বাধিষ্ঠান,
ষড়দল ;—চিত্রাণীতে তার বাসস্থান।
বিন্দু যুক্ত ব, ভ, ম, য, র, ল, এই ছয়,
স্বাধিষ্ঠানে ষড়দলে দৃশ্যমান রয়।
এই পদ্মমধ্যে বর্ত্তে অর্দ্ধ চন্দ্রাকার,
শুভ্রাভ বরুণ-যন্ত্র, অপূর্ব্ব প্রকার!
নির্ম্মল শারদ-চন্দ্র-তুল্য সুশোভন,
মধ্যে বীজ বরুণ "বং", মকর-বাহন।
বীজাধার বরুণের অঙ্কে নীলবর্ণ,
পীতাম্বর-ধারী, নব যৌবন-সম্পন্ন,

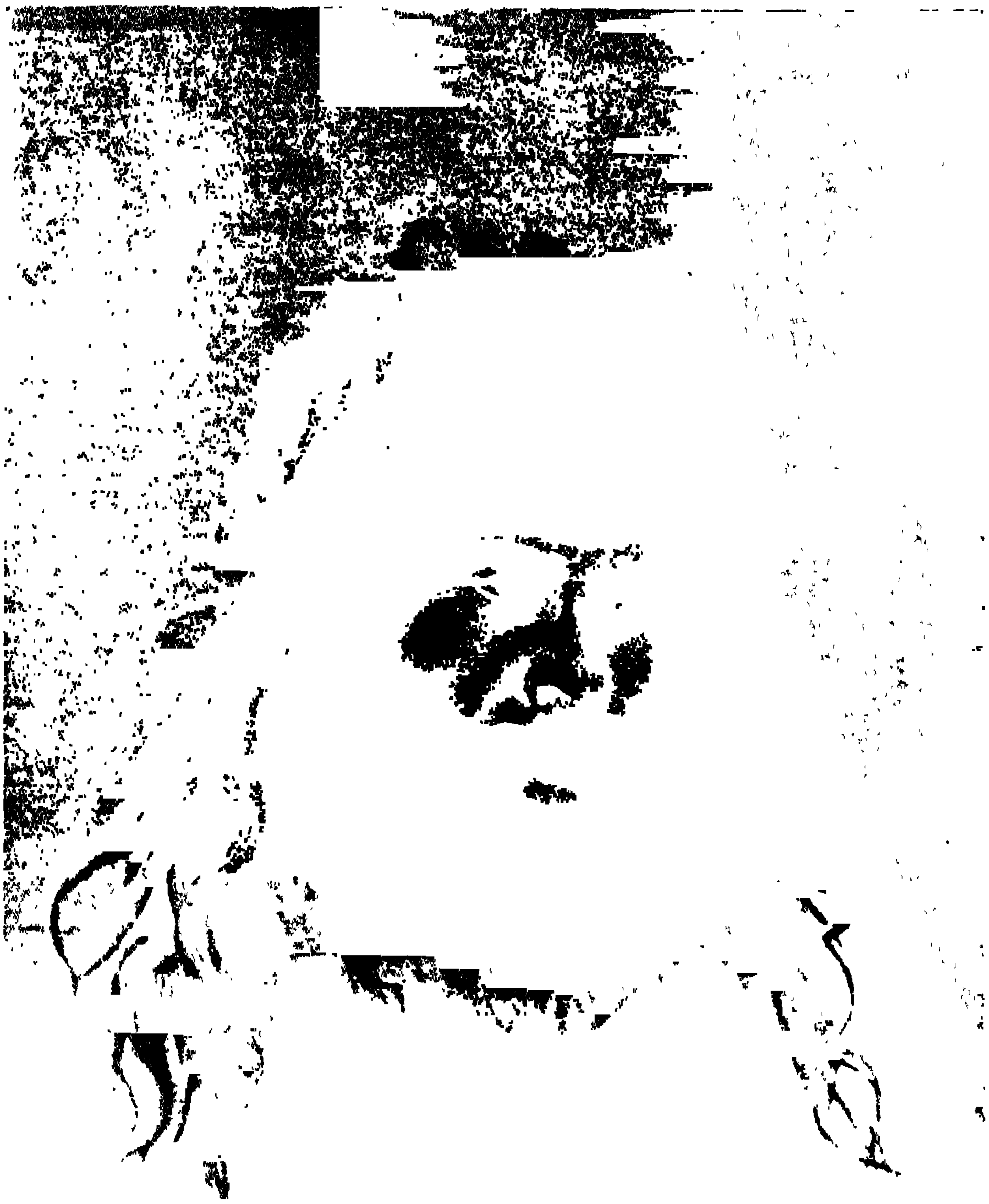

শ্রীহট্টের গৌরব

সাধক-শ্রেষ্ঠ—শরৎচন্দ্র চৌধুরী।

শ্রীবৎস-কৌস্তুভ-মণি-বিভূষিত-কায়,
দেবেশ্বর নারায়ণ, নিত্য দর্শা যায়।

মূর্ত্তি চতুর্ভুজ হন, এই নারায়ণ,
পূর্ণ সর্ব্বাভীষ্ট, যাঁকে করিলে স্মরণ।
শ্রেষ্ঠ এ বরুণচক্রে, শক্তি শ্রীহাকিনী,
তুল্য নীল-পদ্ম-কান্তি, ব্রহ্মাস্ত্র-ধারিণী।
সর্ব্বদা উন্নত-চিত্তা, রত্ন-বিজড়িতা,
মূর্ত্তি চতুর্ভুজা, সর্ব্ব মহিমা-অন্বিতা।

স্বাধিষ্ঠান পদ্ম-উর্দ্ধে, নাভিস্থিতি-স্থলে,
বর্ত্তে এক পদ্ম, বিনির্ম্মিত দশ দলে।
"ড" হইতে "ফ" পর্য্যন্ত, বিন্দু যুক্ত করি,
দশ বর্ণ রহে, তার দশ দলোপরি।

পদ্ম নীলবর্ণ, নীল দশ দল তার;
পদ্ম তাহা "মণিপুর," মাধুর্য্য-ভাণ্ডার।
অগ্নির ত্রিকোণ কুণ্ড, বর্ত্তে এ কমলে,
অভ্যন্তরে, নব-ভানু তুল্য, প্রভা জ্বলে।
কুণ্ডের বাহিরে, দ্বারত্রয় সু-শোভিত।
বহ্নি বীজ "বং" সেই কুণ্ডে বিরাজিত।

এই বহ্নিবীজ-পতি, মেষের বাহনে,
চতুর্ভুজ, নবভানু-সমান বরণে।
বর্ণ তাঁর রক্তবর্ণ,—বৃদ্ধ ত্রিলোচন,
সৃষ্টি-সংহারক, অঙ্গে বিভূতি ভূষণ।

রুদ্র-মূর্ত্তি, জীবে শিবদাতা মহাকাল,
হস্তে তাঁর, বরাভয়, শোভে সর্ব্বকাল।
চতুর্ভুজা লাকিনী, মঙ্গল-বিধায়িনী,
শক্তি, পদ্ম "মণিপুরে" শ্যামা-স্বরূপিণী।
পীতাম্বরা, বিরাজিতা বিবিধ ভূষণে,
সর্ব্বদা প্রসন্ন-চিত্তা, জানে যোগিগণে।

হৃদয়ে সে "অনাহত" পদ্মের বসতি,
বন্ধুক কুসুমতুল্য সমুজ্জ্বল অতি।
পদ্ম ইহে, উজ্জ্বল দ্বাদশ বর্ণ রয়,
"ক" হইতে "ঠ" পর্য্যন্ত বর্ণ শোভাময়।

চক্র ষট্‌কোণ এই পদ্মে বিরাজিত,
মধ্যে যার, বায়ুবীজ "যং" সু-শোভিত।
ধূম্রবর্ণ বীজ ইহা, মাধুর্য্য-বিশিষ্ট,
চতুর্ভুজ, কৃষ্ণসার-বাহন, গরীষ্ঠ।
চিন্তনীয় ষট্‌কোণে, শ্বেতবর্ণ শিব,
প্রাপ্ত যায়, নিত্যাভয়, ব্রহ্মাণ্ডের জীব।

শক্তি এই পদ্মে, শিবদায়িনী কাকিনী,
পীতবর্ণা, যেন স্নিগ্ধোজ্জ্বলা সৌদামিনী।
চতুর্ভুজা, অস্থি-মালা-ধারিণী তারিণী।
খট্বাঙ্গ-অভয়-পাশ-কপাল-ধারিণী।

এই পদ্ম-কর্ণিকায়, কল্যাণ-দায়িনী,
বর্ত্তে শক্তি;—যন্ত্র তার, কোণত্রয়ে জানি।
মধ্যে তার, বাণ নামে শিবলিঙ্গ আছে।
শিরোদেশে, অর্দ্ধ-চন্দ্র শোভা বিস্তারিছে।

নির্ব্বাত প্রদীপ-শিখা-তুল্য, জীবাত্মায়,
পদ্ম এই "অনাহত," নিত্য শোভা পায়।
ক্রীড়াশীল শিবের, ইহাই বাসস্থান।
যোগারূঢ়, জানে তত্ত্ব, স্থির করি প্রাণ।

কণ্ঠে পদ্ম "বিশুদ্ধ," ষোড়শ দল তার।
অকারাদি ষোল স্বর তাহে অলঙ্কার।
ধূম্রবর্ণ সকল দল, পূর্ণ-চন্দ্র-সম।
বৃত্তাকারাকাশ, তাহে বর্ত্তে অনুপম।

ঐ আকাশ-চক্র-ক্রোড়ে, নাশিতে অশিব,
পঞ্চানন, ত্রিলোচন, দশ-বাহু, শিব।
ব্যাঘ্র-চর্ম্ম পরিধানে, গৌরীর অর্দ্ধাঙ্গ,
চিন্তিলে তাঁহাকে, হয় ত্রিতাপের সাঙ্গ।

ভ্রূযুগল-মধ্য-স্থলে, "আজ্ঞাপদ্ম" রহে।
দ্বিদল বিশিষ্ট, তাকে ধ্যান-স্থান কহে।
দলদ্বয়ে বিন্দুযুক্ত "হ," "ক্ষ" দ্বি অক্ষর,
সু-নির্ম্মল, শুভ্র বর্ণ, যেন সুধাকর।
পদ্ম-মধ্যে শক্তি ষড়াননা শ্রীহাকিনী,
বিদ্যা, মুদ্রা, কপাল, ডমরু, বীণাপাণি,

চতুষ্পাণি,—চারি হস্তে এই চারি রহে।
হাকিনীকে সর্ব্বদা বিমল-চিত্তা কহে।
আজ্ঞাপদ্ম-অভ্যন্তরে বর্ত্তে শুদ্ধ মন।
যোনি-রূপা কর্ণিকাতে, শিব-দেহ র'ন।
"ইতর" তাঁহার নাম, বিদ্যুতের মত
উদ্ভাসিত ;—ব্রহ্মজ্ঞান দানেন সতত।
বেদ-ব্রহ্ম-প্রণব, তাহাতে বিস্তারিছে।
দর্শনীয় এ সমস্ত, ভাবজ্ঞের কাছে।

এই আজ্ঞাপদ্মে, অন্তশ্চক্রের অন্তরে,
ঊর্দ্ধে ভ্রূর, জ্ঞান, জ্ঞেয়, আত্মা বাস করে।
এই অন্তরাত্মা দীপ-শিখার সমান,
ওঙ্কার-আত্মক ;—তত্ত্ব জ্ঞাত জ্ঞানবান।

ওঙ্কারের ঊর্দ্ধদেশে অর্দ্ধচন্দ্র শোভে,
তদূর্দ্ধে "ম" বিন্দু, যেন পূর্ণ চন্দ্র নভে।
"ম" বিন্দুর অগ্রভাগে, বলরাম সম,
শ্বেত বিন্দু-তুল্য, নাদ-লিঙ্গ অনুপম।

পরম আনন্দময় আজ্ঞাপদ্মে মন,
বিলীন করিতে, যোগী করে আরাধন।
মাত্র গুরু-পাদপদ্মে, পরাভক্তি-ভরে,
প্রাপ্ত হয়, নিরালম্ব-মুদ্রা-জ্ঞান, নরে।

আত্ম-জ্যোতি, অতঃপর, কর দরশন,
অখিল ব্রহ্মাণ্ড, আত্ম-স্বরূপে তখন।
দৃষ্টি রাখি আজ্ঞাপদ্মে, যে ত্যজে জীবন,
পরব্রহ্মে মিলি, মুক্ত সেই মহাজন।

অন্তরাত্মা, সেই স্থানে, অবস্থিত রয়।
তরুণ-অরুণ-তুল্য, তাহা জ্যোতির্ম্ময়।
সহস্রার হ'তে, উহা হইয়া বাহির,
পৃথ্বীচক্রে প্রবেশিয়া, রহিয়াছে স্থির।

পরব্রহ্ম অব্যয় ঈশ্বর, সেই স্থানে।
দর্শিতে সমর্থ যোগী, স্থির চিত্তে ধ্যানে।

দ্বিদল-পদ্মের ঊর্দ্ধে নাদ-লিঙ্গ আছে,
বিশ্বে নিত্যবরাভয় নাদ প্রদানিছে।
অর্দ্ধ সে নাদের, দুর্গা,—ষট্‌চক্রে বলে।
বায়ুর লয়ের স্থান, সেই ঊর্দ্ধস্থলে।

সাধনা-প্রভাবে, আর শ্রীগুরু-কৃপায়,
সিদ্ধযোগী, তথা শিব-দুর্গা-দেখা পায়।
দর্শে রাধাকৃষ্ণ রূপে বৈষ্ণব-মণ্ডলে,
বাক্য-সিদ্ধি ঘটে তার, ষট্‌চক্রে বলে।

নাদ মূর্ত্তি ; দানিলাম পরিচয় যার,
বিরাজে শঙ্খিনী নাড়ী, আরো ঊর্দ্ধে তার।
শঙ্খিনীর মস্তকে, সে শূন্যকার স্থান,
যার মধ্যে, এক পরাশক্তি বিদ্যমান।

নিম্নভাগে তার, বর্ত্তে পদ্ম "সহস্রার।"
দৃশ্যমান দশ-শত-দল মধ্যে তার।
শুভ্রবর্ণ, শারদীয় পূর্ণচন্দ্র সম,
প্রস্ফুটিত অধোমুখে, অতি অনুপম।

সেই দশ-শত-দলে, শুন মহোদয়!
সমস্ত কেশর হয় নবভানুময়।
অকারাদি পঞ্চাশৎ বর্ণাত্মক তারা,
অরুণ-আতপে, যেন হীরকের তারা।

ত্রিভুবন-বিজয়ী, পরম গোপনীয়া,
জীবের জীবন, সর্ব্ব লোক বরণীয়া,
শক্তি বর্ত্তে সেই স্থানে, যোগসিদ্ধ তত্ত্ব জানে,
প্রচ্ছন্না সে শক্তি-মধ্যে পরানন্দময়,
যোগীন্দ্রের জ্ঞান-বোধ্য শিবস্থান রয়।
বিষ্ণুলোক কেহ কহে,—কেহ ব্রহ্মধাম,
হংসে কহে, আত্মা-পরমাত্মা-রাস-স্থান।

শান্ত চিত্তে, প্রশান্ত-অন্তর মহাজন,
আগ্রহে একাগ্র মনে, অষ্টাঙ্গ-সাধন
করি, যবে, পূর্ণকাম,—হন সমাধিস্থ,
দর্শনে সমর্থ তবে, অন্তস্থ-বহিঃস্থ।
ভাব-রাজ্য উদ্ভাসিত, চিত্তে সে সময়,
দৃশ্যমান সে সময়, দেশ জ্যোতির্ম্ময়!

তখন হুঙ্কার বীজ, আশ্রয় করিয়া,
আক্রমেন তেজবায়ু, ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া।

পদ্ম মূলাধারে স্থিতা, কুণ্ডলিনী মাকে,
ব্রহ্ম-রন্ধ্র-পথে, যত্নে আনেন মস্তকে।
স্থাপিয়া সহস্র-দল কমলে, তাঁহায়,
তন্ময়, আনন্দে ডুবি, নির্ম্মল চিন্তায়।

চিন্তা কর, তন্তু-রূপা কুল-কুণ্ডলিনী,
শুদ্ধ বুদ্ধিদাত্রী, বিদ্যুদ্দাম-বিলাসিনী।
চিন্তা কর মূলাধারে "স্বয়ম্ভু" মহান,
দ্বিদলে "ইতর", অনাহতে স্থিত "বাণ"।

চিন্ত ব্রহ্মময়ী-তত্ত্ব, আর ষট্‌পদ্ম,
সহস্র-দল কমল, অমৃতের সদ্ম।
জপ কর "**কালী কুল-কুণ্ডলিনী**" নাম,
চিন্তা কর, চিত্ত-নাথ সর্ব্ব রস-ধাম।

চিন্তা কর, অলক্তাভ পরামৃত পানে,
কি ভাবে সে কুণ্ডলিনী সহস্রার ধামে,
বিস্তারিয়া পূর্ণানন্দ,—আনন্দ-আগার
শয়নে, স্বয়ম্ভু-শিরে পশে আরবার।

চিন্তা কর, এই ক্ষুদ্র দেহে কি প্রকাণ্ড,
বর্ত্তে, এক অত্যদ্ভুত জ্যোতির ব্রহ্মাণ্ড!
চিন্ত চিত্তে, সুষুম্নার আশ্চর্য্য ব্যাপার;
স্তরে স্তরে কি প্রকার জ্যোতির বাজার!
তন্ময় চিন্তায় ভাব-রাজ্যে প্রবেশিবে,
"কালী কুল-কুণ্ডলিনী-তত্ত্ব" সমুঝিবে।"

বলেন মাধবদাস, "তত্ত্ব শুনিলাম,
সাধ্য যার যতদূর, তত বুঝিলাম।
বুঝিলাম, ভাবতত্ত্বে করিলে গমন,
অন্তরে, জ্যোতির দেশ দর্শে বুদ্ধগণ।"

বলেন কেশবানন্দ, কৃষ্ণ-ভক্তিময়,
"বর্ণিলে যা কুণ্ডলিনী-তত্ত্ব সমুদয়,
ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে হ'লেও উত্তম,
বোধ্য নহে, সাধারণ-পক্ষে, এত ক্রম।

নিত্য শুনি ভক্তির সরস আলোচন,
সিক্ত সুধা-পরবাহে, হৃদয়-শ্রবণ।
দুর্ব্বোধ্য শ্রবণে, কর্ণ বাধা যেন পায়,
মাত্র ভক্তি-রসালাপ, শুনিবারে চায়।

উত্তরে সন্তান, "সত্য তোমার বচন,
ভক্তিরসালাপ-সঙ্গে কাহার তুলন?
কিন্তু শুন, অত্যুচ্চ বিষয় যে সকল,
পূর্ণ যাহে, সুখ-সমৃদ্ধিতে ভূ-মণ্ডল।
কষ্ট-সাধ্য পরিশ্রমে, দুর্ব্বোধ্য চিন্তায়,
তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি প্রবীণ মনুষ্যে তাহা পায়।

কঠিন খর্জ্জুর বৃক্ষ, কৌশলে কাটিয়া,
মিষ্ট রস পান করে, মহাতুষ্ট-হিয়া।
ইক্ষু নিঙাড়িয়া, রস করে আকর্ষণ,
রসাকর্ষি করে ক্রমে মিশ্রি উৎপাদন।

দুর্ভেদ্য প্রস্তর-ভূমি করিয়া খনন,
তৃষ্ণা করে নাশ, করি বারি উত্তোলন।

বিজ্ঞান-জগতে বহু তত্ত্ব-আবিষ্কার,
অ-কাঠিন্যে আবিষ্কৃত কোন তত্ত্ব তার?

অতএব কাঠিন্যেও আছে প্রয়োজন,
কাঠিন্যে যে কৃতকার্য্য, গরিষ্ঠ সে জন।
তপস্যা কঠিন কর্ম্ম, মন আছে যার,
সে কঠিন কর্ম্ম হয়, সহজ তাহার।

স্থিরানন্দ-প্রার্থী নর, আনন্দদায়িনী,
কুণ্ডলিনী হইলেও, দুর্ব্বোধ্য-রূপিণী।
আগ্রহে, স-যত্নে, করে অর্চ্চনা তাঁহার,
সাধ্য নাহি যাহে, অপদার্থ ভুলুয়ার।"

বলেন শ্রীপূর্ণানন্দ মধুর হাসিয়া,
"কুল-কুণ্ডলিনী-তত্ত্ব, শ্রবণ করিয়া,
নির্ম্মল আনন্দরসে, অভিষিক্ত মন।
ইচ্ছি এবে, শুনিবারে, মাহাত্ম্য কীর্ত্তন।"

কীর্ত্তন।

কে রে ও দিব্যজ্যোতি স্বরূপা
আধারে শম্ভু-শিরশোভিনী।
কভুও ব্রহ্ম-রন্ধ্র বাহিয়া,
নাদ-শিখরে নৃত্য-কারিণী॥

শম্ভু-বদনে অপি বদন,
সর্পিণী-রূপা মধু-পায়িনী।
মধুর ভাবে ঘুমের ঘোরে,
আপনা ভুলি সুখ-শায়িনী॥
চন্দ্র-সূর্য্য-বহ্নি-প্রভায়
গমন-পথ-তম-নাশিনী।
আপনি ঘুমায়, আপনি জাগে,
আপনি চলে উর-চারিণী॥
ভাবে নিরখি, ভুলুয়া ভণে,
ঐ অনুভব-তনু-ধারিণী।
শঙ্কর-উর-চারিণী কালী,
আধারে কুল-কুণ্ডলিনী॥

—— ধ্রুপদ—চৌতাল। ৭৯

কেউ বলে সে নিরাকারে, কেউ বলে সাকার।
কেউ বলে সে ঘরের মানুষ, সকল মূলাধার॥
কেউ বলে সে পরমজ্যোতি, কেউ বলে পরাপ্রকৃতি।
কেউ বলে তার বরণ আলো, কেউ বলে আঁধার॥
কেউ বলে সে দয়াল হরি,কেউ বলে সে ভূভারহারী।
কেউ বলে সে রয় এপারে, কেউ বলে ওপার॥
কেউ বলে গড্ অল্‌মাইটী, কেউ বলে সে
আল্লাই খাঁটা।
কেউ বলে তার নাম নিলে হয়, ভব-সাগর পার॥
ভুলুয়া গায় যে যা বলে, কোন কথাই নয় বিফলে,
দুখীর সহায় এই ভূতলে, সেই ত মা আমার॥

—০— ভৈরবী ৮০।

পঞ্চম দিন।

—*—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—০*০—

ভক্তেশি ভক্তলোকেশি বিশ্বেশি ভক্তবৎসলে।
সত্যময়ি নারায়ণি জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥ ১
ভক্তলোক-সংরক্ষিকে সঙ্কটাশ্রয়দায়িনি।
ভক্তানন্দ-বিবর্দ্ধিনি জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥ ২
মহদুদ্দেশ্যসিদ্ধিদে সর্ব্বশক্তি সমন্বিতে।
দেবারাধ্যে মহাবিদ্যে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥ ৩
সিদ্ধবিদ্যাধরারাধ্যে সিদ্ধেশ্বরি সিদ্ধিপ্রদে।
সন্তানাং সর্ব্বসিদ্ধিদে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥৪
সংসারারণ্যসঙ্কট-পরিত্রাণ-পরায়ণে।
ভবার্ণব-নিস্তারিণি জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥
গুণাশ্রয়ে গুণময়ি বিশ্বসৃষ্টি-বিধায়িনি।
সর্ব্বজীব-সম্পালিনি জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥
সর্ব্বার্থসাধিকে দুর্গে, সর্ব্বাপদ-বিভঞ্জিনি।
শরণাগতপালিনি জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥
কামাখ্যা বরদে দেবী দ্বাদশভুজ-ধারিণি।
কালি কুল-কুণ্ডলিনি জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥৮

চিত্ত দুরাশা-মোহ-পীড়িত,
ভোগ-পূরণে মত্ত।
দম্ভে দর্পে ঝম্পে অনলে,
না মানে মিথ্যা-সত্য॥
কভুও ক্ষেত্র, কভুও যোত্র-
জন্য, কলহে মগ্ন।
গ্রাহ্য না করি, পার-তরণী,
আছাড়ি কৈল ভগ্ন॥
দুর্জ্জন-সনে কি যে দুর্গতি,
চিন্তে না একবিন্দু।
গোস্পদ খুঁড়ি, গর্ত্ত করিয়া,
গড়িল দুঃখ-সিন্ধু॥
লাঞ্ছনা শত, সহিয়াও যদি,
চিত্ত না হল শান্ত।
চিন্ময়ি, তব কৃপা কি জন্য,
প্রার্থে ভুলুয়া ভ্রান্ত॥

জিজ্ঞাসেন নিত্যানন্দ, আনন্দে অধীর,
"কে কমলাকান্ত মহাজন ?"
উত্তরে সন্তান, "তিনি তুল্য প্রসাদের,
গণ্য, মহা মনস্বি-ভূষণ।

জন্মস্থান ছিল, গঙ্গাতীরে কালনায়,
চিহ্ন তথা এবে কিছু নাই।
বর্দ্ধমানে চান্না ছিল, ক্ষেত্র সাধনার,
সিদ্ধির সংবাদ তথা পাই।

ব্রাহ্মণ কুলীন, কোন বিত্ত নাহি ছিল,
মাতুলান্নে পালিত জীবন।
বিদ্যা-বুদ্ধি সিদ্ধি-লাভ, মাতুল ভবনে,
—চান্না ছিল, মাতুল-ভবন।

চান্নাগ্রামে অধিষ্ঠাত্রী, দেবী বিশালাক্ষী,
নামে যাঁর, অত্যন্ত প্রভাব,
মন্দিরে তাঁহার, করি জপ-তপ-ধ্যান,
অনেকে করিত সিদ্ধিলাভ।

দর্শিয়াছি নিজচক্ষে, আমি সেই স্থান,
নাহি কোন প্রতিমা তথায়।
বেদীর উপরে পঞ্চ-মুণ্ড বিরাজিত,
সে মুণ্ড কিসের, জানা দায়।

ক্ষেত্র সাধনার, অতি সু-প্রাচীন স্থান,
সাক্ষী তার তরুলতা যত।
অদ্ভুত প্রকার তথা বলির বিধান,
বিধি-নিষেধের বহির্ভূত।

বর্ত্তে তথা পুষ্করিণী, মন্দির পশ্চাতে,
তীরে তার, পঞ্চ-মুণ্ডাসন,
তথা কোন সিদ্ধ সাধু, কৃপা প্রদর্শিয়া,
কমলের শিক্ষা-গুরু হন।

পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম-বলে, সদ্‌গুরু লভিয়া,
আরম্ভেন সাধনা যেমন,
সাধনা-প্রভাব, যেন প্রবাহে আসিয়া,
তাঁহাকে করিল আলিঙ্গন।

তখন টোলের ছাত্র, পাঠাভ্যাস-কালে,
তিনি কোথা কেহ না জানিত,
আবৃত্তি সময়ে, তাঁকে দর্শি সর্ব্বোত্তম,
সর্ব্ব জনে বিস্ময় মানিত।

শিক্ষা কি করেন কোথা, সন্দেহ করিয়া,
করে সবে সন্ধান তাঁহার।
নিরীক্ষে একদা, যবে রাত্রি দ্বিপ্রহর,
প্রবেশেন মন্দির-মাঝার।

বসিলেন বিশালাক্ষী-সম্মুখে করিয়া,
চক্ষু মুদি, করি পদ্মাসন,
রাত্রি গেল পোহাইয়া বসি একাসনে,
মহাধ্যানে স্তিমিত-লোচন।

অন্য দিন প্রাতে, গ্রাম্যলোকে আসি দেখে,
ভাসে তনু পুষ্করিণী-জলে।
উত্তোলিয়া, উত্তম পরীক্ষা করি দেখি,
প্রত্যেকেই প্রাণ-হীন বলে।

কিছুক্ষণ পরে, দেহে সঞ্চারিল প্রাণ,
বিদেহ-মুক্তের ইহা খেলা।
যোগ-তত্ত্ব-বেত্তা এক ব্রাহ্মণ ছিলেন,
বুঝিলেন, তিনি তা একেলা।

যোগ-ভক্তি একাধারে, প্রায় অসম্ভব,
কমলে তা সম্ভবিত ছিল।
অধ্যাপক-শ্রেষ্ঠ হন, কালে শ্রীকমল,
কীর্ত্তি ক্রমে দেশে বিস্তারিল।

কিন্তু রাজ-রাজেশ্বরী, সর্ব্বস্ব যাঁহার,
অর্থাভাব স্বাভাবিক তাঁর।
শুদ্ধ মত, শুদ্ধ পথ, আশ্রয়ে যে জন,
অযোগ্য সে লক্ষ্মীর কৃপায়।

মাতুলান্নে পালিত, দারিদ্র্য সহচর,
মাত্র নিমন্ত্রণ-পত্র সার।
রক্ষা করিতেন তাহা ছাত্র পাঠাইয়া,
সংসার-নির্ব্বাহ ছিল ভার।

লক্ষ্য কালী-পদে, লক্ষ্য-হীন উপার্জ্জনে,
অন্ন-বস্ত্রাভাব নিত্য হ'ত,
তাহার উপরে, তাঁর সঙ্গ লাভ-তরে,
আসিত ভকত-অভ্যাগত।
নিত্য সহি, দারিদ্র্যের নিত্য বিড়ম্বনা,
চঞ্চল হইল হিমাচল।
ভিক্ষার্থী হইয়া, বর্দ্ধমান-সিংহ-দ্বারে,
উপস্থিত হন শ্রীকমল।

পরিচ্ছদে বিন্দুমাত্র পারিপাট্য নাই,
নিরীক্ষিয়া দ্বার ছাড়ি, না দিল সিপাই।
পুনঃ কহে, "পণ্ডিত বা, হয় গুণবান,
প্রাপ্ত হয় রাজ-স্থানে, গুণের সম্মান।
তুমি কি নিমিত্ত যাবে,—যে আসিবে তায়
মুক্ত করি দিব দ্বার,—হুকুম কোথায় ?"

বলেন কমলাকান্ত, "বিদ্যা-বুদ্ধি নাই,
কীর্ত্তনিয়া কালী-নাম, ভিক্ষা করি খাই।
কীর্ত্তন শ্রবণ করি, রাজার অন্তরে,
তুষ্টি হলে, অবশ্য মিলিত কিছু মোরে।
না মিলিত, না হয়, যেতাম আমি ফিরি,
কিন্তু তুমি রাখিলে, অর্গল বন্ধ করি,
সমস্ত সে জগদ্ধাত্রী নিয়তি-বিধান।
তুমিও নিমিত্ত মাত্র, শুন বুদ্ধিমান !"

উত্তরে প্রহরী, "যদি সত্য ইহা হয়,
কীর্ত্তন কি কর, অগ্রে দেহ পরিচয়।
দর্শি আমি অগ্রে, তুমি গাও কি প্রকার,
যোগ্য যদি বুঝি, দিব মুক্ত করি দ্বার।
প্রহরী বলিয়া, মোকে তুচ্ছ না করিও,
কর্ত্তা আমি সর্ব্ব-মূলে, বুঝিয়া দেখিও।"

বাক্য শুনি প্রহরীর, অন্তরে কমল,
দর্শেন, মা রঙ্গিনীর রঙ্গের কৌশল,
ভৃত্যের অন্তরে বসি দম্ভ প্রভুত্বের !
তত্ত্বদর্শী ভিন্ন, মর্ম্ম বুঝে কে তত্ত্বের !

আনন্দে কমলাকান্ত আরম্ভেন গান।
ভাব-সিন্ধু, যদিও অজ্ঞাত তাল-মান।
গান শুনি, ছিল যত দৌবারিক আর,
দণ্ডাইল, বেষ্টি সবে চৌদিকে তাঁহার !
কীর্ত্তন শ্রবণে সবে, একাগ্র অন্তরে ;
আত্ম-হারা ভক্ত, ডুবি ভাবের সাগরে।

ভক্তির কীর্ত্তনে সবে অত্যন্ত হর্ষিত।
উন্নত গগনে, সূর্য্য ক্রমে উপস্থিত।
নিবৃত্ত করিয়া ভক্তে সে দিনের মত,
একত্র হইয়া বসে দ্বারবান যত।
সংগ্রহে সকলে, চারি মুদ্রা চাঁদা তুলি।
অর্পে কমলের পায়, হ'য়ে কৃতাঞ্জলি।

দর্শি ভক্তি প্রহরীর, কমলের মন,
আকৃষ্ট যেমন, মগ্ন আনন্দে তেমন।
দর্শিতে ধীরাজে, আর ইচ্ছা নাহি করি,
তৃপ্ত সে দিনের মত, যান গৃহে ফিরি।

পুনঃ কিছু কাল পরে, আবার আসিয়া,
কীর্ত্তন করেন সিংহ-দুয়ারে বসিয়া।
দৌবারিক যত ছিল, বসিল বেষ্টিয়া,
কীর্ত্তন শ্রবণে সবে পুলকিত হিয়া।

ভাবোন্মত্ত কমলের ফাটিয়া নয়ন,
ঝরে অশ্রু, পুলকে কম্পিত তনুমন।
কণ্ঠ রোধে থাকি থাকি, ভাব অসম্ভব,
দর্শনে সমস্ত লোক, নিস্পন্দ নীরব।

হেনকালে রঘুনাথ, বিখ্যাত দেওয়ান
ধীরাজের দরবারে সেই পথে যান।
কমলাকান্তের নাম পূর্ব্বে জানা ছিল,
ভাগ্য অদ্য দর্শনের, দৈবে সমুদিল।

ভক্তের সহিত হয়, ভক্তের দর্শন,
অন্তরে করায়, অত্যানন্দ জাগরণ।
সঙ্গে করি কমলাকান্তকে স-সম্মানে,
সমুত্থিত রঘুনাথ, রাজ-সন্নিধানে।

গুণগ্রাহী মহারাজ, শুনি পরিচয়,
উল্লাসে, আনন্দে, দেন কমলে আশ্রয়।
শতার্দ্ধ-সংখ্যক মুদ্রা, করিয়া প্রদান,
আসিতে বলেন পুনঃ, প্রদর্শি সম্মান।

শান্তি লভি, এ প্রকারে ভক্ত-সম্মিলনে,
প্রত্যাগত কমল, স্ব-গৃহে তৃপ্ত মনে।
সংসারের প্রয়োজন করি সম্পাদন,
ভক্ত পুনঃ রাজগৃহে, দেন দরশন।

পক্ষ এক, নিজ স্থানে রাখিয়া এবার,
মুগ্ধ মহারাজ, শুনি ধর্ম্ম-তত্ত্ব-সার।
পরীক্ষিয়া কমলের সাধনা-বিধান,
উপলব্ধি করি জ্ঞান, সমুদ্র প্রমাণ,
পাণ্ডিত্য, কবিত্ব, আর উন্নত প্রকৃতি,
করেন কমলাকান্তে রাজ-সভাপতি।

নির্ম্মেন কমল-জন্য, রম্য নিকেতন,
সম্পাদেন, তাঁহার সমস্ত প্রয়োজন।
বর্দ্ধমান সহরে, কোটালহাট নাম,
সেই স্থানে, কমলের, হ'ল বাসস্থান।

প্রতিবর্ষে, জগদ্ধাত্রী অর্চ্চেন চান্নায়,
মাত্র অর্চ্চনার জন্য, গমন তথায়।
এক দিন বিশালাক্ষী-মন্দিরে কমল,
দ্বিপ্রহরে আছেন বসিয়া,
হেন কালে, এক শুভ্র বস্ত্র-পরিধানা,
মনোরমা বিধবা আসিয়া,
সম্বোধে তাঁহাকে, "আছে ধর্ম্মনারায়ণ,
আমি হই তাঁহার জননী,
মা-নাম-মাহাত্ম্য, তব রচনা সুন্দর,
গাও যদি, আমি কিছু শুনি।"

কমল শুনান গান,—তার মুখ পানে,
নিরীক্ষিয়া দুই চারি বার,
দর্শিলেন যেন কিবা জ্যোতি অপরূপ,
চমকিল শরীর তাঁহার।

গেল চলি সে রমণী, পরদিন প্রাতে,
দর্শিয়া সে ধর্ম্ম-নারায়ণে,
বর্ণিলেন আগ্রহ করিয়া যা ঘটিল,
পূর্ব্ব দিন তার মার সনে।

কহে ধর্ম্ম-নারায়ণ, "জনমি এবার,
দর্শি নাই জননী কেমন,
অত্যন্ত শৈশবে মোকে গেছে মা ফেলিয়া,
ছিন্ন করি স্নেহের বন্ধন।"

শুনিয়া কমলাকান্ত সজল নয়নে,
কহিলেন, "তবে কেন তাঁয়,
ছাড়িয়া দিলাম,—এই দেহ-মন-প্রাণ
অর্পণ না করি তাঁর পায়।"

পুনঃ শুন এক দিন নিশীথ সময়ে,
পঞ্চমুণ্ডী আসনে বসিয়া,
ছিলেন কমলাকান্ত,—দর্শন করেন,
এক বাগ্দী-নারী জাল দিয়া,
অন্য পারে পুকুরের, মৎস্য ধরিতেছে,
পরাহের ভোগের নিমিত্ত,
মৎস্য চাহিলেন, সে আসিল তাহা নিয়া,
দর্শি তাঁকে চমকিল চিত্ত।
অঙ্গে তার, যেন নীল জ্যোতি বিস্তারিত,
নীল জ্যোতি নাশি অন্ধকার,
পূর্ণ বয়সিনী বালা, অর্দ্ধ-উলঙ্গিনী
কেশ যেন মুক্তকেশী মার।
মৎস্য যা উত্তম, দিল—"মূল্য কল্য দিও।"
বলিয়া সে যাইল চলিয়া,
দর্শিতে তাহাকে পুনঃ ব্যাকুল কমল,
চলিলেন প্রত্যুষে ধাইয়া।
বাগ্দী-পাড়া প্রবেশিয়া, জিজ্ঞাসেন সবে,
প্রত্যেকেই সবিস্ময়ে বলে,
"বয়সে ষোড়শী বধূ, আধা উলঙ্গিনী,
আমাদের সমাজে না মিলে।

ঘোর অন্ধকারে ভরা রাত্রি দ্বিপ্রহর,
তখন সে শ্মশান-পুকুরে,
সাধ্য কার, যায়,—কার সাহসে কুলায় !
—কুলবধূ তথা মাছ ধরে !
কুল-বধূ নহে তাহা,—ভৌতিক ব্যাপার !
ভূতে মৎস্য দিয়াছে তোমায়।
মূল্য নিতে ভূতেই আসিবে যথাকালে,
সাবধানে থাকিও তথায়।”
শুনিয়া কমলাকান্ত নিস্পন্দ নয়ন,
মুখে নাহি, বিস্ময়ে বচন,
ধীর পদে বিশালাক্ষী-মন্দিরে প্রবেশি,
নয়নাশ্রু করেন মোচন।
পরমা প্রকৃতি যিনি, বিশ্বমূর্ত্তি যাঁর,
মূর্ত্তি যাঁর প্রতি জীব-দেহ,
মীন, কূর্ম্ম, নরসিংহ, বরাহাদি রূপে,
দৃশ্য যাঁর লীলা অহরহ,
কোন্ মূর্ত্তি ধরি, কবে কোন্ ভাগ্যবানে,
কৃতার্থ করেন কে বর্ণিবে !
বাগ্দী-নারী রূপ ধরি, কমলাকান্তকে,
ভুলাইয়া অদৃশ্যা নীরবে।
অর্চ্চিতেন জগদ্ধাত্রী, অর্চ্চনা-নিমিত্ত
শিষ্যবাড়ী ঘুরিয়া ঘুরিয়া,
সংগ্রহিয়া গো-গাড়ীর দ্রব্য দশ গাড়ী,
একবার আসিছেন নিয়া।
সন্ধ্যা-পরে ওড়গাঁর ডাঙ্গায় আসিলে,
বেষ্টিল তাঁহাকে দস্যুদলে।
লুণ্ঠি সব চলে তারা,—আনন্দে কমল,
আরম্ভেন গান উচ্চ রোলে।
“ও ত্রিনয়না, কেমন তোর মহিমা,
আমায় দিয়ে জানা, গেল গো এবার।
আত্ম-পুণ্যে নর, যদি হয় উদ্ধার,
মাহাত্ম্য কি তোমার তাতে,—
এ মা, পুণ্য-পথে যেতে যেতে।
আমি হীন-ভক্তি, আমায় দিতে মুক্তি,
আদ্যাশক্তি শক্তি, হল না তোমার ॥
গর্ভবাসে ছিল বাসনা বৈরাগ্য,
ভব-বাসে এসে হল উপসর্গ,
মা তোমার চরণে দিতে পাদ্য-অর্ঘ্য,
বাসনা ছিল গো মনে,—
ভজ্‌ব কি, ভক্তি না দিলে,
মজ্‌ব কি, মজালে কালে,
পূজ্‌ব কি মা বিল্বদলে,
হ'ল, রিপুগণ বাদী অনিবার ॥
শিব-আজ্ঞা পেয়ে ছিলাম এ অবধি,
শিব যদি মা এখন হলেন মিথ্যাবাদী,
শিবের দোহাই দিয়ে, মিছে তোমায় সাধি,
মিছে কাঁদি দুর্গা বলে,—
ইহকাল গেল অসুখে, বঞ্চিত হ'লাম পরলোকে,
কমলের কর্ম্ম-বিপাকে,
কলুষ-পাতকী না হ'ল উদ্ধার ॥

সঙ্গীত শ্রবণে দস্যু নির্দ্দয়-হৃদয়,
নির্দ্দয়তা পরিহরি, মানিল বিস্ময়।
বলাবলি করে সবে, বিস্ময়ে ডুবিয়া,
“কার দ্রব্যজাত মোরা নিতেছি লুণ্ঠিয়া !”
এক দস্যু উঠি বলে, “এ নহে সামান্য,
নিশ্চয় সজ্জন সাধু,—সর্ব্বজন-মান্য।
লুণ্ঠনে আপত্তি নাহি, ডাকে মা বলিয়া,
মুগ্ধ যাহে, নির্ম্মম পাষাণ-দস্যু-হিয়া !”
অন্য দস্যু বলে, “কার্য্য দর্শি মনে হয়,
নিষ্কিঞ্চন, মহীয়ান, সাধক নিশ্চয়।
লুণ্ঠিনু সমস্ত, প্রতিবাদ না করিল।
হাস্য মুখে, অর্পি সব, সরি দাঁড়াইল।”
চিন্তি, অন্য দস্যু বলে, “তাহা যদি হয়,
দ্রব্য হেন মহাত্মার, লওয়া শ্রেয়ঃ নয়।”

অন্যে বলে, "বলিস্ কি ? করিয়া লুণ্ঠন,
দয়ার্দ্র হইলে, দস্যু-বৃত্তি বিড়ম্বন !
ভক্ত বা অভক্ত হয়, বিচারে না যাব,
লুণ্ঠিব সম্পত্তি তার, যার কাছে পাব।
প্রস্তরে নির্ম্মিত, এই দস্যু-মন-প্রাণ।
অজ্ঞাত এ প্রাণ, অন্যে করুণা-সম্মান।
দস্যু-চোর, ধনাঢ্যের শ্রেষ্ঠ অংশীদার,
ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট ইহা, অজ্ঞাত কাহার ?
দৈব অস্ত্র দিয়াছে যা, তাহাই মঙ্গল,
ভক্তের কি ধার ধারি, চল্ নিয়া চল্।"

হেন কালে, আবার অমৃত উথলিয়া,
মর্ম্ম দুঃখ গান ভক্ত, মর্ম্ম গলাইয়া।

"মন রে, মরমদুঃখ কইও শ্যামা মারে।
অঘট-ঘটন কেন, ঘটে বারে বারে।
আমি ভাবি নিজ হিত, ঘটে কেন বিপরীত !
পুরাকৃত কর্ম্ম বুঝি, দূরে গেল না রে ॥
তুমি ত সুকৃতি বট, কোন কাজে নহ খাট,
তে-কারণে শ্রীচরণে নিবেদি তোমারে ॥
কমলাকান্তের আর, যাতায়াত কত বার,
মাকে, সাধিয়ে সুধায়ে, সুখী ক'রগো আমারে ॥"

মুগ্ধ অতি, কীর্ত্তন শ্রবণে দস্যুগণ।
দস্যু এক, উঠি, করে অন্যে সম্বোধন,—
"দস্যু বলি, আমরা কি এতই ঘৃণিত !
এতই কি পৈশাচিক ভাবে সমন্বিত,
অর্থ সাধু-সজ্জনের, করিয়া লুণ্ঠন,
রক্ষিব এ তুচ্ছ দেহ, আর পরিজন !

দস্যু-বৃত্তি ধরিয়াছি, অন্নাভাবে পড়ি,
পূজ্যে কি বধিব তাই, কণ্ঠে বান্ধি দড়ি ?
সাধক অরণ্যে রহে, ব্যাঘ্রেও ভক্ষেনা,
ইচ্ছা যার সে লুণ্ঠুক, আমি পারিব না।"

দস্যু-পতি বলে, "আর তর্কে কার্য্য নাই,
সন্নিধানে সাধকের, চল সবে যাই।"

বাক্যে তার, কমলের সম্মুখে আসিয়া,
দণ্ডাইল দস্যুগণ, প্রণাম করিয়া।

জিজ্ঞাসিল দস্যুপতি, "আছে যা তোমার,
প্রার্থ ফিরাইয়া নিতে, কি কি দ্রব্য তার ?
প্রার্থ যাহা, বল, মোরা দিব ফিরাইয়া,
মাত্র যৎসামান্য, পারিশ্রমিক রাখিয়া।"

উত্তরেন, হাস্য করি, কমল তখন,
—নির্ব্বৈর স্বভাব, প্রেমে পরিপূর্ণ মন,—
"ধান্য, ধন, যা তোমরা নিয়াছ লুণ্ঠিয়া,
জন্মি নাই আমি, তার কিছু সঙ্গে নিয়া।
সঙ্গে নিয়া তার কিছু মহাযাত্রা-কালে,
নাহি যাব,—সাধ্য কার, যায় কোন কালে !

কল্য যাহা অন্যে দিল, অদ্য অন্যে নিল,
বর্ত্তে কি আমিত্ব তাহে, তোমরাই বল !
বিশ্বে কি আমার, তথ্য নাহি জানি তার,
আমিত্ব-স্থাপনে, মাত্র দুর্দ্দশা অপার !

পর-ধন করে ধরি, পরে ধনী হয়,
পরক্ষণে পরে হরে, আমি পরিচয়।
সঙ্গে যদি ধান্য-ধন নাহি আনিতাম,
ব্যাঘ্র-গ্রাসে তোমাদের, নাহি পড়িতাম।
দ্রব্য সব তোমাদের, মোর কিছু নাই।
হস্তচ্যুত যাহা, তার বিন্দু নাহি চাই।

সম্পত্তি আমার যাহা, আছে মোর ঘরে,
লুণ্ঠা দূরে, সাধ্য নাহি পরশে তস্করে !
অংশী তাহা নিতে নারে, করিয়া বণ্টন।
ধ্বংসিতে তা, নারে কোন, দৈব-বিড়ম্বন।

মৃত্যু আসি দেহ নাশে, নারে তা নাশিতে,
সঞ্জীবনী শক্তি, তাহে থাকে সঞ্চারিতে।
সম্পত্তি এ হেন, গৃহে সঞ্চিত যাহার,
তুচ্ছ ধন-ধান্য, সে কি প্রার্থে ফিরে আর ?"

জিজ্ঞাসিল দস্যুপতি, "কহ দয়াময়,
সম্পত্তি তা কি প্রকার ?—কোন্ স্থানে রয় ?"

বলেন কমল, "তাহা অমৃত-ভাণ্ডার,
বর্ত্তে তার গৃহে, ভক্তি বিশ্বনাথে যার।
বিশ্বনাথ-কৃপা হ'লে, সে রত্ন সে পায়,
প্রাপ্ত যবে, সর্ব্বানর্থ তার দূরে যায়।
দুঃখাভাব নাহি তার, সর্ব্বদা নির্ভয়,
অধিক কি ?—মৃত্যু তার আজ্ঞাবহ হয়।

বিশ্বনাথ তার বোঝা বহেন মাথায়,
নৃত্য করি, নিত্যানন্দে, ভ্রমে সে ধরায়।
সম্পত্তির নাম, মহামন্ত্র "কালী-নাম।"
নিত্য-মন-প্রাণারাম, নিত্য-সুখ-ধাম।"

"আমার কিছু নাই সংসারের মাঝে,
কেবল শ্যামা সার রে।
ধন কালী, মন কালী,
প্রাণ কালী, আমার রে॥
কেহ, সংসারে আসিয়ে, বড় সুখে আছে,
পাইয়ে রাজ্য-ভার রে।
আমার, দরিদ্রেরি ধন, মায়ের চরণ,
হৃদয়ে করেছি হার রে॥
এ তিন ভুবনে, এ তনু ধারণে,
যাতনা নাহিক কার রে।
মায়ের, হেরিলে শ্রীমুখ, দূরে যায় দুখ,
ঐ গুণ শ্যামা মার রে॥
কমলাকান্ত, হইয়ে ভ্রান্ত,
ভ্রমিতেছে বার বার রে।
মায়ের, অভয়-চরণ, কররে স্মরণ,
অনায়াসে হবি পার রে॥"

শুনি দস্যুপতি, বলে সজল নয়নে,
"দস্যুর কি সাধ্য, হেন সম্পদ লুণ্ঠনে !
ধন্য তুমি মহাভাগ, মা-কালী-সন্তান,
পূজ্য তুমি সর্ব্ব স্থানে, গুরু গরীয়ান।
দস্যু মোরা, চিরকাল নিষ্ঠুর পামর ;
ভক্ত তুমি, প্রেম-পূর্ণ তোমার অন্তর।
উদ্গীরয়ে তব রোষে, বিশ্বনাথ-রোষ,
তুষ্ট হ'লে তুমি, তাঁর উপজে সন্তোষ।
হীন কর্ম্মে রত, মোরা দুর্ম্মতি দুর্জ্জন,
বিঘ্ন-ভয়-বিপদে, আক্রান্ত সর্ব্বক্ষণ।
শান্তির সমুদ্র তুমি, তোমার চরণে,
প্রার্থনি আশ্রয়, অদ্য অনুতপ্ত মনে।
দিবে কি না আশ্রয়, করিয়া বিন্দু দয়া ?
পন্থা কি দিবে না, পথভ্রষ্টে, দেখাইয়া ?"

প্রাথি হেন, পড়িল কমল-পদতলে।
"দয়া কর, ক্ষমা কর," অন্য সবে বলে।

প্রেমসিন্ধু কমল, তস্করে অঙ্কে নিয়া,
মন্ত্র মহা-কালী-নাম, কর্ণমূলে দিয়া,
করিয়া পবিত্রীকৃত, নির্ম্মল-হৃদয়,
স্থান করি, মা-নাম-ঝঙ্কারে উর্ম্মীময়,
সমস্তে লইয়া সঙ্গে, চলেন চান্নায়।
—উদ্ধারিয়া জগা-মাধা, নিত্যানন্দ রায় !

ধন্য মন্ত্র কালী-নাম, ধন্য রে সন্তান !
স্পর্শ-মণি তুল্য, যাহে ক্রিয়া বিদ্যমান।
দণ্ড-মধ্যে, দস্যুবৃত্তি ছাড়ি দস্যুগণ,
পুণ্য-পথে চলে, পুণ্যবন্তের মতন।

চান্নায় আসিয়া, দস্যু মহা ভক্তিভরে,
অর্পিয়া সর্ব্বস্ব, জগদ্ধাত্রী-পূজা করে।

চান্না করি পরিহার, তা'পরে কমল,
সঙ্গে করি আপনার স্বজন সকল,
বর্দ্ধমানে উপস্থিত, জীবনের শেষ
যে স্থানে, তাঁহার গর্ব্বে গর্ব্বিত সে দেশ।

তেজচন্দ-তনয় প্রতাপচন্দ নাম,*
সর্ব্ব-জন-প্রিয়, আর সর্ব্ব-গুণ-ধাম।
বিখ্যাত তখন "ছোট মহারাজ" বলি,
অদ্যাবধি কীর্ত্তি, লোকে গায় হস্ত তুলি।

*তেজচাঁদ—মহারাজ ধীরাজ তেজচন্দ বাহাদুর; তাঁহার পুত্র প্রতাপচন্দ বাহাদুর। জাল-প্রতাপচাঁদ পরে।

বুদ্ধি সু-প্রখর, ধর্ম্ম-কর্ম্মে মহাবীর,
শিষ্য হন কমলের, সু-বিজ্ঞ, সুধীর।

অত্যল্প সময়ে যোগ-কর্ম্ম-সুকৌশলে,
সিদ্ধি-প্রাপ্ত হন তিনি ,—সজ্জন-মণ্ডলে
বিস্তারিল প্রসিদ্ধি ;—তনয়ে যশস্বান,
দর্শি অতি হর্ষে রাজা উল্লসিত প্রাণ।

কিন্তু মাত্র যোগে, তৃপ্তি নাহি তাঁর মনে,
জন্মিল আগ্রহ, জগদ্ধাত্রী-দরশনে।
পণ্ডিতাগ্রগণ্য, করি তন্ত্র অধ্যয়ন,
তন্ময়তা-জন্য, বীরাচারে যুক্ত হন।

সর্ব্বদা মা জগদ্ধাত্রী-ধ্যানে সমাসীন,
নিস্পৃহ বিষয়ে,—ভক্ত মহা উদাসীন।
রাত্রি জাগি আরাধনা,—নিদ্রা জয়-তরে,
আশ্রয় করেন মদ্য, সংযত অন্তরে।
রঞ্জি তাহা অলঙ্কারে, মো-সাহেবগণ,
—অত্যন্ত হিতের জন্য যেন ব্যস্ত মন !—
সংগোপনে ধীরাজের কর্ণে তুলি দিল,
চিত্ত তাঁর সবিস্ময়ে চমকি উঠিল।

"মদ্যপানে মত্ত, পুত্র প্রতাপ আমার !
তাই রাজ-কার্য্যে তাকে নাহি দর্শি আর।
রক্ষিবে যে ভবিষ্যতে পুরী বর্দ্ধমান,
উন্মত্ত সে মদে, করি বৃথা ধর্ম্ম-ভাণ !"
চিন্তায় ধীরাজ-চিত্তে, প্রজ্জ্বলে অনল,
ইন্ধন যোগায় তাহে মো-সাহেব দল।

"শিষ্য এবে কমলের ;—কমল যা বলে,
নির্ব্বিচারে গুরু-ভক্ত সেইরূপ চলে।
নিশ্চয় কমল ঘটায়েছে সর্ব্বনাশ।"
অন্তরে করিয়া হেন সু-দৃঢ় বিশ্বাস,
একদিন মহারাজ নির্জ্জনে বিরলে,
আহ্বানিয়া, ক্ষুব্ধ চিত্তে, বলেন কমলে,—

"পণ্ডিতাগ্রগণ্য, সাধকেন্দ্র তোমা গণি,
উজ্জ্বলিতে মার্জ্জিয়া, এ হৃদয়ের মণি,
অর্পিয়াছিলাম, অতি বিশ্বাসে তোমায়,
যোগ্য পুরস্কার তার দিয়াছ আমায়।
হবে পুণ্যবন্ত, ধীর-বুদ্ধি নরপাল,
তার পরিবর্ত্তে, এবে উন্মত্ত মাতাল !"

উত্তরেন কমল সু ধীরতার সনে,—
"ভ্রান্তি হেন, জন্মাইল, কে তোমার মনে ?
কৌশল যোগের, শিক্ষা দিয়াছিনু তারে,
সিদ্ধি করিয়াছে লাভ, সিদ্ধের বিচারে।
এক্ষণে সে শিশু নহে, তন্ত্র অধ্যয়নে,
ইচ্ছা বহু স্বভাবতঃ, জন্মে তার মনে।
স্বেচ্ছায় সে তন্ময়তা জন্য, বীরাচার,
অবলম্বি মগ্ন ভাবে, ব্রহ্মময়ী মার।

পূর্ণা যবে ভাদর-বাদরে স্রোতস্বিনী,
বিঘ্ন বাধা নাহি মানে, হয় প্রবাহিনী।
ভঙ্গ করি উভ কুল, দেশ ধ্বংস করে,
চিন্তে না, সে কর্ম্মে তার, কে বাঁচে কে মরে।

মুক্ত-মায়া স্বাধীন স্বভাবে সে প্রকার,
তন্ময় স্ব-লক্ষ্যে, লোকাপেক্ষা নাহি আর।
নশ্বর বিষয়-কর্ম্মে, তাই উদাসীন,
ঈশ্বরে তন্ময়,—তাই ভক্তি-ভাবাধীন।
অস্থিরত্ব সংসারের, নিত্য যে দেখায়
মত্ত সে কি রহে, তুচ্ছ পুতুল-খেলায় ?
পুত্র তব মহাজন, সাধকাগ্রগণ্য,
মত্ত মদে, বলি, কেন তপ্ত তার জন্য ?"

তত্ত্ব-পরসঙ্গ বহু, হ'ল উভয়তঃ,
তৃপ্ত রাজা,—গত গুরু, সে দিনের মত।
কিন্তু অতি স্নেহাতুর প্রিয় পুত্র-জন্য,
কর্ণে জপা-বাক্যে পুনঃ হন অপ্রসন্ন।

গুপ্তচরে এক দিন সংবাদে আসিয়া
"যাচ্ছেন কমল ঘটী-মধ্যে মদ নিয়া।"
বার্ত্তা শুনা মাত্র, রাজা ধাইয়া চলেন,
সিংহ দ্বার-সম্মুখেই কমলে ধরেন।

জিজ্ঞাসেন,—যেন অতি প্রেমের আগ্রহে,
"তোমার ও ঘটী-মধ্যে, কি সামগ্রী রহে ?"
বিরক্ত কমল, কন, "মদ নহে দুগ্ধ !"
ঢালিয়া দেখান,—রাজা বিস্ময়ে বিমুগ্ধ !
নির্ব্বচন মহারাজ,—লজ্জিত হইয়া—
গম্ভীর বদনে, অন্য কিছু না বলিয়া,
মধ্যে প্রাসাদের, ধীরে করেন প্রবেশ।
চিন্তেন কত কি চিত্তে, নাহি তার শেষ।
শ্রদ্ধা যাহা কমলাকান্তের প্রতি ছিল,
অন্তর্হিত,—পরিবর্ত্তে, বিরক্তি ঘটিল।
সংঘটে সহসা কার্য্য, বিধির নির্দ্দেশ,
দেশ-পূজ্য প্রতাপ সহসা নিরুদ্দেশ।
শিষ্যের বিরহে, মৃত-কল্প শ্রীকমল ;
পুত্র-শোকে মহারাজ হত-বুদ্ধি-বল।
দ্বন্দ্ব-সন্দ যার জন্য, সে গেল চলিয়া,
মধ্যে উভয়ের, গেল মালিন্য ঘুচিয়া।
জন্মিল কমল-প্রতি রাজার সন্তোষ,
কর্ণে-জপা-বাক্যে আর নাহি সন্দ-রোষ।
সর্ব্বদা কমল-সঙ্গে তত্ত্ব-আলোচন,
আগ্রহে করেন, তাঁর সিদ্ধান্ত শ্রবণ।
দর্শিলে সম্মান করি, শুভ জিজ্ঞাসেন,
অন্বেষিয়া যত্নে, প্রয়োজন সম্পাদেন।
সহসা কমলাকান্ত-পত্নী-মৃত্যু ঘটে,
অর্পিয়া চিতায় তাহা, দামোদর-তটে।
সংসার-বন্ধনে মুক্ত, পুরুষ-প্রধান
মর্ম্ম-কথা, উচ্চ রোলে, তটে বসি গান।
"কালি ! সব ঘুচালি লেঠা !
এখন শিবের বচন আছে যাহা,
মান্‌বি কি না মান্‌বি সেটা !
যার প্রতি তোর কৃপা হয় মা,
তার, সৃষ্টি-ছাড়া রূপের ছটা।
তার, কটীতে কৌপীন মেলেনা,
গায়ে ছাই, আর মাথায় জটা॥
শ্মশান পেলে ভালবাসিস্,
তুচ্ছ করিস্ মণি-কোটা।
আপ্‌নি যেমন, ঠাকুর তেমন,
ঘুচ্‌লনা তাই সিদ্ধি ঘোঁটা॥
এ সংসারে আনি এবার,
করলি আমায় লোহা পেটা।
তবু যে "মা" বলে ডাকি,
সাবাস আমার বুকের পাটা॥
জগৎ জুড়ে নাম রটেছে,
কমলাকান্ত কালীর বেটা।
কিন্তু মায়ে-পোয়ে এমন ব্যভার,
ইহার মর্ম্ম বুঝ্‌বে কেটা॥"
পত্নী-বিয়োগের পর, কমলের আশ,
বর্দ্ধমান তেয়াগি, করিতে কাশী-বাস।
মুক্ত হস্ত মহারাজ, কমলের তরে,
ব্যবস্থা করেন তাঁর, মুক্তির নগরে।
সুস্থির সমস্ত যবে, কমল তখন,
সম্বোধেন, "কাশী-বাসে আর নাহি মন।
মুক্তি-ক্ষেত্র কাশীধামে, মুক্তি-দাতা যিনি,
মুক্তকেশী পদতলে, এ স্থানেও তিনি।
সিন্ধু তিনি করুণার,—এ অধম-প্রতি,
হয় যদি কৃপা,—হবে এ স্থানেই গতি।"
কমলের বিশ্বাসে, ধীরাজ তেজচন্দ,
"ধন্য রে বিশ্বাস !" বলি, মনে মহানন্দ।
সমুদিল অর্দ্ধোদয় যোগ একবার,
জাহ্নবী-সিনান-জন্য, উত্থিত ঝঙ্কার !
ইচ্ছা ধীরাজের চিত্তে, জাহ্নবী-সিনানে।
কিন্তু ইচ্ছা, যান ভক্ত কমলের সনে।
জিজ্ঞাসিলে, উত্তরেন কমল তখন,
"আচ্ছা, যাব", শুনি হৃষ্ট প্রত্যেকের মন।
অত্যানন্দে মহারাজ-ধীরাজ তখন,
আরম্ভেন গঙ্গাস্নানে উদ্যোগায়োজন।

বার্ত্তা যবে নগরের মধ্যে প্রবেশিল,
যাত্রী বহু, ভক্তিমান, একত্রে জুটিল।
কিন্তু যবে উপস্থিত গমন-সময়,
বলেন কমল, কালী-চিন্তায় তন্ময়,
"আর কি করিব, বল, জাহ্নবী-সিনান ?
সর্ব্ব তীর্থ কালীপাদ-পদ্মে বিদ্যমান।
পাদপদ্মামৃত মার, পরশিলে শিরে,
তুল্য কোটী-অর্দ্ধোদয়-স্নান, গঙ্গা-নীরে।"

এত বলি তারিণী-চরণামৃত নিয়া,
সম্মুখীন লোকারণ্যে দেন ছিটাইয়া।
তৃপ্তি তাহে, না ঘটিল ধীরাজ-অন্তরে,
দুঃখে ক'ন, "বৃদ্ধ হলে, বুদ্ধি যায় দূরে!"

পূর্ণ দুই বর্ষ আরো, অতীত হইল,
সংসার-নিবাসে, চিত্তে বিতৃষ্ণা জন্মিল।
কালী-ভক্তি-কীর্ত্তি-স্তম্ভ করি নিরমান,
উত্তোলিয়া উচ্চ নভে, কীর্ত্তির নিশান,
সম্পাদিয়া সংসারের কর্ত্তব্য-সমূহ,
ইচ্ছিলেন, পঞ্চভূতে মিশাইতে দেহ।

মহারাজ তেজচন্দে কহেন কমল,
"অদ্য মোর চিত্ত, যেন হতেছে চঞ্চল,
বর্দ্ধমানে থাকিতে, আকাঙ্ক্ষা আর নাই।
ইচ্ছা, কল্য শান্তিময় শিব-লোকে যাই।"

উত্তরেন মহাহাজ, "আপত্তি কি তায় ?
মুক্তি-ক্ষেত্র কাশী-ধামে রক্ষিতে তোমায়,
পূর্ব্বেই ত প্রস্তুত সমস্ত প্রয়োজন।
ইচ্ছিলেই, ইচ্ছা-পূর্ণ,—ব্যস্ত কেন মন ?"

ধীরাজে বুঝান, ভক্ত রঘুনাথ রায়,
"কাশী-যাত্রা-জন্য, না প্রার্থেন আপনায়।
রাত্রি-পরভাতে, ভক্ত ত্যাজি কলেবর,
ত্যজি মো-সবার সঙ্গ, ত্যজি এ নগর,
মহা-যাত্রা করিবেন, "জয় দুর্গে!" বলে,
উথিবেন ব্রহ্মময়ী মা কালীর কোলে।
ইচ্ছামৃত্যু তার,—যার চিত্তে মহেশ্বর।"
বলি ভক্ত রঘুনাথ, সন্তপ্ত অন্তর।

শুনি, চিত্তে ধীরাজের জনমে বিস্ময়।
আর্ত্তি উপজিল,—অতি উদ্বিগ্ন-হৃদয়।
শান্তিময় সাধু-সঙ্গ হারাইয়া ভবে,
কি ভাবে অশান্তি-পূর্ণ দিন গত হবে!

সংবাদ মুহূর্ত্তে সর্ব্ব সহরে ব্যাপিল,
বিস্ময়ের ঘূর্ণীবায়ু চৌদিকে বহিল।
প্রভাতিল শেষ রাত্রি,—শেষ যাত্রা-তরে,
শেষ অর্চ্চনায় ভক্ত বসি স্থিরান্তরে,
আশ্রয় শেষের যিনি, পাদপদ্মে তাঁর,
অর্পিলেন ভক্তিভরে শেষ উপহার।

সাঙ্গ হল শেষ পূজা, রঙ্গিণী-সন্তান,
বসিলেন ঘুরি,—থির নির্ব্বাক-বয়ান।
নিস্পন্দ-নয়ন, মৃদু-মধু-হাস্যাধরে,
বিস্ময়ে, সমস্ত লোক নিরীক্ষণ করে।

উপস্থিত মহারাজ, সঙ্গে রঘুনাথ,
শেষ সম্ভাষণ-জন্য, কমলের সাথ।
আগত অগণ্য ব্যক্তি,—শিষ্য-ভক্ত যত,
চক্ষু-জলে ভাসি, উর্দ্ধশ্বাসে সমাগত।
কীর্ত্তনিল ভক্তগণ অতি উচ্চ স্বুরে,
উচ্চগতি পশিল তা, উচ্চ শান্তি-পুরে।

কীর্ত্তন-ঝঙ্কারে স্থানে তরঙ্গ উঠিল।
চক্ষু, যেন তন্দ্রার আবেশে, ভঙ্গ দিল।
কালী-পাদ-পদ্ম-নিম্নে, শুইয়া পড়েন।
শুষ্ক মুখে, জল-পানে, ইচ্ছা প্রকাশেন।
শিষ্য বহু, আসন্ন-শয়নে জল-দানে,
উন্মত্ত সমান, ইতস্ততঃ ধাববানে।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যেন জাহ্নবী আসিয়া,
ক্ষুদ্র জলধারা-রূপে উত্থিত হইয়া,
ভেদ করি দন্তাঙ্গুলি—পুষ্পবিল্বদল,
প্রবেশিল কমলের বদন-কমল।

"জয় মা !" বলিয়া ভক্ত মুদ্রিত নয়ন,
দৃশ্য দেখি, বিস্ময়ে স্তম্ভিত সর্ব্বজন।
অন্তরে, ধীরাজ তবে, চিন্তেন তখন,
"গঙ্গা যাঁর ইচ্ছা মত প্রদানে দর্শন,
অর্দ্ধোদয়, তার জন্য, নহে নহে কভু।
তীর্থময় তনু তার,—তিনি পূজ্য প্রভু !"
দুঃখে অবসন্ন রাজা, শোকদগ্ধ প্রাণে,
বিপুল জনতা-সঙ্গে, চলেন শ্মশানে।
জাতি-বর্ণ-নির্বিবশেষে, বর্দ্ধমান-বাসী,
কমলের পুণ্য-তনু-যজ্ঞ-স্থলে আসি,
মত্তসম আরম্ভেন মহা সঙ্কীর্ত্তন,
প্রত্যেকেই অশ্রু-সিক্ত, বিষণ্ণ-বদন।
শূন্য-শশী নিশিতুল্য, হ'ল বৰ্দ্ধমান,
কিংবা ভগ্ন-চূড়া, দেব-মন্দির সমান।
হাস্য নাহি স্ত্রী-পুরুষ-আস্যে কারো আর !
বর্ণনে, অধিক শক্তি, নাহি ভুলুয়ার !

—ঃ০ঃ—

পঞ্চম দিন।

—ঃ০ঃ—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—ঃ০ঃ—

যা মুক্তিহেতু রবিচিন্ত্য মহাব্রতা চ
অভ্যস্যসে সুনিয়তেন্দ্রিয়তত্ত্বসারৈঃ।
মোক্ষার্থিভির্ম্মুনিভিরস্ত সমস্তদোষৈ-
র্বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমাহি দেবি ॥
শ্রীশ্রীচণ্ডী।

"হে দেবি ! যে বিদ্যা মুক্তির হেতু, এবং দুঃসাধনীয় বৃহৎ ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত যাহার বিষয়ীভূত, সেই তত্ত্ব-জ্ঞান রূপ ভগবদ্ভক্তির সাধনভূতা ব্রহ্মবিদ্যা তুমি। অতএব জিতেন্দ্রিয় মুক্তিকামী তত্ত্বদর্শিগণ, এবং রাগাদিমুক্ত মুনিগণ, তোমাকেই আরাধনা করেন।

মঙ্গলে, মঙ্গলে রাখ, দৈব অমঙ্গলে।
অভয়ে, নির্ভয় কর কালের কবলে।
বরদে, দেহ মা বর, দারিদ্র্য তরিতে,
শুভদে, অশুভ নাশ, কর মা ত্বরিতে।
প্রাণদে, দেহ মা প্রাণ, পরজন-হিতে,
জ্ঞানদে দেহ মা জ্ঞান, সত্য সমুঝিতে।
জগদ্ধাত্রি, উদ্ধর মা, দুশ্চিন্তা-সাগরে।
শক্তি দেহ, ভুলুয়াকে, মন-স্থির-তরে।
কহে বিপ্র রামতনু, "ভক্তের চরিত্র,
বাক্য মহা ভাগবত,—পরম পবিত্র।
বর্ণিলে কমলাকান্ত,—একে ত ব্রাহ্মণ,
সু-বিদ্বান,-তার পরে মনস্বি-ভূষণ।
অর্থাভাব সংসারের, নাশিতে তাঁহার,
মুক্ত ছিল, বর্দ্ধমান-রাজার ভাণ্ডার।
শিষ্য-ভক্ত শত শত, হ'ল তার পর,
ভাগ্যবান ধনে-মানে-জ্ঞানে, নিরন্তর।
মুক্ত সর্ব্বাভাব-ভয়ে, সম্মান-ভাজন,
পক্ষে তাঁর, কি কঠিন, উপেক্ষা-সাধন !
কিন্তু হেন দেখেছ কি ?—দারিদ্র্য যাহার,
জন্মাবধি তুল্য রূপে, অঙ্গে অলঙ্কার,
উপেক্ষিত, প্রতিবাসী-মণ্ডলে সতত,
নিত্য পরমুখাপেক্ষী, উপবাস ব্রত,
অথচ মা দুর্গা-নামে, সতত তন্ময়,
সর্ব্বদা আনন্দময়, উন্নত-হৃদয়।
লোকে করে বঞ্চনা, সে আনন্দে তা সহে,
অন্যে তীব্র বলিলে, সে নম্র কথা কহে।
"মূর্খ, বোকা," বলি, লোকে করে উপহাস,
চিত্তে তার, তাই শুনি, মহা মহোল্লাস।
এক দিনও নাহি কহে, মানুষ ধরিয়া,
"নির্দ্দয় কি বিধি, মোকে সংসারে আনিয়া,
দুঃখ দিল নিরবধি, না করি বিচার !"
অথবা, "মানুষ মন্দ, পাপের সংসার !"

নিষ্কিঞ্চন এমন যে মহামহীয়ান।
কহ, শুনি, জান যদি, তাহার সন্ধান!”

উত্তরে সন্তান, “ভক্ত সর্ব্বদেশে আছে,
ভক্ত আছে, তাই ত সংসার বহিতেছে।
দরিদ্র ভক্তের কথা, কি সুধাও ধীর?
চিত্ত দরিদ্রের, যেন দেবেশ-মন্দির।
দম্ভ, দর্প, অভিমান, পারুষ্যাদি যত,
দরিদ্র ভক্তের চিত্তে, নিত্য উপেক্ষিত।
দারিদ্র্য যাহার বন্ধু, অর্থ-সাধ্য পাপ,
স্পর্শিতে না পারে তারে, দিবে কি সন্তাপ?

দুর্ব্বল যে, প্রবলের অত্যাচার সহে।
প্রতিহিংসা লওয়া দূরে, কথা নাহি কহে।
পণ্ডিত হইয়া, লোকে বুঝি সার তত্ত্ব,
বুঝিবে ত এই মাত্র, “ভগবান সত্য!”
সেই সত্য, দরিদ্র বুঝিয়া জন্মাবধি,
নিত্য কত ডাকে, তার না আছে অবধি।

শুন, এক দরিদ্র ভক্তের সমাচার,
সঙ্গে মোর ছিল নিত্য পরিচয় যার।
দর্শিয়াছি নিজ চক্ষে, তার অবসান,
সাধ্য নাহি, বাক্যে বলি, সে কত মহান।

ছিল সে ভক্তের নাম মহেশ মণ্ডল,
জাতি নমঃশূদ্র, দিন-মজুরী সম্বল।
প্রাপ্ত হত, সারা দিন কর্ম্মে তিন আনা,
রক্ষিত সে দারা-পুত্র-কন্যা তিন জনা।

কষ্টে অতি রহিত সে, তবু দুর্গা নাম,
উচ্চারণে, অভ্যস্ত সে, ছিল অবিরাম।
যুক্তি তর্ক না জানিত, নাহি ছিল জ্ঞান,
মূর্খ সে কৃষক, সদা শূন্য-মানামান।
ক্ষেত্র-খোলা নাহি ছিল, পরের দুয়ারে,
না খাটিলে, উপায় না ছিল চলিবারে।
তবু শুন, কার্য্য তার কি বিস্ময়কর,
উচ্চ কত,—পবিত্র-অন্তর নিরন্তর।

দুর্ভিক্ষ পড়িল বঙ্গদেশে একবার,*
উত্থিত দরিদ্র-গৃহে নিত্য হাহাকার।
নিত্য অনশন ক্লেশ, অকাল মরণ,
সাধ্য কার, ঘটিল যা, করে বরণন।

ফেলিয়া যুবতী পত্নী, যুবক পলায়,
পুত্র-কন্যা পরিহরি পিতামাতা যায়।
লজ্জাবতী, বস্ত্রাভাবে, হয় দিগম্বরী,
অন্তর শিহরে, দুর্ভিক্ষের দৃশ্য হেরি।

এ বড় ভীষণ দিনে, মহেশের ঘরে,
শূন্য-পেটে দুই দিন, জিজ্ঞাসা সে করে।
বহু শ্রমে তিন দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া,
মহেশ বাজারে চলে, ছ আনা লইয়া।
কিনিয়া দু সের চা'ল, ফিরিল ত্বরিত
ক্ষেয়া-ঘাটে দেখা হ'ল, ক্ষেপুর সহিত।

ক্ষেপু ছিল একজন আচার্য্য ব্রাহ্মণ,
কার্য্য ছিল গৃহে গৃহে পঞ্জিকা-কথন।
দুর্গোৎসবে, প্রতিমাদি চিত্রও করিত
কর্ম্ম করি নানারূপ, সংসার রক্ষিত।
দুর্ভিক্ষ পড়িলে দেশে, ভিক্ষা ভিন্ন আর,
অন্যোপায় নাহি ছিল, রক্ষিতে সংসার।

ক্ষেপুর বিষণ্ণ মুখ, জীর্ণ-শীর্ণ কায়,
দর্শিয়া মহেশ, অতি আগ্রহে সুধায়,
“কেন ভাই, দর্শি এত বিষণ্ণ বদন,
মঙ্গলে ত আছে গৃহে পুত্র-পরিজন?
কালীর কি ইচ্ছা, তাহা কে বুঝিবে বল?
দরিদ্রের প্রাণ, প্রায় অনাহারে গেল।
কিন্তু অনাহার জন্য, আমি না ডরাই,
ইচ্ছা যদি করি, তিন দিন পরে খাই।
শক্তি এত চিত্তে আছে, মা কালী-কৃপায়,
প্রার্থনা কেবল,—যেন অন্য সবে খায়।

*১২৮৩ সালের দুর্ভিক্ষ। ক্ষেত্র-খোলা=কোন জমী-জাতি ছিল না।

নিরীক্ষি যখন, লোক অনাহারে মরে,
"দুর্গা" ব'লে কাঁদি, আর সহেনা অন্তরে।"

বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর, মহেশের ঘরে,
পুত্র-কন্যা অনাহারে প্রায় মরে মরে।
চাল নিয়া দ্রুতগতি চলিছে মহেশ,
কি দুর্দ্দিন! কি সঙ্কট! কি বিপন্ন দেশ!

তবুও, আনন্দে ভক্ত, হাসি-ভরা-মুখ,
দুর্গানামানন্দে, যেন পূর্ণ তার বুক!
তাই সে, ক্ষেপুর মুখ বিষণ্ণ দেখিয়া,
জিজ্ঞাসে, "কেমন আছ দারাপুত্র নিয়া?"

ক্ষেপু কহে, "আজ দুর্গা ভিক্ষা নাহি দিল!
দুর্ভাগার দশা, আর কি শুনিবে বল?
শূন্য-পেটে তিন দিন, পুত্র-পরিজন,
নিশ্চয় দেখিব, আজ সবার মরণ।"

বলিয়া, নয়ন-ধারা ফেলিতে লাগিল,
উদ্বেগে মহেশ বলে, "হা রে, সে কি বল?
দুর্গা ভিন্ন দুর্গমে কে ত্রাণ করে আর।
অর্পি মন বুদ্ধি, মাকে ডাক একবার।
অন্তহীন কৃপাময়ী, সে যে মা আমার,
ভক্তের দুর্গতি-নাশ, স্বভাব তাহার।
দুঃখ যে আমরা তবু প্রাপ্ত অবিরত,
মাত্র তার হেতু, নাহি চলি কথামত।

দয়া যা মনুষ্যে করে, সে দয়াও তার,
দিলে সে মনুষ্যে দেয়, জেন এই সার।
রক্ষে সে যেমন, থাকি-তাহে কেন দুখ্,
দুর্গা বলি ডাক, নামে শক্ত কর বুক।
অবশ্য মিলিবে ভিক্ষা,"—ক্ষেপু বলে "ভাই!
যতই যা বল, আর সে বিশ্বাস নাই।

উচ্চারি ত, উঠিতে বসিতে দুর্গানাম,
দুর্গা নাম নিয়াই ত, ঘুরি অবিরাম।
কোথায় সে দুর্গা, তার কে জানে খবর!
দুর্গা যত বলি, তত দুঃখে ভরে ঘর।
দুঃখে হাবুডুবু খাই, এবে প্রাণ যায়।
বিশ্বাস কি থাকে ইথে, আর সে দুর্গায়?"
বলিয়া ফেলায় ক্ষেপু, নয়নের জল,
সান্ত্বনে মহেশ, চক্ষু করি ছল ছল,—

"বৃথা দুর্গা-নাম-নিন্দা না করিও আর,
মৃত্যু যে ঘটে না,—মাত্র করুণা তাঁহার।
মাত্র দুই চারি দিন, সংসারে বসতি,
কভু দুঃখ, কভু সুখ, প্রকৃতির রীতি।
রাত্রি কভু, কভু দিন, দিন যবে যায়,
রাত্রি দেখি, মানুষ কি করে হায় হায়,
সে প্রকার, দুঃখ যদি ঘটে কি করিব।
নিত্য স্নেহময়ী মাকে, তায় কি নিন্দিব!

দুঃখ সুখ দুটী ভাই, বড় লোক যারা,
সুখ নিয়া টানাটানি, সবে করে তারা।
দুঃখ নিরুপায়,—আর যায় বা কোথায়,
আমরা গরীব লোক ঘরে আনি তায়।
দুঃখ কেন, সে দুঃখের জন্য, তবে আর!
দুঃখই ত, আমাদের ঘরের সুসার।

দুঃখকে আশ্রয়, মোরা দিয়াছি যখন,
দুঃখে পড়ি, হব কেন, মাকে বিস্মরণ!"
যত লোক ছিল ঘাটে, মহেশের কথা,
শুনি, বলি, "ঠিক, ঠিক?" ঘন নাড়ে মাথা।

সম্বোধে মহেশ পুনঃ "না কান্দিও আর,
মোর কাছে দিয়াছে মা, ভিক্ষা যা তোমার।"
সম্বোধিয়া, চাল-নুন্ সব তাকে দিল,
শূন্য হাতে, হাস্য মুখে, গৃহে সে চলিল।

কার্য্য দেখি, প্রত্যেকের, লাগে চমৎকার!
কেহ বলে, "ঐ রূপই, ওর ব্যবহার!"

চলে, আর বলে ভক্ত,—"ধর্ম্ম-জ্ঞান-হত,
এজন্মে ও করি নাই, একাদশী-ব্রত!
গত কল্য উপবাসে, গিয়াছে সংযম,
অদ্য উপবাসে, ব্রত হবে সু-নিয়ম।

দ্বাদশী পারণ তুল্য, কল্য মোরা খাব।
এক দিন না খাইলে, নাহি মারা যাব।
"দুর্গা" বলি, বিপ্র ক্ষেপু, ভিক্ষা করি খায়,
নামের কলঙ্ক হবে, যদি মারা যায়!"

বলিতে বলিতে গৃহে হল উপনীত,
পত্নী ছুটি আসি, বলে, ব্যস্ততা সহিত,
"অগ্রে মোকে চাল দেও, করিতে রন্ধন,
অদ্য বুঝি, পুত্র মোর, হারায় জীবন!
বহুক্ষণ হইয়াছে, ক্ষুধায় অজ্ঞান,
অগ্রে পরীক্ষিয়া দেখ, আছে কি না প্রাণ!
মা বলিয়া নাহি ডাকে, কান্না নাহি আর,
শিশু কি সহিতে পারে, এত অনাহার।
চা'ল দেও, রান্ধি আমি, যাও তুমি কাছে,
অদৃষ্টে মোদের, অদ্য না জানি কি আছে?"

উত্তরে মহেশ ধীরে,—গম্ভীর-বদন,
"দুর্গা" বলি, মুখে জল, করহ সিঞ্চন।
দুর্গা-নামে, বন্ধে এত মাহাত্ম্য অপার,
মাত্র জল হবে, ওর পক্ষে সুধাসার।

জান ত, ব্রাহ্মণ ক্ষেপু ভিক্ষা করি খায়,
শূন্য-পেটে তিন দিন, তারা মৃত-প্রায়!
অদ্য যদি নাহি খাবে, নিশ্চয় মরণ,
স্থির র'বে, এ অবস্থা জানি, কোন্ জন?
"দুর্গা" বলি কাঁদে, দুঃখে মোর প্রাণ যায়।
মাত্র দুই সের চা'ল, কিনি, দিনু তায়।"

পত্নী বলে, "না হয় অর্দ্ধেক তাকে দিয়া,
অর্দ্ধেক আনিতে তুমি, মোদের লাগিয়া।
তিন বৎসরের শিশু, দু দিন না খায়,
চৈতন্য গিয়াছে,—হায় কি হবে উপায়?",

উত্তরে মহেশ, "নারী বুঝান কি দায়!
দুর্গতি পরের, তারা শুনিতে না চায়,
ভদ্র লোকে একাদশী, মাসে মাসে করে,
উপবাসে তাহাদের কে কোথায় মরে?

না হয় আমরা, অদ্য করি একাদশী,
দিন ত বিগত প্রায়, বাকী মাত্র নিশি।
রক্ষে যদি পুত্রে কালী, আপনি বাঁচিবে।
পূর্ণ হয়ে থাকে কাল, যায় প্রাণ যাবে।
তিন দিন অনাহারে, ক্ষেপুর সংসার,
তারা ত বাঁচুক, হোক্, যা থাকে আমার।"

শুনিয়া, সন্ন্যাসিবৃন্দ, বলি "ধন্য ধন্য!"
অশ্রু মুছে নয়নের,—কেহ বলে, "পুণ্য-
শ্লোক শ্রীমহেশ ভক্ত!" বলি উচ্চ রোলে,
প্রকম্পিত করিল, পর্ব্বত নীলাচলে।

সম্বরি সন্তান, কহে, "দুর্গতিনাশিনী,
সন্তানের বোঝা, বহে দিবস-যামিনী।
বিস্তারি মা দশভুজ, অঙ্কে রাখে তায়,
দুঃখ লোকে দেখে, কিন্তু দুঃখ সে কি পায়?

ভক্ত যত, সে আনন্দময়ীর তনয়,
মাত্র দুঃখ-ভাণ করি, করে অভিনয়!
ত্রিনয়না ত্রিলোক দর্শন নিত্য করে।
কার্য্য মহেশের, নাহি তাঁর অগোচরে।

প্রতিধ্বনি আসিতে বিলম্ব হতে পারে,
কর্ম্ম-ফল আসে, মাত্র মুহূর্ত্তে, সংসারে।
পর্ব্বত হইতে যথা নিম্নে পড়ে জল,
পড়ে তথা, জীবের উপরে কর্ম্ম-ফল।

ভাল-মন্দ যে যা করে, কালক্রমে তার,
প্রাপ্য সে নিশ্চয়, পুরস্কার, তিরস্কার।
ত্যাগের অপূর্ব্ব প্রতিদান হাতে হাতে,
বিজ্ঞাত, যে ত্যাগী, সেই সত্য ভাল মতে।

সর্ব্বস্ব নিজের, পরহিতে যে বিলায়,
সঙ্গে সঙ্গে পরের সর্ব্বস্ব সেই পায়।
প্রার্থ যদি অমরত্ব, মনুষ্য হইয়া,
পরার্থে প্রস্তুত হও, আত্মবলি দিয়া।

ছিল তথা গোপাল ভৌমিক একজন,
মধ্যবর্ত্তী অবস্থার গৃহস্থ সজ্জন।

পত্নী তার, উমা নামে, মূর্ত্তি মমতার,
মহেশের কুটীরের, পার্শ্বে গৃহ তার।

মহেশ স্ব-পত্নী সহ, যা বলিতেছিল,
গোপাল স্ব-পত্নী সহ, সমস্ত শুনিল।
পত্নী বলে, "মহেশের তুল্য ভক্ত নাই।"
উত্তরে গোপাল, "ও ত সাক্ষাৎ গোঁসাই।
পত্নী বলে, "উহাকে প্রশংসা করে দেশ।"
গোপাল কহিল, "ও ত প্রত্যক্ষ মহেশ!"
পত্নী বলে, "মরিলেও ডাকিয়া না বলে,
সম্বোধে গোপাল, "ও ত অমর ভূতলে।"

বলাবলি করি, দোঁহে ত্বরিত উঠিল,
রন্ধনের গৃহে, দোঁহে দ্রুত-পদে গেল।
প্রস্তুত তখন অন্ন, অন্যান্য ব্যঞ্জন,
হয় নাহ তখনও, কাহারো ভোজন।
চারি পাঁচ ব্যঞ্জন সহিত, হাঁড়ী ধরি,
অন্ন নিয়া, অন্নপূর্ণা চলে ত্বরা করি।
দুগ্ধ বাটী ভরা, আর গণ্ডা তিন চার,
রম্ভা নিয়া ধায় পাছে, ভৌমিক-কুমার।
দুর্গা-শিব যেন, ভক্তে ক্ষুধার্ত্ত দর্শিয়া,
উপস্থিত গৃহে তার, আহার্য্য বাহিয়া।

ক্ষুধার্ত্ত মহেশ, অবসন্ন পুত্র-পাশে,
বসিয়া "মা দুর্গা" বলি, চক্ষু-নীরে ভাসে।
অন্ন নিয়া, হেন কালে দোঁহে উপস্থিত।
দর্শিয়া মহেশ, পত্নী সহিত, স্তম্ভিত।

"দুর্গা, দুর্গা" বলি, পত্নী হারা'ল চেতন
বিস্ময়ে মহেশ কহে, "কহ এ কেমন?
আমরা ত তোমাদের সন্নিকটে গিয়া,
প্রার্থি নাই অন্ন দান,—কিসের লাগিয়া,
অন্ন-রাশি-সঙ্গে, হেথা এলে দুই জন?
অন্ন-দান নরাধমে,—অতি অকারণ!

অর্পিলে অপাত্রে অন্ন, ধর্ম্ম নাহি হয়,
যজ্ঞ-ঘৃত, কুক্কুরে কে খাওয়ায় কোথায়?"

ভক্ত শ্রীগোপাল কহে, সজল নয়নে,
"নরাধম অপাত্র কে?—অর্চ্চিতে ব্রাহ্মণে,
ব্রাহ্মণই বা বলি কেন?—মহেশে অর্পিতে
অন্ন নিয়া আসিয়াছি, শ্রদ্ধাযুত চিতে।

ভাগ্য কোথা কার হেন সম্ভবে ভূতলে,
দর্শে শিব, দুর্গাসহ, জ্বলে ক্ষুধানলে।
সে ক্ষুধা নিবৃত্তি জন্য, অন্নাদি লইয়া,
দণ্ডাইতে পারে, দোঁহা-সম্মুখে আসিয়া।"

উত্তরে মহেশ, "ভদ্র-সন্তান যাহারা,
উত্তম বদনে বলে, এইরূপই তারা!
উত্তম তপস্যা-ফলে, উত্তম বদন,
প্রাপ্ত হয়,—উচ্চ কুলে লভিয়া জনম,
উত্তম বচন, যদি তারা না বলিবে,
বলিবে কি, তবে তাহা, ঘোটকে গর্দ্দভে!
বলিলে কি হয়,—মোরা জঘন্য নিশ্চয়,
স্বর্ণ-রেণু, বাগুড়ের বালি, নাহি হয়!

জন্মিয়া নারিনু মোরা, কারো কিছু দিতে,
অধিকার কি আমার, তব দান নিতে?
কর্ম্ম-দোষে জন্মিয়াছি, অতি ঘৃণ্য কুলে,
জন্মাবধি ভাসমান, অতল অকূলে।
কর্ম্মদোষে দুঃখী, দুঃখ সন্তোষে সহিব।
মা কালী করেছে দুঃখী, তার কি করিব।
অযোগ্য হইয়া, নিব সজ্জনের দান,
বর্ত্তে কোথা নরাধম, আমার সমান!
সামগ্রী তোমার, তুমি অন্যে ডাকি দেও,
এ অধমে, কি নিমিত্ত অধর্ম্মে ডুবাও?"

সম্বোধে গোপাল, "ইহা কভু নহে দান।
তুমি আমি হই, এক শ্রীদুর্গা-সন্তান।
সম্পর্কে ত, হও তুমি, মোর জ্যেষ্ঠ ভাই।
অন্ন মোর গ্রহণিতে, কোন দোষ নাই।

অদ্য যদি, অন্ন মোর, তুমি উপেখিবে,
"দুর্গা" বলি, আসিয়াছি, তা হ'লে জানিবে,

তোমার "মা দুর্গা-নামে" নাহি কোন ফল,
মিথ্যা "দুর্গানাম", মাত্র জলে ঢালি জল !"

শুনিয়া মহেশ, নিজ কর্ণে দিল হাত,
"দুর্গা নাম মিথ্যা !"—নিল গোপালের ভাত।
তৃপ্ত হয়ে, সবে মিলি, করিল ভোজন।
পত্নীসহ গোপাল রহিল ততক্ষণ।

খায়, আর বলে ভক্ত, অতি হরষিত,
"ভাগ্যে দেখা হয়েছিল, ক্ষেপুর সহিত।
মাত্র দুই সের চা'ল, করিলাম দান,
তার ফলে, অন্নপূর্ণা গৃহে দর্শিলাম।

আনিলে সে চা'ল, মাত্র খাইতাম ভাত,
অদৃষ্টে থাকিলে সুখ, রোধে কার হাত !
দুগ্ধে-ভাতে, পঞ্চভাগে, খাওয়াবে আমায়,
তাই মা সেরূপ বুদ্ধি, যোগাল হিয়ায়।
করিলে অন্যের ভাল, নিজ ভাল হয়,
প্রাপ্ত আজ, হাতে-হাতে, তার পরিচয় !"

শেষে ভক্ত গোপাল করিয়া অন্বেষণ,
সাধ্যমত, দুঃখ তার, করিত মোচন।

বহু দুষ্ট নরে, ভক্ত মহেশকে দিয়া,
মজুরী না দিত, সারাদিন খাটাইয়া।
মহেশ, সে জন্য, নাহি কলহ করিত।
আবার করিত কার্য্য, যেমন ডাকিত।

বঞ্চনা করিত লোকে নির্ব্বোধ বলিয়া,
মহেশ সর্ব্বদা তুষ্ট, দুর্গানাম নিয়া।
শেষে তাকে চিনিত, মানিত চন্দ্রনাথ।
গর্ব্ব তার, মহেশও, করিত দিন রাত।

ভিক্ষা করি করিল সে অতিথি-সেবন,
শুন বলি, তা আবার আশ্চর্য্য কেমন !
মহেশের ক্ষুদ্র গৃহে, বৈশাখের শেষে,
গোস্বামী ব্রাহ্মণ এক, সন্ধ্যাকালে আসে।
কাঞ্চন-বরণ নিন্দি, অঙ্গ-প্রভা তার,
প্রাঙ্গনে, পূর্ণেন্দু-শোভা করিল বিস্তার।

পত্নী মহেশের, কাশী, গোপালের গৃহে,
দ্রুতপদে যাইয়া, বিপ্রের কথা কহে।
মহেশ কুটীরে নাহি, অতিথি ব্রাহ্মণ,
কি দিয়া, কি করে,—অতি ব্যস্ত তার মন।

গোপালের গৃহে ছিল, ভদ্র লোক যারা,
সম্মানিতে বিপ্রবরে, দৌড়ি এল তারা।
নিবেদিল, "মহেশ দরিদ্র অতিশয়,
এ ভগ্ন কুটীর, সে ত উঠানে ঘুমায়।
গোস্বামী আপনি, পূজ্য সর্ব্বত্র সবার,
ধরিলে, মোরাও হই, শিষ্য আপনার।
এ স্থানে না বসি, ঐ ভবনে চলুন,
ব্যবস্থা সেবার, কি করিব, তা বলুন।"

বিপ্র কহে, "যার গৃহে পেতেছি আসন,
অদ্য তার গৃহে, রাত্রি করিব যাপন।
দরিদ্র সে যদি, নিত্য উঠানে ঘুমায়,
আমিও উঠানে, অদ্য ঘুমাব হেথায়।
খাদ্য যা সে দিবে, আমি তাই সুখে খাব,
দরিদ্র ফেলিয়া, ধনী-গৃহে নাহি যাব।"

হেনকালে দ্বিজ রামরত্ন অধিকারী,
জোদ্দার গ্রামের, গ্রামে মান্য যার ভারী,
সঙ্গে গোপালের, ছিল বন্ধুত্ব যাহার,
উপস্থিত হ'ল,—তার সঙ্গে অন্য আর।

প্রত্যেকেই বলে, "প্রভো, আপনি ব্রাহ্মণ,
ব্রাহ্মণের গৃহে গেলে, মানায় উত্তম।
বিশেষতঃ, মহেশ দরিদ্র অতিশয়,
উৎপীড়ন দরিদ্রকে, কভু শ্রেয়ঃ নয়।
মজুরী করিতে গেছে, কখন আসিবে,
ব্যবস্থা সেবার, সে বা কখন করিবে !
প্রাপ্ত হবে কোথায় বা, চা'ল-ডাল-হাঁড়ী,
কে বা দিবে, আনিতে বা, যাবে কার বাড়ী !
তদপেক্ষা, সময় থাকিতে, অন্য-গৃহে,
যান যদি, কারো কোন তর্ক নাহি রহে।"

বিপ্র কহে, "যার গৃহে পেতেছি আসন,
অদ্য রাত্রি, তার গৃহে, করিব যাপন।"
কেহ বলে, "বলেন কি ? ইহা কি বিচার ?
রহিবেন উঠানে,—কি মূল্য এ কথার ?
ভদ্রলোক বহু, এই গ্রামে বাস করে,
সম্ভ্রান্ত অতিথি, যদি র'ন হতাদরে,
কল্য প্রাতে, এ সংবাদ যেমন রটিবে,
নিন্দা এ গ্রামের, সর্ব্ব-গ্রামে আরম্ভিবে।
পদ ধূলি পড়িয়াছে, এ গ্রামে যখন,
অন্যত্র চলুন, মাত্র এই নিবেদন।"

বিপ্র কহে, "অদ্য হেথা, ঘুমাব উঠানে,
উপস্থিত হেথা, নাহি যাব অন্য স্থানে।"

গ্রাম্য সবে বলে, "তব যেরূপ চরিত,
চণ্ডালের পুরোহিত, তুমি সুনিশ্চিত।
সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ-গৃহে, কি নিমিত্ত যাবে ?
চণ্ডালীয়া আদর, তথায় কোথা পাবে !"

গোস্বামী ব্রাহ্মণ, শুনি কর্কশ বচন,
শব্দ না করিয়া, রহে মূকের মতন।
নিরীক্ষিয়া, উপেক্ষিত আদর-আহ্বান,
প্রত্যেকে বিরক্ত,—গৃহে করিল প্রস্থান।

মহেশ আসিল গৃহে, এমন সময়,
ব্রাহ্মণ অতিথি দেখি, মহানন্দময়।
রন্ধনের দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিতে,
প্রত্যেকের গৃহে, ভক্ত লাগিল ঘুরিতে।
অস্বীকারে সবে,—পুনঃ বলে কুবচন,
"দর্শি নাই, কোন দেশে, এমন ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বাড়ী, চক্ষে না দেখিল,
চঙ্গ-বাড়ী উঠিয়া, সে অতিথি হইল !"

কেহ বলে, "যাও, তাকে সঙ্গে করি আন।
কি নিমিত্ত, কড়াই-কলস, বৃথা টান !"

অন্যোপায় নাহি দর্শি, বিষণ্ণ অন্তরে,
"দুর্গা" বলি, চলে মধুখালির বন্দরে।

চন্দ্রনাথ সাহা তথা দোকানী-প্রধান,
ভক্ত মহেশের প্রতি,—অতি ভক্তিমান।
ভক্ত বলি, মহেশকে সম্মান করিত।
কিনিতে যাইলে পোয়া, পাঁচ সের দিত।

অতিথি-সেবার জন্য, যাহা প্রয়োজন,
সমস্ত সে চন্দ্রনাথ, করিল অর্পণ।
গোস্বামী অতিথি, শুনি, আনন্দ করিতে,
ভক্ত বহু, সঙ্গে চলে, উৎসাহিত চিতে।

উৎসবের আয়োজন করি সব নিল,
সঙ্কীর্ত্তন করি, পথ ঝঙ্কারি চলিল।

এদিকে গোপাল, নিজ ভবনে আসিয়া
অতিথি-সম্বন্ধে, সব শুনিল বসিয়া।
ভক্তি-পূর্ণ-মনে আসি গোস্বামীর স্থানে,
দণ্ডবৎ করি, কথা কহে স-সম্মানে,—
"ভক্ত, মহেশের তুল্য, এ প্রদেশে নাই,
তীর্থসম তাহার প্রাঙ্গণ,
প্রাপ্ত হলে এই স্থান, সাধু ভক্ত যাঁরা,
অন্যত্র কি করেন গমন !
প্রভুকে দর্শন করি, মোর মনে হয়,
যেন দীনবন্ধু শ্রীনিতাই।
সম্বর্দ্ধিতে দীন ভক্তে, অতিথির ছলে
চিনিতে কাহারো সাধ্য নাই।"
এমন সময়, ভক্ত মহেশ আসিল,
সঙ্গে তার প্রায় বিশ জন।
দর্শিয়া অতিথি, সবে বিস্ময় মানিল,
মহোৎসবে করে আয়োজন।
আসিল সে রামরত্ন অধিকারী তবে,
আসিল অনেক অন্য আর।

অতিথি, খুলিয়া, ভক্তি-গ্রন্থ ভাগবত,
আরম্ভিল মূল ব্যাখ্যা তার।
দর্শিয়া পাণ্ডিত্য, আর দর্শি প্রেম-ভক্তি,
পূর্ব্বে যারা মন্দ বলেছিল,

অনুতপ্ত চিত্তে তারা, পদপ্রান্তে পড়ি,
স্তুতি বাক্যে ক্ষমা ভিক্ষা নিল।
আরম্ভিল পাঠ-পরে, উদ্দণ্ড কীর্ত্তন,
রাত্রি প্রায় হল দ্বিপ্রহর।
তারপরে মহোৎসব, প্রায় রাত্রি শেষ!
উদ্বেলিত আনন্দ-সাগর!

অস্ত হল যামিনীর,—পরভাতে আসি,
গোস্বামী প্রভুকে আর, না পায় অন্বেষি।
কেহ বলে, "থাকিলে, রাখিয়া একমাস,
শুনিতাম ভাগবত, পূর্ণ করি আশ!"

সম্বোধে গোপাল, "তিনি দেব নারায়ণ,
আতিথ্য গ্রহণ,—মাত্র মহেশে বর্দ্ধন!
বর্দ্ধি প্রিয় ভক্তে, স্বীয় মাহাত্ম্য-বিস্তার,
বিপ্ররূপে, বহু স্থানে, বহুবার তাঁর।"

এবে শুন, কি প্রকারে অবসান তার,
সিদ্ধকোটী মধ্যে, নাহি তুলনা যাহার।
ভক্ত গোপালের গৃহে, মিলি সর্ব্বজন,
মাঘী-পূর্ণিমায় করে নাম-সঙ্কীর্ত্তন।

কীর্ত্তনীয়া উপস্থিত, প্রায় বিশ দল,
মাত্র "হরে কৃষ্ণ" নাম কীর্ত্তন কেবল।
বৃদ্ধ-যুবা-বালক, কীর্ত্তনে মাতোয়ারা,
উত্থিত প্রাঙ্গণে, হরি-ভক্তির ফোয়ারা।

বেলা প্রায় চারিদণ্ড, এমন সময়,
নামে-প্রেমে মহেশের উন্মত্ত হৃদয়।
চক্ষু-জলে পূর্ণ, কভু গড়াগড়ি যায়,
কম্পিত পুলকে ঘন,—রোমাঞ্চিত কায়!
লম্ফ মারি, করে কভু, বিকট চীৎকার,
কভু যেন মহা ক্রুদ্ধ, কহে "মার, মার!"
দুর্গা, কালী, কৃষ্ণ, কভু,—কভু শিব, রাম,
যাহা মুখে আসে, গায়, শূন্য-তাল-মান।

কোন কোন কীর্ত্তনীয়া, গণিয়া উৎপাত,
নিক্ষেপে বাহিরে নিয়া, ধরি তার হাত।

কীর্ত্তন শুনিতেছিল বেশ্যা তিন জন,
পদধূলি তাহাদের, করিল গ্রহণ।
দর্শিয়া সে দৃশ্য, উপহাসে সর্ব্বজন।
কেহ বলে, "ও ত ভাবে, উন্মত্ত এখন।"
চন্দ্রনাথ সাহা, ধরি, চরণ তাহার,
"ধন্য তুমি ভাগবত!"—বলে বার বার!

কাণ্ড কত, করিল সে, ঘণ্টা তিন, চার,
সাধ্য নাহি, বাক্যে করি, বর্ণনা তাহার।

হস্ত ধরি জনে জনে, বলে তার পরে,
"ধন্য সেই মহাভাগ, অদ্য যদি মরে!
সঙ্কীর্ত্তনময়ী ধরা, চৈতন্য-নিতাই,
নৃত্য করে সঙ্কীর্ত্তনে, দেখ, দুটী ভাই।
উচ্চাকাশে উড্ডীন, নিশান শত শত,
উপস্থিত সঙ্কীর্ত্তনে, দেবগণ কত।
দৃশ্যমান দিনে, অদ্য, সুধাংশু-কিরণ,
স্নিগ্ধ কর চতুর্দ্দিকে, জুড়ায় নয়ন।
দর্শ সবে, রাধাকৃষ্ণ, শিবদুর্গা, কত।
উচ্চে বসি, সঙ্কীর্ত্তন শুনি, বিমোহিত।
মৃত্যু অদ্য শ্লাঘনীয়, এ জন্মে আবার,
হবে যে এমন দিন, বিশ্বাস কি তার!"

আমাকে ধরিয়া বলে, "রে দাদা গোঁসাই,
কি করিছ বসিয়া?—তোমার জ্ঞান নাই।
মা কালী দাঁড়া'য়ে র'ল,—বসিতে না দিয়া,
*"কি আক্কেলে," আছ তুমি, উপরে বসিয়া?

রাজ-রাজেশ্বরী কালী, রত্ন-সিংহাসন,
পাতি, মাকে বসাইয়া, শুনাও কীর্ত্তন।"

ধরি উমাসুন্দরীকে, কহে, "মা আমার,
লক্ষ দিনে এক দিন, দিন অদ্যকার!
একে ত পূর্ণিমা তিথি, তাহে মাঘ মাস,
তাহে হরি-সঙ্কীর্ত্তন, উজ্জ্বল আকাশ!
তাহাতে অগণ্য ভক্ত, অদ্য এ ভবনে,
অদ্য নাহি মরি, তুমি রহ কি কারণে?

* মহেশের ভাষা।

অদ্যকার দিন, তিথি, মাস, পুণ্যক্ষণ,
এস, অদ্য মাতা-পুত্রে, মরিব দুজন।"
উন্মত্ত বলিয়া, লোকে হস্ত ছাড়াইয়া,
টানিয়া বাহিরে নিল, "হরিবোল" দিয়া।
বাহিরে আসিয়া ভক্ত "জয়দুর্গে" বলি,
মত্ত সম হাসে-নাচে, দিয়া করতালি।
বলিতে বলিতে নাম, নিজ গৃহে গেল,
"শীঘ্র জল আন্"—নিজ পত্নীকে কহিল।
প্রাঙ্গণে করিল গর্ত্ত কোদাল ধরিয়া,
পত্নীকে কহিল, "ইথে দে জল ঢালিয়া!"
পতির আদেশে সতী, জল ঢালি দিল,
গর্ত্তে পা ডুবা'য়ে, মুক্ত পুরুষ শুইল।
পত্নীকে কহিল, "জয়দুর্গা নাম গাও,
মহাযাত্রা-কালে নাম, আমাকে শুনাও।"
বিস্ময়ে, বিষম ভয়ে, পত্নী উচ্চ স্বরে,
বলে, "দর্শি যাও, লোক কি প্রকারে মরে!"
চীৎকারে তাহার, গেল কীর্ত্তন ভাঙ্গিয়া।
প্রত্যেকে ধাইয়া চলে, "কি হল," বলিয়া!
সম্মুখে যাইয়া দর্শি, তখনও প্রাণ,
যায় নাই দেহ ছাড়ি, মুখে দুর্গা নাম।
ধীরে পুলকাশ্রু বহে পবিত্র নয়নে।
হাস্য মৃদু সুমধুর; মধুর বদনে।
পুণ্য দেহে ধূলিরাশি, ভস্মের মতন,
ভস্ম-মাখা তনু, যেন দেব ত্রিলোচন!
বেষ্টি তাকে, আরম্ভিল উদ্দণ্ড কীর্ত্তন,
সে কীর্ত্তন-মধ্যে হল, প্রাণ-নিস্ক্রমণ।
স্বেচ্ছায় করেন তনু-ত্যাগ হরিদাস,
গ্রন্থে পড়ে, অদ্য নরে করিল বিশ্বাস।
স্বেচ্ছায় ভীষ্মের মৃত্যু,—প্রত্যক্ষে দর্শিল।
দর্শিল কালীর পুত্র, মৃত্যু পরাজিল।
উদ্দণ্ড কীর্ত্তনে দেহ নিল চন্নানায়,*
উদ্দণ্ড কীর্ত্তনে দেহ চিতায় উঠায়।

* চন্নানা—গ্রামের নদীর নাম।

উদ্দণ্ড কীর্ত্তনে দেহ-যজ্ঞ হল শেষ!
প্রত্যাগত গৃহে লোক, বলি, "হা মহেশ!"
চিন্তিল তখন লোক, সে কত প্রধান,
জ্ঞান তার কত, যাকে বলিত অজ্ঞান।
সৌভাগ্য তাহার কত, যে দুর্ভাগ্য ছিল।
ঠকাইত যাকে, সে কেমন ঠকাইল!
আরম্ভিল তখন, প্রত্যেকে যশ-গান,
নির্ব্বাপিত দীপে, যথা তৈল করে দান।"
সভাস্থ সমস্ত অতি উল্লাসে উঠিয়া,
জয় ধ্বনি করে, "জয় মহেশ!" বলিয়া।
বলেন শ্রীনিত্যানন্দ, "ধন্য শ্রীমহেশ!
তার জন্য, তীর্থসম, গণ্য সেই দেশ!"
ভক্তের চরিত্র-কথা শ্রবণ-মঙ্গল,
বধির তাহাতে, মাত্র ভুলুয়া কেবল!!

প্রার্থনা।

দীন-জনাশ্রয় নির্ভয়-কারিণী
করুণা-দৃষ্টি কর দীনে।
উদ্ধর অজ্ঞান-আঁধারে জ্ঞানময়ি!
রক্ষ এ ঘোর দুর্দ্দিনে॥
নিঃস্ব, নিরাশ্রয় শূন্য-পুণ্য-বল,
সম্বল নাহি কিছু মোর।
মৃত্যু শিয়রে বসি, কাল সর্প-সম,
মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর ঘোর।
দুর্লভ মানুষ- জন্ম লভিয়া ভবে,
পরিহরি করণীয় সর্ব্বে।
হীন কর্ম্ম যত, করিয়াছি গৌরবে,
যৌবন মোহ-মদ-গর্ব্বে।
দৃশ্য বিশ্বে আমি, ঘৃণ্য মা সর্ব্বতঃ
দুঃখ-সিন্ধু-তলে বাস।
যন্ত্রণা-অনলে দহ্যমান সদা,
উদ্ধর ভুলুয়া হতাশ।

পঞ্চম দিন।

—ঃ০ঃ—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—ঃ০—

যা মাতৃরূপা ত্রিজগজ্জীবেষু,
দুর্ব্বলস্য ভীতস্য আশ্বাসদাত্রী।
আপৎসু মগ্নস্য নিস্তারকর্ত্রী
তস্যৈ নমো স্তব্যমানাগ্রগণ্যা ॥

"যিনি ত্রিলোকস্থ জীবসমূহের প্রত্যেকেরই জননী, যিনি দুর্ব্বল এবং ভীতগণের আশ্বাসদাত্রী, যিনি দৈব দুর্ব্বিপাকে মগ্নগণের নিস্তারিণী, এবং যিনি স্তবনীয়গণের অগ্রগণ্যা, তাঁহাকে নমস্কার করি।"

বাৎসল্য স্থাপন করি প্রতি মাতৃহৃদে,
যে করিছে সন্তান পালন,
দুগ্ধে করি পরিণত বক্ষের শোণিত
রক্ষিছে যে শিশুর জীবন,
দেবতা হইতে ক্ষুদ্র কীটাণু পর্য্যন্ত,
যার মাতৃস্নেহে না বঞ্চিত,
জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, যাহার করুণা
সর্ব্বে সমভাবে সঞ্চারিত,
সেই জগদ্ধাত্রী কালী, জননী আমার,
জীবনে, মরণে মোর গতি;
প্রার্থনা এখন, যেন পাদপদ্মে তাঁর
স্থির রহে ভুলুয়ার মতি।
সুধান মাধবদাস, "প্রেমিক কে হয়?"
উত্তরে সন্তান, "যার চিত্ত রসময়,
প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব করি অধ্যয়ন,
চিত্ত যার লীলা-রস-তত্ত্বে নিমগন।
সর্ব্ব ভূতে নিরীক্ষে যে, ব্রহ্মময়ী মাকে,
সিদ্ধগণ-সিদ্ধান্তে, প্রেমিক বলে তাকে।
ভেদ-বুদ্ধি-শূন্য, জীবে শূন্য-বৈর-ভাব,
প্রেমিক সে, জীব-সেবা যাহার স্বভাব।
উদ্ধারে যে মায়ামোহে, কলঙ্কের পথে,
যত্নে আসি ধ্বংস করে, দুষ্ট মনোরথে,
ভক্তি-জ্ঞান-বৈরাগ্য যে, অজ্ঞে করে দান,
প্রেমিক সে, নিত্যানন্দ প্রভুর সমান।
চিত্তে যার ঈর্ষা নাহি, ভিন্নধর্ম্মী বলি,
দর্শি সাধু, সম্মান যে, করে হস্ত তুলি,
সঙ্কটে যে, শত্রুকেও, করে উপকার,
প্রেমিক সে, সমাজের বক্ষে অলঙ্কার।"
উঠি কহে বিষ্ণুদাস, তাহা যদি হয়,
প্রেমিক দুষ্প্রাপ্য কামাখ্যায়;
অদ্য বহু ছাগ বলি প্রদত্ত যখন,
কামাখ্যা দেবীর দরজায়,
দৃষ্ট নহে চিত্তে কারো, বিন্দুমাত্র দয়া,
আর্ত্তনাদ করিয়া প্রথমা;
কর্ত্তিল মহিষ যবে,—উল্লাসে নিরখি,
জয়ধ্বনি দিল সর্ব্ব জন!"
উত্তরে সন্তান, "নহে সর্ব্ব জনে দিল,
তামসিক রাজসিক যারা,
যজ্ঞে পশু-হত্যা-কালে, উল্লাসে তারাই
হয় ত, হয়েছে মাতোয়ারা!"
রত্নগিরি কহে, "ইথে না হও বিস্মিত,
এই তীর্থ প্রকাশিত যবে,
আজ্ঞা ছিল কামাখ্যার, পশুমাংস দিয়া,
নৈবেদ্য তাহাকে দিতে যবে।
তীর্থে বিধি, তদবধি, পশু বলিদানে,
বৈধ হিংসা করিলে কি দোষ?"
উত্তরে সন্তান, "হিংসা যে ভাবেই কর,
সিদ্ধান্তে তা কভু না নির্দ্দোষ।
অহিংসা ও সত্য ভিন্ন, ধর্ম্ম যদি নাই,
হিংসা বৈধ, কি প্রকারে বলি,
অন্বিত যে রজস্তমে, মাত্র সেই বলে,
বৈধ-হিংসা, যজ্ঞে পশু-বলি।

চিরকাল দুর্ব্বলে ধরিয়া, বলবান
ভক্ষে, ইহা প্রাকৃতিক রীতি।
ভোজ্য যাহা প্রিয় যার, ঈশ্বরে নিবেদে,
বর্ত্তে সর্ব্ব দেশে এ পদ্ধতি।

অন্তহীন-মূর্ত্তি কালী, নিত্য রঙ্গময়ী,
যে যেমন প্রকৃতি, তাহার,
সম্মুখে তেমন রূপে, হন প্রকাশিতা,
বাঞ্ছেন মা, তেমন আহার।

মাংসপ্রিয় কোচ-ভূপ, রাজস-প্রকৃতি,
অথচ সুদৃঢ় ভক্তিমান।
ভক্তি-বাধ্যা, বৃদ্ধা রূপে, দর্শন প্রদানি,
নৈবেদ্য, যা তার প্রিয়, চান।

যে যেমন, তার কাছে তেমন না হলে,
যিনি বাক্য-জ্ঞান-ধ্যানাতীতা,
ক্ষুদ্র নরে কি প্রকারে, অর্চ্চিবে তাঁহায় ?
কিসে হবে লীলা প্রকাশিতা ?
রাজসিক-তামসিক-প্রতি দৈবাদেশ,
হয় ঠিক তাহাদের মত।

সত্যপ্রিয় অহিংসক, সাত্ত্বিক সাধক,
নহে সে আদেশে বিচলিত।
অতএব, এক দলে, হিংসা বৈধ সত্য,
অন্য দলে অবৈধ প্রমাণ।

মাংস ভালবাসেন মা, জানে এক দলে,
অন্যে জানে নিরামিষ খান।
দর্শি তার সাক্ষী, এই কামাখ্যা মন্দিরে,
অগ্রে দত্ত নিরামিষ ভোগ,
সর্ব্বানন্দ-সিদ্ধ-ক্ষেত্র মেহারেও তাই
শেষে ভোগে মাংসাদি-সংযোগ।"
রত্নগিরি কহে, "মহাভারতের মধ্যে,
বনপর্ব্ব কর অধ্যয়ন,
ধর্ম্মমূর্ত্তি যুধিষ্ঠির ব্রহ্মচারী, তবু
পশু-মাংসে রক্ষিত-জীবন।

মাংস-ভোজী বলিয়া কি রজস-তামস-
মধ্যে তাঁকে গণনা করিবে ?
যজ্ঞে পশুবধে বিধি, বর্ত্তে চিরকাল
তন্ত্র-বেদ অন্বেষি, দেখিবে।"

উত্তরে সন্তান, "রাম-কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠিরে,
শত্রু-মিত্র-বুদ্ধি যতক্ষণ,
শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে তাঁরা, সাত্ত্বিকের মধ্যে,
কি প্রকারে গণ্য, বল, হন ?

রামায়ণ, কিংবা মহাভারতের যুগে,
দেশ-কাল-পাত্র-অনুসারে,
যজ্ঞ ছিল যে প্রকার ;—ভোজ্যাদি বিষয়ে,
বিধি ছিল তাহার বিচারে ;

ঋষিরাও মাংসভোজী, দৃষ্ট বহু স্থানে,
কিন্তু তাঁরা ধনুর্ব্বাণ নিয়া,
মৃগয়ার্থ কখনও, নহে বহির্গত ;
ভোজনার্থ চেষ্টা-শূন্য-হিয়া।

রাজ্য-ধন-আত্মীয়-সুহৃদাসক্তি-শূন্য,
তত্ত্বালাপে তন্ময় সতত।
তুষ্ট যথালব্ধ দ্রব্যে,—দত্ত গৃহস্থের,—
বিবেক-বৈরাগ্য-সমন্বিত।

চিত্ত নিয়া সাত্ত্বিকতা, ভোজ্য নিয়া নহে,
অতএব রাজা যুধিষ্ঠির,
তুচ্ছ রাজ্য-জন্য, যবে ভীষ্মাদি-নাশক,
সাত্ত্বিকের সীমার বাহির।

রত্নগিরি কহে, "জগদ্ধাত্রী কালী যিনি,
তৃপ্তা অতি, পশুঘাত-যজ্ঞে, হন তিনি।
সাক্ষী তার সমুজ্জ্বল, নৃপতি সুরথ।
লক্ষ বলিদানে, যিনি পূর্ণ মনোরথ।"
উত্তরে সন্তান ধীরে, "লক্ষ বলি দান,
শুনি বটে, কিন্তু তার না দেখি প্রমাণ !
তপস্যায় সুরথ সমাধি যবে রত,
বর্ষত্রয় কি কঠোর ব্রতাশ্রয়ে গত।

সরোজিনী

১। "পূর্ণিমা, বৈশাখ মাস, আজ মৃত্যু জান
বলি সতী ত্যজিল দেহ

২ কির

মার্জ্জনা করহ অপর —
করিয়াছি ও ের

কত অনশন, আর কত অশয়ন,
আর কত "হা মা!" বলি অশ্রু-বিসর্জ্জন!
অন্য জ্ঞান-শূন্য, শুধু মা ভাবে তন্ময়,
কঠোর তপস্যা! কথা শুনিতে বিস্ময়!
কষ্ট তপস্যার, দুই বর্ষ সহ্য করি,
দর্শেন একদা স্বপ্নে, মহা মহেশ্বরী।
রক্তবস্ত্র পরিধানা, কাঞ্চন-ভূষিতা,
মূর্ত্তি মনোহরা, মহা-মহিমা-অন্বিতা।
মাত্র জলাহারে, গেল তৃতীয় বৎসর,
প্রত্যক্ষে তবু না দর্শি, বৈশ্য-নৃপবর,
সঙ্কল্প করেন, "আর কার্য্য কি জীবনে!
বঞ্চিত আজিও যদি, তাঁহার দর্শনে
তাঁর জন্য, করা এত তপস্যা দুষ্কর,
সর্ব্বান্তর্য্যামিনী তিনি, জানেন অন্তর;
দর্শন প্রদানে, তবু নাহি তাঁর দয়া,
খণ্ড খণ্ড করি, তবে ত্যজিব এ কায়া!"
সিদ্ধান্ত করিয়া দোঁহে, হস্ত-পরিমাণ,
সুন্দর ত্রিকোণ কুণ্ড করিয়া নির্ম্মাণ,
মধ্যে তার, প্রজ্জ্বলিত করি হুতাশন,
গাত্র হ'তে খণ্ড খণ্ড মাংস উন্মোচন,
করিয়া, আহুতি দান করেন তাহায়।
লক্ষ-বলিদান-বার্ত্তা, তাহাতে কোথায়!"

তথা শ্রীশ্রীদেবীভগবতে ৫ম স্কন্ধে, ৩অ,

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা রাজা কুণ্ডং চকার হ।
ত্রিকোণং সুস্থিরং সৌম্যং হস্তমাত্রং প্রমাণতঃ।
সংস্থাপ্য পাবকং রাজা স্তথা বৈশ্যোঽতিভক্তিমান।
জুহাবসৌ নিজমাংসং ছিত্বা ছিত্বা পুনঃ পুনঃ॥
তদা ভগবতী দত্বা প্রত্যক্ষং দর্শনং তয়োঃ।
প্রাহ প্রীতিভরোদ্ভ্রান্তৌ দৃষ্ট্বা তৌ দুঃখিতং ভৃশম্॥

"মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজা সুরত হস্ত-পরিমিত, সুন্দর সুস্থির ত্রিকোণবিশিষ্ট একটী কুণ্ড করিলেন। তাহাতে হুতাশন প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাজা ও ভক্তিমান বৈশ্য নিজ নিজ গাত্র হইতে খণ্ড খণ্ড মাংস উন্মোচন করিয়া আহুতি দিতে লাগিলেন। মা ভগবতী, তাঁহাদিগকে এইরূপে অতিশয় দুঃখিত ও উদ্‌ভ্রান্ত দর্শন করিয়', অতিশয় সন্তুষ্টা হইলেন, এবং প্রীতির সহিত বলিতে লাগিলেন।

তথা শ্রীশ্রীচণ্ডীতে উত্তম চরিতে,—

সন্দর্শনার্থমম্বায়া নদীপুলিনসংস্থিতঃ।
স চ বৈশ্যঃ তপস্তেপে দেবীসূক্তং পরং জপন্॥
তৌ তস্মিন পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্ত্তিং মহীময়ীম্।
অর্হনাঞ্চক্রতুস্তস্যাঃ পুষ্পং ধূপাগ্নিতর্পণৈঃ।
নিরাহারৌ যতাহারৌ তন্মনস্কৌ সমাহিতৌ।
দদতুস্তৌ বলিঞ্চৈব নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতম্॥
এবং সমারাধয়তোস্ত্রিভির্বর্ষৈর্য্যতাত্মনোঃ।
পরিতুষ্টা জগদ্ধাত্রী প্রত্যক্ষং প্রাহ চণ্ডিকা॥

"মহাত্মা সুরথ এবং সেই বৈশ্য উভয়ে মা বিশ্বজননীর দর্শন-জন্য নদী-পুলিনে যাইয়া উপবেশন করিলেন, এবং সর্ব্বসুখপ্রদ দেবীসূক্ত জপ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রথমে দেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমা নদী-পুলিনে স্থাপন করিয়া, পুষ্প ধূপ অগ্নি এবং তর্পণ দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। তাঁহারা কখনো নিরাহারী, কখনো যতাহারী হইয়া, জিতেন্দ্রিয় ও তন্ময় হইয়া, নিজ নিজ গাত্র হইতে শোণিত দিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা এইরূপে তিন বৎসর সংযত মনে আরাধনা করিলে, জগদ্ধাত্রী চণ্ডিকা পরিতুষ্টা হইয়া, তাঁহাদিগকে দর্শন দিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন।

দেহাসক্তি, হেন রূপে, দিয়া বিসর্জ্জন,
বুদ্ধি-মন দোঁহে যবে করেন অর্পণ,
প্রত্যক্ষে তখন মহাশক্তি আবির্ভূতা।
লক্ষ বলিদানের বৃত্তান্ত ইথে কোথা?"
রত্নগিরি কহে, "আচ্ছা, করিনু স্বীকার,
সুরথের লক্ষ বলি নাই।
কিন্তু অন্য লক্ষ স্থানে, যজ্ঞে পশুবধ,
প্রশস্ত,—প্রমাণে তাহা পাই।

বিশেষতঃ এই পুণ্য তীর্থ কামাখ্যায়,
বধে পশু, বহু ভক্তিমান।
যজ্ঞে, পশুবধের বিরুদ্ধে কেন তুমি,
এত দৃঢ় চিত্তে আগুয়ান ?”

উত্তরে সন্তান, “আমি দেশ-কাল-পাত্র-
বিচারের পক্ষপাতী হই।
তামসে-রাজসে যবে, করে বলিদান,
আমি ত বিরুদ্ধে তার নই ?

সাত্বিক যে নহে, তাকে করিলেও মানা,
স্ব-ভাবে সে দিবে পশু বলি।
যে পূজায় পশুঘাত, তাহা না সাত্বিকী,
আমি মাত্র সেই কথা বলি !

“যদি বল, সাত্বিক দুর্লভ ধরাতলে,
রজস্তম-স্বভাবেই প্রায়।
স্বভাবানুযায়ী পূজা কর্ত্তব্য যখন,
বলিদানে অন্যায় কোথায় ?”

তাহাতেও আছে কিছু বক্তব্য আমার,
বক্তব্য তা স্বাধীন অন্তরে।
শাস্ত্র-বিধি-সঙ্গে তার ঐক্য বেশী নাই,
ঐক্য আছে ভাবের বিচারে।

সিদ্ধি-প্রাপ্ত সুবিখ্যাত সাধকগণের
সাধন-পদ্ধতি দর্শি, পাই,
পশুঘাত সঙ্গে, মার অর্চ্চনে-বন্দনে,
বেশী কোন সম্বন্ধই নাই।

প্রসাদ, কমলাকান্ত, মহেশ মণ্ডল,
ভক্তি-বলে মাকে পাইয়াছে।
ভক্তি অচঞ্চলা, যদি প্রাপ্তির উপায়,
পশুঘাতে কোন্ স্বার্থ আছে ?

চিন্তায় তন্ময়, দর্শনার্থ ব্যাকুলতা,
যথা রজ্জুবদ্ধ বৎসতরি,
কণ্ঠ পিপাসার্ত্ত,—মাকে ডাকে হাম্বা রবে,
প্রান্তরের পথে দৃষ্টি করি ;

কিংবা অনুত্থিত-পক্ষ পক্ষিণী-শাবক,
শূন্য-নীড়ে ক্ষুধানলে দহে,
*আধারার্থ বহির্গতা জননীর জন্য,
তৃষ্ণার্ত্ত-নয়নে যথা রহে ;

সে প্রকার সতৃষ্ণ-নয়ন যিনি হন,
সে প্রকার ব্যাকুল-পরাণ,
বিশ্বাস আমার,—তিনি দর্শনে কৃতার্থ,
না দিলেও পশু বলিদান।

প্রেমাসক্তা বিরহিণী রমণী যেমন,
আত্মহারা রহে অনিবার,
অচঞ্চলা ভক্তিযুক্ত তন্ময় যখন,
তখন সে রহে সে প্রকার।

বসিলে, দেহের নিম্ন বজ্রকীট খায়,
তবু নাহি ব্যথা বোধ তায়।
গাত্র কাটি মাংস দানে, যদি কেহ বলে,
“ব্রহ্মময়ী দেখাব তোমায়।”

বুদ্ধি-মন হেন ভাবে, সমর্পণ করা,
হয় যদি সাধনা প্রধান,
বুঝিনা কি প্রয়োজন, হীন-পশু-ঘাতে
বরাভয়দাত্রী-সন্নিধান !

সর্ব্ব ভাবোত্তম মাতৃভাব সুপবিত্র,
সে ভাবের সাধক যে হবে,
সর্ব্ব জীব-সন্নিকটে, সে আনন্দ-ধাম,
শান্তি-স্রোত তার সঙ্গে ব'বে।

তার পরিবর্ত্তে, যদি হয় বিপরীত
ভক্ত মার, গেলে কোন গ্রামে,
মাংসাশী মাতাল যত, নাচে খড়্গ ধরি,
ছাগাদি ত্রটস্থ হয় নামে।

তাহা কি লজ্জার কথা !—অমৃতে গরল,
মন্দাকিনী বহে বহ্নি-ধারা,

* আধারার্থ—পাখীর বাচ্চার খাওয়ার জন্য যে পোকা ফড়িং লাগে, তাকে “আধার” বলে। আধারার্থ = আহার্য্যের জন্য।

বৃক্ষপতি অশ্বত্থের তলে ছায়া নাই,
সহিষ্ণুতা-শূন্যা বসুন্ধরা !
আনন্দের জন্য, সর্ব্ব জীব সর্ব্বক্ষণ,
ছুটছুটি করে ভূমণ্ডলে।
আনন্দ-দায়িনী মার সন্তান যে হয়,
সে আনন্দ ধ্বংসিতে না চলে।
আনন্দের মূর্ত্তি জীব, সংহার করিতে,
বজ্রসম তার প্রাণে বাজে,
বিশেষতঃ উপাসনা-মন্দিরে পশিয়া,
প্রাণী-হত্যা কারো নাহি সাজে।
তার পরে, সাধারণ তীর্থে বলিদান,
না পারি করিতে সমর্থন,
পঞ্চবিধ উপাসক-সম্প্রদায় যথা,
ধায় মাকে করিতে অর্চ্চন।
শাক্ত ভিন্ন পশুঘাতে অন্য সর্ব্ব জন,
অনিচ্ছুক ব্যথিত পরাণে,
এক জন তুষ্টি-জন্য, অন্য চারিজন,
ক্ষুব্ধ কেন র'বে মার স্থানে !
ভক্তিযুক্ত চিত্তে সবে, জননীর স্থানে,
বসি যবে করে জপ-ধ্যান,
বধ্য-পশু-আর্ত্তনাদে তখন চৌদিক,
পূর্ণ করে কোন্ ধর্ম্ম-প্রাণ ?
রাজস-তামস-ভক্তে নিজ নিজ গৃহে,
নিজ নিজ ইচ্ছা অনুসারে,
রক্ষে যদি কুলপ্রথা,—শাস্ত্র বিধিমত,
বলিদানে আপত্তি কে করে ?
প্রার্থনীয় যার যাহা, পায় ভক্তিবলে,
সে ভক্তি লাভের চেষ্টা নাই,
বৎসরান্তে মার কাছে, কাটি এক পাঠা,
দয়া কর, বলিয়া দাঁড়াই !
যত্নে কে না রক্ষে দেহ, বাঞ্ছে কে মরণ ?
কর্ত্তব্য নিজের তুল্য অন্যকে দর্শন।

সন্তান কালীর, যদি দয়ার্দ্র না হয়,
কলঙ্ক মা-নামে, তবে ঘটিবে নিশ্চয় !"
বিপ্র এক উঠি, পুনঃ কহে প্রশ্ন-ছলে,
"আত্মার বিনাশ নাই, সর্ব্ব শাস্ত্রে বলে।
ধ্বংসি দেহ, আত্মা ধ্বংসি, অজ্ঞানের কথা,
বধ্য পশু বলিদানে, জীবহিংসা কোথা ?
বরং যাহার দেহ দেবোদ্দেশে লয়,
স্বর্গ তার পরকালে, মুক্তি সু-নিশ্চয়।"
উত্তরে সন্তান ইহা কথা কল্পনার,
প্রবীণ-মণ্ডলে মূল্য নাহি এ কথার।
দিব্যচক্ষু অন্ধ যার, ভোগেচ্ছা প্রবল,
মাংস ভোজনের জন্য রসনা চঞ্চল,
ঈশ্বরোপাসনা-যজ্ঞে, ভোজ্য পশু মারি,
চিত্তে ভাবে, "করিলাম পুণ্য এক ভারি !"
তার কার্য্য-সমর্থক পুরোহিত যারা,
নির্ম্মি শ্লোক, শাস্ত্র-বাক্য বলি যায় তারা।
এরূপ সিদ্ধান্তে মনুষ্যত্বের অভাব।
হত্যা করি, মুক্তি দান, ম্লেচ্ছের স্বভাব।
হত্যা করি, মুক্তিদান কথা মন্দ নয় !
দুঃখ এই, হেন মুক্তি, নিজে নাহি লয়॥
তার পরে, আত্মার বিনাশ নাহি সত্য,
তাহাতে কি আসে যায় ?—দেহীর দেহত্ব
নিয়া, নিত্য এ সংসারে ধর্ম্ম চলিতেছে।
দেহশূন্য আত্মার, ধর্ম্মের চেষ্টা মিছে।
প্রত্যেকে দেহাত্মবাদী, কার্য্যতঃ ভূপরে,
সম্বন্ধ দেহের, নিয়া ন্যায়ান্যায় ধরে।
হত্যা করি নরে, নর ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলে,
আত্মা যদি অনশ্বর, দেহনাশ মূলে।
যন্ত্রণা দেহের যত, ভোগে জীবাত্মায়,
দেহ-নাশে আত্ম-নাশ, তাই বলা যায়।
আত্মা পরিতৃপ্ত হয়, দেহের সেবায়,
হিংসানল, দেহের দলনে, প্রজ্জ্বলয়।

বক্ষে হার পরাইলে হও তুমি তুষ্ট,
বক্ষে মৃতসর্প দিলে, হও মহা রুষ্ট।
অতএব, দেহের সম্বন্ধে এ সংসার।
অত্যন্ত অধর্ম্ম, দেহ করিলে সংহার!

যদি বল, "এ অধর্ম্মে মুক্ত কে ধরায়?
সংহারি, দুর্ব্বল নিত্য বলবানে খায়।
প্রাকৃতিক এই সত্য লঙ্ঘিবার নহে।"
মধ্যে তার, বিবেচ্য বিষয়ও বহু রহে।

দস্যুতুল্য সম্রাটেরা, করি রাজ্য-জয়,
দুর্ব্বলের অন্ন ধ্বংসি, সুখৈশ্বর্য্যে রয়।
ধ্বংস এ প্রকার, নহে সমর্থে ধার্ম্মিক,
পশুত্বের পরিচয়, ইথে সমধিক।

রক্ষিতে এ জীব-শ্রেষ্ঠ নর-কলেবর,
ভিন্ন পশু-মাংস, আছে খাদ্য বহুতর,
উপেক্ষি তা, যারা নিত্য জীব-হত্যা-রত।
কার্য্যে তারা, দস্যু-মূর্ত্তি সম্রাটের মত।

মাংসলোভোন্মত্ত নর যত দিন রহে,
জীব-দুঃখ বিচারিতে, প্রস্তুত সে নহে।
বিশ্ব-প্রেমে প্রেমিক সে, নিশ্চয় না হয়,
নিশ্চয় সে অসমর্থ, হইতে নির্ভয়।

হিংসা যতক্ষণ, হিংসা-ভয় ততক্ষণ,
সাধ্য কার, এই সত্য করি অতিক্রম!
নির্ভীক হইতে, চিত্তে বাসনা যাহার,
কর্ত্তব্য তাহার, জীব-হিংসা-পরিহার!"
এক বিপ্র উঠি কহে, অগ্রাহ্যের ভাষে,
"তব তুল্য লোকের কথায়,
লঙ্ঘি শিব-বাক্য, মদ্য-মাংস না প্রদানি,
দুর্গা-কালী অর্চ্চে কে কোথায়?"
উত্তরে সন্তান, "যার প্রেরণায়, বুদ্ধ,
আচার্য্য শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য,
"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" করেন প্রচার,
মনুষ্যত্ব লাভোপায়-জন্য।

উচ্চারিত মোর মুখে, তাঁরই প্রেরণায়,
সে অহিংসাধর্ম্ম সর্ব্ব-সার,
"হিংসা ছাড়ি, মনুষ্যত্বে হও অলঙ্কৃত,"
আমি বলি,—সাধ্য কি আমার!
"অহিংসা পরম ধর্ম্ম, ভক্তি যোগ শ্রেষ্ঠ,"
কেন তুমি অগ্রাহ্য করিবে?
মদ্য-মাংস ভিন্ন, জগদ্ধাত্রী আরাধিলে,
শিব-বাক্য কি জন্য লঙ্ঘিবে!

মদ্য-মাংস ভিন্ন, মার অর্চ্চনা না হয়,
সিদ্ধান্ত এরূপ, কভু সর্ব্ববাদী নয়।
যে যা খায়, তাই মাকে করে নিবেদন,
কার্য্য ইহা স্বাভাবিক, শুন বিচক্ষণ!

বলি দিলে, ছাগাদির স্বর্গ-লাভ হয়,
এ সিদ্ধান্তে, এ অন্তরে, জন্মেনা প্রত্যয়।
সত্য-ন্যায়-বিবেকে, যে বাক্য নাহি পাই,
শাস্ত্রে যদি থাকে, ভাল,—শ্রদ্ধা তাতে নাই।"

রত্নগিরি কহে, "তুমি কালীগত-প্রাণ,
অর্চ্চ কালী, তাহা তব বাক্যেই প্রমাণ।
বর্ত্তে কি না ছাগ-বলি, তব অর্চ্চনায়?
বিস্তারিয়া বল,—শুনি, পদ্ধতি কি তায়?"

উত্তরে সন্তান, "সত্য কহি তব ঠাঁই,
মোর কালী-অর্চ্চনায় ছাগ-বলি নাই।
বর্ত্তে বলি, পুরুষানুক্রমে, মোর গৃহে,
পরিবর্ত্তি সে পদ্ধতি, সাধ্য মোর নহে।

কিন্তু যবে আমি, নিজে পূজা আরম্ভিনু,
দিব কি না ছাগ বলি, ভাবিতে লাগিনু।
তন্ত্র-বেদ-সংহিতা-পুরাণ-মধ্যে পাই,
অহিংসার তুল্য, আর ধর্ম্ম কিছু নাই।
বর্ত্তে যাহে, যজ্ঞে পশুবধের বিধান,
তারই মধ্যে বর্ত্তে, ধর্ম্ম অহিংসা প্রধান।
তীর্থ বহু, পর্য্যটন করিয়া বেড়াই,
দর্শন, বিশিষ্ট বহু সদাত্মার পাই।

"অহিংসা পরমধর্ম্ম", প্রত্যেকে বলেন,
অহিংসার আচরণে, প্রত্যেকে চলেন।
দর্শিয়াছি পূজা, বহু ভক্ত মহাত্মার,
ছাগাদির বলিদান, নাহি মধ্যে যার।
দর্শিয়া জন্মিল, এই ধারণা অন্তরে,
ভিন্ন পশুঘাত, যজ্ঞ সাধকেও করে।

চিন্তিতাম মনে,—মৃত্যু-সঙ্কটে পড়িলে,
আর্ত্ত-স্বরে যথা, আমি ডাকি মা, মা, বলে,
বধ্যভূমে সে প্রকার, ছাগাদিকে নিয়া,
নির্দ্দয় স্বভাবে, যবে ধরি, পা ছড়িয়া,
উর্দ্ধে যবে ঘাতকের কাল-খড়্গ উঠে,
বলে কি না, তারা, "মাগো রক্ষ এ সঙ্কটে!"

দর্শি কুমিল্লায় এক মহিষের বলি,
আর্ত্তনাদ কিবা তার, কি তার আকুলি!
অশ্রুধারা অবিরল ঝরিছে নয়নে,
নিরীক্ষিছে আরক্ত নয়নে সর্ব্ব জনে।

আর্ত্তনাদ তার ঠিক মানুষের মত,
বদ্ধ, তবু পলাইতে চেষ্টা অবিরত।
অবস্থা কি তার, কার সাধ্য তাহা বলে,
বধ্যের অবস্থা, মাত্র, বুঝে বধ্য হলে!
শ্রেষ্ঠ মায়া, এ সংসারে, এ কায়ার মায়া,
কার প্রাণ সহজে ছাড়িতে চায় কায়া?
বাক্‌শক্তিহীন, তবু নয়নের ধার,
বিজ্ঞাপিতে ছিল, যেন, অন্তর তাহার,
"ও রে ও মোহান্ধ নর! এ নির্দ্দয় ভয়ঙ্কর,
যজ্ঞে নাহি তৃপ্তি ঘটে ব্রহ্মময়ী মার,
ধর্ম্ম নহে, বলে করি দুর্ব্বলে সংহার!
অর্চ্চনা করিস্ যাঁর, মোরাও সন্তান তাঁর,
তাঁর স্নেহে আমাদেরও, পূর্ণ অধিকার।
বধ্য নহি মোরা,—যদি করিস্ বিচার।

মধ্যাহ্ন-তপন-তাপে তপ্ত-চর্ম্ম হই।
মনে হয়, যেন মহা বহ্নিমধ্যে রই।
ক্ষেত্র, তবু প্রাণপণে করিয়া কর্ষণ,
শস্য, তোদিগের জন্য, করি উৎপাদন।
জননী-ভগিনী যারা, দুগ্ধ-দান করি তারা,
রক্ষা করে, তোদিগের, মা-হীন সন্তান।
নির্দ্দয় তোদের দেহে, করে শক্তি দান।
তোদের প্রভুত্ব মানি, বোঝা টানি, গাড়ী আনি,
যা করাস্, তাই করি, ভৃত্যের সমান,
কৃতজ্ঞতা, তার এই, বধিস্ পরাণ!

কৃতঘ্ন পামর! শক্তি লভি কলেবরে,
গ্রাহ্য না করিস্, ধর্ম্ম মাথার উপরে?
বর্ত্তে কাল, বর্ত্তে সত্য, বর্ত্তে চরাচর,
বর্ত্তে কালী, ন্যায়-খড়্গ ধরি, সর্ব্বোপর।
করিস্ ধর্ম্মের ভাণে দুর্ব্বলে সংহার,
সাংহারিণী করিবেন ইহার বিচার।"

অন্তর-শ্রবণে, যেন শুনিলাম কত,
সংজ্ঞাশূন্য রহিলাম, কাষ্ঠ-মূর্ত্তি মত!
বিদ্যমান বহু শাক্ত-সাধক সে স্থানে,
দুর্দ্দশা তাহার, কারো না বাজিল প্রাণে।

নিষেধিনু মুণ্ড তার, করিতে ছেদন,
বাক্যে মোর, গৃহকর্ত্তা না দিল শ্রবণ।
মিথ্যা অভিমানী তন্ত্রে, উপহাস কৈল।
বাধ্য হয়ে উঠি, মোকে আসিতে হইল।

যে দেশে, গো-মেধ-যজ্ঞ, মহাপাপময়,
সে দেশে, মহিষ-মেধ, কভু শ্রেয়ঃ নয়।

একবার করি কুচবিহারে গমন,
দেবী-বাড়ী-দুর্গোৎসব, করিনু দর্শন,
বহুবিধ প্রাণীপুঞ্জ তাহে বলিদান,
মণ্ডপ সম্মুখে রক্ত-স্রোত বহমান।

ভাবিলাম, কি মোহে আচ্ছন্ন হিন্দুস্থান?
কৃপাময়ী-অর্চ্চনে কি নিষ্ঠুর বিধান!
তৃপ্তা মা রুধিরে, যারা নিয়াছে বুঝিয়া,
পঙ্ক, তারা পরমান্নে নিয়াছে গুলিয়া।

ক্ষুদ্র করিয়াছে তারা, রক্ষয়িত্রী কালী।
স্বর্ণ-রেণু ভ্রমে, তারা কিনিতেছে বালি।
যজ্ঞে পশু-বধ-তত্ত্ব ভাবিয়া ভাবিয়া,
হইলাম উন্মাদের প্রায়।
যাকে পাই, তাকেই জিজ্ঞাসি কি করিব।
মীমাংসায় কেহ নাহি যায়!
অবশেষে একদিন জননী-মন্দিরে,
বসিলাম, কহিলাম মাকে,
"দিব কি না ছাগবলি, সম্মুখে তোমার,
বুদ্ধিরূপে! বুঝাও আমাকে!"
নয়ন মুদ্রিত করি, বসিলাম ধ্যানে,
মা যেন আসিয়া দণ্ডাইল।
হস্তখানি অভয়ের, যেন ঘুরাইয়া,
মা আমাকে কহিতে লাগিল,—
"অর্চ্চে যারা দয়াময়ী মা বলিয়া মোকে,
চিন্তে মোকে বিশ্বের জননী,
জানে তারা, সর্ব্বে আমি বরাভয়প্রদা,
প্রত্যেকের আনন্দের খনি।
পদ্ধতি-কৌশলে, কিংবা বধি ক্ষুদ্র জীবে,
সন্তোষিতে মোকে চাহে যারা,
রজ্জু বাঁধি বৃক্ষ-শিরে, বাহি তারা চলে,
ধরিবারে চন্দ্র-সূর্য্য-তারা।
যে অনন্য-যোগ-ভক্ত, তার সঙ্গে আমি,
ছায়ার মতন সর্ব্বক্ষণ।
মুক্ত যে ভোগেচ্ছা-করে, সেই মহাত্মার,
পশুঘাতে কোন্ প্রয়োজন?"
সম্বোধিয়া, মুহূর্ত্তে মা, হল অন্তর্হিতা,
সত্য সমুঝিল চিত্ত মোর।
কর্ত্তব্য কি, নির্দ্ধারণে হইনু সমর্থ,
ভাঙ্গি গেল সন্দেহের ঘোর।
যদিও ভোগেচ্ছাশূন্য হ'তে পারি নাই,
তবু সর্ব্ব জীবাশ্রয়ে স্মরি,
বন্ধ করিয়াছি বলি, মার অর্চ্চনায়,
প্রাচীন পদ্ধতি পরিহরি।"
প্রশ্নে রত্নগিরি, "তার পরে কি হইল?
ফলাফল ইচ্ছি শুনিবারে।"
উত্তরে সন্তান, "ফল জগদ্ধাত্রী-দয়া,
প্রাপ্ত তাহা, অন্তরে-বাহিরে!
কালী যা বলান বলি, যা করান করি,
থাকি, তিনি রাখেন যেমন;
অর্পি পরিণাম ভার, তাঁহার চরণে
নিশ্চিন্ত সর্ব্বদা মোর মন।
জিজ্ঞাসিলে তবু যদি, শুন ফলাফল,
ভাল-মন্দ উভয়ই ঘটিল।
সংসার-বিচারে যাহা মঙ্গলামঙ্গল,
তরঙ্গের তুল্য সমুদিল।
বলি বন্ধ করিবার দশ দিন পরে,
দগ্ধ হ'ল ভবন আমার,
সে বাড়ী ছাড়িয়া, অন্য বাড়ী করিলাম,
সু-বৃহৎ অতি চমৎকার।
যক্ষ্মা রোগে, তারপরে, মরিল অনুজ,
অর্জ্জিয়া যে রক্ষিত সংসার!
কিন্তু চুনি অর্থ দিল, গৃহশূন্য স্থানে,*
হল গৃহ,, বিস্ময় অপার!
সংঘটে যা কাল-চক্রে, তাহাই ঘটিল,
দুঃখ-সুখ তরঙ্গে উদয়।
কার বা না হয়? নিত্য সুখী কে ভূতলে?
সিন্ধু কোথা অ-তরঙ্গ রয়?
অকর্ম্মা, অথচ গর্ব্বী,—বাঁচে পৌরহিত্যে,
বঙ্গে দেশে এক দল লোক,
অধিকাংশ যাহাদের, মূর্খ মোর মত,
মূর্খে বলে যা দিগে সাধক।
তখন সে সাধকেরা আরম্ভ করিল,
নিন্দা বহু মোর অর্চ্চনার,

* চুনি—হাওড়া শিবপুরের চুনিলাল মুখোপাধ্যায়। ডেঃ ম্যাজেষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি ভুলুয়া বাবার ঘরের জন্য পনের শত টাকা সংগ্রহ করিয়া দেন।

দুর্গতি ঘটিবে মোর, অনন্ত প্রকারে,
আরম্ভিল করিতে প্রচার।
বিপ্র যত মাংস-প্রিয়, একত্রে জুটিল,
ছাগ বলি যে না দিবে, তার
বাড়ী, দুর্গা-কালী-পূজা করিতে যাইতে
প্রত্যেকে করিল অস্বীকার।

সহসা প্রলয় ঝড়ে, পড়ে মোর গৃহ,
তার পরে চোর প্রবেশিয়া,
বস্ত্র অলঙ্কার, যাহা গৃহমধ্যে ছিল,
চুরি করি, গেল সব নিয়া।

তখন সে অপদার্থ অর্চ্চকের দল,
মোর বন্ধু-বান্ধবে ডাকিয়া,
কহিতে লাগিল, "যাহা কহিয়াছিলাম,
সত্য কি না, দেখ পরীক্ষিয়া!"

গ্রাম্য লোকে তাহা শুনি, বুঝা'ত আমায়,
"দুঃখ এত হ'ল আপনার,
বন্ধ করি পাঠা-বলি, মা কালী-পূজায়,
বলি বন্ধে কার্য্য নাহি আর!"

শুনিতাম, যে যাহা বলিত আসি মোরে,
রহিতাম না দিয়া উত্তর,
রহিতাম সদানন্দে, সদানন্দ-দাত্রী,—
পাদপদ্মে করিয়া নির্ভর!

প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে কার্য্য-জন্য,
ষড়যন্ত্র করি বহুজন,
মোর নির্য্যাতন-জন্য, নিমন্ত্রণ করি,
আনাইল তান্ত্রিক দুজন।

শান্তি-স্বস্ত্যয়ন তারা বাড়ী বাড়ী করি,
নষ্ট করে অমঙ্গল যত,
সম্মুখে আমার, আসি দণ্ডাইল দোঁহে,
ঠিক কাল-ভৈরবের মত।
ভক্তি করি, বসিতে আসন দিনু দোঁহে,
বসি, দোঁহে আপন হুকায়,

তামাকু টানিল, প্রায় পূর্ণ অর্দ্ধ ঘণ্টা,
মগ্ন যেন মহা ভাবনায়।
সম্বোধিল তারপরে, একজন মোকে,
"কি নিমিত্ত এমন করিয়া,
অশাস্ত্রীয় পন্থা ধরি, সোনার সংসার,
অকূলে দিতেছ ভাসাইয়া?

দুর্গতি তোমার, দর্শি, দুঃখী মোরা সবে,
করিতে সে দুর্গতি-মোচন,
শান্তি-স্বস্ত্যয়ন কেলি, আরো দশ স্থানে,
উপস্থিত মোরা দুই জন।

অদ্য কর আয়োজন, মা-কালী পূজার,
ছাগ-শিশু এক জোড়া চাই।
রুধিরে সাধিলে, মার রোষ দূরে যাবে,
সুমঙ্গলে রহিবে সদাই।

যজ্ঞে পশু না বধিয়া, অশাস্ত্রীয় কর্ম্মে,
আনিয়াছ ডাকিয়া বালাই।
দগ্ধ হয় গৃহ,—চোরে হরে বস্ত্র-ধন,
অকালে হারাও যোগ্য ভাই।

মাত্র তব মঙ্গলার্থে, আসিয়াছি হেথা,
ইথে কিছু নাহি স্বার্থ-আশ।
পঞ্চাশ টাকার মধ্যে, যেরূপেই হোক,
করি যাব তব বিঘ্ন-নাশ!"

শুনিতেছিলাম বসি মন্ত্রের প্রলাপ,
বহু লোক বসি চারি পাশে,
সহসা সে তান্ত্রিকের আলয় হইতে,
এক ব্যক্তি পত্র নিয়া আসে।

পত্রে লেখা ছিল, "বাড়ী ডাকাত পড়িয়া,
লুণ্ঠিয়াছে বস্ত্র অলঙ্কার।
তার অনুজের শিরে, মারিয়াছে বাড়ী,
পত্নীকেও করেছে প্রহার।"
পত্র পড়ি, মত্ত প্রায় হইল তান্ত্রিক,
আর্ত্তনাদি পড়ে ভূমিতলে,

সান্ত্বনা করয়ে, অন্য তান্ত্রিক ধরিয়া,
সঙ্গিগণ "হায়, হায়!" বলে।
সমস্ত গ্রামের লোক একত্র হইল,
ব্রাহ্মণের চক্ষে দেখি জল,
প্রত্যেকে প্রবোধে, অতি দুঃখিত অন্তরে,
কোলাহল-পূর্ণ হ'ল স্থল!
কিছু আত্ম-সম্বরিয়া, তখনি দুজন,
চলি গেল আপনার দেশে।
দুর্ভাগ্য না খণ্ডি মোর, শান্তি না করিয়া,
না বলিয়া আর কিছু শেষে!
যজ্ঞে পশু হত্যা করি অর্চ্চনে যাহারা,
তাহাদেরও বাড়ী চুরি হয়!
চুরি দূরে,—দস্যু পশি লুণ্ঠে গৃহস্থালী,
প্রহারে জীবন-নাশ ভয়।
সংঘটে তাদেরও গৃহে অকালে মরণ,
চিত্ত জ্বলে শোকাগ্নি-দহনে,
দুর্ভাগ্য আসিল, বলি বন্ধ করা জন্য,
বিশ্বাসিব এ কথা কেমনে?
দুর্গতি আমার যারা খণ্ডাইতে আসে,
নিয়া টাকা পঞ্চাশটী মাত্র,
দুর্গতি নিজের, তারা খণ্ডাইতে নারে,
ভাব, তারা কি বিশ্বাস-পাত্র!
বিস্তারি বলিনু তোমা, বলি বন্ধ করি,
ফলাফল যা ঘটিয়াছিল;"
বলেন মাধবদাস, "সত্য-সমর্থনে,
চিত্ত-বল কালী পরীক্ষিল।
কিন্তু এতক্ষণ বসি, শুনিলাম যাহা,
তাহা তব নিজের ধারণা,
বলির বিরুদ্ধ-বাদ, তন্ত্রে বা পুরাণে,
আছে কি তোমার কিছু জানা?"
উত্তরে সন্তান, "অন্বেষিলে স্থানে স্থানে,
নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়া যায়।
আকাঙ্ক্ষা যখন, এক বিজ্ঞাপি তোমায়,
উদ্ধৃত যা পণ্ডিত সভায়।

তথা শ্রীপদ্মোত্তর খণ্ডে—

শ্রীশ্রীসদাশিবের প্রতি, শ্রীশ্রীপার্ব্বতী—

যে মমার্চ্চনামিত্যুক্ত্বা প্রাণিহিংসনতৎপরাঃ।
তৎপূজনং মমামেধ্যং যদ্দোষাত্তদধোঽগতিঃ॥ ১
মদর্থে শিব কুর্ব্বন্তি তমসা পশুঘাতনম্।
আকল্পকোটীনিরয়ে তেষাং বাসঃ ন সংশয়ঃ॥ ২
মম নাম্নোঽথবা যজ্ঞে পশুহত্যাং করোতি যঃ।
ক্বাপি তন্নিষ্কৃতির্নাস্তি কুম্ভীপাকমবাপ্নুয়াৎ॥ ৩
দৈবে পিত্রে তথাত্মার্থে যঃ কুর্য্যাৎ প্রাণিহিংসনম্।
কল্পকোটীশতং শম্ভো রৌরবে স বসেৎ ধ্রুবম্॥৪
য মোহাম্মানসৈর্দ্দেহি হত্যাং কুর্য্যাৎ সদাশিব।
একবিংশতিকৃত্যশ্চ তত্তদ্যোনিষু জায়তে॥ ৫
যজ্ঞে যজ্ঞে পশূণ্ হত্বা কুর্য্যাচ্ছোণিতকর্দ্দমম।
স পচেন্নরকে তাবৎ যাবল্লোমানি তস্য বৈ॥৬

১। যাহারা, আমার অর্চ্চনা, এই কথা বলিয়া পশু-হত্যায় নিযুক্ত হয়, তাহাদের অর্চ্চনা আমি অপবিত্র মনে করি, এবং সেই দোষে তাহারা অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

২। হে শিব! যে সব তামসিকেরা, আমার নিমিত্ত পশু-বধে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা কোটীকল্প নরকবাস করে।

৩। যে আমার, বা যজ্ঞের, নাম করিয়া, পশু হত্যা করে, সে কোথাও যাইয়া নিষ্কৃতি পায় না। সে কুম্ভীপাক নরকে গমন করে॥

৪। দেবকার্য্যে, পিতৃকার্য্যে, অথবা নিজের নিমিত্ত যে প্রাণি-হত্যা করে, তাহাকে নিশ্চয়ই কোটী-কল্প নরক-বাস করিতে হয়।

৫। হে সদাশিব! যে মোহবশতঃ প্রাণীহিংসা করে, সে একুশবার সেই প্রাণী হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

৬। নানারূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, নানারূপ পশু-বধ পূর্ব্বক, যে পৃথিবীর পৃষ্ঠ শোণিত-কর্দ্দমে কলঙ্কিত করে, সে সেই পশুর শরীতে যত লোম থাকে, ততকাল নরকে পচিয়া থাকে।

মন্তব্য।

এই সমস্ত তন্ত্রে, বা পুরাণে, যখন যজ্ঞে পশুবধের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তখনো অতিশয়রূপে ;—আবার যখন নিষেধাজ্ঞা প্রচার করা হইয়াছে, তখনো অতিশয়রূপে। আমি আতিশয্যের, বা গোঁড়ামীর, পক্ষ সমর্থনে অনধিকারী। রামচন্দ্র যুধিষ্ঠিরাদি অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়া গিয়াছেন, বনবাস সময়ে তাঁহারা মৃগায়লব্ধ পশুমাংস ভোজন করিতেন, সুতরাং তাঁহারা অনন্তকাল নরকই ভোগ করিতেছেন, এরূপ সিদ্ধান্ত কোন ক্রমেই গ্রাহ্য করিতে পারি না।

অনাদিকাল দেশে মৎস্য-মাংস ভোজনের প্রথা বিদ্যমান। সুতরাং সমস্ত লোকই অনন্ত কাল কেবল নরকই ভোগ করিতেছে, এ সিদ্ধান্ত বোধ হয় কোন শিক্ষিত বিচক্ষণ লোকে স্বীকার করিবেন না। কোন প্রবীণ বৃদ্ধ এক দিন হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, "এত লোক নরকে গেলে, নরকে স্থানাভাব হইবে! ইমিগ্রেসন এক্‌টপাশ করিতে হইবে!"

যাহা হউক গুণত্রয়ের বিচার না করিয়া, দেশ-কাল-পাত্র বিচার না করিয়া, সাধকগণের প্রকৃতি বিচার না করিয়া, একই প্রকার অর্চ্চনা-বিধি প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিলে, তাহা ফলপ্রদ হয় না। যিনি সর্ব্বজন-জন্য একই বিধি প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃত-সঙ্কল্প, তিনি মুনিঋষিই হউন, অথবা স্বয়ং ঈশ্বরই হউন, তাঁহার আদেশ-উপদেশ, তাঁহার নিজের সম্প্রদায়েও রক্ষিত হয় না।

মানুষ, জন্মের প্রথম দিন হইতে শেষ পর্য্যন্ত, গুণত্রয়ের স্বভাবে অন্বিত থাকে। স্ব-গুণ অনুসারে কর্ম্ম করাই স্ব-ধর্ম্ম। স্বধর্ম্মে নিধনও ভাল, তবু পর-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে না। অথবা রাজসিক ব্যক্তি রাজসিক বিধি অবলম্বন করিয়া যজ্ঞ করিবে। তাহার প্রকৃতি-জাতীয় গুণ তাহাকে তজ্জাতীয় কর্ম্ম করিতে বাধ্য করায়। তাই পশুবধ পূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান, অতি প্রাচীন সত্য যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে।

রাজসিক বা তামসিক যজ্ঞ বলিলেই, সে যজ্ঞকে যেন কেহ খাটো মনে না করেন। ভগবান রামচন্দ্র, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, প্রভৃতি যে সমস্ত অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সে সমস্তই রাজসিক। যে যজ্ঞে কোন ঐশ্বর্য্যাদি কামনা থাকে, যাহাতে কোন সঙ্কল্প থাকে, তাহাই রাজসিক। যুধিষ্ঠিরাদি ধর্ম্মপালগণ রাজসিক যজ্ঞ করিয়াও ভগবানের প্রিয়তম হইতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং বিধিপূর্ব্বক রাজসিক বা তামসিক যজ্ঞেও, ভগবানের করুণা লাভ করা যায়।

আবার, যাহারা সাত্ত্বিকতার ভাণ করিয়া পশুঘাত যজ্ঞ হইতে তুলিয়া দেন, এবং বিষয়-কর্ম্মে, তুচ্ছ অর্থাগমের জন্য মিথ্যা, হিংসা, জুয়াচুরি প্রভৃতিতে তন্ময় থাকেন, তাঁহারাও নিজ নিজ গুণানুসারে স্ব-ধর্ম্ম আচরণ করেন না, এবং মাত্র পশুঘাত বন্ধ করিয়াই সাত্ত্বিক যজ্ঞও করিতে পারেন না। তাঁহারা পরধর্ম্ম আশ্রয় করার দৈবানুগ্রহ বা ভগবদ্-কৃপা-লাভে কৃতার্থ হইতেও পারেন না। ইত্যাদি বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচনা করিলে, পশুঘাত-বিশিষ্ট রাজসিক যজ্ঞাদি দ্বারা একেবারে অনন্ত নরক হইবে, পদ্মোত্তর খণ্ডের এই সিদ্ধান্ত, সত্যের যুক্তিতে স্থান পায় না। এবং এই সব বাক্য প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনুমিত হয়।

"যে যা খায়, তাই মাকে করে নিবেদন।" সমস্ত দেশে, সমস্ত সম্প্রদায়ে, ভক্তগণ নিজ নিজ উপাস্যকে নিজ নিজ প্রিয় বস্তুই নিবেদন করিয়া থাকেন। যিনি ফল-মূলাহারী, তিনি ফল মূল নিবেদন করেন, যিনি নিরামিষ ভোজী, তিনি নিরামিষ ভোগ নিবেদন করেন, এবং যিনি মৎস্য-মাংস-ভোজী তিনি মৎস্য-মাংস নিবেদন করেন ;—এই প্রথা চিরকাল আছে, চিরকাল চলিবে।

মহাভারতের মোক্ষাধ্যায় পর্ব্বে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিতেছেন,—"অহিংসাই পরম ধর্ম্ম ; কোন প্রাণী বধ করিও না।" যুধিষ্ঠির—"যজ্ঞ কখনও প্রাণীবধ না করিলে সম্পন্ন হয় না।" ভীষ্মদেব—"তবে যজ্ঞে যে পশু বধ করা হইবে, তাহার মাংস ভিন্ন, বৃথামাংস ভোজন করিও না। আর, মাংস পাক করিয়া তাহা একা খাইও না ; মাংস দেব-ভোগ্য সামগ্রী, পাঁচ জনকে দিয়া খাইও।"

এই সকল উপদেশ অগ্রাহ্য করিবার নহে ; যখন হিন্দুজাতি স্বাধীন ছিল, যখন বীরত্ব-ধীরত্ব-পাণ্ডিত্য-তপস্যায় তাহারা জগতের শীর্ষস্থানীয় ছিল, তখন তাহাদের যজ্ঞের প্রধান নৈবেদ্য মাংস ছিল! মাংস দেব-ভোগ্য সামগ্রী ছিল। তখন হইতে যজ্ঞে পশু-বধ-বিধান

চলিয়া আসিতেছে। এবং এই প্রথা যে কখন কোন দেশ হইতে উঠিয়া যাইবে, তাহার কোন লক্ষণও দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে বৃথা-মাংস ভোজন না করিয়া, যদি যজ্ঞে প্রদত্ত মাংস ভোজন করা যায়, তাহা হইলে প্রাণি-হিংসার অবাধ গতি রোধ প্রাপ্ত হয়, এবং তাহা সাধকগণেরও বাঞ্ছনীয়। যজ্ঞে পশুবধের কথা বেদেও আছে, পুরাণেও আছে। সুতরাং পদ্মোত্তর খণ্ডের এই ভাবের নিষেধাজ্ঞা বা ভীতি-প্রদর্শন, যেমন অস্বাভাবিক, তেমন অনর্থক বলিয়া বিবেচিত হয়। আর যিনি মহাবিদ্যারূপিণী, সমদর্শিনী, ত্রিগুণময়ী, যিনি সাত্ত্বিক রাজসিক, তামসিক, সকলের উপাসনাই শ্রবণ করেন, সেই জগজ্জননী পার্ব্বতীর মুখ দিয়া, যে পণ্ডিত এই সমস্ত একদেশদর্শিতা, বা গোড়ামীর শ্লোক কয়টী বাহির করিয়াছেন, তিনি বিশ্বজননীকে অতিশয় ক্ষুদ্র করিয়া ফেলিয়াছেন।

যাহা হউক, পদ্মোত্তরখণ্ডীয় শ্লোক কয়টীর কঠোরতা সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ১৩১৮ সালের ৫ই জ্যৈষ্ঠ, রাণী রাসমণির দৌহিত্র বাবু বলরাম দাস, দক্ষিণেশ্বরের মন্দির হইতে বলিদান তুলিয়া দেওয়ার জন্য, এক বিরাট পণ্ডিত-সভার অধিবেশন করান। তাঁহারা পদ্মোত্তরখণ্ডের এই কয়টী শ্লোক দেখাইয়া, বলিদানের বিধি, অকর্ত্তব্য বলিয়া ঘোষণা করেন, এবং বলিদানের যজ্ঞ সাত্ত্বিক যজ্ঞ নহে,—সাত্ত্বিক সাধক যজ্ঞে কখনো পশু বলিদান করেন না, এই ব্যবস্থাই প্রদান করেন।

দক্ষিণেশ্বর রাণী রাসমণির নিজস্ব হইলেও, রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সাধনক্ষেত্র বলিয়া, সর্ব্ব সম্প্রদায়ের লোক সেই স্থানে গমন করেন; সুতরাং তাহাও এক প্রকার সাধারণ তীর্থমধ্যে গণ্য করা যায়। যেরূপেই হউক, সে স্থান হইতে বলিদান উঠিয়া যাওয়ায়, কার্য্য মন্দ হয় নাই।

এখন আমার বক্তব্য এই,—বিশ্বজননী মা কালীর পূজা দেশ-কাল-পাত্র-বিচারে আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। যাহারা নিরামিষ ভোজী, বা যে দেশে নিরামিষ ভোজন প্রচলিত, (যেমন পশ্চিমাঞ্চল) তাঁহাদের কালী-পূজায় বলি না দিলে, কোন দোষ হইতে পারে না। আর সাধারণ তীর্থ স্থানে, যেমন পীঠস্থান সমূহ, যে স্থানে, শাক্ত, সৌর, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য, পঞ্চ সম্প্রদায়ের সাধকবর্গ উপস্থিত হইয়া, মা ব্রহ্মময়ীর পূজা-ধ্যান করিয়া থাকেন, সে স্থান হইতে বলিদান উঠিয়া যাওয়া অকর্ত্তব্য নহে।

কালীবাড়ী, বা কালীপূজা, বলিতেই পাঠাবলি তার অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতার কালীঘাট, বা মধুপুরের পাতরোলের কালীবাড়ী, দর্শন করিলে, বলিদানের আতিশয্যদর্শনে বিরক্তি ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়। যেমন বলির ঘটা, তেমন মাংস বিক্রয়ের ব্যবসা। কলির পূর্ণ প্রভাব মা-কালীর প্রাঙ্গণে। কারণ মাংস-বিক্রেতা ব্রাহ্মণ-ব্যাধ আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। মা বিশ্বজননীর পবিত্র মন্দিরে, এমন ভাবে পশু হত্যা, ও রক্তের খেলা, কোন ধীমান প্রবীণের সমর্থন-যোগ্য নহে বলিয়াই ধারণা হয়।

হিংসাই যখন অধর্ম্ম, এবং অহিংসাই যখন পরমধর্ম্ম, তখন প্রত্যেক ধর্ম্মপ্রাণ মানুষের অহিংসার প্রতি লক্ষ্য রাখাই প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ যখন উপাসনা করিতে বসিব,—যখন নির্ম্মল পবিত্র মনে মা জগদম্বার পাদপদ্ম চিন্তা করিতে বসিব, তখনও হিংসার অভিনয়,—তখনও মণ্ডপের সম্মুখে দুর্ব্বল পশুর আর্ত্তনাদ, তখনও রক্তের খেলায় মন্দিরের প্রাঙ্গণ কর্দ্দমাক্ত করা, ভগবদ্‌প্রাপ্তির সাধনা বলিয়া স্বীকার করা যায় না, এবং তাহাতে আধ্যাত্মিক উন্নতির কি পরিমাণ সাহায্য হয়, তাহাও বুঝিতে পারি না।

মা বিশ্বজননী কালী কেবল মাত্র পশুবধের অর্চ্চনায় প্রসন্না হন না,—তিনি প্রসন্না হন কেবল ভক্তির পূজায়, মন-বুদ্ধি-অর্পণের পূজায়; সেই সুনির্ম্মল ভক্তিতত্ত্ব প্রত্যেকের মনে জাগ্রত হউক,—যথার্থ বিশ্বপ্রেম লইয়া বিশ্বজননী কালী-পূজা আরম্ভ হউক,—সমস্তই সেই বিশ্বজননীর সন্তান, এই ধারণায় মানুষ ভেদ-বুদ্ধি বিস্মৃত হইয়া ঐক্যসখ্যে অন্বিত হউক, এবং দুর্ব্বল জীবের প্রতি দয়া প্রকাশ করুক!"

দক্ষিণেশ্বরের বলরাম বাবুর সভায় সমাগত পণ্ডিত-গণের ব্যবস্থাপত্র :—

"বৈধ-হিংসা রাজসিক, সুতরাং সাত্ত্বিকগণের কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বপুরুষ-প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দিরেও, কোন সাত্ত্বিক অধিকারী ব্যক্তি ছাগাদি বলিদান না করিয়াও, পূজা করিলে কোন পাপ হয় না। বিশেষতঃ পদ্মোত্তরখণ্ডীয়

পার্ব্বতী-বচন সমূহ দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হয়, যে পশুবধ করিয়া যজ্ঞ করিলে অর্চ্চনাকারিগণের নরক হয়। তজ্জন্য ছাগাদি পশু বলিদান পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দিরেও, পূজা অকর্ত্তব্য। "সর্ব্বত্র সর্ব্বথা হিংসাত্যাগং সম্মতে।"

শকাব্দা ১৮৩২। ৫ই জ্যৈষ্ঠ।"

ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষরকারী

পণ্ডিতগণের নাম।

কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকগণ।

১। মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, প্রিন্সিপাল এম্, এ, পি, এইচ্, ডি। ২। মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ। ৩। প্রসন্নকুমার ন্যায়রত্ন। ৪। ঠাকুরপ্রসাদ ব্যাকরণাচার্য্য। ৫। কুমুদবান্ধব বিদ্যারত্ন। ৬। পঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্য। ৭। রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। ৮। বহুবল্লভ শাস্ত্রী। ৯। তারাপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন। ১০। মন্মথনাথ বিদ্যারত্ন। ১১। মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ বিদ্যাবাগীশ। ১২। গুরুচরণ তর্ক-দর্শন-তীর্থ। ১৩। সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন। ১৪। দেবেশ-চন্দ্র বিদ্যারত্ন।

কলিকাতা সাধারণ

১। দুর্গাসুন্দর স্মৃতিরত্ন। ২। নকুলেশ্বর ন্যায়-বাগীশ। ৩। মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ত-তীর্থ। ৪। পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ। ৫। শিবনারায়ণ শিরোমণি। ৬। চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ। ৭। যোগেন্দ্র নাথ স্মৃতিভূষণ। ৮। শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী। ৯। চণ্ডিকা-দত্ত শর্ম্মা ব্যাকরণোপাধ্যায়। ১০। রামগোপাল তর্ক-রত্ন। ১১। হরিদাস ভাগবতরত্ন। ১২। তারকনাথ স্মৃতিরঞ্জন। ১৩। হরিদেব শাস্ত্রী। ১৪। ভূতনাথ স্মৃতিকণ্ঠ। ১৫। ভগবতী চরণ স্মৃতিতীর্থ॥ ১৬। ধীরানন্দ কাব্যনিধি॥

নবদ্বীপ

১। মহামহোপাধ্যায় যদুনাথ সার্ব্বভৌম॥ ২। মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন। ৩। মহামহো-পাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন। ৪। বিশ্বম্ভর আচার্য্য জ্যোতিষার্ণব। ৫। নিরঞ্জন বিদ্যাভূষণ। ৬। যোগীন্দ্র-নাথ স্মৃতিতীর্থ। ৭। শিতিকণ্ঠ স্মৃতিভূষণ॥ ৮। সীতারাম ন্যায়াচার্য্য। ৯। অবিনাশচন্দ্র ন্যায়রত্ন॥ ১০। দুর্গা-মোহন স্মৃতিতীর্থ। ১১। উমেশচন্দ্র তর্করত্ন। ১২। নগেন্দ্রনাথ কাব্যরত্ন। ১৩। আশুতোষ তর্কভূষণ। ১৪। তারা প্রসন্ন চূড়ামণি। ১৫। শ্যামাচরণ স্মৃতিরত্ন। ১৬। নৃসিংহপ্রসাদ স্মৃতিভূষণ। ১৭। শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি (বর্দ্ধমান বিজয় চতুষ্পাঠী)॥

ভট্টপল্লী

১। মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম। ২। বীরেশ্বর স্মৃতিতীর্থ। ৩। রাধাকৃষ্ণ ন্যায়তর্কতীর্থ। ৪। রামেশ্বর বিদ্যারত্ন। ৫। কাশীভূপতি স্মৃতিভূষণ। ৬ কুঞ্জবিহারী ন্যায়ভূষণ। ৭। নীরেশ্বর তর্কভূষণ। ৮। রামময় বিদ্যাভূষণ। ৯। কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ। ১০। দুর্গাচরণ কাব্যতীর্থ॥

কাশীধাম

১। মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন। ২। যাদবচন্দ্র তর্কাচার্য্য। ৩। বিজয়কৃষ্ণ বিদ্যাসাগর। ৪। মহামহোপাধ্যায় ভাগবত আচার্য্যস্বামী। ৫। অনন্তরাম মিশ্রশর্ম্মা॥ ৬। দেবেন্দ্রনাথশাস্ত্রী ত্রিপাঠী। ৭। প্রিয়নাথ তর্করত্ন। ৮। শঙ্কর তর্করত্ন॥ ৯। গয়াদত্ত শাস্ত্রী ত্রিপাঠী॥

হরিদ্বার।

১। রামকৃষ্ণ তর্কশাস্ত্রী। ২। শ্রীগোবিন্দ শাস্ত্রী। ৩। পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ তীর্থস্বামী॥

(বলাবাহুল্য, পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতগণের মধ্যে কোন শাক্ত সাধক নাই,—শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব নাই, বা কোন তান্ত্রিক সাধক নাই। এবং বলরামবাবুও সাত্ত্বিকারি ন'ন, সুতরাং পণ্ডিতগণের যে ব্যবস্থা, তাহা বলরামবাবুর পক্ষে নহে। তদপেক্ষা, "জীবে দয়া ধর্ম্ম" এই মন্তব্যে—বলি বন্ধ করাই উত্তমোপদেশ।)

রত্নগিরি কহে, "এবে কর্ত্তব্য কি, কহ ?"
উত্তরে সন্তান, "এ বিষয়,
ত্রিবিধ প্রকৃতি-তত্ত্বে পূর্ব্বে বলিয়াছি,
চিত্তে তাহা স্মরিলেই হয় ॥
নিষেধেও, ফলাকাঙ্ক্ষী রাজস-তামসে
স্ব-ভাবে করিবে বলিদান।
নিষ্কাম সাত্ত্বিক, পশু হত্যা না করিয়া,
অর্পিবেন মাকে মন-প্রাণ।
গুণত্রয়-মূর্ত্তি-কালী, ত্রিবিধ প্রকারে,
অর্চ্চনা তাঁহার বিদ্যমান !
যে গুণে যে অম্বিত, সে স্ব-ভাবে ধরিবে,
তার যোগ্য অর্চ্চনা-বিধান।
দয়া যদি ধর্ম্ম হয়, শিক্ষা কর দয়া,
শিক্ষা কর সেবা স্বার্থ-ত্যাগ।
হিংসা যদি পাপ,—জীব-হিংসা ত্যাগ কর।
সর্ব্বজীবে কর অনুরাগ।
লক্ষ্য যদি নিজানন্দ, নিরানন্দ তবে,
করিও না কভু কোন জীবে।
প্রার্থনীয় হয় যদি জগদ্ধাত্রী দয়া,
অগ্রে দয়া নিজে দেখাইবে।
বলি যদি দিতে হয়, দেও শত্রু বলি,
সে শত্রু ত কামাদি ছ-জন।
উৎপীড়নে যাহাদের, সর্ব্বদা মা-নাম
আর সত্য হই বিস্মরণ।

—০—

চক্ষু মুদ্রিত করিয়া।

—০—

যজ্ঞে যদি পশুবধ কর্ত্তব্য-প্রধান,
পশুত্বের মূর্ত্তি আমি হই,
মাত্র ভোগেচ্ছার জন্য পশুর মতন,
ভোগ্য অন্বেষণে মত্ত রই।
মূর্ত্তি মনুষ্যের, কিন্তু মনুষ্যত্ব কোথা !
—কোথা দয়া, ক্ষমা, স্বার্থ-ত্যাগ !

ভ্রান্তি-অজ্ঞানতা-জালে পথভ্রষ্ট সদা,
দম্ভ-দর্প-মোহে অনুরাগ।
বলি-শ্রেষ্ঠ বলি, জগদ্ধাত্রী অর্চ্চনায়,
চিত্তের পশুত্ব বলিদান।
সম্পাদিলে সেই বলি, একাগ্র অন্তরে,
নিশ্চয় হইতুঁ সিদ্ধ-কাম।
মূর্ত্তি পশুত্বের, কাম-ক্রোধাদিকে যদি,
অগ্রে বলি দিতে পারিতাম,
মূর্ত্তি আনন্দের, ভক্তি দেবীকে তা হ'লে,
অন্তরে জাগ্রতা দেখিতাম।
বধ্য যারা, তাহাদিগে বধ না করিয়া,
যত হীন প্রাণী বধিলাম।
মূর্ত্তি করুণার, মাকে প্রসন্না করিতে,
অ-কৃপার পাত্র হইলাম।
পূর্ণ তাপত্রয়ে, এই সংসারে এবার,
পূর্ণ শান্তি লাভের আশায়,
পূর্ণ-শান্তি-দাত্রী মার চরণ-কমল,
বসিয়াছিলাম অর্চ্চনায়।
কিন্তু বুদ্ধি-দোষে মোর, এমনই অর্চ্চনা,
এবার আরম্ভ করিলাম,
অন্তরে বাহিরে দুঃখ-স্রোত বহাইয়া,
যত্ন করি তাহে ভাসিলাম।
শুনিয়াছিলাম, আছে নিত্যানন্দময়,
এক পূর্ণ শান্তি-নিকেতন।
সন্ত সাধু যত, মার গরীষ্ঠ সন্তান,
সদানন্দে তথা সর্ব্বক্ষণ।
আনন্দের চন্দ্র-সূর্য্য, আনন্দ-কিরণে,
আলো করে সে আনন্দ-ধাম।
স্থানে স্থানে আনন্দের নিকুঞ্জ কানন,
অভিনব নয়নাভিরাম।
আনন্দের নাতি উচ্চ পর্ব্বত সমূহ,
বিদ্যমান আনন্দের সাজে।

আনন্দের মূর্ত্তি বৃক্ষে, আনন্দের ফল,
আনন্দের বিটপে বিরাজে।
আনন্দের নদ-নদী আনন্দ-তরঙ্গে,
আনন্দ-প্রবাহে বহি যায়।
সে প্রবাহে পুরবাসী সিনান করিয়া,
সংসারের ত্রিতাপ জুড়ায়।
আনন্দময়ীর সেই পূর্ণানন্দময়
ধামে যাঁরা নিবসিতে চান,
আনন্দ-পিপাসু জীবে, আনন্দ-অন্তরে,
আনন্দ করেন তাঁরা দান।
ইচ্ছা ছিল, সেই ধামে, করিতে গমন,
কিন্তু ভুলুয়ার কি দুর্গতি,
বৃন্দাবনে যাব, বলি, উল্টো পথ ধরি,
করিল সুন্দর-বনে গতি ॥

—০—

"আর, কাজ নাই রে ছাগ শিশু বলিদানে।
বরাভয়দায়িনীর পূজায়, সে কেন হারাবে প্রাণে॥
ব্রহ্মময়ী কালী আমার ত্রিজগজ্জননী হয়,
ছাগাদি সে দয়াময়ীর, তনয় বই ত নয়,
তনয় যে হয়, সে তা জানে ;—
জননী-সম্মুখে তার, তনয়ে করি সংহার,
"বরাভয় দেহ মা" বলি, ডাকিস্ কোন্ প্রাণে॥
সৃজন-পালন-লয়-কারিণী মা কালী একা,
জানেনা এ কথা, ভবে আছে কে এমন বোকা,
তায় কে ধায় রে সংহরণে,—
উপাসনা-ক্ষেত্রে মার, অহিংসাই ধর্ম্ম-সার,
আনন্দের মধ্যে, বল্, কে নিরানন্দ আনে ?
করুণা করিলে তোরে, তোর যদি আনন্দ হয়,
দুর্ব্বলে করুণা করা তোর কি উচিত নয়,
বুঝিলেই ত পারিস্ মনে মনে,
না দিয়ে হীন পশুবলি, পশুর সেবায় আত্মবলি,
দিলে, কৃপা যায়রে পাওয়া, কালীর সন্নিধানে॥
দেবার্চ্চনা-মধ্যে যবে বধ্যে করে আর্ত্তনাদ,
কোন্ বিশুদ্ধ চিত্তে তাহে উদ্ভবায় না অবসাদ,
আর্ত্তনাদ কি যায় না কালীর কাণে,—
ভুলুয়া গায় দয়ার সম, ধর্ম্ম নাই আর উচ্চতম,
দয়ার হৃদয় পূজ্য স-সম্মানে ॥

—০—

পঞ্চম দিন

—০—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গ্যজুষাং নিধান,
মুদ্গীত রম্যপদপাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্।
দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায়
বার্ত্তা চ সর্ব্বজগতাং পরমার্ত্তি হন্ত্রী ॥

শ্রীশ্রীচণ্ডী ॥

"তুমি শব্দব্রহ্ম স্বরূপা,—তুমি নির্ম্মল জ্ঞানপ্রদ ঋক্, যজু ও সামবেদের আশ্রয়স্বরূপা। তুমি ত্রয়ী বেদত্রয়রূপিণী তুমি দিব্যজ্ঞানস্বরূপা দেবী। তুমি সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালিনী ভগবতী। তুমি সংসার-ভাবনায় জীবসমূহকে মুক্তিদায়িনী। তুমি সমস্ত জগতের পরমার্ত্তি-হনন-কারিণী।"

অজেয়া কালী, অমেয়া কালী,
অর্চ্চিতা কালী বিশ্বে।
অক্রোধা কালী, মঙ্গলা কালী,
আশ্রয় কালী নিঃস্বে।
বিজ্ঞান কালী, দর্শন কালী,
কালীই তন্ত্র বেদ।
সত্য-ন্যায় মূর্ত্তি মা কালী
কালী-ই বর্ণ ভেদ ॥
তাপত্রয়ে দগ্ধ ভূতলে,
কালী-ই শান্তিদাত্রী।
কালী-ই কৃষ্ণ, রাম, গণেশ,
কালী-ই ভক্তি-পাত্রী ॥

আশ্রয় কালী, ইহ জীবনে,
আশ্রয় কালী অন্তে।
চির-বিশ্রাম- শান্তি কেবল,
কালীর চরণ প্রান্তে ॥
কালান্তক কিঙ্কর-করে,
মুক্তি যে কেহ চাও,
নিজ্জনে বসি ভুলুয়া-সঙ্গে,
কালী-মহিমা গাও ॥

জিজ্ঞাসেন মাধব-প্রিয়,
মাধবদাস ভাবিয়া,
"ভক্তি-সাধনে, ঈশ্বর মিলে,
কহিলে সত্য ধরিয়া।
কিন্তু এ হেন, ভক্তি-সাধনে,
রুচি নাহি যার অন্তরে,
কহ কি কর্ম্মে, ভগবদ্ কৃপা,
প্রাপ্ত হয় সে ভূপরে ?"
উত্তরে ধীরে সন্তান, "যার
চিত্ত-চরিত নির্ম্মল,
আগ্রহ ভরে, যত্নে সে সাধে,
সর্ব্ব ভূতের মঙ্গল,
ভগবদ্-কৃপা, ভাদর-বারি,
তুল্য তাহার মস্তকে,
বর্ষিত হয়, পরমানন্দে,
বর্ত্তে সে এই ভূ-লোকে !!

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয় গ্রামং সর্ব্বত্রঃ সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥

"শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, সর্ব্ব প্রকারে ইন্দ্রিয়-গ্রামকে সংযত করিয়া সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি হইয়া, যিনি সর্ব্বভূতের হিত সাধন করেন, তিনি আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

বলেন মাধবদাস "সর্ব্বভূত-হিত,
সংসাধিত কোন্ কর্ম্মে, কর নির্দ্ধারিত।"

উত্তরে সন্তান, "সর্ব্ব-হিতে মতি যার,
নির্দ্ধারে সে নিজেই, কি কর্ত্তব্য তাহার।
ক্ষুধার্ত্তে সে সমাদরে অন্ন করে দান।
পিপাসার্ত্ত-জন্য, করে জল-সংস্থান।
অর্থ করে দরিদ্র বিপন্নে বিতরণ।
রুগ্নের আরোগ্যজন্য করে প্রাণপণ।
বিস্তারিতে শিক্ষা দেশে করে বিদ্যালয়,
কার্য্যে লোক-হিতৈষীর, অবধি না রয়।"

বলেন মাধবদাস, "রুগ্ন-ভগ্ন জনে,
সাহায্য-সুযোগ প্রাপ্ত হই বহুক্ষণে।
কিন্তু পিপাসার্ত্ত-জন্য জল-সংস্থান,
সাধ্যাতীত কর্ম্ম বলি হয় অনুমান।
কুম্ভ করি স্কন্ধে, আর হস্তে নিয়া ঘটী,
"তৃষ্ণার্ত্ত কোথায়" বলি করা ছুটোছুটী,
অত্যন্ত অসাধ্য কর্ম্ম, বলি মনে হয়,
সর্ব্ব-ভূত-তৃষ্ণা-তৃপ্তি, লোক-সাধ্য নয়।'

উত্তরে সন্তান, "জল-সংস্থান যাহা,
কুম্ভ-ঘটী স্কন্ধে করি ঘোরা নহে তাহা।
জলাশয় খনন করিয়া জলকষ্ট,
নষ্ট করিলেই, তৃষ্ণা জুড়ায় যথেষ্ট।
গ্রাম্যলোকে জলাভাবে ভোগে যে দুর্গতি,
সাধ্য নাহি শত মুখে বর্ণি তার রতি।
বর্ত্তমানে এই বঙ্গে, মাত্র জলাভাবে,
সংক্রামক রোগের কবলে,
নিত্য মৃত্যু অগণন,—জনশূন্য গ্রাম,
সমাচ্ছন্ন নিবিড় জঙ্গলে।
রাক্ষসী সমান ম্যালেরিয়া বারমাস,
আক্রমে আবাল-বৃদ্ধ যত ;
কলেরা লাগিলে গ্রামে, জীবিত যে রহে,
সর্ব্বদা সে রহে মূর্চ্ছাগত।
মনুষ্য হইতে পশুপক্ষী প্রাণী যত,
প্রত্যেকেই দহে তৃষ্ণানলে,

নির্ব্বাপিয়া সে অনল, জুড়াইতে প্রাণ,
প্রত্যেকেই বাঞ্ছে ভাল জলে।
নির্ম্মি জলাশয়, হেন নির্ম্মল সলিল,
দান করে যে মহাত্মা জীবে,
কীর্ত্তিমান, যথার্থ হিতৈষী, সে মহাত্মা।
পার্থক্য কি, তাঁহে আর শিবে ?
দর্শিয়াছি বহু স্থানে, বহু ভক্তগণে,
অর্থ বহু করে ব্যয় হরি-সঙ্কীর্ত্তনে।
চৈত্র মাসে মহোৎসব আরম্ভ করিয়া,
সহস্র সহস্র লোক আনি নিমন্ত্রিয়া,
ভোজনের জন্য, করে বহু অর্থ-ব্যয়।
কিন্তু কি ভীষণ দৃশ্য !—নাহি জলাশয় !
সাধ্য নাহি করে স্নান,—পানীয় না পায়,
না পারে ধুইতে বস্ত্র,—আবৃত ধূলায়।
অন্নাদি আকণ্ঠ পূরি, সাধ্য যত খায়,
তৃষ্ণা জুড়াবার জল মিশ্রিত কাদায়।
মূত্র-মল ত্যাগ করে, যে স্থানে সে স্থানে।
উৎসবের পরে পাপ-গন্ধ ছুটে গ্রামে।
সংঘটে সে গ্রামে, শেষে কলেরা যখন,
সমুত্থিত রোদনের মহা সঙ্কীর্ত্তন।
ধর্ম্ম কি ইহাতে হয়, বুঝিতে না পারি,
মরুভূমে মহোৎসব দিয়া লোক মারি !
ইহাপেক্ষা, অগ্রে করি জলাশয় দান,
ধর্ম্মসভা করি যদি,—করি হরিনাম,
শান্তি তাহে জীবনে-মরণে বেশী হয়,
জলশূন্য মহোৎসব,—মহোৎসব নয়।
পরিষ্কৃত জলপান, পরিষ্কৃত জলে স্নান,
পরিষ্কৃত জলে অন্ন-ব্যঞ্জন রন্ধন,
করিলে যে মহানন্দে পূর্ণ হয় মন।
বিশ্বে নাহি করি তার তুলনা দর্শন।
শরীর নিরোগ রয়, পরমায়ু দীর্ঘ হয়,
ফুল্ল রহে হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে মন,
উল্লাস অপূর্ব্ব, প্রাণে জাগে সর্ব্বক্ষণ।

অনায়াসে কৃষ্ণ-কৃপা প্রাপ্ত হওয়া যায়,
ধনীকে এ ধর্ম্ম, তার গুরু না শিখায়।
বহু ধনবন্ত এবে প্রস্থানি সহরে,
রহে সুখে দারা-পুত্র-নিয়া।
অর্থ বহু ধ্বংসে তারা, বিলাসে-ব্যসনে,
ভোজ্য বহু, নিঃসম্পর্কে দিয়া।
কিন্তু দেশে জলাভাবে আত্মীয়-স্বজন,
ধ্বংস, তাহা লক্ষ্য নাহি করে।
উল্টো পদে, উল্টো পথে, চলে ধনশালী,
বঙ্গে প্রতি নগরে নগরে !
উৎসাদিত বঙ্গদেশ, মাত্র জলাভাবে,
এ দুঃখ কহিব আর কারে,
জল পরিবর্ত্তে, লোক বিষপান করি,
আয়ু-ক্ষয় না হ'তেই, মরে !
বর্ত্তে ধনী, বর্ত্তে ধন, এক্ষণেও দেশে,
এক্ষণেও বর্ত্তে ধনদান।
মাত্র নাহি মন, আর পন্থা-প্রদর্শক,
বিস্তারিতে যথার্থ কল্যাণ।
তুচ্ছ ভোগাকাঙ্ক্ষী ধনী, উন্মত্ত ব্যসনে
কর্ত্তব্যে সে অন্ধ চিরকাল।
অর্থের যা সার্থকতা জলদান-ব্রতে,
চিন্তে মনে, তাহা কি জঞ্জাল।
ধর্ম্ম-সভা কত হয়, কত প্রেমভক্তি,
মধ্যে তার হয়, আলোচনা।
বক্তা যারা ধর্ম্ম-তত্ত্বে, জানে জলকষ্ট,
কিন্তু তারা মুখে তা আনেনা।
অশিক্ষায়, কুশিক্ষায়, এতই অন্বিত,
শক্তি নাহি সত্য ধারণার।
ঐক্য হীন, লক্ষ্য হীন, আপন কল্যাণে,
রক্ষা এ জাতির, এবে ভার !
আর্য্য জাতি অর্চ্চে জল, হেতু অন্বেষিলে,
দর্শি বিশ্ব ধ্বংস হয়, জল না থাকিলে।

চিন্তা কর ধীর মনে প্রকৃতি স্বভাব।
দণ্ড তরে হয় যদি জলের অভাব।
মুহূর্ত্তে এ বিশ্ব হয় বাষ্পে পরিণত।
বিশ্বনাথ জলরূপে প্রত্যক্ষ সতত।

বর্ত্তে জল, তাই বৃক্ষে ধরে নানা ফল,
বর্ত্তে জল,—দর্শি তাই পৃথিবী নির্ম্মল।
ভাগত্রয়, এ দেহের, জল নির্দ্ধারিত।
জল রক্ষাকারী, লোক-রক্ষক নিশ্চিত।

অর্চ্চি তাই জল, জল ব্রহ্ম নারায়ণ।
কীর্ত্তিমান, হেন জলদাতা সর্ব্বক্ষণ।
সাধ্য যার থাকে, অগ্রে করি জলদান।
কীর্ত্তি রাখ,—রক্ষা করি বঙ্গবাসিপ্রাণ।"

প্রশ্নে বিপ্র রত্নগিরি, "শিক্ষা বিস্তারিলে,
কি প্রকারে লোকহিত ঘটে ভূ-মণ্ডলে।"

উত্তরে সন্তান, "শিক্ষা বিস্তারেন যিনি,
সংসাধেন লোকের সর্ব্বোচ্চ হিত তিনি।
শিক্ষাহীন নরে নাহি কার্য্যাকার্য্য জ্ঞান।
মত্ত, কাম-ক্রোধে নিত্য পশুর সমান।
মূর্ত্তিতে মনুষ্য,—গরু-গর্দ্দভের মত,
দুর্জ্জন খলের বোঝা বহে অবিরত।
সাধ্য নাহি নিজ ইষ্ট নিজে সমুঝিতে,
শত্রু-বাক্যশুনি, চলে মিত্র সংহারিতে।
অগ্নি করি অনুজের গৃহে প্রজ্জ্বলন,
তস্করে সুবিধা দানে, করিতে লুণ্ঠন।
লক্ষ্য মাত্র ইন্দ্রিয়, ভোগেচ্ছা সম্পাদনে,
মনুষ্যত্ব-হীন, পশুতুল্য বিচরণে।

স্বভাবে সে দাসত্ব করিতে ভালবাসে।
তাহাকেই প্রভু করে, গর্জ্জিয়া যে আসে।
শত্রুকে সে করে সেবা, ক্ষেত্র অর্থ দিয়া।
ভৃত্য হয়, পরিচর্য্যে, দারা-পুত্র নিয়া।

যে মহাত্মা শিক্ষিত করিয়া হেন প্রাণী,
দিব্যচক্ষু দান করি,—মনুষ্যত্বে আনি,
শিক্ষা দেন সদসৎ, কে নিজ, কে পর,
ধূর্ত্ত কে,—বা বিশ্বাসঘাতক, কে তস্কর,
উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করেন ঘরে ঘরে,
ঈশ্বর দ্বিতীয় তিনি এ ভূতলো পরে।

জন্মে হৃদে, যে শিক্ষায় ভগবানে ভক্তি,
আলস্য ঔদাস্য যায়, জন্মে কর্ম্মাসক্তি,
হীন কর্ম্মে, হীন সঙ্গে, উপজে বিরক্তি,
চিত্তে জাগে, সত্য-ন্যায়-সমর্থনে শক্তি,
দম্ভ, দর্প, কাম, ক্রোধ, হিংসাদি পলায়,
স্বাধীন স্বভাবে পরমুখাপেক্ষা যায়,
ত্যাজ্য করি বিলাসিতা প্রবীণত্বে আশ,
দশের কল্যাণ-জন্য উৎসাহ-প্রয়াস,
সে শিক্ষা-বিস্তারে যিনি বদ্ধ-পরিকর,
মনুষ্য-সমাজে তিনি দ্বিতীয় ঈশ্বর।

ঈশ্বর নির্ম্মেন দেহ, তিনি দেন প্রাণ,
অর্চ্চনীয় নাহি ভবে,—তাঁহার সমান।"

জিজ্ঞাসেন শ্যামানন্দ, "বিধর্ম্মি-শাসনে,
বিদ্যালয়ে ভিন্ন দেশী ভাষা অধ্যয়নে।
উচ্চ জ্ঞান সে শিক্ষায় লব্ধ যাহা হয়,
সিদ্ধান্তে তোমার, তাহা যথেষ্ট কি নয়?"

উত্তরে সন্তান, "আছে তার প্রয়োজন।
তা বলিয়া, তাহা নহে যথেষ্ঠ কখন।
রাজ-কার্য্য এখন সমস্ত সে ভাষায়,
অজ্ঞ হ'লে, সে ভাষায়, ওঠা বসা দায়।

বিজ্ঞান, কি রসায়ন, জড়-তত্ত্ব যত,
বর্ষে বর্ষে সে ভাষায় বহু প্রকাশিত।
বর্ত্তে দেশে সে সমস্ত তত্ত্বে প্রয়োজন,
তজ্জন্য কর্ত্তব্য, সেই ভাষা অধ্যয়ন।

বিপন্ন ভারতবর্ষ অগণ্য ভাষায়,
বোধ্য নহে কারো বাক্য, কারো কাছে প্রায়।
সম্পর্কে স্বজাতি, কিন্তু ভাষার পার্থক্যে,
সর্ব্বথা পৃথক, যেন দুগ্ধে আর তক্রে।

পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে, যদি গ্রাম ছাড়ি যাই,
আত্ম-কথা বুঝাইতে কোন সাধ্য নাই।
ঐক্য-সখ্য-শূন্য, ভাষা-পার্থক্যের জন্য।
প্রত্যেকেই হিন্দু, কিন্তু প্রত্যেকে বিভিন্ন।
অধিক কি, অসম্ভব তীর্থ পর্য্যটন।
কর্ত্তব্য তজ্জন্য, সেই ভাষা অধ্যয়ন।

কিন্তু তাতে ভারতের ব্রহ্মবিদ্যা নাই।
কর্ম্ম-যোগ-ভক্তি-শিক্ষা, তাহাতে না পাই।
পাতিব্রত্য সাবিত্রীর দৃশ্য নহে তাতে,
ভীষ্ম-পিতৃ-ভক্তি নাহি, তার কোন পাতে।
লক্ষ্মণের ভ্রাতৃ-ভাব, বাৎসল্য নন্দের,
শত্রুকেও অঙ্কে তোলা, শ্রীনিত্যানন্দের,
ইত্যাদি যা ভারতের উচ্চ-শিক্ষণীয়,
বিধর্ম্মীর ভাষা-মধ্যে নহে দর্শনীয়।
তজ্জন্য সে শিক্ষা গৌণ-শিক্ষা-মধ্যে গণ্য।
মুখ্য-শিক্ষা ধর্ম্ম,—আর্য্য ধন্য যার জন্য॥

সর্ব্বত্র, ভূতলে, ভোগ-লিপ্সার প্রসঙ্গ,
উত্থানে যা অশান্তির উত্তাল তরঙ্গ।
সিদ্ধান্ত এ আর্য্য দেশে তার বিপরীত,
ভক্তি আর ত্যাগে, শান্তি-পন্থা নির্দ্ধারিত।
শিক্ষিত তাহাতে হলে, শিক্ষা তার নাম।
শান্তি যাহে ইহকালে, রক্ষে পরিণাম॥"

জিজ্ঞাসেন নিত্যানন্দ, "আর কি করিলে,
প্রাপ্ত হয় বিশ্বনাথ-কৃপা এ ভূতলে?"

উত্তরে সন্তান, "পিতৃ-মাতৃ-সেবা-জোরে,
প্রাপ্ত নরে গৃহে বসি, মহা মহেশ্বরে।
পরব্রহ্ম সুপ্রসন্ন,—পরমা প্রকৃতি,
সর্ব্বাপদে রক্ষেন, তাহাকে দিবারাতি।

তথা শ্রীমহানির্ব্বাণ তন্ত্রে,—

মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাম্।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্ব প্রযত্নতঃ ॥২৫

তুষ্টায়াং মাতরি শিবে তুষ্টে পিতরি পার্ব্বতি।
তব প্রীতি র্ভবেদ্দেবি পরব্রহ্ম প্রসীদতি ॥২৬
ত্বমাদ্যে জগতাং মাতা, পিতা ব্রহ্ম পরাৎপরঃ।
যুবয়ো প্রীণনং যস্মাৎ
তস্মাৎ কিং গৃহীনাং তপঃ ॥২৭
আসনং শয়নং বস্ত্রং পানং ভোজনমেবচ।
তত্তৎসময়মাজ্ঞায় মাত্রে পিত্রে নিয়োজয়েৎ ॥২৮
শ্রাবয়েন্মৃদুলাং বাণীং সর্ব্বদা প্রিয়মাচরেৎ।
পিত্রোরাজ্ঞানুসারী স্যাৎ
সৎপুত্র কুলপাবনঃ ॥২৯
ঔদ্ধত্বং পরিহাসঞ্চ তর্জ্জনং পরিভাষণম্।
পিত্রোরগ্রে ন কুর্ব্বীত যদিচ্ছে দাত্মনোহিতম্ ॥৩০
মাতরং পিতরং বীক্ষ্য নত্বোত্তিষ্ঠেৎ সসম্ভ্রমঃ।
বিনাজ্ঞয়া নোপবিশেৎ সংস্থিতঃ পিতৃশাসনে ॥৩১
বিদ্যাধনমদোন্মত্তঃ য কুর্য্যাৎ পিতৃহেলনম্।
সঃ যাতি নরকং ঘোরং সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥৩২

২৫। গৃহস্থগণ পিতামাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা জ্ঞান করিয়া সর্ব্বদা সর্ব্ব প্রযত্নে সেবা করিবে।

২৬। হে মঙ্গলময়ি পার্ব্বতি! যে পিতামাতাকে সর্ব্বদা সেবার্চ্চনায় সন্তুষ্ট রাখে, তাহার প্রতি তুমি তুষ্ট হও, এবং পরব্রহ্ম প্রসন্ন হন।

২৭। হে আদ্যে! ত্রিজগতের ঘরে ঘরে তুমি মাতৃরূপে, এবং পরব্রহ্ম পিতৃরূপে অবস্থান করেন। সুতরাং নিজ নিজ পিতৃ-মাতৃ-সেবায় গৃহিগণ তোমাদেরই সেবা করে। পিতামাতার সন্তোষে তোমরা সন্তুষ্ট হও। গৃহিগণের পক্ষে ইহাপেক্ষা আর কি উত্তম তপস্যা থাকিতে পারে।

২৮। যে কুলপাবন পুত্র হয়, সে পিতামাতার আজ্ঞানুসারে আসন, শয্যা, বস্ত্র এবং ভোজ্য, পানীয়, যথাসময়ে তাহাদিগকে প্রদান করে।

২৯। যে সৎ এবং কুলপাবন পুত্র হয়, সে বিনয়ী হইয়া পিতামাতার সম্মুখে মৃদুবাক্য ব্যবহার করে এবং সে পিতামাতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া, প্রিয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে।

৩০। যে পুত্র আত্মহিত বাঞ্ছা করে, সে কদাচ পিতা-মাতার সম্মুখে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে না। এবং তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া কথা বলে না।

৩১-৩২। যে পিতামাতাকে দর্শন করিয়া সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হয় না, আজ্ঞাপ্রাপ্ত না হইলে উপবেশন করে না, বিদ্যা-ধন-উচ্চপদের অহঙ্কারে, পিতামাতাকে অবহেলা করে, সে সমস্ত ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হয়,—সে ঘোর নরকে পতিত হয়।

পঞ্চ সম্প্রদায়,—দেশে যাহা বিদ্যমান,
বিশ্ব-গুরু শিব-বাক্য সর্ব্বত্র প্রধান।
মন্ত্র, শিবদত্ত, মুখে করি উচ্চারণ,
প্রত্যেকেই করে, স্ব-স্ব ভজন-সাধন।
সন্ন্যাসী, বা গৃহী হও, যে পথ যে ধর,
সম্বন্ধ শিবের, কেহ লঙ্ঘিতে না পার।

মুক্তি-নাথ শিব, শিব হন ভক্তিনাথ।
নিত্য গুরু-মূর্ত্তি শিব, তরিতে অনাথ।
হেন বিশ্বগুরু, শিব-বাক্য শিরে ধরি,
কর্ম্মে যে মহাত্মা, যান পিতৃ-সেবা করি।
ধন্য তিনি,—তিনি শ্রেষ্ঠ তপস্বী নিশ্চয়।
মান্য তিনি পৃথ্বীভরি, না আছে সংশয়।
নিত্য তিনি বরাভয়দাত্রী-কৃপা-পাত্র,
সর্ব্বৈশ্বর্য্য তাঁর জন্য, গচ্ছিত সর্ব্বত্র।"

সুধান মাধবদাস, "তাহা যদি সত্য,
সন্ন্যাসি-মণ্ডলে কেন দর্শি বৈপরীত্য?
বহু ব্যক্তি সন্ন্যাসী ও বৈরাগীর দলে,
ত্যাজ্য করি পিতৃ-মাতৃ-সেবা যায় চলে!"

উত্তরে সন্তান, "যারা সন্ন্যাসি-প্রধান,
ত্যজি পিতৃ-মাতৃ-সেবা কখনো না যান।
সাক্ষী তার শ্রীত্রৈলঙ্গ স্বামী এক জন।
অর্পিত জননী-পদে যাঁর বুদ্ধি-মন।

পূর্ণ জ্ঞান-বৈরাগ্য লভিয়া মহাজন,
বন্দিলেন স্নেহময়ী জননী-চরণ।
প্রার্থনা করেন শেষে ত্যজিতে সংসার,
দর্শিলেন তাহাতে জননী-মুখ ভার।
সন্ন্যাসে না গিয়া, মার সেবার্চ্চনে মন,
অর্পিলেন;—গৃহে রহি ত্রৈলঙ্গী তখন।

তার পরে যবে মার দেহান্ত ঘটিল,
পুণ্যতনু গঙ্গা-তীরে চিতায় উঠিল,
সন্ন্যাসে তখন তিনি করেন প্রস্থান।
তুল্য তাঁর, সন্ন্যাসি-মণ্ডলে কে মহান?

শ্রেষ্ঠ যোগী এই শিবানন্দ ব্রহ্মচারী,
ভক্তি এঁর, মাতৃপদে যাই বলিহারি।
মার দর্শনার্থ, প্রতি বর্ষে গৃহে যান।
সঙ্গে চলে মার সেবা-দ্রব্য-পূর্ণ যান।

সন্ন্যাসীর শিরোমণি দেব শ্রীচৈতন্য,
শ্রেষ্ঠ তীর্থ সম্প্রতি, নদীয়া যাঁর জন্য।
সন্ন্যাস নিয়াও, স্বীয় জননী-অর্চ্চনা,
করিতেন যাহা, তার তুলনা মিলেনা।

সন্ন্যাসীর সৃষ্টিকর্ত্তা শঙ্কর মহান,
দর্শি তাঁর মাতৃভক্তি চমকে পরাণ।
অতএব সন্ন্যাসীর শিরোমণি যত,
প্রত্যেকেই জনক-জননী সেবা রত॥
ভণ্ড যদি, মোর তুল্য লোকে তাহা করি,
ব্যভিচার মধ্যে সেই সন্ন্যাসকে ধরি।

বিশ্ববাসী ভক্তি পূজা করে ভগবানে,
অবতীর্ণ তিনি, পিতৃ-মাতৃ-সন্নিধানে,
ভক্ত হন;—নিজ কার্য্যে শিখান মঙ্গল।
সত্য ধরে সাধু,—ভণ্ডে করে কোলাহল।

ঈশ্বর কোথায়?—তিনি স্ব-গৃহে তোমার।
মূর্ত্তি পিতামাতার, প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি তাঁর।
মাত্র পিতৃ-সেবার্চ্চনে তন্ময় রহিলে,
সু-দুর্লভ বিশ্ব-নাথ, গৃহে বসি মিলে।"

সুধান মাধবদাস, "কি তার প্রমাণ?
দর্শে গৃহে বসি পিতৃ-ভক্তে ভগবান?"

উত্তরে সন্তান, "পুণ্ডরীক সাক্ষী তার,
শুনিলে যা, হবে চমৎকৃত।
"পণ্টরপুর-মাহাত্ম্য" মহারাষ্ট্র গ্রন্থ,
এ বৃত্তান্ত তাহাতে বর্ণিত।

পুণ্ডরীক নামে এক ব্রাহ্মণ-কুমার,
মহারাষ্ট্রে যাহার বসতি,
যৌবনে পশিল যবে, কুসঙ্গে মিশিয়া,
হইল সে উচ্ছৃঙ্খল অতি।

ঘৃণিত গণিকা-মোহে উন্মত্ত হইল,
সংসারের ধনরত্ন নিয়া,
মদ্যপান করে কভু,—কভু গণিকার
গৃহে আসে মহোৎসব দিয়া।

দর্শিয়া পুত্রের কার্য্য জননী-জনক,
সর্ব্বদাই বিষণ্ণ-অন্তর।
পুত্রের কু-কার্য্য যবে লোকে আসি বলে,
চক্ষে জল ঝরে ঝর ঝর।

চেষ্টা বহু করিয়াও পুণ্ডরীকে যবে,
আয়ত্তে না আনিতে পারিল,
সুধী-জন-পরামর্শে তাকে সঙ্গে করি,
কাশীধামে জনক চলিল।

তথা হ'তে বহু দূর তীর্থ বারাণসী,
যাত্রী বহু, জুটিল একত্রে,
পর্য্যটনে সারাদিন, অবিজ্ঞাত দেশ,
রহে সবে এক স্থানে রাত্রে।

পূর্ণ দুই মাস পথ করি অতিক্রম,
মুক্তিক্ষেত্র নিকটে আসিল।
সন্ধ্যা যবে সমাগত, অসি-নদী-তীরে,
এক গণ্ডগ্রামে প্রবেশিল।

বর্ত্তে তথা মঙ্গলেশ শিবের মন্দির,
বড় বড় বট বৃক্ষ কত,
সন্নিকটে তার, এক গৃহস্থের বাড়ী,
ঠিক সাধু আশ্রমের মত।

দর্শি মনোরম স্থান বসিল তথায়,
সবে রাত্রি যাপনের জন্য,
রাত্রি তিথি পূর্ণিমার,—ভোজনান্তে সবে,
ক্লান্তি-ঘুমে হারা'ল চৈতন্য।

পুণ্ডরীক যদিও ভ্রমণে ক্লান্ত-কায়,
চক্ষে তার নিদ্রা না আসিল,
অদর্শনে তার, তার বেশ্যার বিরহ-
মন-কষ্টে ভাবিতে লাগিল।

"পূর্ণ দুই মাস গত, মদের নিমিত্ত,
অর্থ কে বা দিতেছে আনিয়া!
অর্থাভাবে সঙ্গিগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে,
হয় ত গিয়াছে তেয়াগিয়া।"

ভাবিতে ভাবিতে চক্ষু হইল সজল,
পূর্ণবিধু করিল বিধুর।
বক্ষে গুরু-দুঃখ-ভার সহিতে অক্ষম,
বস্ত্রে মুছে সলিল চক্ষুর!

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর, এমন সময়,
নিস্তব্ধতা রজনীর, নাশি,
নিরীক্ষিল, তিন ঘোরা কুৎসিতা রমণী,
রক্ষি শিরে জলের কলসী,
পার্শ্ববর্ত্তী আশ্রম-মাঝারে প্রবেশিল।
নারী-মূর্ত্তি দর্শি, পুণ্ডরীক,
ভঙ্গ করি চিন্তা-স্রোত, কিছুকাল জন্য,
চমৎকৃত হইল অধিক।

দণ্ড দুই পরে, পুনঃ দর্শিল তাহারা,
জ্যোতির্ম্ময়ী হয়ে বাহিরিল;

জিজ্ঞাসিল, "জ্যোতির্ম্ময়ী হইলে কিরূপে?"
তারা ধীরে কহিতে লাগিল,—
"পিতৃ-সেবা-পরায়ণ এক মহীয়ান,
বিদ্যমান এই পুণ্যাশ্রমে,
আবির্ভূত সর্ব্ব দেব, সর্ব্বদা হেথায়,
তাঁর পুণ্য তপস্যা-উদ্যমে।

পিতৃসেবা-শুশ্রূষার্থ, দণ্ড-তরে তাঁর,
আসন ছাড়িতে সাধ্য নাই,
তাই তার জন্য, জল মস্তকে বহিয়া,
এ প্রকারে আমরা যোগাই।
জাহ্নবী, যমুনা, সরস্বতী, মোরা হই,
যত পাপী, পাষণ্ড দুর্জ্জন,
অঙ্গে পশি আমাদের, নিজ নিজ পাপ,
দিয়া যায় করি প্রক্ষালন।
ধৌত পাপে, তাহাদের, কৃষ্ণবর্ণা হই,
হয় তনু অতি কদাকার।
রাত্রে আসি জলদানে জ্যোতির্ম্ময়ী হই,
মাত্র পদস্পর্শে, মহাত্মার!"
পিতৃ-সেবা-পরায়ণ সাধক-মাহাত্ম্য,
শ্রবণ করিয়া পুণ্ডরীক,
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হ'ল, ভ্রান্তি সমুঝিল,
অনুতপ্ত হইল অধিক।
রাত্রি অবসানে, পিতৃ-সেবা-মহাব্রতে,
অর্পিল সে দেহ-মন-প্রাণ।
তীর্থ-স্নান করি, যবে গেল নিজ দেশে,
হইল সে মহা যশস্বান।
পূর্ব্বে যারা, ঘৃণ্য বলি, গ্রাহ্য না করিত,
তারা তার নিল পদধূলি।
পূর্ব্বে যারা নিন্দিত, পাপীষ্ঠ বলি সদা,
প্রশংসিয়া স্বর্গে দিল তুলি।
এক দিন ভোজনান্তে দ্বিপ্রহরে পিতা,
বিশ্রামার্থ শয়ন করিল।
পার্শ্বে বসি পুণ্ডরীক,—নিদাঘের দিন,—
ব্যজন করিতে আরম্ভিল।
নিদ্রিত তখন পিতা, দেব নারায়ণ,
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধরি, তার
সম্মুখে সমুপস্থিত;—অঙ্গের প্রভায়,
প্রভান্বিত গৃহের মাঝার।

হস্ত তুলি পুণ্ডরীক, করি নমস্কার,
নিজ কার্য্যে অটল রহিল,
পার্শ্বে তার ছিল ইট, সরাইয়া দিয়া,
শ্রদ্ধাভরে বসিতে বলিল।
ইষ্টকের উপরে তখন নারায়ণ;
না বসি, রহেন দণ্ডাইয়া,
সমাপ্তিয়া পিতৃসেবা, উঠি পুণ্ডরীক,
প্রণমিল ভূমিষ্ঠ হইয়া।
সম্বোধেন নারায়ণ, "পিতৃভক্তি তব,
দর্শিনু যা, তাহা অলৌকিক।
তুষ্ট তব তপস্যায়, সর্ব্ব দেবগণ,
স্নেহপর আমি আন্তরিক।
প্রার্থনা যা কর, পূর্ণ করিব তা আমি!"
পুণ্ডরীক কহে, "যদি তাই,
যে প্রকার আছ তুমি, থাক ঐ ভাবে,
ইষ্টকের উপরে দাঁড়াই।
তপস্যা যে পিতৃসেবা-তুল্য ভবে নাই,
জানুক তা জগতের লোকে।
জানুক, এ মহা সত্য করিতে প্রচার,
করিলে যে উপলক্ষ মোকে।"
তদবধি নারায়ণ ভকত বৎসল,
ধরিয়া বিঠবা-মূর্ত্তি তথা,
বিস্তারিয়া পিতৃভক্তি-মাহাত্ম্য-গৌরব,
গর্ব্বে, আর্য্য শ্রবণে যে কথা।
অমর সে, পিতৃভক্ত হয় যে সন্তান,
সাক্ষী তার নাভাগ মহান।"
বলেন মাধবদাস, "সে বৃত্তান্ত বল!"
মহোল্লাসে কহিল সন্তান,—
"নভগের পুত্র হন নাভাগ সুমতি,
অবস্থিত গুরু-গৃহে যবে,
ভ্রাতৃগণ পৈতৃক সম্পত্তি যাহা ছিল,
অংশ করি নিল তাহা সবে।

ভাবিল, "নাভাগ করি ব্রহ্মবিদ্যা লাভ,
হবে ব্রহ্মচারী মহাজন।
আসিবেনা ফিরে আর সংসার-কলহে,
অংশ তার, রাখা অকারণ।"

কিন্তু মহাভাগ সেই নাভাগ বিদ্বান,
তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করি যবে,
গৃহে আসি ভ্রাতৃগণে জিজ্ঞাসা করেন,
"অংশ মোর, কি করিলে সবে ?"

কৌশলী সে ভ্রাতৃবৃন্দ কহিল তখন,
"রাখিয়াছি পিতা তব ভাগে।
পিতৃসেবা করি, পুণ্য করিয়া সঞ্চয়,
কীর্ত্তি রাখ মো-সবার আগে।

বিত্ত যাহা ক্ষণস্থায়ী নিয়াছি আমরা,
নিত্য তাহা কলহে আবৃত,
সম্পদ যা চির স্থির,—ধর্ম্ম শান্তিময়,
অংশে তব, তাহাই রক্ষিত।

অতএব তুষ্ট চিত্তে পিতাকে লইয়া,
পরিচর্য্যা কর সদাকাল।
শান্তিতে এ-কাল যাবে, অন্তে পরকালে,
কাল-করে না হবে জঞ্জাল।"

শুনিয়া, নাভাগ যান, পিতৃ-সন্নিধানে,
নিবেদেন সংক্ষেপে সকল ;
শুনি পিতা পরীক্ষিতে কহেন নাভাগে,
"ঘটিল তোমার অমঙ্গল।

বঞ্চনা তোমাকে করি, অর্থ নিল তারা,
বৃদ্ধ মোকে তব স্কন্ধে দিল !"
"সৌভাগ্য আমার ইহা !"—কহেন নাভাগ,
"তোমাকে যে তারা নাহি নিল।

ভিক্ষা করি, নিত্য আমি সেবিব তোমায়,
তুমি মোকে কর আশীর্ব্বাদ।
তুষ্ট আমি তাহে, যাহা নিল ভ্রাতৃগণ,
তার জন্য না করি বিবাদ !"

শুনি পিতা হৃষ্ট চিত্তে, আশ্বাসি নাভাগে,
কহিলেন, "তাহা যদি হয়,
সন্ধান দিতেছি, যাহে যথেষ্ট সম্পদ
অদ্য তুমি লভিবে নিশ্চয়।

আঙ্গিরস মুনিবৃন্দ যজ্ঞকার্য্যে রত,
যদিও সু-মেধা তারা সবে,
প্রতি ষষ্ঠ দিনে, হন কর্ত্তব্য-বিমূঢ়,
বিস্মরিয়া বৈশ্বদেব-স্তবে।

অদ্য সেই ষষ্ঠ দিন, তুমি তথা যাও,
দুই সূক্ত পাঠ তথা কর,
সত্র সমাপন করি, স্বর্গযাত্রা-কালে,
হয়ে সবে প্রসন্ন-অন্তর,

সত্র-শেষ ধনরত্ন দ্রব্য যাহা র'বে,
অর্পিবেন তোমা সে সকল।
সচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা, আমরণ যাহে
নির্ব্বাহিবে রহি অচঞ্চল।"

শুনিয়া পিতার বাক্য, আনন্দে নাভাগ,
যজ্ঞ-স্থলে হন উপস্থিত।
যথাকালে আঙ্গিরস মুনিবৃন্দ-হিতে,
কীর্ত্তনেন বৈশ্বদেব-গীত।

দশি কার্য্য নাভাগের, আঙ্গিরস যত,
পরম আনন্দে যান গলি,
সঙ্কট-মোচন বন্ধু, প্রাপ্ত অযাচনে,
আশীষ করেন হস্ত তুলি।

"সত্র-শেষ-ধন-রত্ন, সব লও" বলে,
সমর্পণ করি তাঁরা যান।
কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! তাহা গ্রহণিতে যবে,
হস্তদ্বয় নাভাগ বাড়ান,

ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এক বিরাট পুরুষ,
দাঁড়ালেন সম্মুখে আসিয়া।
সত্র-ধন পরশিতে নিষেধ করেন,
উচ্চাকাশে হস্ত উঠাইয়া।

বিস্ময়ে নাভাগ কন, "এ কি অবিচার !
এই অর্থ আমাকে অর্পিয়া,
আঙ্গিরস মুনিবৃন্দ স্বর্গে গেল চলি,
তুমি রোধ কর কি লাগিয়া ?"

উত্তরেন সে পুরুষ, "তুমি নাহি জান,
যাও তব পিতৃ-সন্নিধানে,
জিজ্ঞাসিয়া শুন, সত্র-ধন প্রাপ্য কার,
দ্বন্দ্ব নাহি করি এই স্থানে।"

নাভাগ পিতাকে আসি জিজ্ঞাসা করেন,
শুনি পিতা কহেন স্বরূপ,
"দর্শিলে যে কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ প্রধান,
তিনি দেব রুদ্র বিশ্বরূপ !

মাত্র সত্র-শেষ কেন ?—সত্রের সমস্ত
ধনভাগী তিনি এ ধরায়।
বিদ্যমান তিনি যথা, তাঁর আজ্ঞা বিনা,
সাধ্য কারো নাহি কিছু পায়।"

শুনিয়া নাভাগ, আসি রুদ্রের নিকটে,
যুক্তকরে কহেন তখন,
"কহিলেন পিতা মোকে, সমস্ত তোমার,
প্রাপ্য এই সত্র-শেষ ধন।

আঙ্গিরস মুনিবৃন্দ-বাক্য-অনুসারে
গিয়াছিনু নিতে তব ধনে।
ধৃষ্টতা মার্জ্জনা কর, অজ্ঞান বলিয়া,
শরণ নিতেছি ও চরণে।"

বাক্য শুনি নাভাগের, দর্শিয়া বিনয়,
দেব-দেব রুদ্র তুষ্ট মনে,
প্রসন্নতা প্রকাশেন, মৃদু হাস্য ভরে,
আশ্বাসেন সস্নেহ বচনে।

সমর্পিয়া যজ্ঞশেষ সমস্ত নাভাগে,
অন্তর্হিত হন ভগবান।
নাভাগ পরমানন্দে সে সমস্ত নিয়া,
নিজ গৃহে করেন প্রস্থান।

পুত্র এই নাভাগের, ভক্ত অম্বরীষ,
দুর্ব্বাসার দর্পচূর্ণকারী।
ব্রহ্মদণ্ড, যাহার প্রভাবে, প্রতিহত,
কীর্ত্তি যার যাই বলিহারি।

পিতৃ-সেবারত আর সত্য-পরায়ণ,
জগদ্ধাত্রী পদে মতি-মান।
যে জন, তাহার দৈব নিত্য অনুকূল,
সর্ব্বৈশ্বর্য্যে সেই ভাগ্যবান।

ধর্ম্মব্যাধ-সন্নিকটে পুনঃ চল যাই
পিতৃ-মাতৃ-সেবা করি সার,
অন্তর্য্যামী মহীয়ান মহর্ষি সমান,
শিক্ষার্থী কৌশিক কাছে যাঁর।

ইতিবৃত্ত পৌরাণিক করি পরিহার,
অন্বেষণি যদি বর্ত্তমান,
পিতৃ-মাতৃ-ভক্তিবলে শ্রেষ্ঠ হয় নর,
প্রাপ্ত তার অগণ্য প্রমাণ।

পাদ-পদ্মে জননীর যার দৃঢ় ভক্তি,
জন্মে তার বক্ষে ক্রমে এতদূর শক্তি,
সন্তরণে দামোদর রাত্রে হয় পার,
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র এক সাক্ষী তার।
ভক্তি-সেবা, মার পাদ-পদ্মে, করি সার,
বন্দ্যো গুরুদাস বঙ্গে, বন্দ্য সবাকার।

মাতৃভক্ত সন্তানের সার্থক জীবন,
সুপ্রসন্ন তার প্রতি দৈব অনুক্ষণ।
পৃথ্বীভরি তার যশ একবাক্যে গায়,
সম্মান তাহার, বর্ত্তে সর্ব্বত্র ধরায়।
সিদ্ধি ঘটে অগ্রে তার, যে কর্ম্মে সে যায়।
বিঘ্ন, কি বিপত্তি, তার দর্শনে পলায়।

পিতৃমাতৃ সেবা করে যে জন যেমন,
অর্পে তার প্রতিদান তার পুত্রগণ।
সাক্ষী এক মাধবদাসের পুত্র তার,
খেদাড়িয়া দিল তাকে পদ্মা পার করি।

পিতৃ-সেবা কর, পুত্র তোমায় সেবিবে,
নাহি কর সুশীলের মত শাস্তি দিবে।" *
প্রশ্নে পুনঃ রত্নগিরি, "আর কি করিলে ?
গৃহে বসি গৃহস্থের ভগবান মিলে।"
উত্তরে সন্তান, "কর অতিথি-সৎকার,
ধর্ম্ম নাহি, তুল্য যার, গৃহি-পক্ষে আর।
অধ্যয়নি রন্তীদেব আতিথ্য-ব্যাপার,
প্রাপ্ত হই অত্যুত্তম দৃষ্টান্ত তাহার।"
বলেন মাধবদাস, "সে বৃত্তান্ত বল।"
সংক্ষেপে সন্তান তাহা কহিতে লাগিল।
"পরসেবা-পরায়ণ, রন্তীদেব সম,
মহাত্মা দুর্লভ এ ভূপরে।
পরদুঃখে কাতর, পরের জন্য প্রাণ,
তাঁর তুল্য উৎসর্গ কে করে ?
অতিথি-সেবার জন্য, কীর্ত্তির নিশান,
স্বর্গ-মর্ত্তে যখন উড়িল,
ভক্ত সম্বর্দ্ধনকারী দেব নারায়ণ,
সঙ্গে তার, কৌতুকারম্ভিল।
কালচক্রে ঘটাইল দারিদ্র্য তাঁহার,
রাজৈশ্বর্য্য গেল সমুদয়।
অন্ন-শূন্য গৃহ, জলশূন্য সরোবর,
দশদিক পূর্ণ দুঃখময়।
সুরম্য প্রাসাদ হ'ল বীভৎস শ্মশান,
দ্রব্য যত যাইল উড়িয়া।
লুণ্ঠন করিল গৃহ উজ্জ্বল দিবসে,
ভৃত্য যত, কৃতঘ্ন হইয়া।
বন্ধু মিত্র বিনা দোষে কর্কশ বচনে,
মর্ম্মাহত করিল ধাইয়া,
সাচ্ছন্দ্য না দর্শি, আর অশন, বসনে,
ভৃত্য যত, গেল তেয়াগিয়া।
মৃত্যু ঘটিলেও, কেহ জিজ্ঞাসা না করে,
—দরিদ্রে কে জিজ্ঞাসে কোথায় ?

* পরিশিষ্ট দেখুন

শুষ্ক তরু কে যতনে ?—বিদগ্ধ প্রান্তরে,
শস্য নিয়া কৃষক কি যায় !
অতি দুঃখে যায় দিন দারাপুত্র-সনে,
চক্ষুজল সম্বল কেবল,
যা ঘটে ঘটুক, বলি, অন্তরে ধেয়ান,
বিশ্বনাথ-চরণ-কমল।
অন্নাভাবে অনাহার ঘটিতে লাগিল,
গেল মাস ক্রমশঃ কাটিয়া,
অষ্টাদশ দিন আরো গেল ক্রমে ক্রমে,
জলবিন্দু নাহি পরশিয়া।
সম্মুখে বালক পুত্র, ক্ষুধায় অজ্ঞান,
পত্নী অস্থি-চর্ম্ম-সার দেহে।
উন্মাদিনী বিবসনা, লুণ্ঠিতা ধূলায়,
ভক্তি তবু টলিবার নহে।
এক দিন দাতারূপে আসি কোন জন,
ভোজ্য পেয় তাঁকে দিয়া গেল।
আহার্য্য ক্ষুধার্ত্তে, বহু দিনান্তে আগত,
যথাযোগ্য বিভক্ত তা হ'ল।
দারা-পুত্রে তাহাদের অংশ বিতরিয়া,
নিজ অংশ লইয়া যেমন,
উদ্যোগী ভোজনে, ঠিক এমন সময়,
এল এক অতিথি ব্রাহ্মণ।
দর্শিয়া অতিথি, রন্তীদেব মহোল্লাসে,
আপনার অংশ বিভাগিয়া,
ব্রাহ্মণে অর্দ্ধেক দেন,—সন্তোষে ব্রাহ্মণ,
চলিলেন ভোজন করিয়া।
রন্তীদেব তার পরে ভোজনে বসিতে
যেমন হলেন অগ্রসর,
প্রার্থিল আতিথ্য, এক শূদ্র দ্রুত আসি,
বলি "আমি ক্ষুধায় কাতর।"
মহাভক্ত রন্তীদেব ক্ষুধার্ত্ত দর্শনে,
আপনার দুঃখে নাহি মন।

মুষ্টিমেয় ছিল যাহা, দিলেন বাঁটিয়া,
শূদ্র নিয়া করিল গমন।
পরে যা রহিল, ভক্ত চলেন ভোজনে,
হেন কালে এল এক জন।

পার্ব্বত্য মূরতি তার, অগণ্য কুক্কুর,
সঙ্গে তার,—চীৎকার ভীষণ।
চীৎকারিয়া বলে, "সত্য শুন মহারাজ,
এ সমস্ত মম সহচর,
তীব্র ক্ষুধানলে প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায়,
ভোজ্য পেয় প্রদান সত্বর।

রন্তীদেব অতিথি-দর্শনে হরষিত,
যাহা ছিল পরমে যতনে,
অর্পণ করিয়া তাকে, করি নমস্কার,
বিদায় করেন সুবচনে।

অবশিষ্ট তার পরে, রহিল কেবল,
জলবিন্দু গণ্ডূষ প্রমাণ।
তৃষ্ণা-নিবারণ-জন্য তাই হস্তে ধরি,
পান-জন্য যেমন উঠান,
ঘৃণিত পুক্কস এক, সহসা আসিয়া,
বলে, "আমি পিপাসার্ত্ত অতি।

অবিরাম পরিশ্রমে অবসন্ন তনু
জলদান কর শীঘ্র গতি।"
ত্যাগমূর্ত্তি রন্তীদেব নিরখি পুক্কশে,
সমাদরে বসিতে বলেন।

ওষ্ঠাগত-প্রাণ নিজে, তথাপি সলিল,
তার হস্তে প্রেমভরে দেন।
ঊর্দ্ধ-মুখ হয়ে, শেষে মনুষ্য-গৌরব,
প্রার্থনা করেন যুক্ত করে,

"মুক্তি-মোক্ষ-প্রার্থী আমি নহি পরমেশ!
তোমার দুয়ারে ক্ষণতরে।
প্রার্থনা আমার, যেন অন্ত-স্থিত হয়ে,
সহি আমি বিশ্বের যন্ত্রণা।

যার যত পাপ, তার দণ্ড মোকে দেও,
তা সবাকে করিয়া মার্জ্জনা।
নিত্য উপবাসে, তুমি উৎপীড়িয়া মোকে,
সর্ব্ব জীবে ভোজ্য কর দান।

প্রার্থনা রন্তীর ইহা, তোমার চরণে,
ভিন্ন ইহা, নাহি চাহি আন!"
দর্শি রন্তীদেব-কার্য্য, শ্রবণি প্রার্থনা,
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ দেবগণ।

ছদ্মবেশে নানারূপে পরীক্ষা করিতে,
তাঁরাই ছিলেন এতক্ষণ।
মূর্ত্তি ধরি নিজ নিজ, প্রত্যেকে তখন,
রন্তীদেবে করেন সম্মান।

অঙ্কে উঠাইয়া, রন্তীদেবে নারায়ণ,
সর্বৈশ্বর্য্য করিলেন দান।
কীর্ত্তন করিয়া রন্তীদেব-কীর্ত্তিকথা,
অন্তর্হিত সর্ব্ব দেবগণ।

আবার ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, কিঙ্কর, কিঙ্করে,
রন্তীদেব পরিবৃত হন।
ইহা ভিন্ন আছে ধরা-দ্রোণের বৃত্তান্ত,
অতিথি সেবার পুণ্য ফলে,
নন্দ-যশোমতী রূপে জন্মি বৃন্দাবনে,
প্রাপ্ত হন শ্রীগোবিন্দে কোলে।"

বলেন মাধবদাস, "সে বৃত্তান্ত বল,
পৌরাণিক বার্ত্তা এ সকল।
অন্তরে, শ্রবণে জন্মে, সুকর্ম্মে-উৎসাহ,
চিত্ত হয় আনন্দে বিহ্বল।"
কহিল সন্তান, দ্রোণ-ধরা পতি-পত্নী,
সত্য-নারায়ণ-সেবা-রত।

বিখ্যাত ভূতলে দ্রোণ, মহাভক্ত বলি,
অতিথি-সেবন ছিল ব্রত।
শাস্ত্রবিদ্ বিপ্র দ্রোণ, ব্রাহ্মণের গৃহে,
ভিক্ষা করিতেন প্রতিদিন।

সুদৃঢ় বিশ্বাস তাঁর, অতিথির বেশে,
ভ্রমেন শ্রীহরি ভক্তাধীন।
ব্রাহ্মণ যেমন, তাঁর ব্রাহ্মণী তেমন,
বুদ্ধি-মন অতিথি-সেবায়,
অর্পণ করিয়া, ধ্যানে তন্ময় সতত,
শ্রীহরিকে দর্শন ইচ্ছায়।
অচঞ্চল হইলেও, উচ্চ হিমাচল,
ভূকম্পনে যে প্রকার টলে,
বিশ্বনাথ সে প্রকার ভক্তের আহ্বানে,
ভ্রাম্যমান হন ভূমণ্ডলে।
অদৃশ্য হলেও, দৃশ্যমান হন তিনি,
কর্ম্ম তাঁর, ভক্ত-সম্বর্দ্ধন।
সম্বর্দ্ধিতে মহাভক্ত দ্রোণ মহাশয়ে,
সাজি এক অতিথি ব্রাহ্মণ,
দ্রোণ যবে গৃহে নাহি, বেলা দণ্ড দুই,
আসি তার গৃহের প্রাঙ্গণে,
কহিলেন "ক্ষুধার্ত্ত অতিথি আমি হই,
অন্ন দেহ ক্ষুধার্ত্ত-ব্রাহ্মণে!"
মহা ভক্তিমতী ধরা, উল্লাসে আসিয়া,
ঢাকি মুখ আধাবগুণ্ঠনে,
পাদ্য-অর্ঘ্য-প্রণামে করিয়া সম্বর্দ্ধন,
উত্তরেন আনত বদনে,
"পতি মোর, ভিক্ষার্থ নগরে বহির্গত,
যথাকালে আসিবেন যবে,
সামগ্রী সেবার, সব আসিবে তখন,
অন্নদান এ দাসী করিবে।"
সম্বোধে অতিথি, "তবে অন্য গৃহে যাই,
এক্ষণি আমার প্রয়োজন।
বিচারার্থ রাজদ্বারে অভিযুক্ত আমি,
কোটালে করিছে অন্বেষণ।
সময় উত্তীর্ণ করি যদি আমি যাই,
দণ্ডিত করিবে তথা মোরে,
মাত্র অন্নমুষ্টি, হেথা ভোজনের জন্য,
শেষে কি যাইব কারা-ঘরে!
ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আমি আসিয়া ছিলাম,
ভাবিয়া ছিলাম এই স্থানে,
সময়ে পাইব অন্ন, তাহা না হইল,
—দুর্দ্দশা অদৃষ্টে টানি আনে!"
এত বলি, বিপ্র যদি উঠিয়া চলিল,
ধরা প্রায় অর্দ্ধ উন্মাদিনী,
কহিলেন, "যাহা কভু হয় নাই, হ'ল,
অদ্য শিরে পড়ুক অশনি।"
বদ্ধা আমি গৃহমধ্যে কুলের ললনা,
নাহি জানি বিপণি কোথায়!
তণ্ডুল ঘৃতাদি আমি পাব কি প্রকারে,
উদ্ধারে কে বিপদে আমায়!"
বিপ্র কহে, "এই পথে অতি অল্প দূরে,
বিদ্যমান প্রকাণ্ড দোকান,
লজ্জাবতী কত, দ্রব্য কিনিছে যাইয়া,
তাহাতে কে হারায় সম্মান!"
শুনি ধরা অতিথিকে বসিতে বলিয়া,
ধাবমানা দোকান-উদ্দেশে,
বিস্ময়ে পূরিল চিত্ত,—দর্শিয়া দোকান,
সন্নিকটে,—জঙ্গলের পাশে।
দোকানের মধ্যে বসি, যৌবন-গর্ব্বিত,
সুন্দর পুরুষ রূপবান,
বক্ষে হার,—কুটিল কটাক্ষপূর্ণ আঁখি,
কামুকের কু-হাস্য-বয়ান।
দোকান-সম্মুখে সতী আধাবগুণ্ঠনে,
দাঁড়াইয়া ক'ন দোকানীরে,
"ক্ষুধার্ত্ত অতিথি বিপ্র, গৃহে উপস্থিত,
পতিদেব ভিক্ষার্থ বাহিরে।
শীঘ্র ফিরিবেন তিনি, মূল্য যা তোমার,
অগ্রে আসি দিবেন তোমায়।

অতিথি সেবার জন্য, ঘৃত-তণ্ডুলাদি,
অবিলম্বে অর্পন আমায় !”
পাইয়া নির্জ্জন ক্ষেত্রে পরমা সুন্দরী,
কহিল সে নির্লজ্জ কামুক ;
“প্রার্থ যাহা, বিনামূল্যে সব দিতে পারি,
দেও যদি ধরিতে ও বুক !”
অনুপায়ে সাধ্বী সতী মহাদেবী ধরা,
কহিলেন সঙ্কটে পড়িয়া,
“তাই দিব, দেও সব,”—আনন্দে দোকানী,
দিল সব বেশী বেশী দিয়া।
ছিল অতি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা তথায়,
ছিল থালা সন্নিকটে তার,
ধরি ছুরি, নিজ স্তন ছিন্ন করি, থালে,
রাখি ক’ন, “ধর এইবার !”
আসি দ্রুতপদে দেবী আপন কুটীরে,
করিলেন সমস্ত রন্ধন।
এমন সময় দ্রোণ আসিলেন গৃহে,
অতিথিকে করিয়া দর্শন,
অত্যানন্দে উল্লসিত, আহার্য্য প্রস্তুত ;
শুনিয়া, অতিথি সঙ্গে স্নান-
আহ্নিকাদি সমাপিয়া,—ভোজন-নিমিত্ত,
একত্রে গৃহের মধ্যে যান।
অতিথি, প্রদত্ত অন্ন, রাক্ষসী-গরাসে,
অতি শীঘ্র করিল ভোজন।
পুনঃ অন্ন প্রদানিতে ছিন্ন-বক্ষা ধরা,
—রক্ত-সিক্ত সমস্ত বসন,—
দাঁড়ালেন যেমন সম্মুখে দুজনার,
হস্ত তুলি, আরক্ত লোচনে,
সম্বোধে অতিথি, দ্রোণে ভীতি প্রদর্শিয়া,
অতিশয় কর্কশ বচনে,
“এ কেমন ধৃষ্টতা তোমার বনিতার !
ঋতু-স্নাতা,—রক্তসিক্ত-বাসে,
নির্ভয়ে আমার মত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণে,
অন্ন দিতে আসে অনায়াসে !”
অতি অপ্রস্তুত দ্রোণ, পত্নীকে তখন,
কহিলেন, “তুমি বুদ্ধিমতী,
নারায়ণ-পরায়ণ, বিশুদ্ধ-স্বভাবা,
হেন কর্ম্মে কেন হ’ল মতি ?”
বক্ষবাস উন্মোচন করিয়া তখন,
দর্শালেন মহাদেবী তাঁর,
ছিন্ন বক্ষ ;—কহিলেন, “অতিথি কেবল,
হেতু তাঁর এত দুর্দ্দশার।”
বিস্তারিয়া কহিলেন, অতিথির দাবী,
দোকানীর নিষ্ঠুরাচরণ ;
শুনি দ্রোণ স-সম্মানে কহেন অতিথে,
“সমস্তই করিলে শ্রবণ,
তোমারি অর্চ্চনা-জন্য, এত বিড়ম্বনা,
সহ্য করিয়াছে দৃঢ় মনে।
হেন ভক্তিমতী, হেন সেবা-পরায়ণা,
মন্দ তাকে কহিব কেমনে !
ধন্য তার সেবা-ভক্তি-শ্রদ্ধা তব প্রতি,
ধন্য তার অতিথি-সেবন।
ধন্য আমি, হেন ধর্ম্মপত্নী লভিয়াছি,
ধন্য মোর সংসার-জীবন !”
অতিথি আগ্রহ-ভরে কহে, “আমি ধন্য,
পরীক্ষিতে আসি হারিলাম !
সতীর সম্মুখে চতুরেন্দ্র-চূড়ামণি,
নিত্য হারি, সাক্ষী রাখিলাম।”
এত বলি, ধরি নিজ চতুর্ভুজ মূর্ত্তি,
হইলেন শিশু-নারায়ণ।
শিশুর মতন অতি আবেগে, আবদারে,
—মুখে “মা, মা !” বুলি উচ্চারণ,—
“স্নেহময়ী তুমি মোর !”—বলি, ঝম্প দিয়া,
উঠিলেন বক্ষে জননীর,

হইল পূর্ব্বের মত, ছিন্নবক্ষ মার,
জ্যোতির্ম্ময় হইল শরীর।
জিজ্ঞাসেন ভকতবৎসল মাকে তবে,
"বল মা, কি করিব এক্ষণ ?
উত্তরেন মহাদেবী তেজস্বিনী ধরা,
"কি করিবে ?—কর তা শ্রবণ !
হ'তে হবে পুত্র মোর, হব মা তোমার,
বক্ষে ধরি করিব পালন,
ইচ্ছামত সাজাইব,—আমার সম্মুখে,
র'বে নৃত্যপর অনুক্ষণ।
ভক্তজনে যে প্রকার দুঃখ-জ্বালা দেও,
—যে প্রকার নির্দ্দয় পাষাণ,
বান্ধিয়া, প্রহারি তোমা, প্রভুত্ব করিব,
সমুচিত শিক্ষা দিব দান।
"তাই হব, হইও মা,—হইব সন্তান,
তাড়ন ভর্ৎসন যা করিবে,
সর্ব্বদা সন্তোষে আমি শির পাতি স'ব।
চরাচর চক্ষে তা দেখিবে।
বৃন্দাবনে হবে নন্দ-যশোদা তোমরা,
আমি হব তোমার দুলাল।
ভৃত্য সম ব'ব বাধা, র'ব আজ্ঞামত,
চরাইব তোমার গো-পাল।"
এত বলি, মধুময় বাক্যে সম্বোধিয়া,
অন্তর্হিত হন নারায়ণ।
অতিথি-সেবক যারা, বিজ্ঞাত তাহারা,
আতিথ্যের মাহাত্ম্য কেমন !"
শুনিয়া সজল-চক্ষু সভাস্থ সকলে,
"জয় মহাদেবী ধরা !" বলে উচ্চ রোলে।
যে জাতির মধ্যে যত অতিথি-সেবন,
দৃঢ় তত, সে জাতির জাতীয় বন্ধন !
ঐক্যে-সখ্যে সে জাতি বিজয়ী সর্ব্বস্থলে।
বিস্মৃত এ সত্য এবে হিন্দুর মণ্ডলে।

জিজ্ঞাসিল রত্নগিরি, "অর্চ্চনা করিয়া,
প্রতিমা না দিয়া বিসর্জ্জন,
রক্ষে প্রায় হাটে মাঠে, কিংবা বৃক্ষ-মূলে,
কহ এই পদ্ধতি কেমন !"
উত্তরে সন্তান, "পূজা সমাপ্ত হইলে,
বিসর্জ্জন সঙ্গে-সঙ্গে হয়,
তারপরে বিকলাঙ্গ করিতে প্রতিমা,
না বিসর্জ্জি রক্ষা শ্রেয়ঃ নয়।
স্বরূপের সঙ্গে, নাম-বিগ্রহ সমান,
যত্নে যবে অর্চ্চে ভক্তিমান।
বিকলাঙ্গ করি তাহা, বিধর্ম্মি-সম্মুখে,
মাত্র ক্রয় করা অসম্মান !
মরে যদি গৃহস্থের গৃহে কোন জন,
বাসী-মড়া হইতে কে দেয় ?
বিকৃত বিবর্ণ তাহা করিতে কে চাহে,
রাত্রি না পোহাতে তা পোড়ায়।
সে প্রকার যথার্থ সাধক যিনি হন,
শ্রদ্ধায় শ্রীবিগ্রহ অর্চ্চিয়া,
সুপবিত্র স্বচ্ছ নীরে দেন বিসর্জ্জন,
বিকলাঙ্গ না হইতে দিয়া।"
বলেন আভীরানন্দ, তন্ত্র-তত্ত্বার্ণব,
"ইথে নাহি রহে কোন ধর্ম্ম।
পূজান্তে প্রতিমা রাখে, যে স্থানে সে স্থানে,
ইহা অতি অধর্ম্ম কু-কর্ম্ম।
না বিসর্জ্জি, বারোয়ারী-প্রতিমা যা রাখে,
কালক্রমে বিকলাঙ্গ হয়।
"হিন্দুর ঈশ্বর উপহাস্য,"—প্রচারিতে
ফটো তুলি খৃষ্টানেরা লয়।
মাহম্মদী মধ্যে, যারা অসভ্য বর্ব্বর,
ভাঙ্গিয়া ফেলায় মুণ্ড তার,
বাধে গণ্ডগোল, শেষে ঘটে মারামারি !
বিড়ম্বনা চূড়ান্ত সীমার !

অতএব বুদ্ধিমান চিন্তা করি, হেন,
পদ্ধতির মঙ্গলামঙ্গল,
না বিসর্জ্জি, প্রতিমা কখনো রাখিবে না,
মিশাইতে অমৃতে গরল !”
হ’ল বেলা অতিরিক্ত, নমি কামাখ্যায়,
সম্বর্দ্ধিয়া আনন্দে সন্তানে,
দর্শিল ভুলুয়া, ভক্ত সন্ন্যাসি-মণ্ডল,
চলি গেল নিজ নিজ স্থানে।

পঞ্চম দিন

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আধারভূতাপ্যাধেয় স্বরূপা
সূক্ষ্মাপিস্থূলা স্থূলাপ্যব্যক্তা।
ব্যাপ্তা সমস্তাপি জনৈরদৃশ্যা
সা মে প্রসীদতু শ্রীজগদ্ধাত্রী ॥১
যচ্ছক্তিপ্রভাবাৎ অজ্ঞোঽপি বিজ্ঞঃ
যদ্-গুণকীর্ত্তনাৎ মূকোঽপি বক্তা।
যৎপাদ ভজনাৎ শপচোঽপি বিপ্রঃ
সা মে প্রসীদতু শ্রীজগদ্ধাত্রী ॥২
যদ্ যশোস্তবনাৎ বেদকর্ত্তাব্রহ্মা
যদ্রূপধ্যানাৎ সদাশিব যোগী।
যদ্-ভক্তিদানেন ভবঃ বিশ্বগুরুঃ
সা মে প্রসীদতু শ্রীজগদ্ধাত্রী ॥৩
যচ্ছক্তি-প্রভাবাৎ বিশ্বপঃ বিষ্ণুঃ
যৎকৃপাকণাৎ বাসবোঃ দেবেন্দ্রঃ।
যদাদেশলব্ধাৎ যমো দণ্ডধারী
সা মে প্রসীদতু শ্রীজগদ্ধাত্রী ॥৪
যন্নিয়োগে সূর্য্য ব্রহ্মাণ্ডসাক্ষী
সুধাংশু সুধাকর-সঞ্চারকঃ।
শীতাতপাদয়ো বহন্তি কালাঃ
সা মে প্রসীদতু শ্রীজগদ্ধাত্রী ॥৫
যদাজ্ঞামাধায় শিরসি চ বহ্নিঃ
ত্রিজগদ্ধিতার্থং সদা সংনিযুক্তঃ।
যন্নিয়োগে বায়ু বিশ্বস্য প্রাণঃ
সা মে প্রসীদতু শ্রীজগদ্ধাত্রী ॥৬
আপৎসু মগ্নস্য নিরাশ্রয়স্য
রুগ্নস্য ভগ্নস্য ভয়াতুরস্য।
হীনস্য দীনস্য যন্নামগতি
সা মে প্রসীদতু শ্রীজগদ্ধাত্রী ॥৭
মহোপসর্গস্য যা মুক্তিহেতুঃ
ত্রিতাপতপ্তস্য পরমার্ত্তিহন্ত্রী।
ভবাব্ধিমধ্যে পরিত্রাণ-কর্ত্রী
সা মে প্রসীদতু শ্রীজগদ্ধাত্রী ॥৮

উচ্ছ্বাস বচনে আশ্বাস বাণী

মন রে, সঙ্কট সময়ে কাঁদ্‌লে কি হবে ?
সঙ্কটের সুহৃদ কোথায় পাবে এই ভবে !
ডাক একবার দুর্গা বলে,
শ্রীদুর্গার চরণ-কমলে,
মন বুদ্ধি সমর্পিয়া নয়ন মুদি নীরবে,
ধ্যানস্থ হও, দুস্তরে পার যাহাতে পাবে ॥
যে যখন পড়ে সঙ্কটে, সেই তখন ডাকে,
এতই দয়াময়ী তিনি রক্ষেন তাহাকে।
ডাকটা ডাকার মত হলে,
ডাকা মাত্র উঠান কোলে,
“ভয় কি” বলি, স্নেহময়ী আশ্বাসেন তাকে,
তাঁহার কৃপাদৃষ্টি হলে সঙ্কট কি থাকে !

তিনি জগদ্ধাত্রী দুর্গা, সঙ্কটহারিণী,
দয়াময়ী অন্নপূর্ণা বিশ্বপালিনী,
শরণাগত দীনের দুঃখ-হারিণী,
শরণ নিয়ে, না হয় রে মন, পরীক্ষাই কর,
শরণাগতের প্রতি কত কৃপাময়ী মা তিনি!
সমুদ্রের তরঙ্গের মত চৌদিকে তোমার,
দানবের উৎপাত হয়েছে,
ঘর-বাড়ী সব লুঠ করিছে,
দুর্ব্বল তুমি, তারা প্রবল, তাইতে কি রে মন,
অধৈর্য্য হয়েছে এত, সম্বরিতে নার নয়ন-ধার ॥
না, না, ধৈর্য্য হারা'ও না, কেন ধৈর্য্য হারাবে?
দানবের দল ছটা মাত্র, লক্ষ যদি আসিবে,
তাতেও মনে ভয় ক'র না, আছেন যখন ত্রিনয়না,
ডাক তাঁকে, এক পলকে, কর্‌বেন দলন দানবে,
জ্বালাও আলোক, আঁধার কি র'বে!
লোভের মূর্ত্তি মধু-কৈটভ, ক্রোধের মূর্ত্তি মহিষাসুর,
কামের মূর্ত্তি শুম্ভ-নিশুম্ভে,
হিংসা, দর্প, দম্ভাদি সব তাদের সঙ্গী জানিবে!
দানব-দলনীর পদে, সব দলন হবে ॥
মন রে, চিরকাল আছে দুই জাতি ভবে,
দানব আর দেবতা, তুমি দেখ্‌লেই চিনিবে।
এই মানবই দেবতা হয়,
দানবও এই মানব বই নয়,
দানব, মানব, দেবতা, সেই প্রকৃতিই
সৃজন করেন।
তাঁরই হাতে গড়া, আবার তিনিই সব সংহারেণ ॥
তিনি দেন প্রভুত্ব, শেষে প্রভুত্বে হয় অহঙ্কার,
অহঙ্কারে মত্ত হ'লে, দানব তায় বলে,
দানব হয়ে করে অত্যাচার।
কাম-ক্রোধে মত্ত হয়ে, চলে সত্য-ন্যায় লঙ্ঘিয়ে,
দুর্ব্বলে সে অত্যাচারে, ফেলি যখন নয়ন-ধার,
চীৎকারে "মা, কোথায়" বলি, মুহূর্ত্তে আসি,
দুর্ব্বলে অভয় প্রদানি, করেন দানব সমূলে সংহার।
তিনিই করেন, তাইতে দেবে,
নাম দিয়েছে, দানব-দলনী দুর্গা তাঁর ॥
তিনিই রাজ-রাজেশ্বরী ন্যায়ের দণ্ড-ধারিণী,
বিচার তাঁহার তুলা-দণ্ডে, দেখা যায় তা দণ্ডে দণ্ডে,
প্রচণ্ড প্রভাব তাঁহার, মহিষাসুর-মর্দ্দিনী।
উত্থিত হয় তাঁহার বিচার-দণ্ড যে সময়,
তখন প্রশান্ত-সিন্ধুর মত, প্রশান্ত হয়,
শান্তিহীনা ধরণী ॥
কেন তিনি দানব গড়েন, গড়ি কেন দলন করেন,
মীমাংসা কার সাধ্য করে, এই বিচিত্র সমস্যার!
তত্ত্বদর্শী বলে, রণরঙ্গিণী তিনি,
দানব-রণে নৃত্য করা অভিনয় তাঁহার।
তাই ত তিনি দানব গড়েন,
রণের ভাণে দলন করেন,
রণ ভালবাসেন মা রণরঙ্গিণী কালী আমার।
তাই, যত্ন করি, দানব গড়ি, রণ করি করেন
সংহার ॥
দানবের রণে যখন করেন মা হুঙ্কার,
তখন হুঙ্কারে হয় ভূমি-কম্প, নড়ে ত্রিসংসার।
নড়ি উঠে সিন্ধু-সলিল, নড়ে উঠে শান্ত অনিল,
অনল নড়ি বনের মাঝে পুড়িয়ে করে পরিষ্কার।
কত পাহাড় পর্ব্বত ধস্ পেয়ে যায়,
রয়না কোন চিহ্ন তার ॥
দানবে নিরীহের প্রতি করে যখন অত্যাচার,
তখন খড়্গ ধরি করে, অবতীর্ণা হন সমরে,
দানব দলি নিরীহ বিপন্নে করেন সমুদ্ধার।
ত্রিভুবন-বিজয়ী দম্ভী রাবণ রাজা সাক্ষী তার ॥
তাঁহার বিন্দু কৃপার বলে, লঙ্কার রাজা
দশানন,
রাক্ষসের পাল সহায় করি, জয় করিল ত্রিভুবন,
বল করিয়ে ছল করিয়ে, ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য নিয়ে
লঙ্কাগর্ভ পূর্ণ কর্‌ল, গর্ব্বে হল দুঃশাসন,
হল, তার যাতনায় জর্জ্জরিত জগজ্জীবের দেহ মন

লোভোন্মত্ত রাক্ষসের পাল ত্রিভুবন ভ্রমণ করি,
কর দে, বলি, কেড়ে নিত অন্ধেরও কাণা কড়ি।
ধনরত্ন দূরের কথা, কেড়ে নিত বালিশ কাঁথা,
ভোজন কর্‌ত গরু, ঘোড়া, মানুষ, মহিষ,
মেষ, ধরি।
অত্যাচারে কাঁপত সিন্ধু, কাঁপত হিমালয়-গিরি !

স্নুদুর্গম সমুদ্র-মধ্যে অবস্থিতি সে লঙ্কার,
সু-দুর্ভেদ্য দুর্গে ঘেরা, রাক্ষসের কি অহঙ্কার।
ঘরে ঘরে স্বর্ণ ইটে, অট্টালিকার চূড়া উঠে,
মণি-রত্নে বিজড়িত প্রতি গৃহের বহির্দ্বার।
সূর্য্যালোকের ঝলকে, তায় দৃষ্টি রাখা হত ভার।
বিশ্বকর্ম্মা আপন হাতে, নির্ম্মেছিল সোনার পাতে
গৃহ-মন্দির, বাজার-বন্দর, রাক্ষসের নাচিবার নাট।
আর মর্ম্মর দিয়ে নির্ম্মেছিল,
রাক্ষস পাড়ার রাস্তা-ঘাট।
নির্ম্মেছিল সে রাজধানী, যত চাঁদ কুড়ায়ে আনি,
মধ্যে মধ্যে তারাগুজি, দিয়েছিল তার বাহার।
তাইতে ত নাম স্বর্ণলঙ্কা, সমুদ্র পরিখা যার।
রাক্ষসের অস্ত্র-শস্ত্র, কে করিবে সংখ্যা তার ?
অস্ত্রের সঙ্গে, বাঁধা যেন, থাক্‌ত জীবের যমদ্বার !

অগণ্য বাণ, কোনও বাণে,
আগুন পড়ি স্থানে স্থানে,
পোড়াত বিপক্ষ সৈন্য, সেনা-নিবাস যত আর।
কোনও বাণে বিষের ধুমায় হত জগৎ অন্ধকার !
কোনও বাণে বজ্র পড়ি, কত বন্দর নগর বাড়ী,
উড়িয়ে দিত, না রহিত, কোথাও কোন
চিহ্ন আর।
রাক্ষসের অস্ত্রভয়ে, ভীত ছিল ত্রিসংসার !
ত্রিলোকের রাজত্ব পেয়ে, উঠল যেন উথলিয়ে,
পরিণামের চিন্তা ভ্রমেও, রাক্ষসের না হত আর !
ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগের জন্য, মত্ত থাক্‌ত অনিবার ॥
কত, সাধুর যজ্ঞ ভঙ্গ কর্‌ত, সতীর সতীত্ব হর্‌ত,

গো-হত্যা, আর ব্রহ্ম-হত্যা,
ছিল রাজ্যের অলঙ্কার।
রাক্ষসে নাশিলে প্রজা, রাবণের রাজ্যে,
নির্ব্বিবাদে নির্ব্বিচারে মুক্তি হ'ত তার।
মুনি, ঋষি, তপস্বী, যাঁরা,
উৎপীড়িত রইতেন তাঁরা।
রাক্ষসের প্রভুত্ব-জন্য, পীড়ন-তন্ত্র ছিল সার।
সাধু হউক অসাধু হউক,
বনে থাকুক, ভবনে থাকুক,
এক গারদে ভর্‌ত নিয়ে, ঘা'ন টানাত অনিবার।
সাধ্য কাহার ভাষায় বলে, রাক্ষসের কি
অত্যাচার !
যমকে দিয়ে ঘাস কাটা'ত,
বরুণ দিয়ে জল টানা'ত।
মেঘের সৌদামিনী ধরি, মিলাত আলোর বাজার
রাজমিস্ত্রী বিশ্বকর্ম্মা, গ্রহাচার্য্য স্বয়ং ব্রহ্মা,
আবর্জ্জনা দূর করিতে পবন ছিলেন ঝাড়ুদার।
দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং রাবণ রাজার মালাকার !
আর্চ্চিয়া সেই জগদ্ধাত্রী, পেয়ে তাঁহার আশীর্ব্বাদ,
রাক্ষসের এই প্রভুত্ব, সম্রাটত্ব, নির্ব্বিবাদ।
উন্মত্ত সম্পদের গর্ব্বে, কি যে ছিল দুদিন পূর্ব্বে,
ভুলে গেল,—
ভুলে গেল তাঁর করুণা, উন্নতির প্রথম সংবাদ।
আরম্ভিল ভুবন ভরি, অহঙ্কারের বিসম্বাদ।
মানীর মান আর রাখিল না,
সত্য ন্যায় আর থাকিল না,
গরীবের সর্ব্বস্ব গেল, হল গৃহ অন্ধকার।
পূর্ণ হল কেবল মিথ্যা-প্রবঞ্চনায় এ সংসার !
তখন সর্ব্বান্তর্য্যামিনী তিনি করিলেন দর্শন,
আস্ফালনের সুযোগ, তাকে দিলেন কিছুক্ষণ
তার পরে রাজরাজেশ্বরী,
দণ্ডাইলেন দণ্ড ধরি,
আরক্ত করিলেন তাঁহার করুণার নয়ন।

হুঙ্কারিলেন, সে হুঙ্কারে স্তম্ভিত হল ত্রিভুবন।
রাক্ষসের আহার্য্য যারা,
রাক্ষস নির্ম্মূল করল তারা।
তারা করল কি তিনি করলেন,
বুঝতে তাহা সাধ্য কার!
যে বুঝে, সে রাক্ষস-ভয়ে অনাশ্বাসে রয়না আর।
কোথায় গেল স্বর্ণ লঙ্কা,
কোথায় গেল বিজয়-ডঙ্কা!
সিন্ধু-তীরের বালির মধ্যে, হল সকল নিরাকার!
যেন থিয়েটারের রঙ্গ, প্রভাতে নাই কিছু আর!
এক নিমেষে সব করিতে পারেন মন তিনি।
পাহাড় ভেঙ্গে প্রান্তর গড়েন,
প্রান্তরে মা পাহাড় করেন,
বিড়ালকে মা করেন, সিংহ শার্দ্দূলের
দেশের স্বামী,
বিড়ালীর চরণে নমি, সিংহিনী দেয় প্রণামী!
বিচার তাঁহার তুলাদণ্ডে, রাজরাজেশ্বরী তিনি।
ছোট, বড়, রাজা, প্রজা, ধনী, দুঃখী, নির্ধনী,
সাধ্য কারো নাই সংসারে,
বিচার তাঁর এড়াইতে পারে।
মূর্ত্তি তিনি ন্যায়ের, তিনি নিত্য-সত্য-রূপিণী।
নিত্য দেখি, কেন হতাশ হবে মন তুমি!
বরাভয় ভকতের জন্য, খড়্গ দানব-দলন-জন্য,
ত্রিনয়ন দর্শনের জন্য,
ন্যায় কাহার অন্যায় কাহার।
সত্য পথে থাক যদি, ভয় কি মন তোমার?
এমন মা থাকিতে কেন ধৈর্য্য হারাবে।
এমন সহায় থাকিতে কার সাহায্য চাবে।
দানবের সাধ্য যত, করুক হিংসা অবিরত।
অন্ধকার কুয়াসার, বল, আর কতক্ষণ রহিবে?
জাগাও হৃদে "জয় কালী" নাম,
দম্ভ দর্প কাম ক্রোধাদি দানবের দল মরিবে।
দৈত্য দানব যাহাই যে হোক,
অন্যায় অধর্ম্ম করি কে কতক্ষণ জিতিবে?
তাই বলি মন, এ সংসারের দৃশ্যে নজর রেখ না।
আছে দানব থাকুক, তুমি হতাশ হ'ও না।
রাখা মারার কর্ত্তা যিনি,
যাঁহার ইচ্ছায় দিন-যামিনী,
তোমার যখন সহায় তিনি, তাঁহায় স্মর না।
তাঁহায় স্মর, তাঁহায় ধর,
হতাশ হওয়া তোমার সাজে না॥
সঙ্কটোদ্ধারিণী শিবে নিশ্চয় আসিবেন,
উৎপীড়নকারী দানবে, নিশ্চয় নাশিবেন।
বিশ্বাসী ভুলুয়া যদি নির্ভর কর তাঁয়।
নির্ভয়ে সঙ্কটের সিন্ধু পার হবে নিশ্চয়।

মা-নাম-মাহাত্ম্য।

—ঃ০ঃ—

মা বলিলেই জুড়ায় জ্বালা, অন্তরে আনন্দ ধায়,
ভাদরের বাদর যেন দাবানল নিবায়।
পবন যখন প্রতিকূলে,
তখন নৌকা উজান জলে,
বাইতে গেলেও, কেমন যেন, অনায়াসে বাওয়া যায়।
অসাধ্য হয় সংসাধিত, মা-নাম মন্ত্রে এ ধরায়।
যোগ-তপস্যা বিদ্যা-বুদ্ধি নাও যদি থাকে,
যুক্তি তর্ক মীমাংসাতে,
দর্শন বিজ্ঞান ভাগবতে,
নাও যদি অধীয়ান হয় কেউ, মা-নাম ঠিক রাখে,
তবে, যা বলে সে, তাই সিদ্ধান্ত, বিশ্ববাসী তাহাকে,
গুরু বলি অর্চ্চে, তাহার প্রমাণ, শ্রীরামকৃষ্ণ ভূলোকে॥
মা বুদ্ধি অন্তরে ধরি,
যে দিক যখন দৃষ্টি করি,
সেই দিকেই ত দেখি, যেন সৌভাগ্যের তরঙ্গ ধায়,
মা-বুদ্ধি যার অন্তরে, তার আপন ভিন্ন নাই ধরায়!
জন্মেও যাহার নাম শুনি নাই,
সেই আসি আহার যোগায়॥

এক তোমাকে মা বলিলে, এতই কি মা তাহার ফল,
দলে দলে দেবী মূর্ত্তি সম্মুখে আসে কেবল।
কেহ ধোয়ায় কেহ খাওয়ায়,
কেহ যতন করি শোয়ায়,
সুধায় কেহ স্নেহভরে আমার কুশল অকুশল,
আবার, কেহ আমার অসুবিধা দর্শন করিলে,
আত্ম সম্বরিতে নারি, ঝরে কেবল নয়ন-জল।
মা-নামের কি এতই শক্তি, মা-ভাবের কি এতই বল!
নামের সুধায়, বিনা বন্যায়, প্রেমে ভাষায় ধরাতল।
বিনা মেঘে মরুভূমি বর্ষে বারি সুশীতল,
অমৃতে হয় পরিণত, বিষধরের হলাহল।
নামের ঝঙ্কারে হয়, অহঙ্কার-লয়,
পাষাণে ফেটে বের'য় জল!
মা-নাম যাহার মুখে আছে,
গরিষ্ঠ কে তাহার কাছে,
গেছে তাহার সব অনর্থ, হয়েছে সে প্রেমময়।
মা-নাম মহাপ্রণবে সে, পাঠ করে বেদ চতুষ্টয়!
মা-নাম যাহার মুখে আছে,
সর্ব্ব তীর্থে সর্ব্বদা সে,
তীর্থ-পর্য্যটনে তাহার প্রয়োজন না রয়।
যজ্ঞ সকল মঙ্গল নিয়ে, তাহার কাছে সব সময়।
মা-নাম যাহার মুখে আছে,
ধরায় স্বর্গ সে পেয়েছে।
সকল ইষ্ট পরিতুষ্ট, করিলে তার পদাশ্রয়,
সদ্‌গুরু সে, উচ্চজ্ঞানী তাহার তুল্য কেহ নয়।
কামাদি কুবৃত্তি যত,
মা-নাম-মন্ত্রে অন্তর্হিত।
মাতৃভাবের সাধক হলে, শিশুর মত স্বভাব হয়।
মা তাহার প্রয়োজন বহে, রয়না তাহার কোনও ভয়॥
ইচ্ছা মৃত্যু সেই ত মরে,
সাক্ষী মহেশ, তার, ভূপরে।
আর এক সাক্ষী শ্রীরামপ্রসাদ, সাক্ষী কেবা জ্ঞাত নয়!
আর এক সাক্ষী হরানন্দ, গোবিন্দ চৌধুরীর গুরুদেব,
কীর্ত্তি যাঁহার, ভবানীপুরময়॥
এমন মা নাম মুখে বল, "জয় মা" বলি পথে চল,
বেলা গেল সন্ধ্যা এল, আর রহিবে কতক্ষণ!
বেজেছে টিকিটের ঘণ্টা, ষ্টেশনে চল মন।
মা-নাম মহাপথের সম্বল, বিশ্বনাথের পরচার।
ভুলুয়াও গায় মা-নাম-মন্ত্রে সাধক যে হবে,
মহাপথে ভয় কি তার?

ভ্রান্তি।

তবু কেন "আমার", "আমার" যায় না মা আমার!
যাকেই "আমার, আমার," বলি,
করি প্রেমের কোলাকুলি,
কষ্টে উপার্জ্জিত অর্থ দিয়ে করি তুষ্টি যার,
যাকেই ভাবি সুহৃদ, মিত্র, বন্ধু, আশা ভরসার,
সেই ত খেয়ে পরে, সর্ব্বস্বান্ত করিয়ে,
পরের মত হয় মা পার।
কৃতঘ্নতায় মর্ম্মে আঘাত লাগে যে সময়,
তখন রয়না সীমা যন্ত্রণার।
তবু কেন "আমার" "আমার" যায় না মা আমার!
কিন্তু জন্ম জন্ম তুমি, সহায়-সুহৃদ মা আমার।
কোথাও আর নাই তুলনা, তোমার করুণার।
যখন যাহা হয় প্রয়োজন,
তাই মা এনে যোগাও তখন,
দেও সরিয়ে, রয়না যখন, প্রয়োজন যাহার,
আবর্জ্জনা দূর করি দেও, মঙ্গলময়ী মা আমার।
নিজের পায়ে শৃঙ্খল বাঁধি, পরের জন্য কত কাঁদি,
আমি যে শৃঙ্খলে বান্ধা, সে চিন্তা মোর নাই একবার,
ইহা কি ভ্রান্তি-আমার!
তুমি এই দিতেছ এই নিতেছ, এই নিতেছ এই দিতেছ,
দিয়ে নিয়ে দিচ্ছ নিত্য, ভরসা আর সান্ত্বনা,
আরো দিচ্ছ, বদ্ধ আমায় নশ্বরত্বের ধারণা।
আরো দিচ্ছ বুঝায়ে মা, কর্ত্তা নাই কেউ তোমা বিনা,
তোমার ইচ্ছা ভিন্ন, কেহ কিছুই পাবে না।
আমিত্বের দম্ভ যেখানে, সেই খানে বিড়ম্বনা।

শ্রীশ্রীচামুণ্ডা

চণ্ড-মুণ্ড-বিনাশিনী, শত্রু-নিপাতিনী

রাজত্ব প্রভুত্ব যাহা, তোমার ইচ্ছা ভিন্ন তাহা,
পায়না কেহ ছলে বলে, ভোজনাদি যাহা যার,
তাহাও তোমার ইচ্ছা ভিন্ন, চেষ্টা যত্নে ঘটা ভার।
প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করি, তবু মনের কর্ত্তৃত্বাভিমান,
যায়না, ইহা কি ভ্রান্তি আমার!
যাহা আসার, তাহাই আস্‌বে,
যাহা যাওয়ার, তাহাই যাবে,
যাহা ঘটার তাহাই ঘট্‌বে, নহে যা ঘটার,
ঘট্‌বে না তা কোনও কালে,—কারণ মা তোমার
বিধান যখন সর্ব্বমূলে, উল্‌টাতে সাধ্য কার!
আছে বটে কর্ম্মাধিকার, কিন্তু তার মূলে,
ফলদাত্রী তুমি যে মা, তাও গেছি ভুলে।
আমার যে মা দাসের ধর্ম্ম, উপলব্ধি নাই সে মর্ম্ম,
দাস হয়ে প্রভুত্বের দাবী, ঘোর সর্ব্বস্থলে।
বিশ্ব আমায় উপহাসে, মরি লাঞ্ছনায়,
তবু কি আশ্চর্য্য, আমার কর্ত্তৃত্বাভিমান,
যায়না,—আমার সঙ্গে ঠিক চলে।
হিতের আশায় যে কাজ করি,
বিপরীত ফল তায় ফলে।
স্বর্ণ-সংগ্রহিতে খনির গর্ভে প্রবেশি,
চাপ ভেঙ্গে মা, মরি তার তলে॥
আবার, যাই যদি বাণিজ্য কর্‌তে মা,
যায় তরণী ডুবে অতলে॥
যদি, ফল পাড়িতে বৃক্ষে উঠি, ডাল ভেঙ্গে পড়ি,
বেড়ার গোঁজা, বিদ্ধ হয় হৃদয়-মূলে॥
ভাবি তখন, তবে আমার কর্ত্তৃত্ব কোথায়?
এতই ভ্রান্তি, ক্ষণপরে আবার যাই ভুলে।
ভ্রান্তিই বা কি মহীয়সী,—তুমি কি ভ্রান্তি?
তুমি ভুলাও, তাই ভুলুয়া, পড়েছে ভুলে॥

নৃত্যকালী।

নাচ্‌তে ভালবাস, তাইতে, নৃত্যকালী নাম তোমার
নাচার পুতুল নিজেই গড়ি, সঙ্গে নাচাও অনিবার।
কত অদ্ভুত মূর্ত্তি ধরি, কত রঙ্গ-ভঙ্গি করি,
জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে, নাচ মা তুমি,
তোমার নাচ্‌নার কি বাহার!
নাচনের নাই কালাকাল,—দিবারাত্রি নাই বিচার॥
তুমি নাচ, তাই নাচে মা, তোমার এ সংসার,
নাচেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ, অন্য ত কোন্ ছার।
নাচে অকূল সিন্ধু-সলিল, নাচে আকাশ বহ্নি অনিল,
নেচে নাচাও, না নাচিয়ে সাধ্য আছে কার?
তাই, নিজেই নেচে, কত জনে, নিজেই দেয় বাহার!
কি মধুর নাচ্‌না, তুমি জীব গড়ি নাচাও,
নাচাও, আবার নাচের সঙ্গে, কি মধুর গাওয়াও।
বালক নাচে বালিকা সঙ্গে, যুবক নাচে যুবতী-রঙ্গে,
বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নাচাইতে, কৃষ্ণ-কালী নাম বিলাও।
আবার, আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনে,
পশু পক্ষী কীট নাচাও॥
দম্ভ-দর্প-অহঙ্কারে, প্রভুত্বের নেশায়,
মত্ত করি, এক দলে নাচাও।
অস্ত্র শস্ত্র দিয়ে করে, ভীষণ সমর-প্রাঙ্গণে পাঠাও।
তারা ঘটায় প্রলয়,-রক্তধারে, ধরাতল ভাসাও।
আবার কভু, বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, গড়াও,
প্রেমে আবালবৃদ্ধ সব নাচাও॥
কভুও যমুনা তীরে, বংশী বটে, ধীর সমীরে,
বংশী-বদন মূর্ত্তি ধরি, বংশী খুব বাজাও।
সু-স্বরে বিমুগ্ধা করি, গোপের কুলবতী নারী,
গৃহের বাহির করি আনি, যমুনার সৈকতে নাচাও।
দর্শাইয়া সুর-নরে,—করাইয়া বিমুগ্ধ-অন্তর,
অদ্যাবধি, সেই নাচনের, মাধুর্য্য গাওয়াও।
মুক্তিধর্ম্ম-শিক্ষক করি, নাচাও কত নর,
তারা, মুক্তি দিতে আসি, বাধায় প্রাণান্তক সমর।
লয় মা স্বাধীন বৃত্তি কেড়ে,
আগুন দেয় চৌদিকে বেড়ে,
পলাইলে দৌড়ে ধরে, আদায় করে মুক্তি-কর।
এমনি মুক্তিদাতা গড়াও, তার মানে যমের চাকর!
বিশ্বপ্রেমের প্রেমিক করি, নাচাও এক দলে।
তারা, জীবে দয়া, প্রধান ধর্ম্ম, মুখে খুব বলে।
তারা, মৎস্য, মাংস পরিত্যাগী, অহিংসার খুব মস্ত যোগী,
কিন্তু, ছারপোকা-পালনের জন্য, মানুষ মারে কৌশলে।

আবার, কর্জ্জ দিয়া, অধমর্ণের সর্ব্বস্ব খায় ঝাল্-ঝোলে
কত নাচ্‌নাই দেখিতেছি, নিজেও কত নাচিতেছি,
কি নাচন নাচাও জীবে, ভুলায়ে মায়ায়,
যে বুঝে, সে বিহ্বল নিরন্তর !
শুধু বিহ্বল নহে মা, সে, একেবারেই নিরুত্তর !
নাচ তুমি, নাচাও জগৎ, কিন্তু এক কথা,
নাচাও যদি, কোলে করি, সন্তানের মত,
তবে রয়না আর ব্যথা।
ভুলুয়া গায়, কি মূর্খের কথা !
রবি, চন্দ্র, গ্রহ, তারা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, ধরা,
আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত, যে নাচে যথা,
দিব্যচক্ষে দেখ, পরাপ্রকৃতি কালীর,
কোল ছাড়ি, কে নাচিছে কোথা ?

ভজন-কীর্ত্তন।

এ দেহের প্রাণ, তুমি গো জননি,
তোমা বই জানিনা অন্য।
এবার, জীবনে মরণে, তুমি সাথী হলে,
গণিব জীবন ধন্য ॥
তুমি ভাসাইয়ে দেও, ভাসিয়া যাইব,
কিনারে ধরাও, কিনারে পাইব,
তোমারি বিধান মাথায় ধরিব,
কিছুতে না হব ক্ষুণ্ণ ॥
তোমারি নামে মরম বাঁধিয়া,
যেতেছি যাইব সকলি সহিয়া,
মাথায় বজর পড়িলে এখন,
তৃণ-সম করব গণ্য ॥
অন্বেষণ করি এ তিন সংসার,
অন্ত না নিরখি, তোমার করুণার,
বিশ্বে তোমার মত, কেবা আছে আর,
স্নেহময়ী মোর জন্য ॥
তুমিই আমার বিপদে বন্ধু,
তুমিই আমার করুণাসিন্ধু,
তুমিই আমার পিপাসার নীর,
তুমিই ক্ষুধার অন্ন ॥
তোমারি শ্রীপদ মস্তকে ধরিয়া,
নির্ভয়ে বেড়াই সংসার ভ্রমিয়া,
তুমি ভুলুয়ার সম্পদ, বিপদ,
সুখ, দুখ, ধন, দৈন্য ॥

——

ভৈরবী—একতালা।

আমি জানি না ভজন, জানি না সাধন,
জানি মা কেবল, তোমারি নাম।
আর জানি তোমার, করুণা না হলে,
কিছুতে পূরেনা, কোনও কাম ॥
তোমারি ইচ্ছায় পেয়েছি জীবন,
তোমারি ইচ্ছায় ঘটিবে মরণ।
বেচে আছি তাও, তোমারি ইচ্ছা,
তোমারি ইচ্ছায় মানাপমান ॥
কত ভালমন্দ করিনু বাসনা,
কিছুই তারিণি, কভু ঘটিল না,
ঘটিল না তাই, স্বপনেও যাহা,
করি নাই আমি কখনো ধ্যান ॥
পিপাসায় নীর, ক্ষুধায় আহার,
মিলে যে তাহাও করুণা তোমার,
আবার, তোমারি বিধান, অনুসারে শিবে,
সুনাম, কু-নাম, লোকে করে গান ॥
এবার, যে ভাবে রেখেছ, সেই ভাবে আছি,
যবে যা দিতেছ, তাহাই পেতেছি।
পরিণাম-ভার, তোমাকে দিয়াছি,
তোমা বই ভুলুয়া জানে না আন ॥

——

ঝিঁঝিট—একতালা।

এত যে করুণা কর নিশিদিন,
তবু নিকরুণা বলি মা তোমায়।
আর, এত যে দিতেছ চাহিবার আগে,
তবু বলিতেছি, দিলে না আমায় ॥
আমার, পদে-পদে, অপরাধের অন্ত নাই,
সে কথা কখনো স্মরিতে না চাই।
আবার, কত মন্দ ছন্দে তোমাকে দোষাই,
দুখের আঁচড় যদি লাগে গায় ॥
সন্তানের মুখ ভার হবে ভয়ে,
দশভুজে মাগো দিতেছ বহিয়ে,

যত পাই তত জানাই কাঁদিয়ে,
অভাব-সাগরে ডুবালে আমায় ॥
এত যে নির্ভয়ে রাখ সারাদিন,
এত যে সম্মানে করেছ আসীন,
তবু বলি, আমায় করিয়াছ দীন,
সুখে দুখ করি, শুনাই সবায় ॥
তুমি ত করুণা কর অনিবার,
আমি তা সর্ব্বদা করি অস্বীকার।
এমন, দুর্জ্জনে করুণা, আর করিও না,
দুঃখে ফেলি, শিক্ষা দেও ভুলুয়ায় ॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

তুমি, এত ভালবাস, তবু তোমার কথা,
এ অধমের মনে, থাকে না।
তোমার, নাম নিলে সকল, অভাব দূরে যায়,
মন তবু তোমায় ডাকে না ॥
তোমার মতন, ব্যথিত কেহ নাই,
তাহাও সে স্মরণ রাখে না।
তুমি, রক্ষা কর সদা, পাছে পাছে থাকি,
তাহাও সে ফিরে দেখে না ॥
ভুলিয়াও আমার অহঙ্কারের ঘাড়,
তোমার দুয়ারে বাকে না।
তোমার মূরতি ভুলিয়াও মন,
একবারও হৃদে আঁকে না ॥
এমন স্নেহময়ী তুমি যে আমার,
তাহা এ ভুলুয়া বুঝে না।
সে, তোমাকে ভুলিয়া, ইহাকে উহাকে,
ধরিয়া চাহে মা করুণা ॥

ঝিঁঝিট—এক তালা।

তুমি কি মোর যেমন তেমন মা ? হর-মনোরমা।
আমি, ত্রিভুবন খুঁজিয়ে নাহি, পেলাম তোমার উপমা ॥
আজ আত্মীয় হয় মা যারা, পরের কথা শুনে তারা,
কাল যখন কাঁদাতে বসে, তুমি কর মা সান্ত্বনা ॥
ভবে যারা আমার বলে, কেউ টিকে না বিপদ হলে,
তুমি তখন করি কোলে, মুছায়ে দেও যাতনা ॥
ভুলুয়া তাই বুঝেছে মা, সুহৃদ নাই কেউ তোমা বিনা।
তাই, জীবনে মরণে এবার, তোমা বই সে জানে না ॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

বড় দুখে পড়ে গেছি মা। হর-মনোরমা।
আমার, চৌদিকে বিপদের সিন্ধু,
নাহি মা কুল, নাহি সীমা ॥
অভাব ত্রিজগৎ-জুড়ে, বল-বুদ্ধি গিয়াছে উড়ে,
এখন, ক্ষুধায় অন্ন পিপাসায় জল,
মিলিবার নাই সম্ভাবনা ॥
বন্ধু-বান্ধব ছিল যারা, বিরূপ হয়ে গেছে তারা,
এখন, তুমি মোর ভরসা শুধু, সন্তাপ-নাশিনী শ্যামা ॥
দুর্গতি-হারিণী তুমি, দুর্গমে পড়েছি আমি,
উদ্ধারিতে ভুলুয়াকে, আর দূরে থাকিও না ॥

—ঐ সুর।

আমায় দেও মা কিনার। (অকূল ভব-সিন্ধু জলে।)
হাবু-ডুবু খেয়ে মরি, এ অকূল পাথার ॥
স্বকর্ম্ম-বায়ু প্রতিকূল, সমুদ্র দুখ-তরঙ্গাকুল,
ভয় হরি আধামগ্ন, না জানি সাঁতার ॥
নাই মা সুহৃদ, নাই মা সহায়, এ সঙ্কটে নাই আর উপায়।
আয়ু-সূর্য্য অস্ত যায় যায়, এল, কালের অন্ধকার ॥
এ-কাল দুখ-সাগরে, ভুলুয়া যদি না তরে,
পতিত-পাবনী-নামে, হবে কলঙ্ক তোমার ॥

বেহাগ—মধ্যমান।

আমার, মন নহে মনের মত।
সে আপনে পর ভাবি, হইল পর-সেবী,
রহিল পরের অনুগত ॥
যে কথা বলিলে পরে বিপদ ঘটে,
রসনাগ্রে মন অগ্রে তাহাই রটে,
আবার, যে কথা শ্রবণে, নিষেধ ত্রিভুবনে,
আগ্রহে তাই শুনতে রত' ॥
তুচ্ছ ভোগের লাগি ভুলল ভক্তিযোগ,
তাইত আমার ভাগ্যে কেবল দুঃখভোগ।
নিত্যই দুর্যোগ, নিত্য নূতন রোগ,
মনের দোষে হ'লাম জীবন-মৃত ॥
মন যে মহোৎসবে গঙ্গাস্নানে যায়
ঘটী-বাটী-কেনা উদ্দেশ্য তাহার।
আবার, হরি-সঙ্কীর্ত্তনে অশ্রু বরিষণে,
হ'তে সাধু-নামে পরিচিত ॥

যত্ন করি পরি সন্ন্যাসীর বসন,
অর্থ আর প্রতিষ্ঠা করে অন্বেষণ,
আবার, ইন্দ্রিয়-সম্ভোগে, মগ্ন মহাযোগে,
ভগ্ন তাই সু মনোরথ ॥
(তার কথা আর কইব কত)।
মহাশক্র ঘরে আছে যে ছয় জন,
যত্ন করি সাধে তাদের প্রয়োজন।
এবার, ভুলুয়ার জয়কালী, পূজার ঘরে কালী,
বলঙ্কে ভরল জগত।"

—— আলেয়া—একতালা।

মনের প্রতি।

কি হেতু মা নাম মন্ত্র ছাড়িবি ?
এ মহামন্ত্র ছাড়ি, কোন উপায়ে বল্
সংসার-যন্ত্রণা জুড়াবি
সংসার-সাগর তরঙ্গময় বটে,
নৌকা-নিমজ্জন বার বার ঘটে,
বার বার বটে, বিপাকে পড়িবি ;—
তাই কি করুণাধার, চির মোহ মার,
আদর-সোহাগ অবহেলিবি ?
জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ করিস্ কত অপরাধ,
তবুও যে ক্ষমা করি, করে নিতি আশীর্ব্বাদ,
তার কথা ভুলিতে কি পারিবি ?—
অঙ্কে ধরি সমাদরে, নিতি যে পালন করে,
কোন্ প্রাণে তায় ফেলি চলিবি ॥
কি ভক্তি তাঁকে তবে দেখালি ?
করুণার কৃতজ্ঞতা কি দিলি ?
তুই যে তনয় তাঁর, পরমাণ সে কথায়,
পরিচিত জগতে কি রাখিলি ?—
অতি হীন দুর্নাম জগভরি রটাইয়া,
কোন্ মুখে দেশে তুই বেড়াবি ॥
জলদে চাতক ভালবাসে,
চাতক চাহে জল, জলদ চপলানল,
করকা-বজর-সহ বরসে,—
তবু কি জলদ ছাড়ি, চাতক উপাসে আনে,
ভালবাসিতে ঐ চাতকই কেবল জানে,
ভালবাসা তার কাছে, ভুলুয়া কি শিখিবি ॥

—— মিশ্র-কাওয়ালী।

হৃদয়ে রেখ। (যতনে তারিণী-পদ)
আর, "তারা মা তারিণি", বলি, বদনে সঘনে ডেক ॥
সাগরের তরঙ্গের মত, সংসারের বিপত্তি যত,
দুখে হয়ে আত্মহারা, মা-নাম ভুলে থেকনাক ॥
জরা-মরণ ব্যাধির কোলে, বসতি এই ধরাতলে,
দৈব তাহে প্রতিকূলে, কেন না দেখ ? ॥
প্রতিকূল পাঁচ ভূতের ঘরে, ভুলুয়া বসতি করে,
কখন কি ঘটে কপালে, সতত সাবধানে থেক ॥

—— বেহাগ—কাওয়ালী

তাহার কিসের এত ভয় ?
শরণাগত-পালিনী, কালী-নামে যে তন্ময় ॥
বিপদ-ভয়-বারিণী-পদে, নির্ভর করি পদে পদে,
পদক্ষেপ যে করে তাহার, পরমাদ কি রয় ॥
কালী-নাম বদনে যাহার, কালের তাহে নাই অধিকার,
সাগরের তরঙ্গ তাকে, পরশিবার নয় ॥
ভুলুয়া সমুচ্চে রটে, তার যদি অমঙ্গল ঘটে,
তবে, উল্কার মত, চন্দ্র সূর্য্য খসিবে নিশ্চয় ॥

—— বেহাগ—কাওয়ালী।

কে বা আছে আর ? (মার মত ব্যাথার ব্যথিত)।
মা কি বস্তু, সেই জানে, মার অভাব ঘটে যার ॥
মা, প্রাণ ধরে সন্তানের জন্য, সন্তান বই জানে না অন্য।
সন্তান হলে বিপন্ন, মার, জগৎ অন্ধকার ॥
কিসে সন্তান সুখী হবে, কি বা খাবে, কোথায় র'বে,
কি হল, কি হবে, কেবল, এই ভাবনা মার ॥
দেহ ছাড়ে জননীর প্রাণ, তবু বলে কৈ মোর সন্তান,
মরণ তুচ্ছ করে, সুখী দেখ্‌লে সন্তান তার ॥
মার উপরে আর কে আছে,
মার তুলনা আর কার কাছে,
তাই জীবনে-মরণে, সম্বল, মা নাম ভুলুয়ার ॥

—— বেহাগ কাওয়ালী।

যদি মা আমার, আমি নই কিসে মার,
এ অবিচার কেন হবে।

জীবনে মরণে তাহার আশীর্ব্বাদ,
কেন এবার আমি পাব না তবে ॥
হই না আমি মন্দ, তাতে কিসের ভয়,
মন্দ ছেলে কি আর রয়না ভবে ?—
যদি, মন্দ ছেলে হলে, জননী দেয় ফেলে,
তবে, স্নেহময়ী নাম, কি গৌরবে ॥
আমি যাহার লাগি, হ'লাম সংসার ত্যাগী,
তাহার, ভুলে যাওয়া কি সম্ভবে ?—
দণ্ডে বা দিবসে, মাসে বা বরষে,
একদিন তাহার দেখা, দিতেই হবে ॥
চিরকাল সে মা সমান দয়াময়ী,
শিব বাক্য কি আর বিফল যাবে ?
এবার, নির্ভাবনায় বসি, থাক্ না ভুলুয়া,
সে, আপ্‌নি এসে কোলে, নিবেই নিবে ॥

মনোহর সাঁই।

সুখের কথা সবাই বলে।
আর সবাই ভাবে দিবানিশি,
সুখ পাওয়া যায় কোথায় গেলে ॥
কেউ ভাবে খুব সুখী হতাম, মনের মত টাকা হলে।
তাই যদি হয়, তবে কেন, টাকার ঘরে আগুন জলে ॥
কেউ বলে সুখ উচ্চ পদে, কেউ বলে সুখ জনবলে।
তাই যদি হয়, জার নিকোলাস, গুলি খেয়ে কেন ম'লে ॥
সম্পত্তি প্রভুত্ব যাহা, হাওয়ায় আসে, হাওয়ায় চলে।
জলের তরঙ্গ যেমন, জলে উঠি মিশায় জলে ॥
ভুলুয়া গায়, সুখ কেবা পায়, ধন-দৌলতে ধরাতলে।
মন খাঁটী যার, সুখ আছে তার,
আর সুখ, শ্যামা-চরণ-তলে ॥

ভৈরবী—একতালা।

সুখ সুখ করি দিন চলি গেল
সুখ মোকে দেখা দিল কৈ ?
সুখের আশায়, যে পথেই হাটি,
দেখি না কোথাও দুখ বই ॥
কত জনে সুখ- নিকেতন ভাবি,
কত আশে মোর মোর কই।
তারা গাছে উঠাইয়া, ফেলিয়া পলায়,
আমি শেষে একা দুখ্ সই ॥
লোকে ভাবে, সুখ ধনে জনে হয়,
সে দুখের কথা কারে কই।
আমি, ধনজন নিয়া, কাদা খাই, আর
লোকে ভাবে, আমি খাই দই ॥
যে বলে বলুক, এ সংসারে সুখ,
আমি আর সে কথায় নই।
ভুলুয়াও কহে, কাকর ভাজিলে,
কে কোথায় বল পায় খৈ ॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

হ'ত মন যদি মনের মত !
মনের মত একবার, ডাকতাম মা বলিয়া,
দেখ্‌তাম কেমন করে দূরে র'ত ॥
আক্ষেপে বিক্ষেপে শত খণ্ড মন,
লক্ষ লক্ষ দিকে চলে অনুক্ষণ,
নাহি লক্ষ্য স্থির, অস্থির অধীর,
তাহে, অন্তঃশত্রুর অনুগত ॥
আছে ভগবানের শ্রীমুখ-বচন,
নরকের পাণ্ডা কামাদি তিন জন,
তাদের সঙ্গ যারা, না ছাড়িবে তারা,
ভুগ্‌বে নরক অবিরত ॥
আমি, জানিয়া শুনিয়া তাদের সঙ্গে চলি,
অন্তরে বাহিরে তাদের মন্ত্র বলি,
তাদের অনুবন্ধে, জননীর সম্বন্ধ,
হয়ে আছি এবার বিস্মরিত ॥
রইত যদি মন জননীর শ্রীপদে,
হইত কি আর ভবে, বিপদ পদে পদে,
নিঃসন্দে এবার পরম আনন্দে,
আমার জীবন হ'ত গত ॥
মন বুদ্ধি নিয়ে করব আরাধন,
সে মন বুদ্ধি নহে বাধ্য এক ক্ষণ,
অসাধ্য এখন, ভুলুয়ার সাধন,
তাহার, সিদ্ধি সুদূর পরাহত ॥

আলেয়া—একতালা।

মন কি বলে ডাকিস মাকে।
যদি মা এসে দাঁড়ায়, বল্ কোথা বসাবি তাকে ॥

এক খানি ঘর পুঁজি মন তোর, বাজে জিনিস লাখে লাখে।
ঘরের, চাল সমান করেছিস্ বোঝাই,
ঠেসে ঠুসে থাক্-বেথাকে ॥
ঘরে দুর্গন্ধময় পচা ময়লা, রেখেছিস্ যা কেউ না রাখে।
আবার দুয়োর জুড়ে বসায়েছিস্,
মলঘাঁটা সেই কাম বেটাকে ॥

তোর ঘরের মধ্যে মোহের আঁধার,
এমন ঘরে বল্ কে ঢোকে।
আঁধার ঘরে চোরের বাসা, সম্ঝিয়ে দে ভুলুয়াকে ॥
—— ভৈরবী—একতালা।

এখনে মন আর কেঁদনা।
পরে তারা কেঁদেই থাকে, আগে যারা রোধ মানেনা ॥
কুপথে মন হাটার সময়, শোন নাই ত কারো মানা।
সাপ ধরি যে গরল খাবে, জুড়াবে কে তার যাতনা ॥
দীপ নিবিলে তেল ঢালিলে, ফিরে তাহা আর জ্বলেনা।
সখ্ করিয়ে নাও ডুবায়ে, কাঁদ্‌লে তাহা আর ভাসেনা ॥
সারা জীবন স্বেচ্ছাচারী, বৃদ্ধকালে উপাসনা।
ভুলুয়া গায়, ডুবো নৌকায়, গুণ বান্ধিয়ে উজান টানা ॥
—— —ঐ সুর।

কাহে এত চঞ্চল, রহবি দিন যামিনী।
কাহে এত দুর্ভাবনা ঘোর!
ভাবনা-ভয়-হারিণী বর-অভয়-দায়িনী,
তারিণী জননী যদি তোর ॥
যদি কহবি কাল অতি কুটিল গতি বহমান,
কালগতি রোধ সুদুষ্কর।
সো কাল জননী কালী- চরণ-তলে বিগলিত,
অতি ললিত ভাবে বিভোর ॥
(তা কি চেয়ে দেখিস্‌নারে; কাল কালীর চরণ-তলে,
আমায় দয়া কর বলে;-অতি ললিত ভাবে বিভোর।)
রবি, চন্দ্র, গ্রহ, তারা, বহ্নি, বায়ু, বরুণ, যম,
শাসিত যার শাসনে নিরন্তর।
ভুলুয়া, ভণে সোহি মহা মহীয়সী জননী যদি।
তোকে, অঙ্কে রাখি কহয়ে মোর মোর ॥
—— —কীর্ত্তন।

শমনের প্রতি।

শ্যামা মা যার সঙ্গের সাথী, সে কি শমন ডরায় তোরে!
সে, মা নামের জয়-ডঙ্কা মারি, নাচেরে আনন্দভরে ॥
আনন্দময়ী মার নামে, স্বর্গ তার এই ধরাধামে,
নিরানন্দে রয় কি রে সে, আনন্দময়ী যার অন্তরে ॥
মহাকাল যার চরণ-তলে, থাকে রে সে তাহার কোলে,
সে, মহানন্দে ভবের খেলা, দে'খে বেড়ায় ঘুরে ঘুরে ॥
শোন্‌রে শমন বলি তোকে, জয় কালী নাম যাহার মুখে,
তার প্রতি তোর নাই অধিকার, না হয় সুধাস্ ভুলুয়াকে ॥
—— মিশ্র—ঝাঁপতাল।

আমি কেন রে ভয় পাব?
যদি ভ্রূভঙ্গী দেখাবি, আমিও দেখাব,
তোর কাছে কেন খাট হব ॥
যার বলে তুই অদ্বিতীয় বলী,
ব্রহ্ম হ'তে স্বত্ব স্ব-বশে আনিলি।
আমি তারই তনয়, ব্যক্ত বিশ্বময়,
তোর খাতির আমি কি যোগাব ॥
আমার, পাপ-পুণ্যের বিচার তুই কি করিবি,
পাপ-পুণ্য আমার, কোথায় বা তুই পাবি?
মা নাম মন্ত্রানলে আমি তা সকলে,
পোড়ায়েছি, সাক্ষী আছেন ভব ॥
ভুলুয়ার সিদ্ধান্ত শোন্‌রে তুই শমন,
মা-নাম মহামন্ত্র পেয়েছি যখন,
এবার "জয় মা" বলি, দিয়ে করতালি,
তোর বাহাদুরী ভেঙ্গেই যাব ॥
—— মূলতান—একতালা।

জিজ্ঞাসা।

তোমরা কি কেউ বল্‌তে পার, কোথায় আমার মা।
আমি, সারা পৃথিম্ খুঁজে, তাহার দেখা পেলাম না ॥
সে বড় করুণাময়ী, আমি তার্ আদরের হই,
আমি, খেল্‌তে, খেল্‌তে, কোথায় এলাম,
বুঝ্‌তে পারছি না ॥
আমার মা যে দেশে আছে, সে দেশ ভরা ফলের গাছে,
এ দেশের লোক সে দেশে কি, কেউ যায়না আসে না ॥
মা, চার হাতে কাজ কর্‌তে পারে,
তিন নয়নে দেখ্‌তে পারে,
নাই তার বসন, চুল বাঁধেনা, বরণ তার শ্যামা ॥
ভুলুয়া গায় চিনি তারে, আছে আমার মণ্ডপ ঘরে,
এখন, শিব তায় বুকে রাখে বন্দি, তার নাম শিবাসনা ॥
—— মিশ্র—গড় খেম্‌টা ॥

ষষ্ঠ দিন।

—ঃ০ঃ—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—ঃ০ঃ—

যা ভূতান্ বিনিপাত্য মোহজলধৌ
সংনর্ত্তয়ন্তি স্বয়ম্।
যন্মায়া পরিমোহিতাঃ হরিহর-
ব্রহ্মাদয়ো জ্ঞানিনঃ।
যস্যা ঈষদনুগ্রহাৎ করগতং
যদ্যোগিগম্যং ফলম্।
তুচ্ছং তৎপদসেবিনাং হরিহর
ব্রহ্মত্বং তস্যৈঃ নমঃ॥

শ্রীশ্রীসর্ব্বানন্দ তরঙ্গিণী॥

"যিনি ভূত সমূহকে মোহ-সমুদ্রে পাতিত করিয়া নিজে নৃত্য করেন, হরিহরব্রহ্মাদিও যাঁহার মায়ায় বিমোহিত, যাঁহার বিন্দুমাত্র অনুগ্রহে যোগিগণের যোগগম্য ফল করতলগত হয়, এবং যাঁহার ভক্তগণ ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণুত্ব, শিবত্বকে (অথবা সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যকে) তুচ্ছ জ্ঞান করেন, তাঁহাকে নমস্কার করি।

জয় জগদ্ধাত্রী সুর-মুনীন্দ্র-বাঞ্ছিতা,
ত্রিজগজ্জননী নৃত্যকালী।
দৃশ্যমান এ বিশ্বের কেন্দ্র-স্বরূপিণী
পদে বিশ্বনাথ, ইন্দুভালী।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, বহ্নি, বরুণ, পবন,
ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, যম, যত,
শক্তিমান, যাঁর শক্তি-প্রভাবে, সকলে,
আজ্ঞা যাঁর, বহে অবিরত,
যক্ষ-রক্ষ-দানব-দেবতা-বিদ্যাধর,
ভূচর, খেচর, জলচর,
কৌশলে যাঁহার, আত্ম-বিস্মৃত সকলে,
কাল-চক্রে, ভ্রমে নিরন্তর,

শক্তি-ভক্তি-জ্ঞান-বুদ্ধি-প্রতিভা-প্রয়াস,
ধৃতি-স্মৃতি-লক্ষ্মী-লজ্জা-ভয়,
ইত্যাদি অন্তরে যিনি ;—জগ-রঙ্গমঞ্চে,
যাহে জীব করে অভিনয়,
অত্যুচ্চ সাধন-বলে, দর্শনে তাঁহার,
এ সংসারে কৃতার্থ যে হয়,
অম্বিত সে, বিশেষত্বে ;—অস্বীকারি যদি,
অপরাধী ভুলুয়া নিশ্চয়।
জিজ্ঞাসেন নিত্যানন্দ, "ব্রহ্মময়ী কালী
প্রত্যক্ষ দর্শনে এ সংসারে,
সমর্থ কি হয় নর ?—উদ্বাহু বামন,
পারে কি সুধাংশু ধরিবারে ?"
উত্তরে সন্তান, "নরে অসমর্থ হলে,
অর্চ্চনা কে করিত তাঁহার ?
দুগ্ধ মথি, নাহি-যদি উল্লাসে মাখন,
মন্থনে বাসনা হয় কার ?
আপাতঃ দর্শনে কি না গণি অসম্ভব!
অসম্ভব সিন্ধু-উত্তীরণ,
অসম্ভব ধরা-গর্ভে খনিতে প্রবেশ,
অসম্ভব মণি-উত্তোলন।
সিন্ধুর অতল-তলে রহে রত্ন রাজি,
আমাদের বিশ্বাসে না আসে।
সন্ধান ডুবুরী জানে, পশি সুকৌশলে,
রত্ন তুলি আনে অনায়াসে।
সে প্রকার আছে ভক্তি সাধনার বিধি,
যাহে তাঁকে করিয়া দর্শন,
কৃতার্থ হইয়া ভক্ত, অন্য সাধকের
জন্য করে, পন্থা নির্দ্ধারণ।
সাক্ষী তার শ্রীরামপ্রসাদ এক জন,
অসম্ভব ইচ্ছামৃত্যু যাঁর,
আর সাক্ষী নরোত্তম দাস, নরোত্তম,
বৈষ্ণব-সমাজে অলঙ্কার।

ব্রহ্মচারী শ্রীগরীব, শ্রীকমলাকান্ত,
আর ভক্ত মহেশ মণ্ডল,
সর্ব্বানন্দ সর্ববিদ্যা, ভবানী ঠাকুর,
প্রত্যেকেই সু-দৃষ্টান্ত স্থল।”

জিজ্ঞাসেন শিবানন্দ, “কে সে মহাজন ?
—সর্ববিদ্যা উপাধি যাঁহার।”
উত্তরে সন্তান, “সিদ্ধ সাধক-মণ্ডলে,
সর্ব্বানন্দ-সম্মান অপার।

পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর ক্রোড়ে পূর্ব্বস্থলী,
পূর্ব্বে ছিল প্রসিদ্ধ নগর,
বহু ভক্ত সাধকের আবির্ভাব-জন্য,
গণ্য ছিল তীর্থের সোসর।

পূর্ব্বকালে সে নগরে করিতেন বাস,
ভট্টচার্য্য, বাসুদেব নাম।
আত্মজয়ী, তপোনিষ্ঠ বশিষ্ঠ সমান,
সু-নির্ম্মল ভক্তিরসধাম।

গঙ্গাতীরে এক দিন নিশীথ সময়ে,
জপ-ধ্যানে তন্ময় যখন,
সুপ্রসন্না ব্রহ্মময়ী, দৈববাণী-ছলে,
আশ্বাসেন করি সম্বোধন ;
“ভক্ত তুমি, তুষ্ট আমি তব তপস্যায়,
প্রাপ্ত হবে আমার দর্শন।

মেহার প্রদেশে জিন-বৃক্ষ-মূলে বসি,
পৌত্র-রূপে আসিবে যখন।”
উৎফুল্ল-অন্তর ভক্ত,—দৈববাণী শুনি,
পূর্ব্বস্থলী করি পরিহার,
উপস্থিত অবিলম্বে, মেহার প্রদেশে
সঙ্গে নিয়া পুত্র-পরিবার।

“দাস রাজ” উপাধি তথায় জমীদার,
যত্ন করি দিল বাসস্থান,
যোগ্য গুরু জ্ঞান করি, শিষ্যত্ব গ্রহণি,
বহুরূপে করিল সম্মান।

মন্ত্র-সিদ্ধি-জন্য, ভক্ত যান কামাখ্যায়,
সাধনার সর্ব্বোপরি স্থানে,
সে স্থানেও, পরাবিদ্যা সন্তুষ্টা হইয়া,
আশ্বাসেন স্বপ্নাদেশ দানে।

“মেহারের জিনবৃক্ষ-সন্নিকটে আছে,
ভূগর্ব্বে প্রোথিত শিব-লিঙ্গ।
অর্চ্চি যাহা, পূর্ব্বকালে, সিদ্ধ সাধনায়,
মহামুনি তপস্বী-মাতঙ্গ।

তদুপরি শবাসনে করি আরোহণ,
জপি ব্রহ্ম-মন্ত্র, হে সুজন !
আহ্বানিবে যখন, তখনি দেখা পাবে,
পৌত্র-রূপে আসিবে যখন।”

হৃষ্ট পরাবিদ্যাদেশে, ভক্ত বাসুদেব,
মহোল্লাসে আসেন মেহার।
ভৃত্য, নাম পূর্ণানন্দ, জাতি নমঃশূদ্র,
উত্তরসাধক ছিল তাঁর।

বলেন সমস্ত বার্ত্তা, তাহার নিকটে,
—বলেন রাখিতে সংগোপনে।
“পুত্র তাঁর শম্ভুনাথ, তার পুত্র রূপে,
আসিবেন শীঘ্রই ভবনে।”
এত বলি যোগ-বলে, ত্যজেন জীবন,
পৌত্ররূপে জনমেন আসি।

নাম হল সর্ব্বানন্দ, পূর্ণানন্দ কোলে,
পূর্ণানন্দে রাখে দিবানিশি।
পূর্ণানন্দে সর্ব্বানন্দ ডাকে দাদা বলি,
রাত্রি দিন রহে তার সঙ্গে,
ভিন্ন পূর্ণানন্দ, কারো বাক্যে কর্ণপাত,
করে না সে, কোনও প্রসঙ্গে।

পুত্র-শিক্ষা-জন্য, শম্ভুনাথ সাধমত,
চেষ্টা-যত্ন যা কিছু করিল,
মিথ্যা হল তা সমস্ত, পুত্র দিন দিন,
গণ্ডমূর্খ হইয়া উঠিল।

অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম, আর যত হীন কর্ম্ম,
শঙ্কা তার কিছুতেই নাই,
জন্মি কুলে ব্রাহ্মণের, সদা ভ্রষ্টাচার,
বেড়ায়, যা পায়, তাই খাই'।
সর্ব্ব জনে সমাজের, নিন্দে সর্ব্বানন্দে,
"দূর, দূর !" বলি, বলে মন্দ।
চিন্তি পুত্র-পরিণাম, পিতা দুশ্চিন্তায়,
—নিশ্চিন্ত একেলা পূর্ণানন্দ।
রাজগুরু-পুত্র বলি বিবাহ হইল,
ঘটকের ঘটকালী-জোরে।
নিরীক্ষিয়া, বিবাহান্তে জামাতার গুণ,
শ্বশুর-শাশুড়ী কাঁদি ফিরে।
বিবাহ করিলে, সর্ব্বানন্দ সর্ব্ব দিকে,
বিস্ময়ের প্রবাহ বহিল,
অসাধ্য হইল সাধ্য, বর্ষত্রয়-মধ্যে,
শিবনাথ-পুত্র জনমিল।
শিবনাথ অতি অল্পে হইল বিদ্বান,
তার যশে পরিপূর্ণ দেশ,
কিন্তু নিরক্ষর জ্ঞানশূন্য তার পিতা,
তাই সদা চিত্তে তার ক্লেশ।
মাত্র এক, পূর্ণানন্দ, এ মহীমণ্ডলে,
সর্ব্বানন্দে করে সমর্থন।
পূর্ণানন্দ বাসুদেব-সঙ্গী, তাই বলি,
কেহ তাকে না করে লঙ্ঘন।
পূর্ণানন্দ-ভয়ে সর্ব্বানন্দের উৎপাত,
অনেকে নীরবে সহ্য করে।
সহিলেও, যখন অসহ্য বড় হয়,
নির্জ্জনে ধরিয়া, দু ঘা মারে।
একদিন সর্ব্বানন্দ পূর্ণানন্দ-সঙ্গে,
রাজসভা-মধ্যে উপস্থিত।
সভাস্থ-শ্রীশিবনাথ, জ্যেষ্ঠতাত-সঙ্গে,
সর্ব্বানন্দে দর্শিয়া স্তম্ভিত,

"কি বলিতে কি বলিবে", চিন্তিয়া অন্তরে,
অতিশয় উদ্বেগে রহিল।
গুরু-জ্ঞানে, রাজা বহু সম্মান করিয়া,
যত্নে উচ্চাসনে বসাইল।
কথার প্রসঙ্গে রাজা জিজ্ঞাসে সভায়
"কোন্ তিথি আজ ?"—সর্ব্বানন্দ
সকলের অগ্রে কহে, "আজ ত পূর্ণিমা।"
—অগ্রভাষে মূর্খের আনন্দ !
ছিল অমাবস্যা তিথি, কহিল পূর্ণিমা,
উপহাসে পণ্ডিত যাহারা।
লজ্জা-ক্ষোভে নত-শির, পুত্র শিবনাথ,
হতমানে প্রায় আত্মহারা।
গম্ভীর বদনে রাজা শিবনাথে কহে,
"অদ্য হ'তে সভামধ্যে আর,
আসিতে না দিও সবে, এমন পণ্ডিতে,
অমাবস্যা পূর্ণিমা যাহার।"
পূর্ণানন্দ-সঙ্গে, সর্ব্বানন্দ গেল উঠি,
শিবনাথ আসিল ভবনে।
বর্ণিল পিতার কার্য্য, সজল নয়নে,
ডাকিয়া বাড়ীর সর্ব্ব জনে।
ভগ্নী, ভ্রাতা, পিতা, মাতা, পত্নী, সবে মিলি,
সর্ব্বানন্দে করে তিরস্কার,
দণ্ড ধরি, খেদাড়িয়া দিতে কেহ যায়,
কেহ যায় করিতে প্রহার !
মর্ম্মদুঃখে সর্ব্বানন্দ হইল বাহির,
পূর্ণানন্দ সঙ্গে সঙ্গে চলে,
পূর্ণকে জিজ্ঞাসে সর্ব্বানন্দ পথে আসি,
"মন্দ কি নিমিত্ত মোকে বলে ?"
পূর্ণানন্দ কহে "আজ পূর্ণ অমাবস্যা,
তুই তাহা পূর্ণিমা কহিলি,
রাজ-সভা-মধ্যে উঠি, লাভ এই হল,
প্রত্যেকের মুখ হাসাইলি !"

সর্ব্বানন্দ কহে "আমি তাহার কি জানি,
পূর্ণিমা বা অমাবস্যা কবে ?
যা মুখে আসিল, তাই দিয়াছি বলিয়া,
কার্য্যে যা হওয়ার তাই হবে !"

পূর্ণানন্দ কহে, "তোর তুল্য মূর্খ নাই,
তোকে তাহা বুঝাব কি দিয়া ?
দুর্ণাম বিস্তারি এলি, রাজসভা-মধ্যে
তাই তোকে দিল খেদাড়িয়া !"

জিজ্ঞাসিল সর্ব্বানন্দ, "বল্ তবে কিসে,
দূরে যাবে মূর্খত্ব আমার,
তত্ত্ব, তিথি-নক্ষত্রের, কিসে জানা যাবে,
—যাবে অমাবস্যা-পূর্ণিমার !"

পূর্ণানন্দ কহে, "তত্ত্ব আছে পঞ্জিকায়,
পড়িলেই সব জানা যায় ।"
সর্ব্বানন্দ কহে, "কিন্তু পঞ্জিকা খুলিয়া,
তা সমস্ত পড়াই ত দায় !"
পূর্ণানন্দ কহে "মূর্খ বুঝান কি দায় !
অগ্রে তুই লেখা-পড়া শেখ,
অ, আ, ক, খ, এক, দুই,—মনোযোগ দিয়া
অগ্রে তুই তালপত্রে লেখ !"
স্থূলবুদ্ধি সর্ব্বানন্দ, এতক্ষণ পরে,
বুঝিল সকল তত্ত্ব-সার ।

তিথি-তত্ত্ব জানিতে, যে, তালপত্র লাগে,
কেহ তাকে কহে নাহি আর ।
লম্ফ মারি কহে, "তবে এক্ষণি পাড়িব,
পত্র যত আছে তাল-গাছে ।

কবে অমাবস্যা হয়, কবে বা পূর্ণিমা,
অন্য যত পঞ্জিকায় আছে,
শিক্ষা করি সর্ব্বতত্ত্ব, ফিরে আমি যাব,
তোর সঙ্গে রাজার সভায় ।
হোক্ অমাবস্যা, তাকে পূর্ণিমা করিয়া,
আমি সর্ব্বা দর্শাব সবায় !"

এত বলি উঠে জগদ্ধাত্রী-কৃপাপাত্র,
দীর্ঘ এক তাল বৃক্ষোপরে,
তীব্র বিষ-ধর সর্প বৃক্ষ-শিরে ছিল,
বিস্তারে সে ফণা রোষ-ভরে ।

ধরিল সর্পের কণ্ঠ, দৃঢ় মুষ্টি করি,
সর্প লেজে বান্ধে তার কর ।
"সর্পে হস্তে বান্ধিয়াছে !" কহে সে তখন,
পূর্ণানন্দে, করি উচ্চ স্বর !
পূর্ণানন্দ কহে, "ঘর্ষি খর বাগুরায়,
বিষধরে খণ্ড খণ্ড কর্ ।"
সর্ব্বানন্দ বিষধরে খণ্ড খণ্ড করি,
নিক্ষেপিল ধরণী-উপর ।

ঐ বৃক্ষ, সন্নিকটে, বসিয়া তখন,
কোন এক মহাশক্তিমান
সাধক দর্শিতেছিল, কার্য্য দুজনার,
দর্শিয়া সে হ'ল সন্দিহান ।
জিজ্ঞাসিয়া পূর্ণানন্দে, শুনি পরিচয়,
সাধকের অন্তরে বিস্ময় !
প্রসন্নতা সাধকের, দর্শি পূর্ণানন্দ,
"আসি" বলি, দূরে সরি রয় ।

সে মহাত্মা, সর্ব্বানন্দে যোগ্য পাত্র বুঝি,
ডাকিয়া কহিল উচ্চ রোলে,
"হে বীর, নির্ভীক চিত্ত ! কার্য্য নাহি আর,
তাল-পত্রে,—নাম ভূমিতলে ।
মন্ত্র হেন দিব তোমা, অদ্য রাত্রি-কালে,
জপ করি, তার শক্তিবলে,
মুহূর্ত্তে হইবে সর্ব্ববিদ্যা সুপণ্ডিত,
অদ্বিতীয় হইবে ভূতলে ।"

শুনি সর্ব্বানন্দ মহানন্দে নিম্নে আসি,
শ্রীগুরুর সম্মুখে বসিল,
পূর্ণ জ্ঞানময় গুরু, সাধনা কৌশল,
ধীরে ধীরে তায় শিক্ষা দিল ।

ব্রহ্মমন্ত্র দিয়া বলে, "ভূ-গর্ভস্থ শিব,
শিব-ক্ষেত্রে করি শবাসন,
অর্দ্ধ রাত্রে এই মন্ত্র জপে সিদ্ধ হবে,
হবে সর্ববিদ্যা মহাজন।
বর্ত্তে সেই স্থান, ঐ জিনবৃক্ষমূলে,
নিবিড় জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন।"
সন্ধান প্রদানি, মন্ত্র বক্ষোপরি লিখি,
অন্তর্হিত গুরু-সুপ্রসন্ন।

তত্ত্বদর্শী ব্রহ্মবিদ্, কৃপাসিন্ধু গুরু,
ব্রহ্মমন্ত্র দিল যবে কর্ণে,
বহ্নি প্রবেশিল, যেন লৌহে বা অঙ্গারে,
সমুজ্জ্বল তনু স্বর্ণ-বর্ণে।
উদ্ভাসিয়া উঠিল সহসা জ্ঞানেন্দ্রিয়,
দিব্যদৃষ্টি নয়নে প্রকাশ।
ঝঙ্কারিয়া কর্ণদ্বয় প্রণব-ঝঙ্কারে,
চিত্তে পরানন্দের বিকাশ।
সম্পূর্ণ নূতন ভাবে অন্বিত স্বভাব,
নূতনত্বে বচন-লোচন
পরিপূর্ণ;—সর্ব্বানন্দ রঙ্গমঞ্চে যেন,
নব সাজে রঙ্গক নূতন।

তার পরে আসি পূর্ণ-দাদার নিকটে,
বিস্তারিয়া কহিল সকল,
দর্শাইল শ্রীগুরু-লিখিত ব্রহ্মমন্ত্র,
সমুজ্জ্বল যাহে বক্ষঃস্থল।
বার্ত্তা শুনি, পূর্ণানন্দ আনন্দে উন্মত্ত,
বাসুদেবে করিয়া স্মরণ,
সান্ত্বনা করিয়া, মহানন্দে মৃদুস্বরে,
কহে বার্ত্তা রাখিতে গোপন।

সূর্য্যাস্ত-সময়-পূর্ব্বে, পৌষান্ত দিবসে,
অমাবস্যা তাহে শুক্রবার,
উভয়ে একত্রে চলে, যথা মাতঙ্গেশ,
জনশূন্য জঙ্গল-মাঝার।

পূর্ণানন্দ সর্ব্বানন্দে উৎসাহিত করি,
সাধনার করে আয়োজন।
শিক্ষা দিল শবাসনে সাধনার ক্রম,
তত্ত্বদর্শী শিক্ষক-মতন।
জিজ্ঞাসিল তারপরে, "ঘুমাইব আমি,
ঠিক মরা মানুষের মত।
দুঃস্বপ্ন দর্শনে, ভঙ্গী করিব বিকট,
বিভীষিকা দর্শাইব কত।
পূর্ণ-দাদা আমি তোর, বৃদ্ধ সু-দুর্ব্বল,
হস্ত-পদ বদ্ধ তাহে র'বে,
বক্ষোপরি রবি তুই, নিম্নে থাকি আমি,
নড়িলে কি ভয় তোর হবে?
চেষ্টা যদি করি আমি নিক্ষেপিতে তোরে,
গণ্ড মোর সবলে ধরিয়া,
ধৃষ্টতা বিনাশি, মোর বক্ষোপরি তুই,
পারিবি কি থাকিতে বসিয়া?
কত বিভীষিকা, আর কত প্রলোভন,
আক্রমিবে উঠাইতে তোরে,
অগ্রাহ্য করিয়া সব, এ মন্ত্র নির্ভয়ে,
জপিতে কি পারিবি অন্তরে?"

সর্ব্বানন্দ কহে, "দাদা জিজ্ঞাসিলি যাহা,
অতি তুচ্ছ কথা সে সকল।
স্বচ্ছন্দে জপিব মন্ত্র, একাগ্র অন্তরে,
শৈল তুল্য র'ব অচঞ্চল।
বৃদ্ধকালে তুই যদি জিনিবি আমাকে,
ধিক্ মোর বাহুবলে তবে।
শঙ্কিত করিবে, হেন জন্তু ভয়ঙ্কর,
সৃষ্টি-মধ্যে কভু না সম্ভবে।

তোর বক্ষে বসি ভয়?—পর্ব্বত-কন্দরে
বসি কে ডরায় প্রভঞ্জনে?
শঙ্করের অঙ্কে বসি, শঙ্কিত কে কোথা?
নিরীক্ষিয়া ভূতের নর্ত্তনে!

পুনঃ শুন, শিব-তুল্য শ্রীগুরু-কৃপায়,
প্রাপ্ত পূর্ণ জ্ঞানের আভাস।
সিদ্ধি-তরে চিত্ত মোর উদ্বিগ্ন এখন,
মিথ্যা তোর এসব আশ্বাস!"
পুনঃ কহে পূর্ণানন্দ "সু-প্রসন্না হ'য়ে,
মুনীন্দ্র-মোহিনী মূর্ত্তি ধরি,
সম্মুখে দণ্ডাবে যবে, আসি ব্রহ্মময়ী,
বরদানে করোন্নত করি,
প্রার্থিবি তখন, অগ্রে ভৃত্যকে জাগাও,
প্রার্থে যা সে, প্রার্থি আমি তাই
প্রার্থনা তাহার ভিন্ন, শুন শুভঙ্করি,
প্রার্থনীয় মোর কিছু নাই।"
সর্ব্বানন্দ কহে, "তাহা অবশ্য বলিব,
ভিন্ন তুই বন্ধু কে আমার?
তু' মোর সর্ব্বস্ব দাদা, সঙ্গী এ জীবনে,
প্রার্থনা যা তোর, তা আমার!"
শুনি যোগী পূর্ণানন্দ যোগাবলম্বনে,
কলেবর করে পরিহার,
সর্ব্বানন্দ শবোপরি শিবাসন পাতি,
জপে ব্রহ্মমন্ত্র, মন্ত্র-সার।
উদ্ভাসিয়া দশদিক তৃতীয় প্রহরে,
জ্যোতির্ম্ময়ী হর-মনোরমা,
সর্ব্বানন্দ হৃদ্-পদ্মালয়ে সমুদিয়া,
প্রকাশেন জ্যোতি অনুপমা।
মূর্ত্তি কি আশ্চর্য্য মার, সাধক-বৎসলা,
ঈষদ্ধাস্যযুক্তা মুক্তিদাত্রী,
ভক্তাভীষ্ট-প্রদায়িনী, ত্রিলোকমঙ্গলা,
সাধক-সঙ্গতি জগদ্ধাত্রী।
পদ্মাসনা, পদ্মহস্তা, কোটী চন্দ্র জিনি,
স্নিগ্ধ-কান্তি, ভুবন-মোহিনী।
রত্ন-মণি-খচিত-কাঞ্চন-আভরণা,
নিত্য বরাভয়-প্রদায়িনী।

ফুল্ল জবা-কুসুম-সঙ্কাশ-প্রভাময়ী
নেত্রে চন্দ্র-সূর্য্য-অগ্নি জ্বলে,
ব্রহ্মময়ী কালীরূপ দর্শি সর্ব্বানন্দ,
আধোন্মত্ত ভাসি চক্ষু জলে।
নিরক্ষর বদনে পাণ্ডিত্য-পূর্ণ স্তব,
ললিত প্রবন্ধে বহির্গত,
ব্রহ্মপুত্র নদ যেন প্রস্তরাবরণ,
ভাঙ্গি সিন্ধু পানে প্রধাবিত।*
তথা শ্রীসর্ব্বানন্দ তরঙ্গিণী—
যা ভূতান্ বিনিপাত্য মোহ-জলধৌ,
সংনর্ত্তয়ন্তি স্বয়ম্।
যন্মায়া পরিমোহিতা হরি-হর-
ব্রহ্মাদয়ো জ্ঞানিনঃ।
যস্যা ঈষদনুগ্রহাৎ করগতং
যদ্যোগিগম্যং ফলম্।
তুচ্ছং যৎপদসেবিনাং হরিহর-
ব্রহ্মত্বং তস্যৈ নমঃ॥ ইত্যাদি।
জিজ্ঞাসেন ব্রহ্মময়ী, "প্রার্থনা কি কহ,"
—জিজ্ঞাসেন সস্নেহে আশ্বাসি,
"পুত্র তুমি গৌরবের, ইচ্ছা যা তোমার,
সম্পাদিব নিজ হস্তে আসি।"
সর্ব্বানন্দ মহানন্দে আত্ম-পাসরিয়া,
আসন হইতে সমুত্থিত।
মহাবিদ্যা দরশন-মাত্র সর্ব্ববিদ্যা,
কণ্ঠ অত্যানন্দে বিজড়িত।
সম্বরি আবেগ, ভক্ত গদ-গদ ভাষে,
বলেন, "মা তব ভক্ত যত,
নৃপত্ব, প্রভুত্ব,—একছত্রীত্ব বিশ্বের,
তুচ্ছ জ্ঞান করেন সতত।
স্বর্গাপবর্গদ যাঁর পদ,—পুত্র তাঁর,
পার্থিব প্রার্থিবে কি অভাবে!

* পরিশিষ্ট দেখুন।

অধিক কি, ঈশ্বরত্ব অর্পিলেও তাকে,
পরিত্যাগ করে সে স্বভাবে।
বর্জ্জি সর্ব্ব দেহ-সুখ,মহর্ষি-মণ্ডল,
পরবেশি নির্জ্জন কাননে,
যে রূপ দর্শন জন্য, তপস্যা-তন্ময়,
সমর্থ যে সেরূপ দর্শনে,
প্রার্থনা কি থাকে তার নশ্বর বিষয়ে ?
অমৃত-বাহিনী গঙ্গা-তীরে,
সৌভাগ্য যাহার বাসে,—তৃষ্ণা জুড়াইতে
প্রার্থে সে কি আর কূপ-নীরে ?
প্রার্থনা এখন, যদি দিয়াছ দর্শন,
ভক্তি দেহ চরণে তোমার।
সঞ্চার চৈতন্য, ঐ প্রাণ-শূন্য দাসে,
পূর্ণ কর, বাঞ্ছা যা তাহার।"
শুনিয়া চৈতন্যময়ী, পূর্ণানন্দ-শির,
চরণ-কমলে পরশিয়া,
কহিলেন, "বৎস, যোগনিদ্রা পরিহর,
প্রার্থনা কি, কহ প্রকাশিয়া।"
উত্থিত হ'লেন পূর্ণ, নিশান্তে যেমন,
উঠে লোক নিদ্রা পরিহরি,
দর্শন করেন এক দৃষ্টে কিছুক্ষণ,
ত্রিলোক-মোহিনী মহেশ্বরী।
গণ্ডস্থল তিতি, আনন্দাশ্রু দু-নয়নে,
বহে, শৈলবাহি নদ প্রায়,
কণ্ঠ রোধে মা বলিতে, তনু রোমাঞ্চিত,
বিহ্বল পুলকে মন কায়।
আত্ম-সম্বরিয়া ভক্ত, আরম্ভেন স্তব,
আনন্দে আপন ইচ্ছামত।
ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ের অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাস,
শ্রবনে যা সিঞ্চনে অমৃত।
তথা শ্রীসর্ব্বানন্দ তরঙ্গিনী,

উদ্যচ্ছারদ পূর্ণচন্দ্রনখরে, মঞ্জির সংশিঞ্জিতে।
ব্রহ্মাদ্যঞ্জলিতর্পিতে সুকুসুমৈরক্তেঽতিপদে।
যন্নেত্রালিমধুরতৈর্নিপতিতং তেনৈব সিদ্ধিং বরম্।
কিং ন স্যাদুপরং বরং ত্রিনয়নি
প্রার্থ্যং ত্বদীয় পদে॥

"মা, তোমার যে চরণ রক্তাভ, যে চরণ নুপুরশিঞ্জন-বিশিষ্ট,—যে চরণ শারদ-পূর্ণচন্দ্র সদৃশ নখদ্বারা পরিশোভিত, এবং যে চরণ-কমলে ব্রহ্মাদি দেবগণ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া থাকেন, সেই চরণ-কমলে যে আমাদের নয়নরূপ মধুকর পতিত হইতে পারিয়াছে, তাহাতেই কি সিদ্ধিলাভ হয় নাই? অতএব হে ত্রিনয়নে! তোমার চরণে আর কি বর প্রার্থনা করিব!"

কহিলেন পূর্ণানন্দ, "সুর-মুনি-বৃন্দ,
ব্যাকুল যে পাদ-পদ্ম জন্য,
দর্শি তাহা কৃতার্থ যে মহা ভাগ্যবান,
প্রার্থনীয় কি তাহার অন্য ?
বাঞ্ছ যদি তবু, বরদানে অভাজনে,
প্রার্থনা মা, ওপদে আমার,
দশ মহাবিদ্যা রূপ করাও দর্শন,
দর্শিতে যা প্রার্থি অনিবার।"
"দশ মহাবিদ্যা রূপ," অনুগ্রহ করি,
—অনুগ্রহ স্বভাব তাঁহার,
দর্শালেন জগদ্ধাত্রী,—আরম্ভেন দোঁহে,
স্তব, যাহা ভক্তি সুধাসার।

তথা শ্রীসর্ব্বানন্দ—

অসুর-রক্ত-গলিত বক্ত্র-চলদলক্ত-রাগিণী,
ধরণী-লিপ্ত-কুটিল-মুক্ত-চিকুর নক্ত-কারিণী।
কলিত-খণ্ড-বিকৃত চণ্ড-দনুজ-মুণ্ড-মালিনী।
বিগত-বস্ত্র নিশিথ-শস্ত্র কুণপ-মস্ত-ধারিণা॥

সর্ব্বানন্দ বলিতে লাগিলেন, "বদনে অসুর রক্ত বিগলিত :—অলক্ত-রঞ্জিত চরণে গতি ;—কুটিল কেশ-পাশ ধরণী স্পর্শ করায়, নিশান্ধকার বিস্তৃত ; গলদেশ ছিন্ন-

শির চণ্ডাদি দৈত্যগণের বিকৃত মুণ্ডমালায় পরিশোভিত; রণ-দিগম্বরী অসুর মস্তক এবং শাণিত খড়্গ-ধারিণী।"

তথা শ্রীপূর্ণানন্দ, —

সুরত-কর্ম্ম-বিদিত-মর্ম্ম-গিরিশ-শর্ম্ম-দায়িনী।
অখিল-সভ্য-মমন-লভ্য ভবন-ভব্য-কারিণী।
অমৃত বৃষ্টি ভুবি করিষ্টি পরম তুষ্টি-দায়িনী।
প্রণত বিষ্ণু গিরিশ জিষ্ণু ভবকরিষ্ণু তারিণী॥

পূর্ণানন্দ বলিতে লাগিলেন, "সুরত কর্ম্মের মর্ম্ম-বিদিতা শিবানন্দ বিধায়িনী, অখিল জগজ্জীবের বাঞ্ছনীয় সংসার সুখদায়িনী, অমৃতবর্ষণে পৃথিবীর অমঙ্গল নাশিণী, এবং সৃষ্টিকারিণী, আর প্রণত হরিহরাদিকে জয়-দায়িনী।"

স্তোত্রে তুষ্টা সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান-কারিণী
পুন ক'ন, "প্রার্থনা কি কহ!"
"প্রার্থনার নাহি কিছু," পূর্ণানন্দ কন,—
"তবু যদি বর দিতে চাহ,

অদ্য অমাবস্যা রাত্রি, পূর্ণিমা বলিয়া,
সর্ব্বানন্দ হইয়াছে নিন্দ্য,
সে নিন্দা বিনাশ, রাত্রি পূর্ণিমা করিয়া,
কর তাকে সর্ব্বজনবন্দ্য।"

প্রার্থনা শুনিয়া প্রকাশেন কর-জ্যোতি,
মহেশ্বরী অতুচ্চ গগনে!
দর্শি অকলঙ্ক চন্দ্র অমাবস্যাকাশে,
বিস্ময় ঘটিল সর্ব্ব জনে।

এ ডাকে উহাকে,—ক্রমে দেশসুদ্ধ জাগে,
রাত্রি শেষে কেহ না ঘুমায়!
পূর্ণ হল কোলাহলে মেহার প্রদেশ,
উলুধ্বনী রমণী জিহ্বায়!

প্রভাতে শুনিয়া বার্ত্তা, চমৎকৃত দেশ,
দাসরাজ লজ্জানত শির;
সম্বর্দ্ধনে সর্ব্বানন্দে সসম্মানে সবে,
বেষ্টি আসি বসে যত ধীর।

নিষ্কিঞ্চন মহীয়ান কালীগত-প্রাণ,
অবধূত-রাজ সর্ব্বানন্দ,
স্বেচ্ছায় ভ্রমণ শীল, দর্শনে তাঁহার,
সর্ব্বজনে লভে মহানন্দ।

কিছু দিবসান্তে শীত নিবারণ জন্য,
বহুমূল্য রাঙ্কব বসন,
সর্ব্বানন্দ-পদে রাজা প্রণামী প্রদানে,
গুরু-পদে অতি ভক্তি-মন।

বেশ্যা এক পথে বসি, কহে সর্ব্বানন্দে,
"তুমি দেব সাক্ষাৎ ঈশ্বর,
পীড়িতা অসহ্য-শীতে, আমি অনাথিনী,
বস্ত্র-হীন মোর কলেবর।

যদি কৃপা কর মোকে এ অসহ্য শীতে,
দেও কোন বস্ত্র পুরাতন,
রক্ষা পায় এ জীবন,—দরিদ্রে করুণা,
নাহি হবে নিষ্ফল কখন।"

জননী-প্রতিমা দুঃখে দুঃখী সর্ব্বানন্দ,
বহু মূল্য রাঙ্কব বসন,
তুচ্ছ তৃণগুচ্ছ যেন,—অনাসক্ত চিতে
করেন তাহাকে সমর্পণ।

বেশ্যা-গাত্রে দর্শি বস্ত্র সর্ব্বজনে কহে,
"বেশ্যাসক্ত হয়েছে নিশ্চয়।
না হলে কি হেন মহামূল্য বস্ত্র দান
করে হেন অপাত্রী বেশ্যায়!"

আত্মীয় সুহৃদে নিন্দে, নিন্দে সর্ব্ব জনে,
অনুতপ্ত রাজা নিজান্তরে।
মায়ার এমনি ভ্রান্তি, শুন সন্তগণ!
মায়ান্ধ যাচিয়া দুঃখে মরে।

"বেশ্যাসক্ত সর্ব্বানন্দ" কহি মূর্খ দল,
রাত্রি দিন করে হুলোহুলি।
পূর্ণিমায় পরিণত করে অমাবস্যা
যে প্রতিভা, তাহা গেল ভুলি!

একদিন ভাগিনেয় ষড়ানন্দ সনে,
সর্ব্বানন্দ রাজ-সভাতলে,
উপস্থিত, উচ্চাসনে বসাইয়া তাঁকে,
রাজা অতি নম্র বাক্যে বলে,—
"কোথা সেই বস্ত্র প্রভো! প্রণামী আমার?"
সর্ব্বানন্দ কহেন হাসিয়া,
"আছে গৃহে,"—ষড়ানন্দে আনিতে বলেন,
সে তখনি চলিল ধাইয়া।
বেশ্যাগৃহে যে বসন ছিল, চর দিয়া,
রাজা তা গোপনে আনাইল,
সর্ব্বানন্দে অপ্রস্তুত করিতে সভায়,
সর্ব্ব জনে আটিয়া বসিল।
ভাগিনেয় ষড়ানন্দ ভবনে যাইয়া,
কহে, "মামী! শীঘ্র বস্ত্র দেও;
গৃহান্তরে ছিল মামী, হস্ত বাড়াইয়া
তারিণী কহিল, "বস্ত্র লও!"
সেই হস্ত, যাহে অমাবস্যার আঁধার,
বিদূরিল শশাঙ্ক-সমান।
দর্শি হস্ত, ষড়ানন্দ হল সর্ব্ববিদ্যা,
করে স্তুতি অতি ভক্তিমান।
বস্ত্র নিয়া ষড়ানন্দ আসিল সভায়,
দর্শি সবে বিস্ময়ে ডুবিল।
বেশ্যার বসন-সঙ্গে, তুলনা করিয়া,
পার্থক্য না ধরিতে পারিল।
সর্ব্বানন্দ দেবের আত্মীয়-জ্ঞাতিগণ,
রাজার সহিত যোগ দিয়া,
নিন্দে ছিল তাঁকে বহু, যত মিথ্যা ভাবে,
নানারূপ অলঙ্কার দিয়া।
বর্ত্তে যত পাপ ভবে, মহৎ-মর্য্যাদা-
লঙ্ঘনের তুল্য পাপ নাই।
বিশ্বরাণী-বিচারে তা মার্জ্জনীয় নহে,
দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্র প্রায় পাই।

নিন্দি মহামহীয়ান দেব সর্ব্বানন্দে,
উভকুল ধ্বংস-পথে চলে,
গত রাজ-বংশ,—সর্ব্বানন্দ-বংশ্য যারা,
উৎসন্ন ক্রমশঃ সর্ব্ব স্থলে।
ধর্ম্মপত্নী পতিব্রতা বল্লভা আসিয়া,
তাঁহার শরণাগতা হলে,
"মুক্তা হও" বলিয়া করেন আশীর্ব্বাদ,
দেন মন্ত্র পুত্র-কর্ণমূলে।
দীক্ষামাত্র শিব-নাথে দিব্য-ভাবোদগম।
ব্রহ্মমন্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞানোদয়!
শিবজ্ঞানে সর্ব্বানন্দে করিলেন স্তুতি,
শুনিলে যা কর্ণপূত হয়।
কুল-নাথ সর্ব্বানন্দ পুত্রে বর দিয়া,
মেহার তেয়াগি বাহিরান।
পূর্ণানন্দ ষড়ানন্দ, যান সঙ্গে সঙ্গে
পথে গ্রাম সেনহাটী পান।
দর্শি শিবতুল্য দেব সর্ব্বানন্দে, তথা,
আনন্দের প্রবাহ বহিল,
কুল-ধর্ম্ম-মর্ম্মী এক সাধকাধ্যাপক,
কন্যা নিজ, তাঁহাকে অর্পিল।
সেই কন্যাগর্ভে যে সন্তান জনমিল,
সর্ব্ববিদ্যা উপাধি তাঁহার।
বংশ্য তাঁর বিদ্যা-বুদ্ধি-সাধনে উন্নত,
বেন্দায় বসতি তাঁ সবার॥
তথা হতে সর্ব্বানন্দ যান কাশীধাম,
সিদ্ধ সাধনায় মহীয়ান।
নির্ব্বিকার, মুক্ত-বিধি-নিষেধ-বন্ধনে,
মৎস্য-মাংস, যে যা দেয়, খান।
বঙ্গদেশী বহু, হল পক্ষপাতী তাঁর,
বৈদিকেরা বিরোধী হইল।
ভোজ্য-পেয় সম্বন্ধে, বিচার আরম্ভিয়া,
প্রত্যেকেই হারিতে লাগিল।

শাস্ত্রীয় বিচারে যবে পরাস্ত হইল,
বৈদী বহু একত্রে জুটিল।
ভণ্ড বলি দণ্ডাঘাতে তাড়াইয়া দিতে,
গুপ্ত পরামর্শ আরম্ভিল।
"মৎস্য-মাংস-ভোজী, ঘৃণ্য ব্যাধের সমান,"
বলি সর্ব্বানন্দে তিরস্কারে,
সর্ব্বানন্দ, শিশুতুল্য গণ্য করি সবে,
আরম্ভেন কৌতুক বাজারে।
বাজারের মধ্যে ভোজ্য পেয় যাহা ছিল,
মাংস-মদে হল পরিণত।
দৃশ্য হেরি অসম্ভব, অনুতপ্ত চিতে,
পলায় সন্ন্যাসী দণ্ডী যত।
মুক্তিক্ষেত্র ছাড়ি, সবে ধায় নানাদিকে,
এক দণ্ডী মেহারে আসিল।
রাজ-সভা-মধ্যে উঠি, সভ্যগণ-মুখে,
সর্ব্বানন্দ-মাহাত্ম্য শুনিল।
অন্নপূর্ণা কৃপাপাত্র সিদ্ধ সাধনায়,
শুনি দণ্ডী চলিল ফিরিয়া,
আসি কাশী, ভঞ্জিল সন্দেহ সমস্তের,
সর্ব্বানন্দে বহু সম্বর্দ্ধিয়া।
দৃষ্ট ভক্তমাল গ্রন্থে বৈষ্ণব-ইচ্ছায়,
সরযু-সলিল হয় ঘৃত।
সিদ্ধ দেব সর্ব্বানন্দ-ইচ্ছায় বাজারে,
তণ্ডুলাদি মাংসে পরিণত।
সান্নিধ্য যে ঈশ্বরের, প্রাপ্ত হয় ভবে,
ঈশ্বরত্বে অন্বিত সে হয়।
ইচ্ছা যদি করে, পরমেশ্বর-কৃপায়,
অসম্ভব সম্ভব করয়।"
সর্ব্বানন্দ-সংবাদ শ্রবণে সর্ব্বজন,
উল্লাসে উচ্চারে, "শিব, শিব!"
মোহান্ধ ভুলুয়া, বার্ত্তা শুনে, না শুনিল,
অন্ধের সমান নিশি দিব।

শ্রীশ্রীদশমহাবিদ্যা
কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা।
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধ-বিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ

ষষ্ঠ দিন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—০—

ত্বমেকা গুহ্যেশ্বরী প্রজ্ঞারূপা
বিদ্যাঃ সমস্তাঃ সর্ব্বার্থ সাধ্যাঃ।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ গুরু কঃ ত্বদন্যঃ
ত্বমেকা জগন্মঙ্গলা শিক্ষাদাত্রী॥

"মা তুমি প্রজ্ঞারূপিণী, গুহ্যেশ্বরী, ;—তুমি সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজন-সাধনকারিণী বিদ্যাসমূহ; তুমিই জ্ঞান, এবং তুমিই জ্ঞেয়। তুমি ভিন্ন গুরুই বা কে আছে? তুমি জগন্মঙ্গল-কারিণী শিক্ষাদাত্রী। তুমি একাই সমস্ত।"

ধর্ম্ম কর্ম্ম বর্জ্জিত, অতি ঘৃণ্য এ মোর কার্য্য।
মর্ম্মপীড়ক, চির দুর্গতি, তাহাতে এ ভালে ধার্য্য॥
অর্জ্জিত, কৃতকর্ম্মযাতনা, বাধ্য, করিতে সহ্য।
ধর্ম্ম-বিচারে দত্ত দণ্ড, কি করি না করি গ্রাহ্য॥
নির্ম্মিয়াছিনু রম্য হর্ম্ম্য আগ্নেয়গিরি-শৃঙ্গে।
ভগ্ন, চূর্ণ, স্তূপে অন্বিত, অগ্নুদ্গম-সঙ্গে॥
তুচ্ছেন্দ্রিয়-সম্ভোগতরে, যত্নে বিবেক-বুদ্ধি,
বর্জ্জি, ডুবিলে নিরয়কুণ্ডে রহে কি চিত্ত-শুদ্ধি?
না আছে শুদ্ধি, না আছে সাধন,
না আছে চিত্তে ভক্তি।
তবু কি ধৃষ্ট ভুলুয়া, চেষ্টে তুষিতে আদ্যাশক্তি॥

জিজ্ঞাসেন শ্যামানন্দ, "সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ
কোন্ তীর্থ ?"—উত্তরে সন্তান,
"সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ তীর্থ, গুরুপাদপদ্ম হয়।
নাহি যার উপমার স্থান।"

জিজ্ঞাসেন নিত্যানন্দ, "গুরুপাদ-পদ্ম
শ্রেষ্ঠ তীর্থ, গণি কি প্রকারে ?
গুরুও যখন শিষ্যে দেন উপদেশ,
তত্ত্ব-জন্য তীর্থ ভ্রমিবারে।"

উত্তরে সন্তান, "তীর্থ ভ্রমি দীর্ঘকাল,
লব্ধ যাহা হয় তত্ত্বজ্ঞান,
গুরু সঙ্গে রহি, তাহা অতি অল্পকালে,
প্রাপ্ত হয় শিষ্য ভক্তিমান।

দেশ-কাল-পাত্র-তত্ত্ব বিচারে সক্ষম,
কর্ম্ম-দক্ষ গুরু মহীয়ান,
আমার কর্ত্তব্য এক দণ্ডে যা শিখান,
তাহা কোটী দর্শন সমান।

শান্তির সন্ধান, শুদ্ধ জ্ঞানময় গুরু,
নির্দ্দেশেন মোর জন্য যাহা,
লক্ষ লক্ষ বৎসর ভ্রমিয়া মহাতীর্থ,
লভ্য নহে বহু শ্রমে তাহা।

কি উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রা, চিন্তা যদি করি,
সিদ্ধান্ত সহজে মনে আসে,
তীর্থে মহাপুরুষের দর্শন মিলিলে,
চিত্ত পূর্ণ হয় সু-বিশ্বাসে।

তীর্থের প্রধান লভ্য, গুরু-সন্নিধানে,
যদি বিনা পরিশ্রমে পাই,
বৃথা পর্য্যটন-শ্রম সহ্য করিবারে,
কেন তীর্থ-পর্য্যটনে যাই ?"

সুধান শ্রীশ্যামানন্দ "হেন মহীয়ান,
গুরুলাভ কিরূপে সম্ভবে ?"
উত্তরে সন্তান, "শিষ্য ব্যাকুল যখন,
গুরু আসি আপনি মিলিবে।"

সুধান মাধবদাস, "গুরু না থাকিলে,
কি ক্ষতি কাহার কোথা হয় ?"
উত্তরে সন্তান, "তত্ত্ব বিচার করিলে,
দর্শি এ সংসার গুরুময়।

শিক্ষায় জনমে জ্ঞান, জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হয়,
শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব-নিমিত্ত,
শ্রেষ্ঠ জীব মানব সর্ব্বদা ইচ্ছা করে,
শিক্ষা-জন্য সুব্যাকুল চিত্ত।

তাই করে সুশিক্ষক যত্নে অন্বেষণ,
সুশিক্ষক প্রাপ্ত হয় যারা।
উচ্চ জ্ঞানে সমন্বিত, উচ্চ বুদ্ধিমান,
অতি অল্পকালে হয় তারা।

পরমার্থ-লাভ-জন্য ঈশ্বরারাধনে,
বর্ত্তে বহু শিক্ষার বিষয়।
সে শিক্ষালাভের জন্য মনুষ্য-সমাজে,
শিক্ষকের প্রয়োজন হয়।

গুরুপদবাচ্য যিনি,—পরমার্থ-প্রার্থী,
মনপ্রাণ করিয়া অর্পণ,
হন তাঁর পদাশ্রিত,—তাঁর উপদেশে,
বহু তত্ত্বে অধীয়ান হন।

গুরুলাভ-সম্বন্ধে যা আছে ব্যতিক্রম,
নিত্যসিদ্ধ পুরুষ যাঁহারা,
বাল্যাবধি জ্ঞানী তাঁরা, পূর্ব্ব পুণ্যফলে,
বিনা গুরু, তত্ত্বজ্ঞ তাঁহারা।

নিত্যসিদ্ধ তাঁরা, তাই তাঁহাদের পক্ষে,
নাহি কোন গুরু প্রয়োজন।
স্বভাবে সমস্ত তত্ত্ব, মস্তকে তাঁদের,
কালক্রমে হয় বিস্ফুরণ।

অন্যথায় সাধকের গুরু প্রয়োজন।
গুরুতুল্য, কে মঙ্গলালয় !
তত্ত্বদর্শী গুরুলাভে সৌভাগ্য যাঁহার,
সর্ব্বত্র সংঘটে তার জয়।

গুরু-বল বড় বল, এ ধরণীতলে,
গুরু যার প্রতি অনুকূল,
বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বরে, তারই ভক্তি ঘটে,
কর্ত্তব্যে তাহার নাহি ভুল।
সংসারের মায়া-মোহে উন্মত্ত হইয়া,
হারায় না সে কখনো মূল।
উত্তীরণে কূলহীন এ ভব-সমুদ্র,
নিশ্চয় সে প্রাপ্ত হয় কূল!
বিবেক-বৈরাগ্য-লাভে তারই অধিকার,
সেই হয় সংযমী প্রধান,
উজ্জ্বল, অনল-যোগে ইন্ধন যেমন,
সেরূপ সে হয় দৃশ্যমান।"
ঢাকাবাসী বৈষ্ণব বাবাজী রামদাস
কহিলেন মৃদুহাস্য করি,
"গুরু লাভে এতই মঙ্গল যদি ঘটে,
তবে কেন ব্যতিক্রম হেরি!
বহু স্থানে বহু জনে গুরু লাভ করে,
তাহাদের উন্নতি কোথায়?
রহে ভোগাসক্ত, যোগে সম্পর্ক-বিহীন,
বুঝি না কি সিদ্ধি তারা পায়!
গুরু যার বিলাস-ব্যসনে অনুরক্ত,
সে কি হয় রূপ-রঘুনাথ?
বরং সে থাকে ভাল, গুরু লাভ করি,
ঘটায় সে অনর্থ উৎপাত।
এক সাক্ষী দেখ তার ঢাকা-শ্রীনগরে,
গুরু-শিষ্য একত্র হইয়া,
করে কল্কী-অবতার, অকথ্য কুকর্ম্ম,
রহে শেষে দ্বীপান্তরে গিয়া।¶
নদীয়া জেলার মধ্যে অন্য এক গুরু,
শিশু পুত্র কাটি, মাকে দিয়া,
রন্ধাইয়া, খায় মাংস, শেষে শিষ্যাসনে,
দণ্ড ভোগে দ্বীপান্তরে গিয়া।
গুরু হয়ে শিষ্যের গহনা করে চুরি,
শিষ্যা শেষে প্রাপ্ত হয় মকদ্দমা করি।
শিষ্যানীর টাকা-কড়ি কত গুরু নিয়া,
দর্শায় করুণা, শেষে কাশী তাড়াইয়া।
বিখ্যাত অনেক গুরু, অনেক কীর্ত্তির,
গুপ্ত নহে একেবারে, অনেক বাহির।
নানা স্থানে গুরু-লাভে এই পরিণাম!
কি প্রকারে সংঘটনে ইথে ভক্তি-জ্ঞান?"
উত্তরে সন্তান ধীরে "সত্য এ সকল,
কিন্তু নর্দ্দমার জল, নহে গঙ্গাজল।
এরূপ যে সব গুরু, তাদের সম্বন্ধে,
বক্তব্য কি রহে সজ্জনের?
মুগ্ধ যারা তাহাদের কুহকে সংসারে,
ইন্ধন তাহারা আগুনের।
তত্ত্বদর্শী যিনি, যিনি ভক্ত ভগবানে,
বিবেক-বৈরাগ্যে সমন্বিত,
তিনি গুরুপদবাচ্য;—শান্তি-প্রার্থী যিনি,
হন তাঁর চরণে আশ্রিত।
সঙ্গে তাঁর, ভাগবত-তত্ত্ব কথা ভিন্ন,
নাহি অন্য গ্রাম্য-পর-সঙ্গ।
শিষ্য কেন, যে কেহ নিকটবর্ত্তী হয়,
সেই হয় পুলকিত-অঙ্গ!
অন্যথায়, কোষ্ঠী, কর, কপাল, যে গণে,
রোগের ঔষধ দিতে পারে,
বন্ধ্যাকে সন্তান-জন্য মাদুলী পরায়,
মূর্খনরে গুরু করে তারে।
বিবেক-বৈরাগ্য-জ্ঞানে যুক্ত যে মহাত্মা,
অতি শান্ত স্বভাব যাঁহার,
ভাগ্যবানে ভক্তি-বলে প্রাপ্ত হয় তাঁয়,
কার্য্যে তাঁর কোথা দুঃখ কার?

¶ পরিশিষ্ট দেখুন।

দুর্জ্জন বসিলে পূজ্য গুরুর আসনে,
কার্য্য কু, স্বভাবে করে, সকলেই জানে।
সে যদি ঘটায় কোন অধর্ম্ম অন্যায়,
তাহা তার স্বভাবের কর্ম্ম,
রক্ত চুষে জলৌকা, বসিলে পয়োধরে,
বস্ত্র কাটে মূষিকের ধর্ম্ম।
তার জন্য সাধু-গুরু-মনস্বি-মণ্ডলে,
কি নিমিত্ত হবে অপবাদ !
গঞ্জিকা-দোকানে রসগোল্লা না পাইলে,
চিত্তে কার আসে অবসাদ !
মাংস-প্রিয় শার্দ্দূল রাজত্ব যদি পায়,
ভক্ষে প্রজা-মাংস সুখে, প্রভাতে সন্ধ্যায়।
তার জন্য রাজ-ধর্ম্ম নিন্দনীয় নহে।
পুণ্যময় গুরু-লোক অতি উচ্চে রহে।
এক্ষণে ও গুরু-লোক বিস্তারি আলোক,
অন্ধকার করেন বিনাশ,
এক্ষণেও অন্ধকারে পন্থা প্রদর্শনি,
নিয়া যান শান্তির নিবাস।
এক্ষণেও আর্য্য-লোক গুরুগণ-জন্য,
বিস্মৃত না কর্ত্তব্য তাঁহার,
মধ্যে বহু বিপ্লবের, যোগ-জ্ঞান-ভক্তি
রক্ষিয়াছে বক্ষে করি হার।
এক্ষণেও গুরু-বলে শ্রীবিবেকানন্দ,
চিকাগোর ধর্ম্ম সম্মিলনে,
ব্যাখ্যা করি সনাতন ধর্ম্মের রহস্য,
সম্মানিত, সর্ব্বোচ্চ আসনে।
এক্ষণেও শ্রীত্রৈলঙ্গ, শ্রীভাস্করানন্দ,
শ্রীবিহারীলাল বঙ্গবাসী,
গুরু বলে জীবন-মুক্ত হইয়া সকলে,
উজ্জ্বল করেন বারাণসী।
অতএব গুরুলোক নহে মেঘাচ্ছন্ন,
শ্রীগুরু-মাহাত্ম্য নহে ক্ষীণ,
নিন্দনীয় নহে গুরু-ভক্তি, গুরু-পূজা,
গুরু-মন্ত্র নহে শক্তি-হীন।
জ্ঞানময় তত্ত্বদর্শী গুরু আছে যাঁর,
মাহাত্ম্য গুরুর সেই জানে।
গৌরবে গুরুর, কত গৌরব তাহার,
নিত্য অনুভূত তার প্রাণে।
গ্রাম্য-ভাব কি নিমিত্ত গুরু সঙ্গে র'বে,
স্বর্গের দেবতা তিনি হন।
সর্ব্বদা ভক্তির পাত্র, সর্ব্বদা নির্ম্মল,
পূত-কর্ত্তা পরশ-রতন।
আত্ম-হিত-কর তত্ত্ব-আলোচনা ভিন্ন,
তথা কেন রহিবে অন্যায় ?
সুধা-ভাণ্ডে র'বে কেন ভেরাণ্ডার কষ,
রহিলে তা গ্রাহ্যে কে কোথায় ?
ভক্তিতত্ত্ব শ্রবণ-কীর্ত্তনে যে তন্ময়,
মাতৃভাবে চরিত্র নির্ম্মল,
ভোগাকাঙ্ক্ষাশূন্য, তাকে বরি গুরুপদে,
পান কর ভক্তি-পরিমল।
মোহান্ধ মানব চলে প্রবৃত্তির পথে,
করিতে ভোগের অন্বেষণ।
গুরু হয়, শিষ্য হয়, উভয়ে সমান,
ইন্দ্রিয়ের ভৃত্য অনুক্ষণ।
নির্ব্বিষয়ী ভাগবত গুরু-সন্নিকটে,
ভৃত্য ইন্দ্রিয়ের যদি যায়,
কার্য্য দর্শি, চিত্তে মহা সঙ্কট গণিয়া,
না বলিয়া গোপনে পালায়।
সম্বন্ধ শঠের, ঘটে শঠের সহিত,
দুর্ম্মতি পরিয়া গুরু-সাজ,
শিক্ষা করি কুহকাদি মোহান্ধ-মণ্ডলে,
পশি, হয় গুরু মহারাজ।
শিষ্য চাহে দারা-পুত্র-প্রভুত্ব-ঐশ্বর্য্য,
গুরু চাহে কিছু কিছু অংশ।

শিষ্য যদি সে দাবীতে আপত্তি উঠায়,
গুরু উঠে করিতে নির্ব্বংশ।
মার্গে বৈরাগ্যের, শান্তি বিরাজে যেমন,
আসক্তিতে অশান্তি তেমন।
কাড়াকাড়ি-মার্গে তথা লাঞ্ছনা, দুর্ণাম,
খণ্ডাইতে শক্ত কোন্ জন ?”
বলেন আভীরানন্দ, “শ্রবণ-কীর্ত্তন,
তুমিই ত বল, ভক্তি-সাধন-লক্ষণ।
গোস্বামী, বৈষ্ণব, যত, ভাগবত নিয়া,
শিষ্য-গৃহে ঘুরি ঘুরি, যায় শুনাইয়া।
কিন্তু তা'তে হয় কে বা রূপ, রঘুনাথ ?
মনুষ্যত্ব-লাভে কে বা করে দৃষ্টিপাত ?”
উত্তরে সন্তান, “যথা শ্রবণ-কীর্ত্তন,
লক্ষ্য করি শ্রীহরিকে করে কোন জন,
শিষ্য তথা ভক্তিমার্গে হয় অগ্রসর।
শিষ্য কেন, যে শুনে সে বিমুগ্ধ অন্তর।
কিন্তু যথা হরিগুণ-গানে লক্ষ্য টাকা,
শিষ্য ভাবে হরিপদ টাকা-মধ্যে ঢাকা।
রুক্মিণী-বিবাহ-লীলা শুনা'তে বসিয়া,
প্রার্থে গুরু মালা, বালা, শিষ্যকে ডাকিয়া।
শ্রীকৃষ্ণের অন্ন-ভিক্ষা শুনায় যখন,
শিষ্য-স্থানে দাবী করে চা'ল চারি মণ।
ডাঁটা চাহে, আটা চাহে, ঘৃত চাহে খাঁটী।
বামন ভিক্ষায় চাহে, জুতো ছাতা লাঠী।
বস্ত্র হরণের বস্ত্র, যারা দিবে যত,
প্রাপ্ত হবে ব্রজধাম তারা তত দ্রুত।
এ প্রকারে শ্রবণ-কীর্ত্তন যথা হয়,
ভিন্ন প্রহসন, তাহা অন্য কিছু নয়।
অর্জ্জিতে যে অর্থ, পরমার্থ তত্ত্বলে,
অর্থই একান্ত লক্ষ্য যার পৃথ্বী-তলে,
ব্যাখ্যা তার শক্তিহীন, নিষ্ফলোপদেশ।
সম্ভবে না জলে, কোন কাঠিন্যের লেশ।
বৈরাগ্যের তত্ত্ব যাহা, ভোগী তাহা বলে,
বেশ্যা যথা, সতীত্ব প্রচারে উচ্চ রোলে।
তপস্যার তত্ত্ব, যদি তপস্বী শুনায়,
কর্ণ-পথে পশি, চিত্ত উন্মত্ত করায়।
সংসারী, বৈরাগ্য যবে কহে লোক ডাকি,
কৃষ্ণ কথা, কহে, দণ্ড-বদ্ধ টীয়া পাখী !
মুগ্ধ নরে শুনি, কিছু আনন্দিত-মন,
বৈরাগ্যে আসীন ভক্ত না করে শ্রবণ।
চিত্ত-শুদ্ধ-জন্য নহে, দেহ শুদ্ধ-তরে,
মন্ত্র নিতে কাণে, প্রায় লোকে গুরু করে।
রূপ-রঘুনাথ তারা কি নিমিত্ত হবে ?
প্রাপ্য মধুমক্ষিকার, কচ্ছপে কি লবে ?
দীক্ষা যথা মাত্র কুল-প্রথা রক্ষা-তরে,
দীক্ষা দিয়া, গুরু কিছু উপার্জ্জন করে।”
কহে বৃদ্ধ রত্নগিরি, “যাহা শুনিলাম,
দীক্ষার কি মূল্য তবে, নাহি বুঝিলাম।
নির্ব্বিষয়ী গুরু, নিত্য কোথায় মিলিবে,
চক্ষুদান, বিষয়ান্ধ নরে, কে করিবে !”
উত্তরে সন্তান, “যাহা সত্য বুঝিতেছি,
ভিন্ন তাহা, অন্য কিছু নাহি বলিতেছি।
বহু স্থানে কুলগুরু আছেন সজ্জন,
নির্ব্বিষয়ী না হলেও, মোহ-মত্ত ন'ন।
ভক্ত শিষ্য তাঁহাদের স্থানে দীক্ষা নিয়া,
অন্যায় না ধরি, যায় উন্নত হইয়া।
দীক্ষার যথেষ্ট মূল্য তা সমস্তে আছে,
লজ্জা বিড়ম্বনা তাহে কোথা ঘটিয়াছে ?
কিন্তু যথা দীক্ষা, মাত্র অর্থের সঙ্কেত
গুরু জানে, শিষ্য তার বেগুনের ক্ষেত,
সম্ভাবনা নাহি মনুষ্যত্বে সে দীক্ষায়,
শিক্ষে শিষ্য ছাটিমারা, অশ্বের শিক্ষায় !”
হেন কালে এক ভক্ত, নাম কালীপদ
ভট্টাচার্য্য,—কালীনাম যাহার সম্পদ,

কার্য্য যার পুরুষানুক্রমে গুরুগিরি,
সম্বোধিল দণ্ডাইয়া, হস্ত জোড় করি,
"শুনিলাম বহুক্ষণ গুরু-শিষ্য-কথা,
সত্য সমস্তই, নাহি তাহাতে অন্যথা।
কিন্তু মোর চিত্তে, এক জাগিছে সংশয়,
মাত্র কি গুরুর দোষে উন্নত না হয়?

সর্ব্বত্র গুরুর ত্রুটী শুনিতে না চাই।
পুরুষানুক্রমে গুরু, শিষ্য নাহি পাই।
অর্চ্চে যারা গুরু করি যাচিয়া আসিয়া,
সপ্তাহের পরে তারা যায় বিগড়িয়া।
লক্ষ্য তাহাদের, মাত্র অর্থ-উপার্জ্জন।
ভোজ্য-পেয়-অন্বেষণে ব্যস্ত অনুক্ষণ।
হিত বাক্য বলিলেও, গুরুর কথায়,
কর্ণপাত করে তারা সংসারে কোথায়?

গুরু যদি বলে, "পরনিন্দা ছাড় আগে;"
শিষ্য বলে, "পরনিন্দা দেশ-হিতে লাগে।"
গুরু যদি বলে, "মিথ্যা আর বলিও না।"
শিষ্য বলে, "তুমি হেথা আর আসিও না।"
গুরু যদি বলে, "শুন, দুটো ধর্ম্মকথা।"
শিষ্য বলে, "এবে মোর অবসর কোথা?"
গুরু যদি বলে, "চল, গঙ্গাস্নানে যাই,"
শিষ্য বলে, "গিন্নীর শরীর ভাল নাই।"
গুরু যদি বলে, "কেন বেশ্যা-বাড়ী যাও?"
শিষ্য বলে, "তোমার মন্তর ফিরে লও।"
গুরু যদি বলে, "আর না লইও ঘুষ।"
শিষ্য বলে, "বেটা কি অভদ্র, অমানুষ!"
গুরু যদি বলে, "ছাড় সিগারেট-বিড়ি।"
শিষ্য বলে, "এ সমস্ত সভ্যতার সিড়ি।"
গুরু যদি বলে, "কর চরিত্র উত্তম।"
শিষ্য বলে, "কিসে তুমি দেখ মোরে কম?"
গুরু যদি বলে, "ছাড় দম্ভ-অহঙ্কার।"
শিষ্য বলে, "আমি শ্রীচৈতন্য-অবতার।"
গুরু যদি বলে, "কর সংযত আহার।"
শিষ্য বলে, "অন্নকষ্ট ঘটেনি আমার।"
গুরু যদি বলে, "এবে চল সদাচারে।"
শিষ্য বলে, "ওতেই ত' গেনু ছারে-ক্ষারে।"
গুরু বলে, "হও পিতৃ-ভক্তিপরায়ণ।"
শিষ্য বলে, "ও সমস্ত সেকেলে ধরণ।"

আগ্রহিয়া হিতবাক্য করিলে গোচর,
শিষ্য বিষয়ান্ধ, করে এরূপ উত্তর।
ধর্ম্ম-হীন শিক্ষা, এবে দেশে বিস্তারিত,
সত্য তত্ত্ব সর্ব্বত্র সমানে উপেক্ষিত।
আত্মোন্নতি জন্য এবে আগ্রহ কোথায়?
সত্য কে বা শুনে,—আর বলে বা কাহায়?

গুরুর কি দোষ, আর শিষ্যের কি দোষ?
কর্ণে এবে মহামন্ত্র কলির নির্ঘোষ!
এ কাল কলির, কলি সম্রাট্ ইহার।
প্রভাবে কলির, লুপ্ত সত্যের পশার।
সর্ব্বত্র মিথ্যার জয়, দেশ আত্মশ্লাঘাময়,
মাত্র বিলাসিতা এবে অঙ্গে অলঙ্কার।
বিস্তারিত পৃথ্বীভরি তম-অন্ধকার!

লক্ষ্য কার তপস্যায়?—দেশ কামাতুর,
কামার্থ সঞ্চয়ে অর্থ, পরমার্থ দূর।
অর্থকে মাথায় তুলে, পরমার্থ পদে দলে।
অর্থহীন হ'লে, ঘৃণ্য প্রণম্য ঠাকুর,
অর্থ-বলে পূজ্য হয় ঘৃণিত কুক্কুর!

এ কলির শিক্ষা ইহা, গুরু কি করিবে?
পন্থা-প্রদর্শক গুরু, পথ কে ধরিবে!"

বলেন মাধবদাস, "যাঁরা মহাজন,
সর্ব্বত্র সর্ব্বদা তাঁরা মঙ্গল-কারণ।
শক্তি তাঁরা মায়ামুগ্ধ জীবে সঞ্চারিয়া,
পারেন ত নিতে পুণ্য পথে উঠাইয়া।"

উত্তরে সন্তান, "অতি দীর্ঘকাল রোগে,
শয্যাশায়ী রহি, যদি কোন ব্যক্তি ভোগে,

মৃত্যু তার, যত অনায়াসে লভ্য হয়,
রোগ-মুক্তি, তত শীঘ্র লভ্য তার নয়।

এ আর্য্য-সমাজ, অতি দীর্ঘকাল হ'তে,
ছিন্ন ভিন্ন নানা রোগে, চলে নানা মতে।
সম্প্রদায় শত শত, তাহে উৎপাদিল,
বিস্মরিয়া শক্তি-তত্ত্ব, সাম্য হারাইল।

মন্ত্র হ'ল শত শত, শত শত শাস্ত্র,
—শাস্ত্র নহে, শত শত আত্ম-নাশী অস্ত্র।
সৃষ্ট হল শত জাতি,—শত শত দল,
পরস্পরে হিংসা, নিন্দা, কলহ, কেবল!

ক্ষুদ্রমতি সাম্প্রদায়ী হ'ল শত গুরু।
ঈশ্বর গড়িল কত হাতী, ঘোড়া, গরু।
চূর্ণি নিল, শত খণ্ডে, উচ্চ হিমালয়।
পর্ব্বতের পরিবর্ত্তে, দেশ লোষ্ট্রময়।

অত্যাভাব ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর উপজিল।
অর্চ্চনা-পদ্ধতি সব উলটিয়া গেল।
বিদ্যা শক্তি সাধিতে, তেয়াগি অধ্যয়ন,
অর্চ্চিতে লাগিল, মাত্র দোয়াত-কলম।

ত্যাজ্য করি বাণিজ্য, নির্ম্মাণি নাড়ু-বড়ী,
লক্ষ্মীপূজা আরম্ভিল, আর্য্যে বাড়ী বাড়ী।
ব্রহ্মচর্য্যে আস্থা নাহি, না আছে ব্যায়াম,
অর্চ্চিয়া কার্ত্তিক, হ'তে চাহে বলবান।
সত্য ছাড়ি, করে পূজা সত্য-নারায়ণে।
রম্ভা-চিনি-দুগ্ধ গুলি খায় সর্ব্বজনে।
কোথা সত্য-নারায়ণ ?—মোরা বা কোথায় ?
সত্যের মাহাত্ম্য নাহি মিথ্যার ধরায়।

কর্ম্ম কি ?—বুঝিতে বোধ্য, চাকুরি এখন।
ধর্ম্ম কি ? বুঝিতে বোধ্য, স্ত্রীপুত্র-পালন।
সম্প্রদায় মোহে বদ্ধ, গুরু ঘরে ঘরে,
নিত্য-প্রাণারাম ব্রহ্মানন্দ কে বিতরে।
সর্ব্বত্র বিস্তৃতা শক্তি, দুগ্ধের মাখন,
গুরু নাহি, শিক্ষা দিতে, মন্থন-সাধন।

অদ্ভুত অর্চ্চনা-মত্ত এ আর্য্য-সংসার,
আধ্যাত্মিক উন্নতি, না উদ্দেশ্য পূজার।
না আছে বিশ্বাস-ভক্তি ঈশ্বর বলিয়া।
সত্য-মিথ্যা ন্যায়ান্যায় গিয়াছে চলিয়া।
উন্নতি বুঝিতে, বুঝে মাত্র অর্থাগম,
অর্থ কিছু সঞ্চিলেই প্রকাশে বিক্রম।

অভ্যাসের প্রতিকূলে তাহাদিগে ডাকি,
সত্য বুঝাইলে, বলে "দিয়া গেল ফাঁকী।"
নিষ্কিঞ্চন মহীয়ান মহাজন যাঁরা,
শিক্ষা দিলে, সেই শিক্ষা গ্রাহ্য করে কারা।
মহাজন ছাড়ি,—নিজে এলে ভগবান,
সঞ্চারিতে শক্তি,—নাহি হন শক্তিমান।

শক্তি-সঞ্চারের কথা প্রায় সবে বলে,
কিন্তু শক্তি সঞ্চার কি ঘটে সর্ব্বস্থলে ?
শক্তি যে চাহেনা, শক্তি সঞ্চারে কে তায় ?
সূর্য্য ত সমুদে, প্যাঁচা দর্শে কি তাহায় ?

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ করুণাবতার,
জগাই মাধাই দোঁহে করেন উদ্ধার।
ভিন্ন তারা, অন্য কত জগামাধা ছিল,
করুণার অবতারে তারা কে তরিল ?

বর্ত্তে যাহাদের পূর্ব্ব সুকৃতির বল,
মাত্র তারা, প্রাপ্ত,—সাধু-সঙ্গে সুমঙ্গল।
দুষ্ট-সঙ্গ-দোষে তারা, পঙ্ক মাখে গায়,
ভস্মে রহে আচ্ছাদিত, হুতাশনপ্রায়।

সু-সঙ্গ-পবনে ভস্ম দেয় উড়াইয়া।
দৃশ্যমান হয় অগ্নি, স্ব-মূর্ত্তি ধরিয়া।
লোকে ভাবে, সাধু-সঙ্গে হ'ল ভাগ্যবান।
কিন্তু ভাগ্যে ছিল কৃত-কর্ম্মই প্রধান।"

কহে বৃদ্ধ রত্নগিরি, "যারা মহাজন,
তাঁহারাও হন কিছু স্বভাবে কৃপণ।
দর্শিয়াছি তাঁহাদের সন্নিধানে গিয়া,
এ কথা, সে কথা, বলি, দেন খেদাড়িয়া।"

উত্তরে সন্তান, "যিনি মহা মহীয়ান,
কার্পণ্য, তাঁহার চিত্তে, প্রাপ্ত নহে স্থান।
যোগ্যতা প্রার্থীর, তিনি করেন বিচার।
যে যেমন, তাহাকে বলেন সে প্রকার।

মন্ত্রের অযোগ্য দর্শি, মন্ত্র নাহি দিয়া,
কৃষকে বলেন, "খাও লাঙ্গল চষিয়া।
পিতা, মাতা, অতিথিকে, করিও অর্চ্চনা,
মিথ্যা বলিও না, পরানিষ্ট করিও না।"

বিষয়ান্ধে শুনাইলে বৈরাগ্য-সংবাদ,
কভুও কি ছাড়ে তার সুদের বিবাদ?
দোকানীকে ভাগবত দান করা বৃথা।
টোপ্লা বাঁধে মশল্লার, ছিন্ন করি পাতা।
তদপেক্ষা হরেকৃষ্ণ নাম দিলে তায়।
কভু জপে, কভু গায়, উচ্চে উঠি যায়।

সেইজন্য, যে পথে, যে সর্ব্বদা আকৃষ্ট,
সে পথে ঘুরায়ে, তাকে উঠান উৎকৃষ্ট।
বিষয়ীকে বিষয়ের মধ্যে হাটাইয়া,
নির্ব্বিষয়ী-দেশে নিতে চান উঠাইয়া।
অগ্রে তিনি তাই উচ্চ তত্ত্ব নাহি দেন,
তত্ত্ব দিয়া, তত্ত্বের সম্মান না নাশেন।

গুরুগিরি কারবার খুলিয়াছে যারা,
যোগ্যাযোগ্য বিচারে সামর্থ্য-হীন তারা।
যথার্থ সাধক যিনি, তিনি সাবধান,
কর্জ্জ করি অপরাধ, কিনিতে না চান।"

বলেন মাধবদাস, "ক্ষেত্র সাধনার,
পূর্ণ এত বিঘ্নে এবে, অন্ত নাহি তার।
পূর্ব্বে বলিয়াছ নাম সাধনা-প্রধান,
প্রত্যেকের পক্ষে তাই মঙ্গল-নিধান।

যে হউক, সে হউক, প্রত্যহ প্রভাতে,
উপাসনা কর্ত্তব্য তাহার,
সঙ্কীর্ত্তন, স্তোত্রপাঠ, আত্ম-নিবেদন,
প্রত্যেকের পক্ষে কৃত্য-সার।
প্রতি সন্ধ্যা-কালে সৎগ্রন্থ-অধ্যয়ন,
ঈশ্বর-প্রসঙ্গ মধ্যে যার।
বেশী নহে, মাত্র এক ঘণ্টা যদি করে,
মঙ্গল অবশ্য ঘটে তার।"
বলেন শ্রীশ্যামানন্দ, "গুরুদেব প্রতি,
শিষ্যের কর্ত্তব্য কিছু বল।
প্রাপ্য হয় গুরু-কৃপা কি তপস্যা বলে?"
ধীরে ধীরে সন্তান কহিল,
"মহর্ষি আপদ্-ধৌম গুরু মহাজন,
উপমন্যু উদ্দালক শিষ্য তাঁর হন।
উপমন্যু-হস্তে দিয়া গো-রক্ষার ভার,
আরম্ভেন পরীক্ষিতে গুরুভক্তি তাঁর।

শিষ্যকে একদা গুরু সন্নিকটে ডাকি,
জিজ্ঞাসেন, "তোমা বড় হৃষ্টপুষ্ট দেখি।
কি সামগ্রী খাও তুমি, কি বা কর পান?
কার গৃহে যাও,—কোথা কে কি করে দান?"

শিষ্য কহে "গাভীগণ দোহন করিয়া,
দুগ্ধ দিয়া গৃহে, যাই প্রান্তরে লইয়া।
বৎসগণ দুগ্ধপান করার সময়,
লইলে দু-এক ধারা, ক্ষুধা শান্তি হয়।
এ প্রকারে দুই এক ধারা দোহি খাই।"

গুরু ক'ন, "সর্ব্বনাশ!—আমি ভাবি তাই,
বৎসগণ কি নিমিত্ত এত শীর্ণকায়?
শিষ্য বেশ,—বৎস মারি দুগ্ধ দোহি খায়!
এ হেন নিষ্ঠুর কর্ম্ম আর না করিবে,
করিলে, নিশ্চয় মোর নিগ্রহে পড়িবে।"

জিজ্ঞাসেন শিষ্যে, পুনঃ কিছু দিন পরে,
"পুষ্ট দেহে এবে তুমি রহ কি প্রকারে?
লঙ্ঘি মোর আজ্ঞা, বুঝি দুগ্ধ দোহি খাও।
লঙ্ঘিতে আদেশ, চিত্তে শঙ্কা নাহি পাও!"

শিষ্য কহে ভক্তিভরে, যুক্ত করি কর,
"ক্ষুধার্ত্ত হইলে, যাই নগর-ভিতর।
ভিক্ষা করি উদরের যন্ত্রণা জুড়াই।"

গুরু ক'ন, "শিষ্য হেন, কভু দর্শি নাই।
ধর্ম্মপথে এ পদ্ধতি চিরকাল রয়,
ভিক্ষালব্ধ সামগ্রী গুরুকে দিতে হয়।
শিষ্য তুমি, কার্য্য কর তার বিপরীত।
—শিষ্য ভাল জুটিয়াছ আমার সহিত।
অদ্য হ'তে সারাদিন ভিক্ষায় যা পাবে,
সন্ধ্যাকালে প্রত্যহ আমাকে আনি দিবে।"
"যে আজ্ঞা, বলিয়া শিষ্য করিল গমন,
ভিক্ষা করি, করে নিত্য গুরুকে অর্পণ।
জিজ্ঞাসেন গুরু, পুনঃ কিছু দিন পরে,
কি প্রকারে এবে এত পুষ্ট কলেবরে ?"
শিষ্য কহে, "সারাদিন ভিক্ষা যাহা পাই,
সন্ধ্যায় ও পদে, সব সমর্পিয়া যাই।
রাত্রিকালে, ভিক্ষা করি গৃহস্থের দ্বারে,
শান্ত করি ক্ষুধানল, আছি এ প্রকারে।"
শুনিয়া আপদ্‌ধৌম আরক্ত-লোচন,
কহিলেন, "নিত্য কর কৌশল-সৃজন।
যে কার্য্য করিতে আমি নিত্য করি মানা,
সেই কার্য্য কর, করি নূতন কল্পনা।
গুরু আমি, শিষ্য তুমি, ধর্ম্মের বিচার।
ভিক্ষা-লব্ধ দ্রব্যে তব কোন্ অধিকার ?
রাত্রিদিন ভিক্ষা করি, করিবে অর্পণ।
নাহি পার, যথা ইচ্ছা কর পলায়ন।"
পুনঃ কিছু দিন পরে সুধান ডাকিয়া,
"কি হে বাপু,—শরীর যে চলিল ফুলিয়া !"
শিষ্য কহে, "প্রভো ! খাই গোমূত্র গোবর !"
গুরু ক'ন, "দেখ বেটা কিরূপ তস্কর !
গোমূত্র অভাবে, মোর না হয় পাচন।
ঘুটের অভাবে, ঘরে না ঘটে রন্ধন।
পুনঃ যদি গোমূত্র-গোবর তুমি খাবে,
এক দণ্ড মোর গৃহে রহিতে নারিবে !"
শুনি শিষ্য ভয়ে-দুঃখে হয় ম্রিয়মান।
চিন্তিয়া না প্রাপ্ত হয়, রক্ষে কিসে প্রাণ।
দুর্ব্বল ক্রমশঃ অতি, অতি শীর্ণকায়।
তবু গুরুভক্ত শিষ্য, গো-পাল চরায়।
অসহ্য হইল ক্রমে ক্ষুধার বেদন,
মত্ত সম, অর্কপত্র করিল ভোজন।
অর্কপত্র-ভোজনে নাশিল দৃষ্টিশক্তি।
অন্ধ হ'ল, তবু না টলিল গুরু-ভক্তি।
গো-পাল-পশ্চাতে শেষে চলে অনুমানে।
মরে,—তবু গুরু-সেবা ভিন্ন নাহি জানে।
শেষে পড়ি জলশূন্য কূপের ভিতর,
উত্থানে অশক্ত,—অবসন্ন-কলেবর।
আঘাত-পীড়িত চিত্তে পড়িয়া রহিল।
সন্ধ্যাকালে ধেনুপাল আশ্রমে পশিল।
শিষ্যকে না দর্শি, গুরু উদ্বিগ্ন অন্তরে,
অন্বেষিতে প্রবেশেন অরণ্য-প্রান্তরে।
ডাকেন, "হে উপমন্যু !" করি উচ্চ স্বর,
শিষ্য কহে, "আছি প্রভো, কূপের ভিতর।"
জিজ্ঞাসেন গুরু, "কূপে কিরূপে পড়িলে ?"
শিষ্য কহে, "জ্বলি দুর্ব্বিসহ ক্ষুধানলে,
অজ্ঞান হইয়া অর্ক-পত্র খাইয়াছি।
তার ফলে অন্ধ হয়ে কূপে পড়িয়াছি।
পড়িয়াছি, তাহে মনে দুঃখ নাহি গণি।
আশ্রমে গিয়াছে ধেনুপাল যদি শুনি।"
নিরখি পরখি ভক্তি, ধৌম্য মহাজন,
প্রশংসিয়া আনন্দে ঝরেন দুনয়ন।
অশ্বিনী-কুমার-দ্বয়ে আহ্বানি তখন,
অন্ধত্ব বিনাশি দেন উজ্জ্বল নয়ন।
জ্ঞানালোকে নাশেন চিত্তের অন্ধকার,
ধন্য গুরুভক্তি,—শুনি লাগে চমৎকার।
অন্য শিষ্য উদ্দালক, মহর্ষি তাহায়,
ধরিতে ক্ষেতের জল পাঠান তথায়।
ক্ষেত্রের সলিল যদি বাহিরিয়া যায়,
অনুর্ব্বর রহে ক্ষেত্র, শস্য না জন্মায়।

উদ্দালক বাঁধে আলি, বহু যত্ন করি,
যত বাঁধে, তত ভাঙ্গি জল যায় সরি।
রক্ষিতে না পারি জল, বিপন্ন অন্তরে,
শয়ন করিল শিষ্য, আলির উপরে।

অস্ত হল দিন, ক্রমে আগতা রজনী,
শিষ্যে নাহি দর্শি, গুরু চলেন আপনি।
শিষ্যের কর্ত্তব্য-জ্ঞান দর্শিয়া তখন,
হস্ত ধরি সস্নেহে করেন উত্তোলন।
সঞ্চারিয়া সর্ব্বশক্তি, করেন বিদায়,
শক্তিমান শিষ্য, গুরু অর্চ্চি, গৃহে যায়।

গুরুভক্তি রহে যার, অনন্য অন্তরে,
প্রাপ্য গুরু-কৃপা তার, সর্ব্বত্র ভূপরে।
গুরু-ভক্তি স্থির যার, কৃতার্থ সে জন।
অর্চ্চি গুরু-মূর্ত্তি, কত জন মহাজন।
উপলব্ধি, গুরু-মূর্ত্তি-অর্চ্চনা-মঙ্গল,
অর্চ্চে বহু ভক্তে, গুরু মূর্ত্তিই কেবল।"

রত্নগিরি কহে, "উদ্দালক গুরু-ভক্তি,
গল্পকথা বলি মনে হয়।
কিংবা গুরু-ভক্তি-আতিশয্য প্রচারিতে,
এ সমস্ত কল্পনা নিশ্চয়।"

কহে মহাবীর দাস, "হেন গুরু-ভক্তি,
করিতে অশক্ত বর্ত্তমান।
বার্ত্তা ইহা পৌরাণিক, রহুক পুরাণে,
এবে ইহা মাত্র উপাখ্যান!"

উত্তরে সন্তান, "দেশ-কাল-পাত্র এবে,
বিচারিলে, হেন গুরু-ভক্তি,
গল্প বলি মনে হবে, আশ্চর্য্য কি তায়?
কিন্তু আছে স্ব-পক্ষেও উক্তি।

পূর্ব্বকালে এ ভারতবর্ষে নাহি ছিল,
দুর্ভিক্ষ, অভাব, উৎপীড়ন।
সত্য-ন্যায়ে, বিশ্বপ্রেম ধর্ম্ম ছিল দেশে,
—ধর্ম্মে ছিল উৎসাহবর্দ্ধন।

কঠোর তপস্যা ছিল,—তপস্যার জন্য,
মুক্ত ছিল রাজার ভাণ্ডার।
দণ্ড ছিল দুর্জ্জনের, সাধু হলে কেহ,
ছিল তার উচ্চ পুরস্কার।

অন্ন-চিন্তা নাহি ছিল, নিশ্চিন্ত অন্তরে,
কঠোর তপস্যা সম্পাদিয়া,
অলৌকিক শক্তিমান হ'তেন তপস্বী,
সর্ব্বজনে বিস্মিত করিয়া।

তপস্যার মধ্যে, গুরুদেব-সেবার্চ্চনা
গণ্য ছিল, সর্ব্বোপরি ধর্ম্ম;
উপমন্যু-উদ্দালক-তুল্য শিষ্য হওয়া,
ছিল অতি উৎসাহের কর্ম্ম।

কিন্তু সে সৌভাগ্য, আর এ ভারতে নাই,
এক্ষণে সমস্ত বিশৃঙ্খল।
সত্য-সাধনায়, করে জীবন উৎসর্গ,
এমন তপস্বী সু-বিরল।

কিন্তু যদি তপস্যা করিতে কেহ চাহে,
চাহে কেহ হ'তে শক্তিমান,
পন্থা জানিবার জন্য, শিষ্য হ'তে হবে,
হ'তে হবে গুরুভক্তিমান।

গুরু চাহি তত্ত্বদর্শী, সাধনে তন্ময়,
শিষ্য চাহি ব্যাকুল-অন্তর।
দর্শাইবে গুরুশিষ্যে তপস্যা-প্রভাব,
আর্য্য-গর্ব্ব হবে সর্ব্বোপর।

শিষ্য রামানুজে, ভক্ত কুরেশ উত্তম,
রামানুজ-জীবন-রক্ষক।
লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য নরোত্তম।
ভক্ত-লোক-দৃষ্টি-আকর্ষক।
স্বামী শ্রীবিবেকানন্দ, ভারত-গৌরব,
রামকৃষ্ণে শিষ্য ভক্তিমান।

গুরুগত-প্রাণ শিষ্য, এ ভারতবর্ষে
এক্ষণেও বহু বর্ত্তমান।

যথা গুরুভক্তি, তথা সিদ্ধি সু-নিশ্চয়।
মুক্ত শিষ্য, দৈব দুর্ব্বিপাকে।"
ভুলুয়াও কহে, "নাহি সন্দেহ তাহায়।
ভক্তি যদি অচঞ্চলা থাকে।"

ষষ্ঠ দিন।

—ঃ০ঃ—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—ঃ০ঃ—

তে সম্মতা জনপদেষু ধনানি তেষাং
তেষাং যশাংসি ন চ সীদতি ধর্ম্মবর্গঃ।
ধন্যাস্ত এব নিভৃতাত্মজ ভৃত্যদারা
তেষাং সদাভ্যুদয়দা ভবতী প্রসন্না ॥

শ্রীশ্রীচণ্ডী।

"মা ব্রহ্মময়ি! তুমি সর্ব্বপ্রকার উন্নতিদায়িনী। তুমি যাহাদের প্রতি প্রসন্না হও, তাহারা জনসমাজে সম্মানার্হ। তাহাদের ধন, সম্পত্তি, এবং যশ, কোন স্থানে কখনও ক্ষুণ্ণ হয় না। তাহারা দারা, পুত্র, এবং ভৃত্যাদির সঙ্গে সুখে কাল যাপন করে।

তন্ত্র মন্ত্র নাহি জানি, গো জননি,
অর্চ্চনা-বিধি নাহি জানি।
তুষ্ট করিতে তোমা, সাধন-ভজন-
হীন অভাজন আমি ॥

কিন্তু মা জানি, এ সন্তানে স্নেহময়ী,
তুল্য তোমার, কেহ নাই।
সাক্ষী তাহার, কত লাখ লাখ, ভবে,
সর্ব্বদা দর্শিতে পাই ॥

মত্ত কু-মোহে, কু-পুত্র যত সব,
গ্রাহ্য না করে মা তোমায়।
দূরে দূরে তারা বিহরয়ে তোমা ভুলি,
তবু তুমি রক্ষ সবায়।

মর্ম্ম তাহার ইহা, কুপুত্র হইলেও,
মাতা কভু কু নাহি হয়।
বিশ্ব-জননি, এই বিশ্ব ভরিয়া তার,
পরমাণ ঘরে ঘরে রয় ॥

বিশ্ব-জননী তুমি, বিশ্ব-পালন কর,
হীন মোকে তেয়াগিলে।
ধর্ম্ম কি জননীর, রক্ষিত হবে তায়,
গৌরব র'বে কি ভূতলে ॥

নিঃস্ব নিরাশ্রয় দুর্গত আজনম,
আশ্রিত আছি তব পায়।
বিন্দু করুণা-দানে, বঞ্চিত নাহি কর,
দীন দুঃখী ভুলুয়ায় ॥

জিজ্ঞাসেন শ্যামানন্দ, "যারা প্রবর্ত্তক,
ধর্ম্ম তাহাদের, কি প্রথম?"
উত্তরে সন্তান, "প্রবর্ত্তকের প্রথমে
বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই উত্তম।"
বলেন শ্রীপূর্ণানন্দ, "ভেদ-বুদ্ধিময়,
কলহের ধর্ম্ম বর্ণাশ্রম।"
উত্তরে সন্তান, "ভেদ বুদ্ধি হয় গত,
অবলম্বি সাধনার ক্রম।

প্রবর্ত্তক হয়, ক্রমে সাধকে উন্নত,
সাধক অনেক তত্ত্ব জানি,
সংশয়-বিমুক্ত হন;—হন সত্যপর,
ঈশ্বরে বিশ্বাসী দিব্য-জ্ঞানী।"
সুধান শ্রীপূর্ণানন্দ, "বর্ণাশ্রম ছাড়ি,
কি তাহার সাধনার ক্রম?"
উত্তরে সন্তান, "বিশ্ব-সম্বন্ধ ভুলিয়া,
বিশ্বনাথে তন্ময় তখন।

দর্শে বিশ্বনাথে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে,
প্রতি দেহ-মধ্যে আত্মা তিনি।
ধরিয়া অনন্ত মূর্ত্তি রস আস্বাদেন,
তিনি রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি ॥

আশপচ-ব্রাহ্মণে না রহে ভেদ-জ্ঞান,
সর্ব্বজীবে সমান সম্মান।
ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম, উন্নতি, পতন,
তার চক্ষে সমস্ত সমান।
বিশ্ব-নাথ-প্রেমে মগ্ন, বিশ্ব-নাথ-নাম,
বক্ষে ধরি অদম্য উল্লাস।
তাঁর ক্রীড়া কৌতুক, তাঁহার বৈপরীত্য,
নিরীক্ষিয়া অন্য-লক্ষ্য-নাশ।
তখন তাহার হয় রমণী জননী,
পুত্র হয় পিতার মতন।
শত্রু-মিত্র তুল্য ;—হয় পুরুষ প্রকৃতি,
অপ্রাকৃত ভাবে নিমগন।
মহাভাবে তখন সে তন্ময় হইয়া,
পরাৎপর পরমেশ-সঙ্গে,
কত রাগ, অনুরাগ, মান, অভিমান,
নিজান্তরে করে কত রঙ্গে।
হয় দিব্যোন্মাদ,—এই দৃশ্য চরাচরে,
প্রকৃতি-পুরুষ-রাস-ভিন্ন,
কিবা চক্ষু মুদি, কিবা চক্ষু উন্মিলিয়া,
অনুসন্ধি নাহি দর্শে অন্য।
দর্শে উচ্চাকাশে, রাসোন্মত্ত নিশাকালে,
তারাগণ সঙ্গে তারাপতি।
নিম্নে ধরাতলে দর্শে, সরোবর-তীরে,
নৃত্য করে খদ্যোৎ-খদ্যোতী।
দর্শে সিন্ধু-নীরে, নৃত্যে যুগল তরঙ্গ,
ঘন-কোলে নৃত্যে সৌদামিনী।
অ-কূলে কূলদায়িনী, কুল ভাসাইয়া,
কৃষ্ণ সঙ্গে, রাধা বিনোদিনী ॥
কুমারী কুমার সঙ্গে, যুবতী যুবকে,
বৃদ্ধা বৃদ্ধ-সঙ্গে নৃত্য করে।
জড়াইয়া তরুকণ্ঠ, লতিকা সুন্দরী,
নৃত্যে মনানন্দে বায়ুভরে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম-কর্ম্মাকর্ম্ম-বুদ্ধি সে সময়,
সাধকের অন্তর্হিত হয়।
আত্ম-পর ভেদবুদ্ধি না থাকে তখন,
লাভালাভ-জয়-পরাজয়।
পূর্ণানন্দময় সেই দিব্য মহাভাব,
সেই ভাব প্রাপ্তির উপায়,
উপাস্যের সন্নিধানে, ব্যাকুল অন্তরে,
অশ্রু-সিক্ত সাধকে তা চায়।

তথা শ্রীরামপ্রসাদে,---
সে দিন শ্যামা মাকে পাবি।
যে দিন ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা,
বিবেক খুঁটায় বেঁধে থুবি।
প্রবোধ না মানে যদি,
জ্ঞান খড়্গে বলি দিবি ॥

সুধান শ্রীপূর্ণানন্দ, "সেই মহাভাব,
আশ্রয়ে সমর্থ কোন্ রস ?
উত্তরে সন্তান, "শ্রেষ্ঠ রস আদিরস,
ভাবুকের মহাভাব বশ।"
সুধান শ্রীনিত্যানন্দ, "এ আদিরসের,
মূর্ত্তি কি প্রকার, কোথা বাস ?"
উত্তরে সন্তান, "আদিরস-মূর্ত্তি কালী,
কামরূপ-ক্ষেত্রে সমুল্লাস।
ক্ষেত্র সেই কামরূপ এ অনন্ত বিশ্ব,
সেই কালী প্রতি জীবাত্মায়।
মূর্ত্তি কামনার, রাসে, রাগে, অনুরাগে ;
সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ যাহায়।
নিত্য-কাম-ক্রীড়াময়ী, বিশ্ব-প্রসবিনী,
স্থাবর-জঙ্গমে দর্শনীয়া ;
একাই সমস্ত, অন্তহীনা তার লীলা,
মত্তা নিত্য-রাসোৎসব নিয়া।
রাসোৎসব-ক্ষেত্র তার, মহাভাবান্বিত,
জ্ঞানীর নির্ম্মল হৃদাকাশ।

সেই সে পরমানন্দ, আনন্দময়ীর
রাস যার চক্ষে পরকাশ।"
কহে বিষ্ণুদাস, "তুমি শাক্ত মহাজন,
ইথে আর নাহি কোন সন্দেহ এখন।
যাহা কহ, মধ্যে তার, আন মাতৃভাব,
মগ্ন মাতৃভাবে, তাই এ হেন স্বভাব।
তন্ময় মা ভাবে তুমি,— অথচ কি জন্য ?
করতালি নিয়া গাও, "নিতাই চৈতন্য ?"
উত্তরে সন্তান, "তুমি ধরিয়াছ সত্য,
শাক্ত আমি, শক্তিপূজা মোর কর্ম্ম, নিত্য।
শক্তিপূজা করিতে, পূজার্হ শক্তিমান,
লোকাতীত শক্তি শ্রীচৈতন্য ভগবান।
পুনঃ শুন, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য প্রেমমূর্ত্তি,
এ বিশ্ব-বিজয়ে, মাত্র প্রেম মহাশক্তি।
প্রেমের কি শক্তি, পরমেশ্বরে হারায়!
তাপত্রয়ে, দগ্ধ জীবে, থির শান্তি দেয়।
বিন্দু মাত্র সে প্রেমের, প্রাপ্ত হব জন্য,
ভক্তিভরে অর্চ্চি, প্রভু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।
খাল, বিল, নদী, নালা, যত দেখ স্থূল,
সমুদ্র যেমন সেই সমস্তের মূল,
তথা সিন্ধু শ্রীচৈতন্য, যত প্রেম-ভক্তি,
সমস্তের মূর্ত্তি তিনি, স্ফূর্ত্তিপ্রদা শক্তি।
দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, সর্ব্বভাব,
পূর্ণ মাত্রা নিয়া, গড়া চৈতন্য-স্বভাব।
যত জাতি করে ভবে ঈশ্বরোপাসনা,
বিচারিলে, কেহ নহে দাস্যভাব বিনা।
সর্ব্বত্র বিনয়, দাস্য ভাবের লক্ষণ,
সে লক্ষণ শ্রীচৈতন্য-ধর্ম্মে সর্ব্বক্ষণ।
অন্য ধর্ম্মী শ্রীচৈতন্যে যদিও না মানে,
আচরে তাঁহার পন্থা, যত্নে সাবধানে।
শাক্ত আমি, ধর্ম্ম মোর দম্ভ-দর্প-ত্যাগ,
বিশ্বপ্রেমে আরাধনা, মোর মহা যাগ।
সেই প্রেম যাঁর কর্ম্মে, যাঁর ধর্ম্মে পাই,
নিত্য পূজ্য তিনি মোর, তাঁর গুণ গাই।
আরো শুন, প্রব্রজ্যা লইয়া পর্য্যটনে,
বহির্গত যবে, যত বৈষ্ণব সজ্জনে,
দর্শি, করিতেন মোকে অত্যন্ত আদর,
মোর জন্য রহিতেন ব্যাকুল-অন্তর।
সেবা-পরিচর্য্যা মোর যত্নে করিতেন।
কৃষ্ণ-ভক্তি-তত্ত্ব, মোর মুখে শুনিতেন।
অজ্ঞ আমি কৃষ্ণ-ভক্তি-তত্ত্ব-আলোচনে,
মুগ্ধ তবু তাঁরা, মোর অজ্ঞতা শ্রবণে।
ক্ষুদ্র আমি, অথচ প্রবীণ তত্ত্বদর্শী,
নমিতেন জোর করি, মোর পদ স্পর্শি।
বহু দিন, অনুতপ্ত চিত্তে, চিন্তিয়াছি,
অপরাধী আমি, হায়, এ কি করিতেছি!
কি করি, কেমনে এই বিপত্তি এড়াই।
চিন্তা বহু করিয়াও, পন্থা নাহি পাই।
একবার প্রধান বৈষ্ণবগণ-সঙ্গে,
গিয়াছিনু নবদ্বীপে ধূলট-প্রসঙ্গে।
এক দিন শ্রীগৌরাঙ্গ-মন্দিরে যাইয়া,
দর্শি, "কালী বরাভয়দাত্রী দাঁড়াইয়া!"
বেলা প্রায় দশ দণ্ড,—বহু ভক্ত সঙ্গে।
দর্শি, বরাভয়দাত্রী,—না দর্শি গৌরাঙ্গে।
বিস্ময়ে পূর্ণিত চিত্ত, গাত্র রোমাঞ্চিত।
স্থির নেত্র অশ্রু-সিক্ত,—হৃদয় কম্পিত।
দর্শিলাম কি অপূর্ব্ব, বর্ণিবারে নারি,
পূর্ণ দিবাকরালোকে,—নহে বিভাবরী।
বুঝিলাম, ব্রহ্মময়ী কালী শ্রীচৈতন্য,
অবতীর্ণ, মাত্র জীব-উদ্ধারের জন্য।
তাই গাই শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-নাম,
ব্রহ্মময়ী যিনি, তিনি গৌর গুণধাম।
প্রাপ্ত আমি, আজনম করিয়া বিচার,
মাতৃ-পূজা তুল্য, শ্রেষ্ঠ পূজা নাহি আর!

জননী প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি, বিশ্ব-জননীর,
সেবার্চ্চনা হেন মার, যে করে, সে বীর।

মাতৃপূজা চৈতন্য-চরিতে অলঙ্কার।
তাঁর মাতৃ-পূজার তুলনা নাহি আর।
চিন্তি তাঁর মাতৃ-ভক্তি, লাগে চমৎকার,
বিন্দু ভক্তি-জন্য, গাই কীর্ত্তন তাঁহার।
তাঁর গুণ, তাঁর নাম, করি সঙ্কীর্ত্তন।
তাঁর পাদ-পদ্মে, করি চিত্ত সমর্পণ।"

হাসি কহে বিষ্ণুদাস, "মোরা যাহা জানি,
কৃষ্ণ-প্রেমে পূর্ণ হন, গৌর গুণমণি।
মত্ত হয়ে কৃষ্ণ-প্রেমে ত্যজেন সংসার,
ত্যাজ্য করি মাতা-পত্নী, সন্ন্যাস তাঁহার।
কৃষ্ণ-ভক্তি, কৃষ্ণ-পূজা, করেন প্রচার,
মধ্যে তার, মাতৃ-পূজা কোথায় তোমার ?"

উত্তরে সন্তান, "কবিরাজ-গ্রন্থ পাঠে,
দর্শি তাঁর মাতৃ-পূজা, প্রতি ঘাটে ঘাটে।
কৃষ্ণ-প্রেম-মূর্ত্তি, কিন্তু দৃষ্টি মার প্রতি,
অতি শান্তভাবে, তাঁর মাতৃপূজা-রীতি।

সন্ন্যাসে তোমরা যাও, মা-বাপ ছাড়িয়া,
চৈতন্য সন্ন্যাসে যান, মাতৃ-পূজা নিয়া।
শ্রীকৃষ্ণের মাতৃভক্তি, পূর্ব্বে বলিয়াছি,
শ্রীচৈতন্য-মাতৃ-ভক্তি শুন, বলিতেছি।

প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় সন্ন্যাস গ্রহণ,
শান্তিপুরে নিয়া চলে পরিকরগণ।
খণ্ডি যবে প্রেমাবেশ, হল বাহ্য জ্ঞান,
সর্ব্বাগ্রে করেন প্রভু মাতাকে সন্ধান।
ব্যস্ত হয়ে সবে, মাকে সম্মুখে আনেন,
স্তুতি-মন্ত্রে, মাতৃপূজা প্রভু আরম্ভেন।

তথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে,
মধ্যলীলায়, ৩য় পরিচ্ছেদে—

"নৃত্য করি করে প্রভু নাম সঙ্কীর্ত্তন,
শচীমাতা লঞা আইল অদ্বৈত-ভবন।
শচী-আগে পড়িলা প্রভু দণ্ডবৎ হঞা,
কহিতে লাগিলা শচী কোলে উঠাইয়া।

* * *

কান্দিয়া বলেন প্রভু, "শোন মোর আই,
তোমার শরীর এই, মোর কিছু নাই।
তোমার পালিত দেহ, জন্ম তোমা হইতে।
কোটী জন্মে তব ঋণ, নারিব শোধিতে।
জানি বা না জানি, যদি করিল সন্ন্যাস,
তথাপি তোমাকে কভু নহিব উদাস।
তুমি যাঁহা কহ, আমি তাঁহাই রহিব।
তুমি যেই আজ্ঞা কর, সেই সে করিব।"

এত বলি, পুনঃ পুনঃ করে নমস্কার,
তুষ্ট হয়ে, আই কোলে করে বার বার।"

তার পরে, ভক্তগণ-জন্য শ্রীচৈতন্য,
ক'ন কথা, মিশাইয়া জননীর জন্য।

"যদ্যপি সহসা আমি করিয়াছি সন্ন্যাস,
তথাপি তোমা সবা হইতে নহিব উদাস।
তোমা সবা না ছাড়িব, যাবৎ আমি জীব।
মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব।"

বর্ত্তি প্রভু নীলাচলে, জননী-আজ্ঞায়,
ভক্তগণে পাঠা'তেন, জননী-সেবায়।
পুত্র যেন, দূরদেশে রহি উপার্জ্জনে,
নিত্য নব দ্রব্য প্রেরি, জননী অর্চ্চনে।

তথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে
মধ্যলীলায়, ১৫শ পরিচ্ছেদে,—

"শ্রীবাস পণ্ডিতে প্রভু করি আলিঙ্গন,
কণ্ঠ ধরি কহে তারে মধুর বচন।
তোমার ঘরে কীর্ত্তনে আমি নিত্য নাচিব,
তুমি দেখা পাবে, আর কেহ না দেখিব।
এই বস্ত্র মাতাকে দিও, এ সব প্রসাদ,
দণ্ডবৎ করি আমার ক্ষমাইও অপরাধ।"

তথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—
অন্ত্যলীলায়, ৩য় পরিচ্ছেদ—

"আর দিন দামোদরে নিভৃতে বোলাইয়া,
প্রভো কহে, "দামোদর চলহ নদীয়া ॥
মাতার সমীপে তুমি রহ তাহা যাঞা।"
তোমা বিনা তাঁহার রক্ষক না দেখি আন।
আমাকেই যাতে তুমি কৈলে সাবধান।

* * *

মাতার গৃহে রহ যাই, মাতার চরণে,
তব আগে না করাও সচ্ছন্দ গমনে।
মাতাকে কহিও মোর কোটী নমস্কারে।
মোর সু-কথায় সুখী করিও তাঁহারে।
নিরন্তর নিজ কথা তোমাকে শুনাইতে,
এই লাগি প্রভু মোরে পাঠাইল ইহাতে।
এত কহি মাতার মনে সন্তোষ জন্মাইও।
আর গুহ্য কথা তাঁরে স্মরণ করাইও।
বারে বারে আসি আমি তোমার ভবনে,
মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন সব করিয়ে ভোজনে।
এই মত আর বার করাইও স্মরণ,
মোর নাম লঞা তাঁর বন্দিও চরণ।"
তথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—
অন্ত-লীলায় ১২শ পরিচ্ছেদে—

"পূর্ব্ব বর্ষে জগদানন্দ আই দেখিবারে,
প্রভুর আজ্ঞা লঞা আইল নদীয়া নগরে,
আইর চরণ যাই করিল বন্দন।
জগন্নাথের বস্ত্র প্রসাদ কৈল নিবেদন।
প্রভুর নাম লঞা মাতারে দণ্ডবৎ কৈলা,
প্রভুর নিমিত্ত স্তুতি মাতারে কহিলা।
জগদানন্দ কহে, "মাতা কোন কোন দিনে,
তোমার হেথা আসি সুখে করেন ভোজনে।
ভোজন করিয়া কহে আনন্দিত হঞা,
মাতা আজি খাওয়াইল আকণ্ঠ পূরিয়া।
আমি যাই, ভোজন করি, মাতা নাহি জানে।
সাক্ষাতে খাই আমি, তিঁহ স্বপ্ন মানে।"

তথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—
অন্ত-লীলায়, ১৯শ পরিচ্ছেদ—
"প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত জগদানন্দ,
যাঁহার চরিত্রে প্রভু পায়েন আনন্দ।
প্রতি বৎসর প্রভু তাঁরে পাঠান নদীয়াতে।
বিচ্ছেদ-দুঃখিতা জানি, জননী আশ্বাসিতে।
নদীয়া চলহ, মাকে কহিও নমস্কার।
আমার নামে পাদপদ্ম ধরিও তাঁহার।
কহিও তাঁহারে, "তুমি করিও স্মরণ,
নিত্য আসি, আমি তোমা বন্দিয়ে চরণ।
যে দিন তোমার ইচ্ছা করাইতে ভোজন,
সেদিন অবশ্য আসিয়ে করিয়ে ভক্ষণ।
তোমার সেবা ছাড়ি, আমি করিল সন্ন্যাস,
বাউল হইয়া আমি কৈল ধর্ম্মনাশ।
এই অপরাধ তুমি না লইও আমার,
তোমারি অধীন আমি, পুত্র সে তোমার!
নীলাচলে আছি আমি, তোমার অজ্ঞাতে।
যাবৎ জীব, তাবৎ আমি নারিব ছাড়িতে।"

"গোপ-লীলায় পান যেই প্রসাদ-বসনে
মাতাকে পাঠান তাহা, পুরীর বচনে।
জগন্নাথের উত্তম প্রসাদ আনিয়ে যতনে,
মাতাকে পৃথক পাঠান, আর ভক্তগণে।
মাতৃ-ভক্তগণের প্রভু হন শিরোমণি,
সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী।"

এই ত চৈতন্যদেব-চরিত্র-গরিমা,
এই ত তাঁহার মাতৃ-ভক্তি অনুপমা।
স্মরিতে জননী-বার্ত্তা ঝরে, আঁখি-জল,
এই তাঁর কৃষ্ণ-প্রেম ভুবন-মঙ্গল!

বর্ত্তে আরো তাঁর মাতৃ-পূজার সংবাদ,
বৈষ্ণবীয় গ্রন্থ পড়,—ঘুচিবে বিবাদ।

এই মাতৃ-ভক্তি-পূর কৃষ্ণ-প্রেম যাহা,
ভক্তি-স্বর্ণহারে, ইন্দ্রনীলরত্ন তাহা।
এই মাতৃ-ভক্তি ভিন্ন, মিথ্যা সব পূজা।

এই মাতৃপূজায় সন্তুষ্টা চতুর্ভুজা।
এই মাতৃ-মূর্ত্তি, সেই চতুর্ভুজা হন।
প্রত্যেকের গৃহে, মাতৃরূপে তিনি র'ন।
মা-মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি, জানিও তাঁহার,
তিনি ত নিরূপা,—রূপ মা-রূপে প্রচার।
তাঁর পূজা তথায়, যথায় পূজা মার।
ভক্ত সে যথার্থ,—নিজ মাকে ভক্তি যার।
মূর্ত্তি-কালী বাৎসল্যের,—বরাভয়দাত্রী।
বিশ্ব তাঁর কোলে, তাই নাম জগদ্ধাত্রী।"
বিষ্ণুদাস কহে, "সাক্ষী কি আছে তাহার,
অর্চ্চেন চৈতন্য, কালী, দুর্গা, কিংবা আর?
নিজ নিজ মাতৃপূজা কে বা নাহি করে?
তাহে কালী-ভক্ত-মধ্যে, কে তাহাকে ধরে?"
উত্তরে সন্তান, "মূলে ভাব অঙ্গীকার,
ভাব-তত্ত্ব না ধরিলে, বর্ণিব কি আর?
তুমি ত বৈষ্ণব, কান্ত-ভাবের সাধক,
রাধাকৃষ্ণ বিশ্বময়, বিশ্ব-আরাধক।
সর্ব্বত্র শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলা দেখ তুমি,
—কৃষ্ণ, জল, অগ্নি, বায়ু, বৃক্ষ, লতা, ভূমি।
কৃষ্ণ-ভক্ত মহাভাবে অন্বিত যখন,
শ্রেষ্ঠ তিনি,—এ প্রকারে তাঁহার দর্শন।
শাক্ত ভক্ত সে প্রকার করেন দর্শন,
সর্ব্বত্র মা ব্রহ্মময়ী কালী একা হন।
জননী-ব্যতীত যদি জন্ম অসম্ভব,
আছে বিশ্ব-মাতা,—যাঁহে বিশ্বের উদ্ভব।
কাল ব্রহ্ম, কাল সত্য,—কাল মহেশ্বর,
কালী তাঁর শক্তি,—কালী কাল-কলেবর।
কৃষ্ণ যদি কাল, তবে কালী কৃষ্ণ হন।
কৃষ্ণ-ভক্ত তুমি, কৃষ্ণে কালীরই অর্চ্চন।
তারপরে, তুমি শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব-পণ্ডিত,
বৈষ্ণবীয় গ্রন্থ-তত্ত্ব, তোমার বিদিত।
দাক্ষিণাত্যে প্রভু যবে করেন ভ্রমণ,
অষ্টভুজা শক্তি-মূর্ত্তি করেন পূজন।
কালী, দুর্গা, শিব, কৃষ্ণ, যাহা দর্শিতেন,
ভক্তির শ্রীমূর্ত্তি, প্রভু অর্চ্চি চলিতেন।
তুমি ত বৈষ্ণব, তুমি কৃষ্ণ-গুণ গাও,
বিষ্ণু, নারায়ণে, রামে, পার্থক্য কি পাও?
সিদ্ধান্ত তোমার, কৃষ্ণ একা, নানা মূর্ত্তি।
তুমি কেন?—প্রত্যেকেরই সেই ভাব স্ফূর্ত্তি
সেইরূপ দুর্গা, তারা, জগদ্ধাত্রী যত,
সমস্ত কালীর মূর্ত্তি, বুঝিও নিশ্চিত।
দশ-ভুজা, অষ্ট-ভুজা, ষড়-ভুজা যত,
অর্চ্চ যাঁকে, তাহাতেই মা-কালী অর্চ্চিত।
অষ্ট-ভুজা অর্চ্চিলেন, দেব শ্রীচৈতন্য,
চিন্তি দেখ, তাহা নহে, কালী-ভিন্ন অন্য।
জননীর জননী সে, আমারো জননী।
পরমা প্রকৃতি রূপে, নিত্য-প্রসবিনী।
মাটি মোর, প্রতি মাটি;—প্রতিমা প্রতি মা।
প্রতি মা লইয়া বিশ্ব, বিশ্বই প্রতিমা।
পরমা প্রকৃতি কালী-কৃপা কিসে হয়,
কহি তার পরিচয়, শুন মহোদয়!
কালী-ভক্ত যে সাধক, অগ্রে নিজ ঘরে,
জনক-জননী-সেবা দৃঢ় করি ধরে।
অতল অকূল সিন্ধু, জিনি, মাতৃ-স্নেহ,
প্রত্যক্ষে নিরখে, সেই ভক্ত অহরহ।
ক্রমে, মাতৃ-ভাব-তত্ত্বে হয় সমাসীন।
দর্শে বিশ্ব, একমাত্র মাতৃ-স্নেহাধীন।
বিশ্ব তার ভ্রাতৃময়, তার মার পুত্র
ভিন্ন, কেহ বিশ্বে নাই, ইহা তার সূত্র।
দর্শিলে রমণী, হয় মাতৃ-ভাব স্ফূর্ত্তি।
দর্শে প্রতি রমণীতে মা কালীর মূর্ত্তি।
ভক্ত, ভাবারূঢ়, প্রায় উন্মাদের প্রায়।
দর্শিলে উপাস্য মূর্ত্তি মস্তকে উঠায়।
নির্লজ্জ, অভদ্র, মত্ত, লোকে তাকে বলে।
ভোজন ব্যাপারে, প্রায় শিশুতুল্য চলে।

যে জাতি হউক, হাতে যাহা কিছু দেয়,
বিলম্ব না করি, শিশুতুল্য তাহা খায়।
বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা, নাহি তার জ্ঞান,
সর্ব্বত্র সে রহে, ঠিক্ শিশুর সমান।

তুষ্ট বড়, স্নেহ দিলে, তাড়নে সন্ত্রাস।
শূন্য-মান-অপমান, মুখে সদা হাস।
অনিষ্ট করিলে, প্রতিহিংসা নাহি চায়।
কর্ণ মলি ডাকিলে, আবার ফিরে যায়।
নৃত্যগীত দর্শনে অত্যন্ত ভালবাসে,
ভাল-মন্দ-বোধশূন্য, দর্শি, ঘুম আসে।

মহাবিদ্যা-সন্তান শিশুর তুল্য রহে,
জিজ্ঞাসিলে, জ্ঞান-গর্ভ তত্ত্ব-কথা কহে।
সাধনার গূঢ়তম উচ্চতত্ত্ব যত,
উচ্চারিত মুখে তার, হয় অবিরত।

শিশুতুল্য সরল, পণ্ডিত-তুল্য জ্ঞানে,
হীন তুল্য অ-মান, সম্রাট-তুল্য মানে।
বৃক্ষতুল্য অধীন, স্বাধীন সিন্ধু-তুল্য।
দানে তুল্য হিমালয়, সর্ব্বদা প্রফুল্ল।
নিঃস্বার্থ নদীর তুল্য, গিরি-তুল্য ধীর।
চন্দ্র-তুল্য শীতল, সিংহের তুল্য বীর।
সর্ব্বদা অভাব-শূন্য আকাশের মত।
ত্রয়োস্পর্শ, মঘা, তার কাছে তিথ্যমৃত।

মা-ভাবে তন্ময় হন সাধক যখন,
এ সমস্ত হয় তার স্বভাব-লক্ষণ।
শুদ্ধ ভাগবত হয়, তাঁর গুণ-গান।
তার সেবা করিলে সন্তুষ্ট ভগবান।

কালী-মূর্ত্তি পূজিলেই কালী-পূজা নয়।
মধ্যে তার, বর্ত্তে গূঢ় রহস্য নিচয়।
সে রহস্য অনুভবে জন্মে যার শক্তি,
সেই চিনে, মানে, অর্চ্চে, কালী আদ্যাশক্তি।
ভক্তভিন্ন সে অর্চ্চনে, নাহি অধিকার,
ভক্তিতুল্য অমূল্য সম্পত্তি কোথা কার?
ভক্তি-প্রেম-মূর্ত্তি প্রভু চৈতন্য-গোঁসাই।
অর্চ্চি তাঁকে, তাঁর পদে বিন্দু ভক্তি চাই।"

সিদ্ধান্ত শুনিয়া, বিষ্ণুদাস কহে, "ধন্য!
সর্ব্বদা সদয় তোমা, প্রভু শ্রীচৈতন্য।
হেন মাতৃভাবে, হেন কালী-অর্চ্চনায়,
শূন্যাগ্রহ যে জন, নাস্তিক বলি তায়।
ত্যজি হেন মাতৃপূজা, কৃষ্ণ-ভক্ত হলে,
শ্রীকৃষ্ণ-করুণা কভু কারো নাহি মিলে!
শ্রীচৈতন্য-প্রিয়! তোমা করি প্রণিপাত।"
ভুলুয়া ভূমিষ্ঠ,—যুক্ত করি দুই হাত।

—০—

ষষ্ঠ দিন।

—০—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—০—

বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেকদীপে
আদ্যেষু বাক্যেষু চ কাত্বদন্যা।
মমত্বগর্ত্তেঽতিমোহান্ধকারে
বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বম্॥

শ্রীশ্রীচণ্ডী।

"হে দেবি! বিবেক-বৈরাগ্য প্রকাশক জ্ঞানালোক-বিস্তারের অগণ্য শাস্ত্র থাকিতে, এবং জ্ঞানময় পুরুষগণের লক্ষ লক্ষ উপদেশ থাকিতে, মোহান্ধকারাচ্ছন্ন মমতার গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া, অনবরত বিশ্বের জীব সমূহকে ঘুরাইতে তোমা ভিন্ন আর কাহার শক্তি আছে?"

আয়ু-সূর্য্য, প্রায় অস্তে, যায় মা আমার,
ঘোর অন্ধকারে বিশ্ব মোর,
বার্দ্ধক্যে দুর্ব্বল দেহ, ভোগাকাঙ্ক্ষা তরে,
চিত্তে আর নাহি আসে জোর!
এ পর্য্যন্ত এ জীবন, স্বপ্নের মতন,
গত যেন,—করি মা দর্শন।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেব

পরিকরগণ সঙ্গে পুরীধামে

কি করিতে কি করিনু,—ব্যর্থ এ জীবন,
চিন্তি, অতি অনুতপ্ত মন।
মাত্র তুচ্ছ ভোগ-সুখ উদ্দেশ্য করিয়া,
যে কুকার্য্যে দুঃখ ভুগিয়াছি,
প্রাপ্ত হলে সুযোগ, আবার মোহোন্মত্ত
হইয়া সে কার্য্য করিয়াছি।
আবার আবার, সেই চর্চ্চিত চর্ব্বণে,
এ অন্ত সময়ে নিস্তারিণি!
বাঞ্ছা আর নাহি;—ক্ষমা প্রার্থি ও চরণে,
মোহ-ঘোরে নিস্তার জননি!
অন্ধকার দশ দিকে, সিন্ধু-কূলে একা,
ব'সে আছি পারের আশায়,
পার কি পাব না?—দয়া হবে কি তোমার?
ভুলুয়ার কি হবে উপায়।

কহে মহাবীর দাস, "শুন মহোদয়!
ঐশ্বর্য্য-প্রভুত্ব-নাশে অধৈর্য্য কে নয়?
পুত্র-শোক সহ্য করে, কিন্তু বিত্ত-শোকে,
উন্মাদ হইয়া, লোকে ফিরে ইহলোকে!"

উত্তরে সন্তান, "কালী-ভক্তি আছে যার,
জানে সে, কালের খেলা কত চমৎকার!
রাত্রি দিন কালে হয়, কালে ঋতুমাস,
দুঃখ সুখ, জীব-ভাগ্যে কালে পরকাশ।
জন্ম-মৃত্যু কালে ঘটে, উন্নতি পতন,
সর্ব্বমূলে কাল, তত্ত্ব জানে সে সজ্জন।

সে কাল-হৃদয়ে শক্তি কালী জগদ্ধাত্রী,
সর্ব্ব অভিনয়-মূলে, কালী একা কর্ত্রী।
কালী দিলে সুখৈশ্বর্য্যে নাহি থাকে পার।
কালী নিলে, রক্ষা করে সাধ্য আছে কার!
তত্ত্ব জানি, সু-বৈরাগ্যে, দৃঢ় সেই হয়।
ঐশ্বর্য্য-প্রভুত্ব-নাশে চঞ্চল সে নয়।"
সুধান মাধবদাস, "তেমন মহাত্মা
সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত-হৃত যাঁর,
অন্যায় বিচারে শেষে গৃহ-বিতাড়িত,
ধৈর্য্য তবু অন্তরে তাঁহার।
কোথাও কি দর্শিয়াছ?"—উত্তরে সন্তান,
"সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প, তেমন ধীমান।
একবার হিমালয় করিতে ভ্রমণ,
মুক্ত এক মহাত্মাকে, করিনু দর্শন।
জাতিতে ব্রাহ্মণ,—তার নাম শ্রীঅচল,
দিব্য দেহ-ধারী, অঙ্গে উপযুক্ত বল।
জিজ্ঞাসিয়া পরিচয়, জানিনু সে সদাশয়,
সম্ভ্রান্ত ধনীর পুত্র, জ্ঞাতি বন্ধু জন,
ঐশ্বর্য্য তাহার, সব করিয়া লুণ্ঠন,
দিয়াছিল কারাগারে, অবিচারে, অত্যাচারে,
লাঞ্ছনায় জর্জ্জরিত করিল যখন,
সন্ন্যাসে তখন ভদ্র করিল গমন।
নিস্পৃহ হইয়া, এবে করিছে ভ্রমণ,
জগদ্ধাত্রী-গুণগানে সর্ব্বদা মগন।
নাহি বাস নাহি বিত্ত, তবু সদা ফুল্ল চিত্ত,
মৃদু হাস্যে হাস্যময়, সর্ব্বদা বদন।
সরল-সুস্থির-দৃষ্টি-পূর্ণ দু নয়ন।
জিজ্ঞাসিনু, "আপনার, চিত্তে কি জনমে আর
অতীত ঐশ্বর্য্য ব্যথা?—অথবা দুর্জ্জন
জ্ঞাতি-বন্ধু-প্রতি, হিংসা আসে কি এখন?
লুণ্ঠি রম্য বাস-স্থান, নিত্য করি হতমান,
দেশ-চ্যুত করি যারা দিল আপনায়?
চিত্তে কি জনমে ক্রোধ, তাদের চিন্তায়?"
উত্তরিল ধীর ভাবে মোকে সে ব্রাহ্মণ,
"বিগত শৈশব-খেলা কে করে স্মরণ?
স্বপ্ন-সুখ যত্ন করি কে স্মরণ রাখে?
গল্প বৃথা, পথিকের, কার মনে থাকে?
ইচ্ছাময়ী কালী, তাঁর ইচ্ছামত জীব
কভু হয় ক্ষুদ্র কীট,—কভু হয় শিব।
সে যাকে যেমন রাখে, ভবে সে তেমন থাকে,
কি হ'ল, কি হবে,—চিন্তা ভ্রান্তি ভিন্ন নয়।
সত্য বুঝি, ক্ষুব্ধ আর নহে এ হৃদয়।

সম্পত্তি গিয়াছে বলি, কাঁদি নাই অশ্রু ফেলি,
নিন্দি নাই প্রবঞ্চকে, অন্যের নিকটে,
ধৈর্য্য-চ্যুত হই নাই, পড়িয়া সঙ্কটে।
প্রেমের মিলন যথা, বিরহের বহ্নি তথা,
জনম যথায়, মৃত্যু বিহরে তথায়।
স্বাভাবিক এ সমস্ত দৃশ্য এ ধরায়!
সম্পত্তি যাহার আছে, বিপত্তি তাহার পাছে।
দারিদ্র্য, অভাব, তার বংশধর প্রায়,
দিবসের পাছে পাছে, বিভাবরী ধায়।
সম্পদে বিতৃষ্ণ যারা, দারিদ্র্য কি সহে তারা?
ব্রহ্মচারী কুমারে কি পুত্র-শোক পায়?
আকাঙ্ক্ষা অনর্থ-মূল, মুক্ত আমি তায়!
নিশ্চিন্ত এখন, নিত্যানন্দে অনিবার।
অতীত ত দূরে,—ভাবী চিন্তা নাহি আর।
যখন যে ভাবে রই, নিরানন্দ কভু নই,
স্তুতি, নিন্দা, মানামান, সুখ, দুঃখ, আর,
মা কালী-কৃপায়, সব সমান আমার!
কালী-পাদপদ্মে আছি নির্ভর করিয়া,
কালী যা বিধানে, আমি তৃপ্ত তাই নিয়া।
না পাইলে, প্রাপ্তি-জন্য না করি উদ্যোগ,
শান্ত করিয়াছি আমি, বাসনার রোগ।
জরামৃত্যু-দুই জন, কেশাকর্ষে অনুক্ষণ,
দিন দিন তনু ক্ষীণ, ক'দিন বা র'ব?
বিত্ত-নাশে আর কেন বিচলিত হব!
তুচ্ছ আমি, মহাবলী প্রহ্লাদের পৌত্র বলি,
ঐশ্বর্য্য অগাধ,—আর প্রভুত্ব অবাধ,
হারাইয়া, বিন্দু না করিল প্রতিবাদ।
নিজ ভুজ-বীর্য্য-বলে, বীর-শ্রেষ্ঠ পৃথ্বীতলে।
শক্তিমান হইয়াও, সহি অপমান,
সিন্ধু-তীরে হৃষ্ট চিত্তে করিল প্রস্থান।
চক্রী বিষ্ণু চক্র করি, সর্ব্বস্ব নিলেন হরি,
বিন্দু বিচলিত নহে, তাহে তার প্রাণ।
নির্ম্মে ছিল নিজে রাজ্য, নিজে কৈল দান।

ধৈর্য্য তার, দর্শি ইন্দ্র, বিস্ময় মানিয়া,
গিয়াছিল শত মুখে ধন্যবাদ দিয়া।"
জিজ্ঞাসিলে সে বৃত্তান্ত, কহিল ব্রাহ্মণ,
"বর্ণিত ভারতে,—বার্ত্তা জানে বহু জন।*
দেব, কি দানব, কিংবা মানব এমন,
ছিলনা ত্রিলোক-মধ্যে, বলির সহিত যুদ্ধে,
দণ্ড তরে স্থির র'বে;—করি পলায়ন,
যোদ্ধা যে যতই হোক্,—রক্ষিত জীবন!
দেবরাজ পুরন্দর, যুদ্ধে হয়ে অগ্রসর,
রক্ষিল জীবন, শেষে করি পলায়ন;
প্রাপ্ত বলি, ঐরাবত, স্বর্গ-সিংহাসন।
বজ্রের গর্জ্জন স্তব্ধ, সমুদ্রের নাহি শব্দ,
দাসত্ব স্বীকারে যত স্বর্গের ভূষণ।
নিঃশব্দে পবন বহে,—প্রভুত্ব এমন!
যুদ্ধ করি, বলিকে করিতে বাধ্য আর,
সাধ্য না রহিল স্বর্গে, কোন দেবতার।
দাসত্ব-শৃঙ্খল-হার, বক্ষে শোভে দেবতার,
দাসী-বৃত্তি অলঙ্কার, সুর-ললনার;
স্বর্গের দুর্গতি, বাক্যে বরণন ভার!
যায় যুগ, যায় কল্প, সহস্র বৎসর,
অক্ষুণ্ণ-প্রভুত্ব বলি, ত্রিভুবনেশ্বর!
দাতা বলি, জ্ঞানী বলি, প্রজা-হিত-কর্ম্মী বলি,
তপস্বী প্রধান বলি,—উৎসাহি-প্রবর।
লোক হিতে, মহাত্যাগে, হ'ল অগ্রসর।
মহাযজ্ঞ-আরম্ভিল, নিজে কল্পতরু হল,
প্রার্থিবে যে যাহা, তাই পাবে;—চরাচর
প্রাপ্ত হল এসংবাদ,—প্রাপ্ত পুরন্দর।
দেব-লোক-রক্ষক চক্রেশ বিষ্ণু যিনি,
পুরন্দর মুখে বার্ত্তা শুনিলেন তিনি।
উত্তম সুযোগ পেয়ে, এলেন ভিক্ষার্থী হয়ে,
সম্মুখে বলির,—ক্ষুদ্র বামন হইয়া,
প্রার্থিলেন. "ভিক্ষা দেহ, সম্রাটত্ব দিয়া।"

* ভারতে=মহাভারতে।

সত্য-পক্ষপাতী বলি,—সত্য রক্ষা করি,
অর্পিল সর্ব্বস্ব,—বিষ্ণু বামনে আদরি।
সত্যর্ষি ব্রহ্মর্ষি যাঁরা, দর্শি বলি-কার্য্য তাঁরা,
ধন্যবাদ সহস্র বলিকে দেন তবে,
“অদ্বিতীয় দাতা বলি, সত্যবাদী ভবে!”
অর্পিয়া সর্ব্বস্ব, বলি তপস্বীর বেশে,
স্বর্গ ছাড়ি চলি গেল, অবিজ্ঞাত দেশে।
ক্ষুদ্র এক রাজ্য গড়ি, স্ত্রী-পুত্রাদি, রক্ষা করি,
সিন্ধু তীরে সাধক বসিল, সুনির্জ্জনে,
গুম্ফ করি, যোগাসনে, ব্রহ্মময়ী-ধ্যানে।
হৃত-রাজ্য পুরন্দরে, আনি, বিষ্ণু নিজ করে,
ত্রিদিবের আধিপত্যে বসান যতনে।
ইন্দ্র আধিপত্য লভি, পুনঃ গর্ব্বী মনে,
চড়ি ঐরাবতোপরে, মহা বজ্র নিয়া করে,
সঙ্গে দেবসৈন্য, করে সর্ব্বদা ভ্রমণ,
সর্ব্বদা বলির ভয়ে সংশয়ে মগন।
এক দিন সিন্ধু-তীরে, নির্জ্জন গুহায়,
দর্শে ইন্দ্র, বলি শ্রেষ্ঠ তাপসের প্রায়,
শোক-দুঃখ-পরিশূন্য, সর্ব্বদা আনন্দে পূর্ণ,
মুক্ত পুরুষের মত, স্থির নেত্রে চায়;
চন্দ্র জ্যোতির্ম্ময়,—যেন ভূতলে বেড়ায়।
দর্শিয়া বলিকে, ইন্দ্র কম্পিত-হৃদয়।
সর্ব্ব অঙ্গ রোমাঞ্চিত, চিত্তে মহা ভয়।
বলে, “বেটা এত কাল, মরে নাই কি জঞ্জাল!
অস্ত্র যদি ধরে পুনঃ, ঘটাবে প্রলয়,
নাহি জানি,—দেবাদৃষ্টে আবার কি হয়!
শঙ্কায় কম্পিত, তবু বল করি পায়,
দণ্ডাইয়া ঐরাবতে বলিকে সুধায়,
“কহ কি প্রকার আছ? চিনিতে কি পারিয়াছ?
ইন্দ্র আমি,—তোমার সাম্রাজ্য-অধিকারী,
রত্ন-সিংহাসন তব, এক্ষণে আমারি।
প্রচণ্ড বিক্রম-ঘোরে, সংগ্রামে জিনিয়া মোরে,
কাড়ি-নিয়া ঐরাবত, করি আরোহণ,
রাজদণ্ড হস্তে নিয়া, রাজ-ছত্র শিরে দিয়া,
অত্যানন্দে এক দিন করিতে ভ্রমণ,
দর্শ, পুনঃ তা সমস্ত আমারি এক্ষণ।
তব সৈন্য-সেনাপতি, যাহারা তোমার প্রতি
অনুরক্ত ছিল, তারা মোর সুবিচারে,
হইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ, আছে কারাগারে।
আর যারা তোমা ভুলি, খায় মোর পদ-ধূলি,
উচ্চ পদে তাহাদিগে রাজ্যে বসাইয়া,
তোমার আত্মীয়গণে, রাখিয়াছি নির্য্যাতনে,
সম্ভ্রান্তা দানব-পত্নী ধরিয়া আনিয়া,
সম্পাদি দাসীর কার্য্য, বেত্র প্রহারিয়া।
তোমার রমণীবৃন্দ এক্ষণে আমার।
মনস্তুষ্টি বিধান করিছে অনিবার।
মণি-রত্ন-স্বর্ণসার, পরিপূর্ণ ধনাগার,
স্বেচ্ছামত আমি এবে করি ব্যবহার,
জীর্ণ-শীর্ণ দৈত্য-লোক সহি করভার।
তোমার শঙ্কায় যারা, মৃতপ্রায় সংজ্ঞাহারা,
ছিল,—সেই দেবগণ, এক্ষণে আমার
রাজত্বে, নির্ভয়ে গায় দুর্নাম তোমার।
তোমার আত্মীয় যারা, তোমার দুর্দ্দশা তারা,
দর্শিয়াও, আর তোমা সাহায্য না করে।
উচ্চারিতে তব নাম, মরে মোর ডরে।
কি লাঞ্ছিত দীন হীন জীবন তোমার!
অন্য হ'লে, লাজে প্রাণ করে পরিহার!”
ভীত ইন্দ্র, মুখে বীর-বাক্য উগারয়।
অপদার্থ নরের প্রকৃতি যাহা হয়।
যা কহিল হীন-চিত্ত দীন পুরন্দর,
মৃদু হাস্য করিল, তা শুনি, দৈত্যেশ্বর।
যদিও ইতর-বাক্য উপেক্ষে প্রবীণ,
তবু হিত বাক্য, তারা বলে চিরদিন।
না বলিলে অজ্ঞ যারা, তত্ত্ব কি সমুঝে তারা!
হিত বাক্যে উপকৃত নিত্য জ্ঞানহীন।
সম্বোধিল ইন্দ্রে তাই, দৈত্যেশ প্রবীণ—

"আধিপত্য লাভ করি, অজ্ঞ সম গর্ব্বে মরি,
বহু তিরস্কার তুমি করিলে আমায় ;
শুনিলাম,—সময়ে সমস্ত শোভা পায় !
গজেন্দ্র মরিলে, মহাসিংহের সমরে,
নির্ভয়ে কুক্কুর আসি মাংসাহার করে।
গর্ত্ত ছাড়ি উঠি ভেক, গজপতি-শিরে,
নৃত্য করি, কত আত্ম-শ্লাঘা পরচারে।
পিঞ্জরে আবদ্ধ সিংহ কৌশলে যখন,
কুক্কুটীও করে, তার সম্মুখে গর্জ্জন !
বীর্য্য-বলে, যদি তুমি, জিনিয়া আমায়
লভিতে রাজত্ব মোর,—কীর্ত্তি এ ধরায়,
বিস্তারিত তব,—লোকে প্রশংসা করিত,
নির্লজ্জ, কু-কাপুরুষ, কেহ না বলিত !
স্বর্গের প্রভুত্ব, লভি বিষ্ণুর কৃপায়,
রাজছত্র শিরে ধর, স্ত্রী-পুত্র পালন কর,
বিষ্ণু বিনা পলায়ন পর্ব্বত গুহায় ;
বীরত্ব তোমার, কার অজ্ঞাত ধরায় ?
নির্লজ্জ অধম যারা, নির্লজ্জ বলিতে তারা,
কুণ্ঠিত না হয় কভু, শ্রেষ্ঠ যদি পায়,
নির্লজ্জ বলিয়া তাঁকে, স্বজাতি বাড়ায় !
চিন্ত ত্রিদিবের স্বামী, তেমন কি নহ তুমি ?
যুদ্ধে পলায়ন, হীন-কলঙ্কী সমান,
অথচ বীরাগ্র-বীরে, কর অসম্মান।
বর্ত্তে না এ বিশ্বে, ভীরু তোমার সমান,
বাঞ্ছা তবু প্রাপ্ত হও, বীরেন্দ্র-সম্মান।
ভিক্ষার্থী হইয়া, মোর দ্বারে গোলকেশ,
উপস্থিত, ধরি ক্ষুদ্র বামনের বেশ।
সম্মুখ-সমর নহে, ভিক্ষার্থী হইয়া,
ত্রিলোকের আধিপত্য নিলেন মাগিয়া।
ভুজবলে রাজ্যলাভ করিয়া ছিলাম,
ভিক্ষুকে করিয়া দয়া, করিলাম দান,
সে ভিক্ষুক তোমার দুর্গতি নিরীক্ষিয়া,
অর্পিলেন রাজ্য, তোমা করুণা করিয়া।
ভিক্ষুকের কাছে যার ভিক্ষাবৃত্তি, তার আবার
সম্মুখে বলির, বলদর্পে কি গৌরব !
গর্ব্ব কি গোবরে সাজে, বিস্তারি সৌরভ ?
বিষ্ণু তোমা আধিপত্য করিলেন দান,
তার জন্য কেন এত গর্ব্বিত পরাণ ?
সঞ্চিয়াছে কিছু বল, বিষ্ণু-বলে বুকে,
দণ্ডাইয়া তাই, বজ্র ধরিয়া সম্মুখে।
নহি আমি অধিকৃত, নহি যুদ্ধে পরাজিত,
ইচ্ছা হলে পুনঃ অস্ত্র করিয়া ধারণ,
প্রজ্বলিয়া, সমরে প্রলয়-হুতাশন,
শত শত ইন্দ্র-গর্ব্ব, মুহূর্ত্তে করিয়া খর্ব্ব,
স্বর্গ হ'তে খেদাড়িয়া অপদার্থগণ,
নিতে পারি, স্বর্গে মর্ত্ত্যে যত সিংহাসন।
যে তুচ্ছ বাসনাধীন হয়ে তুমি লজ্জাহীন,
পুরুষানুক্রমে, সহ লাঞ্ছনা ভীষণ,
চূড়ান্ত নিষ্পত্তি তার করিয়াছি,—আর আমার
বাঞ্ছা সে সমস্তে নাহি জাগে এক ক্ষণ।
এক্ষণে বাসনা-ক্ষয়, আমার সাধন।
দেহাত্ম-বুদ্ধির বশে, মোহাবিষ্ট নর,
অন্বেষণে দেহ-সুখ, সদা যত্ন পর।
কতক্ষণ রবে ভবে, প্রভুত্ব কি সঙ্গে যাবে।
মুদ্রিত হইলে চক্ষু, কে নিজ, কে পর।
রাজত্ব কে কার করে, কার বাড়ী ঘর।
ইহা উপলব্ধি যার, ভোগেচ্ছা কি জাগে তার ?
ক্ষণস্থায়ী সংসারের প্রভুত্ব-বাসনা,
তত্ত্ব-দর্শী প্রবীণের অন্তরে আসে না।
অদ্য যথা সিন্ধু কল্য পর্ব্বত তথায়,
অদ্য যে সম্রাট, কল্য চলে সে ভিক্ষায়।
উন্নতি বা অধোগতি, অধীন, বা অধিপতি,
যাহা হয়, মনুষ্যের কৃতিত্ব কি তায় ?
কর্ত্তা সেই, বিশ্ব চলে যাহার ইচ্ছায় !
তুমি আমি, আমাদের কর্ত্তা যদি হই,

জন্মের সময় বল, সে কর্ত্তৃত্ব কোথা ছিল,
মৃত্যু কালে সে কর্ত্তৃত্বে কে জীবিত রই ?
এ তনুর রক্ষার তরে, প্রাণপণে যত্ন ভরে,
কে বা না সতর্ক রহে ?—কিন্তু চিরকাল,
সঞ্জীবিত কে কোথায়, কহ সুরপাল !
তত্ত্বজ্ঞ মনুষ্য যাঁরা, ধ্বংস-তত্ত্ব বুঝি তাঁরা,
বিত্ত-ক্ষেত্র-পুত্র-নাশে না হন অধীর।
বিশ্ব চলে ধ্বংস-মুখে, ইহা চির-স্থির।
বিষ্ণু-ছলে লভি রাজ্য, হইয়া নির্ভয়,
বৃথা গর্ব্বে মাতিও না,—কখন কি হয়,
কেহ না বলিতে পারে, চরাচর এ সংসারে
চঞ্চলা বিজলী তুল্য ভাগ্য বিপর্য্যয়।
সম্পত্তি-বিপত্তি যত, আসে দিবা-রাত্রি মত
পুনর্ব্বার আসে যদি তব দুঃসময়,
স্বর্গ হ'তে, বিতাড়িত যদি হতে হয়,
তখন কি গতি হবে ? এ গর্ব্ব কোথায় রবে ?
একবার চিন্তি, স্থির কর ও হৃদয়।
মিথ্যা জয়ে, এত গর্ব্ব, উপযুক্ত নয় !
প্রভুত্ব যা মোর ছিল, হস্তে তব, কাল গেল।
দুরবস্থা মোর,—কিন্তু অবস্থা তোমার
এ প্রকার ঘটিতেছে কত শত বার !
তব তুল্য কত ইন্দ্র, কত বা মহা মহেন্দ্র,
কত এল, কত গেল, বরষার জল !
মৃত্যু যদি সুনিশ্চিত, প্রভুত্বে কি ফল।
প্রভুত্বের অস্থিরত্ব, সম্বুঝি বিতৃষ্ণ-চিত্ত।
প্রভুত্ব গিয়াছে বলি, এ মোর অন্তরে,
বিন্দু মাত্র দুঃখ নাহি ; বৈরাগ্যের তরে,
সর্ব্বদা সচেষ্ট আমি ; তপস্যা আমার,
বাসনা-ক্ষয়ের জন্য ; নাহি লক্ষ্য আর।
প্রভুর উপরে প্রভু বিরাজে যখন,
তখন প্রভুত্বে আশ, তাহা মাত্র উপহাস।
দণ্ড যার, না পারি করিতে অতিক্রম,
প্রভুত্ব অপেক্ষা, তাঁর দাসত্ব উত্তম।
তাঁর পাদপদ্ম স্মরি, তাঁর নাম বক্ষে ধরি,
তাঁহার ইচ্ছায়, ইচ্ছা দিয়া বিসর্জ্জন,
আছি তাঁর করুণার আশায় এক্ষণ।
ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব যাহা, তুচ্ছাপেক্ষা তুচ্ছ তাহা,
দণ্ডে দণ্ডে হয় যার উত্থান-পতন,
এমন ঐশ্বর্য্য-গর্ব্ব, মত্তের লক্ষণ।
ভাবিছ, অনন্তকাল, র'বে তুমি সুরপাল !
দর্শিতেছ অসম্ভব মত্তের স্বপন।
চিন্তিলে অতীত, চিত্ত হ'ত না এমন।
পৃথু, ঐল, ময়, ভীম, নরক-সম্বর,
আদি কত মহাবীর, দৈত্য-লোকেশ্বর,
কত ইন্দ্র খেদাড়িয়া, স্বর্গের ঐশ্বর্য্য নিয়া।
ভুঞ্জিয়াছে,—কাল-বশে ত্যাজি কলেবর,
গেছে চলি ; চিন্তা কি তা কর পুরন্দর !
যাব আমি, যাবে তুমি, যাবে স্বর্গ মর্ত্ত্য ভূমি।
পৃথ্বী-স্বামী বহু, যাবে, আমাদের মত,
হবে যুদ্ধ ;—জয়-পরাজয় হবে কত।
প্রভুত্ব রক্ষার জন্য, না গণিবে পাপ-পুণ্য।
না গণিবে সত্য-মিথ্যা, ন্যায় বা অন্যায়।
সমস্ত করি উপেক্ষা, বিজয়ীর স্বার্থ রক্ষা,
হবে মাত্র রাজধর্ম্ম, তখন ধরায় ;
নিরীহের হত্যা হবে বীরত্ব তাহায়।
অযোগ্য বসিবে উচ্চে, সুযোগ্য রহিবে তুচ্ছে।
না রহিলে অত্যাচারে মাধুর্য্য কোথায় ?
দিচ্ছ নিজ-বাক্যে তুমি তার পরিচয়।
দৈত্য প্রতি অত্যাচার করিতেছ যত,
বর্ণিছ কি জন্য ? আমি আছি অবগত।
দুর্জ্জনের এই রীতি, নিরীক্ষিয়া নিতি নিতি,
চিত্ত মোর ক্ষোভশূন্য, বিদ্বেষ বিগত,
আছি স্থির, বায়ু-শূন্য, সমুদ্রের মত।
কত রুদ্র, সাধ্য, বসু, আদিত্য, সকল,
বিক্রমে আমার, তেয়াগিত রণস্থল,

তুমি ত আমার ডরে, পশি গুপ্ত গহবরে,
কত শীত, বর্ষা, বায়ু, সহি, ধরাতল,
ভাসাইতে, অধোমুখে ফেলি চক্ষুজল।
সেই তুমি, কাল-বশে, আমার সম্মুখে,
শুনিতেছি, কহিতেছ যাহা আসে মুখে।
কিন্তু তত্ত্ব বিচারিয়া, বিশ্বনাথে মনার্পিয়া,
করিয়াছি এ হৃদয় এমন নির্ম্মিত,
নিন্দা-স্তুতি মানামানে, নহি বিচলিত।
নহি আমি আর ক্ষুদ্র বাসনার দাস।
দেহের স্বাচ্ছন্দ্যে, আর না আসে উল্লাস।
বিজয়-প্রতিষ্ঠা-তরে, আর নাহি ইচ্ছা করে,
ব্রহ্মানন্দে করি আমি এ নির্জ্জনে বাস।
নির্ঝরিণী-নীরে, আমি জুড়াই পিয়াস।
সংযোগে সম্বন্ধ নাই, বিয়োগের ভয়,
এ মোর অন্তরে, আর কভু নাহি হয়।
আনন্দে পোহায় রাত্রি, প্রকৃতি আনন্দ-দাত্রী,
কত আনন্দের মূর্ত্তি আমাকে দর্শায়।
আনন্দ তরঙ্গ ঐ সিন্ধু-নীরে ধায়।
আনন্দের ঘন রাজি, আনন্দ-আকাশে সাজি,
আনন্দের কত চিত্র সম্মুখে জাগায়।
রবি, চন্দ্র, গ্রহ, তারা, আনন্দ পরিয়া তারা,
আনন্দে উদিয়া, মোর সম্মুখে দাঁড়ায়,
আনন্দ-পবন বহি লাগে মোর গায়।
ছিনু যবে ত্রিলোকের রাজ-রাজেশ্বর,
ত্রিবিধ সন্তাপে নিত্য ছিলাম জর্জ্জর।
শত্রু-মিত্র-মানামান, দম্ভ-দর্পে প্রভু-জ্ঞান,
ক্রোধ, হিংসা, অজ্ঞানতা ছিল সহচর,
ছিল, তুচ্ছ দেহ-সুখে ব্যাকুল অন্তর।
উৎক্ষিপ্ত সমুদ্র সম, উৎক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, মম,
চিত্ত ছিল ;—ছিল এ সংসার কারাগার।
বহিতাম দুশ্চিন্তার বোঝা অনিবার।
এবে আমি কারামুক্ত বিগত-বন্ধন,
ব'সে আছি, পাতি নিত্যানন্দ-সিংহাসন।
উত্তপ্ত দুঃখের মূল, সুন্দরী যুবতি-কুল,
ছল, কিংবা মহাযুদ্ধ, করি মহাবল,
অসমর্থ সে সম্পত্তি করিতে চঞ্চল।
তিরস্কার, পুরস্কার, অমান, সম্মান,
সম্মুখে আমার, এবে সমস্ত সমান।
শত্রু, মিত্র, আত্মীয়, বা মধ্যস্থ, বান্ধব,
যক্ষ, রক্ষ, কিংবা দেব, গন্ধর্ব্ব, দানব,
সম্পদ, বিপদ, কিংবা জীবন, মরণ,
সর্ব্বত্র সে বিশ্বনাথে করি দরশন।
মোর ভয়ে ফিরিতেছ, আর মনে ভাবিতেছ,
পাছে আমি আবার, তোমাকে খেদাড়িয়া,
ত্রিদিবাধিপতি হই, রাজদণ্ড নিয়া।
আর সে দুশ্চিন্তা কেন ?—নির্ভয় হইয়া,
যাও গৃহে,—রহ সুখে দারা-পুত্র নিয়া।
ভিক্ষুকে অর্পণ করি আসিয়াছি যাহা,
রাজ-রাজেশ্বর, বলি-পক্ষে কভু তাহা,
গ্রাহ্য নহে ;—বিবেক-বৈরাগ্য, তারপরে
যে ঐশ্বর্য্য দিয়াছে, তা দুর্লভ ভূপরে।"
শুনি সুরপুরেশ্বর, শান্তভাবে জুড়ি কর,
প্রণমিয়া দৈত্যেশ্বরে করে সম্বোধন,
"ধন্য তুমি, জ্ঞানারূঢ় শান্ত মহাজন !
তোমার বৈরাগ্য ধন্য, সম্মান তোমার জন্য,
অদ্য হ'তে এ দেবেন্দ্র অন্তরে রহিল,
তাপসেন্দ্র তুমি, অদ্য ইন্দ্র তা জানিল।
বহু জন্ম- পুণ্যফলে, বহু তপস্যার বলে,
ভোগেচ্ছায় বিতৃষ্ণা, অন্তরে উপজয়,
এ সমস্ত তোমার তপস্যা-পরিচয়।
যে হস্ত তুলিয়া বজ্র, করিয়াছি রণ,
সেই হস্ত কৃতাঞ্জলি, কর দরশন।
আনন্দ-সিন্ধুর তীরে, আনন্দে বিহর ধীরে,
আনন্দ-সমীরে, স্নিগ্ধ কর দেহ-মন,
স্বয়ং সচ্চিদানন্দ তব সঙ্গে র'ন।

দানব, মানব, কিংবা দেবতা, কিন্নর,
মাত্র তপস্যার বলে, হয় পূজ্যতর।
দেবতা হ'লে কি হবে, বাসনান্ধ যদি র'বে,
দ্বন্দ্ব-সন্দ কলহে সে পূর্ণ নিরন্তর।
দৃষ্টান্ত উত্তম তার, আমি পুরন্দর।
লুণ্ঠিতে সম্পত্তি তব, সাধ্য কি এখন ?
বিশ্ব-বরণীয় তুমি, আমি ক্ষুদ্রজন।
বিশ্বনাথ তব সঙ্গে ছায়ার মতন।”
এত বলি পুরন্দর করিল গমন
অত্যন্ত আনন্দে ;—অতি আনন্দই হয়,
বৈরাগ্য আশ্রয়ে যদি শক্র সু-দুর্জ্জয় !
বলির বৃত্তান্ত পড়ি, অন্তরে আমার,
ঐশ্বর্য্য-বিনাশে, দুঃখ নাহি আসে আর।
তত্ত্ব-জ্ঞান-বৈরাগ্যের অভাব যথায়,
মানুষ উন্মত্ত তথা, ঐশ্বর্য্য বাঞ্ছায়।
প্রাপ্ত হ'লে ঐশ্বর্য্য, আনন্দে গরগর,
নষ্ট হলে ঐশ্বর্য্য, কান্দিয়া মর মর।
হউক সম্রাট, একছত্রী নরপতি।
কাল-চক্রে করিতেছে ধ্বংস-পথে গতি।
কালচক্র অনুভূত অন্তরে যাহার,
অনুভূত যার জরা-মৃত্যু-সমাচার,
প্রাণদণ্ডে দণ্ডিতের নিকটে যেমন,
ভোজ্য পেয় ; তার কাছে ঐশ্বর্য্য তেমন।
ঐশ্বর্য্যও নাই, আর শক্রতাও নাই,
নিশ্চিন্ত হইয়া এবে সর্ব্বত্র বেড়াই।
সদানন্দ-ময়ী কালী, তার নাম নিয়া,
যে আনন্দে থাকি, তাহা বুঝাব কি দিয়া ?”
শুনিয়া সে ব্রাহ্মণের আত্ম-সম্বরণ,
পূর্ণানন্দে পূর্ণ হ'ল মো-সবার মন।
ভাবিলাম,—বিবেক-বৈরাগ্য না জন্মিলে,
দুর্গতির ভৃত্য, নর রহে সর্ব্বস্থলে।
আকাঙ্ক্ষার ভৃত্য যেই, হউক সম্রাট সেই,
তার তুল্য পরাধীন বর্ত্তে না ভূতলে।
হইয়া ভৃত্যের ভৃত্য, সর্ব্বদা সে চলে।
কিন্তু যে মহাত্মা, মুক্ত তুচ্ছ ভোগেচ্ছায়,
নির্ভরিয়া, বিধাত্রী সে জগদ্ধাত্রী-পায়,
সংসার-কুহকে মুক্ত সদা সর্ব্বক্ষণ,
প্রাপ্ত হন, মাত্র তিনি দিব্য দরশন।
ভোগীর দুর্গতি নিত্য, ত্যাগী সদানন্দ-চিত্ত,
প্রাকৃতিক এই সত্য, উপলব্ধি করি,
তুষ্ট তিনি সদা, সংযমের পন্থা ধরি।
বিশ্ব তাঁর, তাঁর সূর্য্য, চন্দ্র, ধরাতল,
ক্ষেত্র তাঁর, তাঁরই শস্য, তাঁরই অগ্নি, জল।
তাঁরি বৃক্ষ, তাঁরি ফল,—যাহাকে যেমন,
দেন তিনি, করে ভোগ সে জন তেমন।
সে নির্ভর-শীল ভক্ত বুঝি এ সকল,
বিত্ত-ক্ষেত্র-নাশে কভু না হন চঞ্চল।
জগদ্ধাত্রী কালী পদে ভক্তি জন্মে যার,
বিজ্ঞাত সে সহজে প্রকৃতি-তত্ত্ব-সার।
শক্র-মিত্র নাহি তার, নাহি সম্প্রদায়।
নির্দ্দ্বন্দ্ব অন্তরে সদানন্দে সে বেড়ায়।
—শান্তি সরোবরে নৌকা বাহি সে বেড়ায় !
ঐশ্বর্য্য-বিনাশে তার কি বা আসে যায় !
সর্ব্বত্র উন্মুক্ত তার মুক্তির দুয়ার।
হায় সে অবস্থা কবে, হবে ভুল্লুয়ার !

ষষ্ঠ দিন।

—ঃ০ঃ—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—ঃ০ঃ—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ তমস্তস্যৈ নমোঽনমঃ॥

—শ্রীশ্রীচণ্ডী।

"যে দেবী সমস্ত ভূতগণের মধ্যে ভ্রান্তিরূপে অবস্থান করেন, তাঁহাকে বার-বার নমস্কার করি।"

বিশ্বনাথ, নিঃস্বনাথ, দৃশ্যনাথ, পরগতি।
বিশ্বেশ্বর, কেদারেশ্বর, কিরাতেশ্বর, পশুপতি॥
চন্দ্রনাথ, আদিনাথ, জগন্নাথ, গঙ্গাধর।
পরমেশ্বর, রামেশ্বর, রূপনাথ, তুঙ্গেশ্বর॥
মুক্তিনাথ, অমরনাথ, প্রাক্তনেশ, প্রাণারাম।
মার্কণ্ডেশ, মাতঙ্গেশ, কৈলাসেশ, শান্তি-ধাম॥
ভুবনেশ্বর, তারকেশ্বর, যাদবেশ্বর, জ্যোতি-নাথ।
গোপেশ্বর, গৌরীশ্বর, গণেশ্বর, সিন্ধু-নাথ॥
ওঙ্কারনাথ, শঙ্করনাথ, মঙ্গলেশ, পাবক।
ভুলুয়া জ্ঞাত, বৈদ্যনাথ, তাপত্রয়ে তারক॥
কহে বৃদ্ধ রত্নগিরি, "ধৈর্য্য যদি ধরি,
বহু কার্য্যে এ সংসারে গঞ্জনায় মরি।
দুর্ম্মতি দুর্জ্জন যারা, নির্ভয় হইয়া তারা,
যোত্র, বিত্ত, মোর যত, হরে বার মাস।
ধৈর্য্য আমি ধরিলে, তাদের মহোল্লাস!
যাহা কিছু উপার্জ্জন, কাড়ি নিলে দস্যুগণ,
রক্ষা করি কি প্রকারে, পুত্র পরিজন,
কি প্রকারে রক্ষি ধর্ম্ম-কর্ম্ম সেবার্চ্চন?
কিন্তু যদি দণ্ড ধরি, প্রতিহিংসা সার করি,
দুর্জ্জনে ধরিয়া সদা করি নির্য্যাতন,
শঙ্কায় তাহারা দূরে করে পলায়ন।
বৃক্ষসম, নিত্য ক্ষমা দুর্জ্জনে করিলে,
শান্তি, সুখ, অন্তর্হিত হয় মহীতলে।
নিত্যানিষ্টকারী দুষ্ট শাসনে কি দোষ?
দুর্জ্জন শাসনে, ঘটে ঈশ্বরে সন্তোষ।"
উত্তরে সন্তান, "যারা নির্ভর-বিহীন,
কর্ত্তা বলি, আপনাকে ভাবে রাত্রি দিন,
দুর্জ্জন-দমন-তরে, তাহারাই দণ্ড ধরে।
কভু মারে, কভু মরে, যা হওয়ার হয়।
মারামারি নিয়া তারা আমরণ রয়।
হিংসায় হিংসার মাঠে, হিংসা-প্রতিধ্বনি উঠে।
হিংসায়, হিংসার শেষ কভু নাহি হয়।
হিংসার প্রান্তরে ধ্বংস করে অভিনয়।
কর্ম্ম-ফল, বর্ষা-বারি-বর্ষণ সমান,
বর্ষে জীব-শিরে;—ফলদাতা ভগবান।
কর্ম্ম-ফল-দান-তরে, অন্যান্য মূর্ত্তি সে ধরে;
দুর্জ্জন-দুর্ম্মতি-শিরে তাহার কৃপাণ,
উত্তোলিত;—দণ্ড দান জন্য ঘূর্ণ্যমান।
তত্ত্বদর্শী তাই প্রতিহিংসা পরিহরে।
ধৈর্য্য ধরি দুর্জ্জনের কার্য্য সহ্য করে।
হিংসা যদি করে,—চিন্ত আপন হিয়ায়,
সর্ব্বদা কি প্রতিহিংসা নিতে পারা যায়।
দুষ্টে যদি হিংসে, প্রতিহিংসা লও তার।
অগ্নি যবে হিংসে, প্রতিহিংসা লও কার?
ভূমিকম্পে ধ্বংস হল, টোকিও সহর,
কার প্রতিহিংসা নিল, জাপানী বহর?
প্লাবনে করিছে ধ্বংস দেশ কত বার,
দেশবাসী প্রতিহিংসা নিয়া থাকে কার?
সংসারীর চতুর্দ্দিক নিত্য শত্রুময়,
সাধ্য কার, দণ্ড ধরি, করে শত্রু ক্ষয়?
রাজা হও, প্রজা হও, শ্রেষ্ঠ, বা নিকৃষ্ট,
দুর্জ্জন ঘুরিছে নিত্য করিতে অনিষ্ট।
সমগ্র পৃথিবী যদি কর অন্বেষণ,
প্রাপ্ত কভু নাহি হবে নিঃশত্রু-জীবন।
দ্রোণ-বধে নিযুক্ত অর্জ্জুন মহাবীর,
ভীষ্ম-বধে আগ্রহী স্বয়ং যুধিষ্ঠির।

ক্ষমা-মূর্ত্তি বশিষ্ঠের শত্রু বিশ্বামিত্র।
শিষ্য, পুত্র, শত্রু যদি,—কে কাহার মিত্র ?
বিদ্ধ ক্রুশে যীশুখৃষ্ট, শত্রুর বিচারে,
রজ্জু-বদ্ধ হরিদাস, বাইশ বাজারে,
এক শত্রু দণ্ড পায়, অন্য শত্রু উঠে।
দস্যুরও ভবন, অন্য দস্যু আসি লুঠে।
সজ্জনেও হিংসে, শত্রু আসি দলে দলে।
কিন্তু প্রতিহিংসা নিতে তারা নাহি চলে।
ক্ষমা করে,—সে ক্ষমায় অবতার বলি,
পৃথ্বী ভরি প্রাপ্ত হয়, শ্রদ্ধার অঞ্জলি।
এ বিশ্ব যাঁহার,—যিনি রাজ-রাজেশ্বর,
সর্ব্বদ্রষ্টা তিনি,—তিনি প্রভু সর্ব্বোপর।
কর্ম্ম-ফলদাতা তিনি, অদৃষ্টে বিধাতা তিনি,
দণ্ডদাতা তিনি,—দণ্ড দিবেন যখন,
প্রতিহিংসা আমাদের কোন্ প্রয়োজন ?
অতিক্রমি তাঁকে, দুষ্টে দণ্ড দিতে যাই,
ধৃষ্টতার দোষ মাত্র মস্তকে জড়াই।
দম্ভী, দর্পী, মোহবদ্ধ, মনুষ্য-সমাজে,
হিংসা-প্রতিহিংসা-বুদ্ধি সর্ব্বত্র বিরাজে,
কিন্তু মোহ-মুক্ত মহা মনস্বি-মণ্ডলে,
বিশ্বনাথে নির্ভর বিরাজে সর্ব্ব স্থলে।
দৃষ্টি পুনঃ কর ভদ্র সুস্থির হইয়া,
দুর্জ্জন দমন-তরে, কি খড়্গ তাঁহার করে !
খড়্গ মহাপ্রলয়ের ঊর্দ্ধে উত্তোলিয়া,
দুর্জ্জনের পাছে পাছে বেড়ায় ঘুরিয়া।
সাধ্য কার, এড়াইতে তাঁহার বিচার !
দৈব যাকে বল, তা ত কৃপাণ তাঁহার।
ভ্রাম্যমান সে কৃপাণ কত মূর্ত্তি ধরি,
নিরীক্ষিলে, বিস্ময়-সাগরে ডুবে মরি।
কভু ভূমিকম্প, কভু ভীম-প্রভঞ্জন,
ঘূর্ণীবায়ু কভু, কভু ভীষণ প্লাবন,
বজ্রপাত-রূপে কভু, কভু সংক্রামক
ব্যাধিরূপে সে দুর্জ্জয় কৃপাণ, দণ্ডক।

ভ্রাম্যমান সে ভীষণ খড়্গ শিরোপরে।
তবু কি আশ্চর্য্য ! কেহ দর্শন না করে।
যে মহাত্মা সেই খড়্গ দর্শন করেন,
প্রতিহিংসা নিতে, তিনি কভু না চলেন।
সমস্ত তাঁহার খেলা, বুঝি সার মর্ম্ম,
যত্নে তিনি আশ্রয়েন নির্ভরের ধর্ম্ম।
অর্পিয়া সমস্ত তাঁর চরণ কমলে,
নির্ভয়, নিশ্চিন্ত তিনি, এ মহী-মণ্ডলে।”

বলেন আভীরানন্দ, “যে দুষ্ট দুর্জ্জন,
দণ্ড উপযুক্ত, তাকে নিত্য প্রয়োজন।
দণ্ড বিনা দুর্জ্জন, না হিত-পথে চলে।
ক্ষমায় কেবল তারা যন্ত্রণা উথলে।
কিন্তু ভগ্ন-পঞ্জর যথায় পদাঘাতে,
দিল্লী ছাড়ি, দৌড়িয়া পলায় জগন্নাথে।
নির্ব্বিষয়ী সন্ন্যাসীর যাহা কর্ম্ম-ধারা,
গৃহস্থ ধরিলে, যাবে ধনে প্রাণে মারা।
দিয়াছেন বিশ্বনাথ, হস্ত পদ মোরে,
শক্তি দিয়াছেন, শত্রু দমনের তরে।
দিয়াছেন আত্মরক্ষা-জন্য বুদ্ধি-বোধ,
নিশ্চেষ্ট যে তবু, সে ত নিতান্ত নির্ব্বোধ !
নিঃশব্দে যে দুর্জ্জনের অত্যাচার সহে,
নির্ম্মূল স-বংশে হয়, চিহ্ন নাহি রহে।
বিশ্বনাথে নির্ভর ?—নিশ্চয় তা উত্তম।
তা বলিয়া আত্ম-রক্ষা-চেষ্টা কেন কম ?
শক্তির সু-ব্যবহার নাহি করে যারা,
দুঃখ দুর্দ্দশায়, যায় সমুৎসন্ন তারা।”

উত্তরে সন্তান, যাঁরা সন্ন্যাসী সাধক,
সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব কালে তাঁরা অহিংসক।
ধর্ম্ম যাহা সাধকের তাই বলিতেছি।
অন্য কথা ভুলি, ইথে তর্ক মিছামিছি !
দুষ্ট যে, স্বকর্ম্মে কষ্ট পায় সর্ব্বক্ষণ !
তার জন্য আনে কাল তীব্র নির্য্যাতন।

তার প্রতিহিংসা নিতে দাঁড়াব কি জন্য ?
হিংসিলে ত হব তার সমান জঘন্য।
দুর্জ্জনের সঙ্গে যদি ছাড় অনুবন্ধ,
তাহাতেই হবে তার সর্ব্ব দিক বন্ধ।
সাহায্য-বিহীন হলে, আপনি মরিবে,
হিংসিয়া জঞ্জাল কেন নিজে সিরজিবে।
কর্ম্মফলদাতা যদি হ'ন ভগবান,
দণ্ড তিনি না দিলে, কে দণ্ড করে দান!
দণ্ড যাহা করে লোকে, সে দণ্ড ও তাঁর।
তত্ত্ব জানি, তপস্বী না যান মধ্যে তার।
নিজ-নিজ কর্ম্ম মোরা চিন্তা যদি করি,
মধ্যে তার, কত রূপ বিশৃঙ্খলা হেরি।
ঐক্য, সখ্য নাহি, নিজ আত্মীয় স্বজনে,
দর্শি পথ, দস্যু আসি স্বচ্ছন্দে লুণ্ঠনে।
মত্ত সদা কাম-ক্রোধে, প্রাপ্ত তার ফল।
মূল ধর, নিষ্পত্তি হইবে কোলাহল।
নির্দ্দোষ যে নির্ব্বিষয়ী, তাকে যে দুর্জ্জন,
উৎপীড়নে,—কিংবা চ'লে নাশিতে জীবন,
বিশ্বনাথ অদৃশ্যে সহায় তার হন।
দুর্জ্জন সংহারি, তাকে করেন রক্ষণ।”
সুধান আভীরানন্দ, “দুর্জ্জন পামরে,
দণ্ড না দিলেও, দৈবে দণ্ড দান করে।
আছে কি কোথাও তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ?”
উত্তরে সন্তান, “ঘরে ঘরে দৃশ্যমান।
জামাতাকে হত্যা জন্য ষড়যন্ত্র করি,
মরে সে গোবিন্দ সিংহ, নিজ পুত্রে মারি।*
নির্দ্দোষ শিশুর হত্যা-নিমিত্ত, বাহিরে
আসি, বোনা চূর্ণশির মুদ্গর-প্রহারে!”
বলেন আভীরানন্দ, “কহ বিস্তারিরা।”
কহিল সন্তান, যাহে শিহরয়ে হিয়া!
“গোস্বামী গোকুলচন্দ্র, বাড়ী ভাতগাঁয়।
গ্রামে গ্রামে ভাগবত পড়িয়া বেড়ায়।

* সন্তার-রঙ্গিণী ১ম খণ্ড পড়ুন।

পত্নী তার বৃন্দারাণী, রূপের বাজারে রাণী,
বয়সে চব্বিশ, আছে এক পুত্র তায়,
পুত্র চারি বৎসরের,—রূপে ইন্দু প্রায়।
বর্ত্তে গোস্বামীর গৃহে বৃদ্ধা মাতা তার,
চৌদিকে বাড়ীর,—বর্ত্তে প্রাচীর-প্রকার।
মধ্যে প্রাচীরের, গৃহ, ছোনের ছাউনি।
ইষ্টকে নির্ম্মিত ভিত্তি,—রম্য গৃহ খানি!
সন্নিকটে তার, বাস করে মুসলমান,
কৃষক সে,—নিরক্ষর, প্রৌঢ়, বলবান।
স্বভাবে সে সচ্চরিত্র, ঈশ্বরে বিশ্বাসী,
সজ্জন বলিয়া ভালবাসে গ্রামবাসী।
ক্ষেত্র চষি, নিজ ধান্য নিজে অর্জ্জি খায়।
দুঃখে কষ্টে, কোন রূপে, সংসার চালায়।
গোস্বামী তাহাকে কিছু টাকা কর্জ্জ দিয়া,
বন্দ দুই জমী তার, নিল ঠকাইয়া।
দরিদ্র কৃষক, অর্থ বল নাহি তার,
অর্থ-সাধ্য আদালতে, রুদ্ধ তার দ্বার।
গোস্বামীকে স্তুতি নতি অনেক করিল,
কিন্তু সে প্রস্তর-চিত্ত তাহে না গলিল।
ক্ষেত্র হারাইয়া, দুঃখী অকূলে পড়িল।
মনো কষ্টে কিছু কাল কাঁদিয়া ফিরিল।
অন্নাভাবে কৃষকের পুত্র-পরিজন-
মধ্যে, বহে দুঃখের তরঙ্গ প্রতিক্ষণ।
গত্যন্তর নাহি দর্শি কৃষক তখন,
মনে মনে বলে, “থাক্ পাষণ্ড দুর্জ্জন।
যখন যাইবি তুই প্রবাসে আবার,
দগ্ধ করি গৃহ তোর করিব অঙ্গার।
দুঃখ কাকে বলে, তোকে দর্শাব এবার,
শত্রু তুই,—ধ্বংসে তোর পাপ কি আমার ?”
এত বলি, কৃষক সংকল্প করি স্থির,
রহিল উত্তপ্ত মনে, সর্প যথা লেলিহনে,
দংশনের কিছু পূর্ব্বে, অথবা হস্তীর,
আক্রমণ পূর্ব্বে, যথা নিস্পন্দ শরীর।

গোপনে কৃষক সদা করে অন্বেষণ,
গোস্বামী কখন করে প্রবাসে গমন।
প্রাপ্ত হল গোস্বামী পাঠের নিমন্ত্রণ,
আনন্দে অধীর হ'ল, ভাগবত স্কন্ধে নিল,
বাহিরিল প্রায় দুই মাসের মতন,
পার্শ্বে আসি পত্নী কহে, সজল-নয়ন
"প্রবাসে চলিছ তুমি, ইথে কি বলিব আমি,
না গেলে সংসার চলা কঠিন এখন,
কিন্তু সাধ্য নাহি, সহি তব অদর্শন।
একা এ বাড়ীর মধ্যে থাকা সু-কঠিন।
তুমি গেলে, আমি বসি, কাঁদি রাত্রি-দিন।"
পত্নীর প্রণয় দর্শি, সজল নয়নে,
গোস্বামী সান্ত্বনা করে মধুর বচনে,
"কাঁদিও না, যাত্রা-কালে অশ্রুসিক্ত মুখ,
জাগাইবে পরবাসে, চিত্তে মহা দুখ্।
অন্নবস্ত্র তোমারি রক্ষণ জন্য চাই,
সংগ্রহিতে তা সমস্ত পরবাসে যাই।
পরবাসে কষ্ট সহি, তোমারি নিমিত্ত রহি।
তোমারি নিমিত্ত করিয়াছি বাড়ী ঘর,
মাত্র তোমা সন্তোষিতে মত্ত এ অন্তর।
মুখে কৃষ্ণ নাম করি, অন্তরে তোমায় স্মরি,
ভিন্ন তুমি, অন্য নাহি জানে মোর হিয়া,
মাত্র দু-মাসের মধ্যে আসিব ফিরিয়া।"
বাহিরিল গোস্বামী পড়িতে ভাগবত,
প্রাপ্ত সে কৃষক, হিংসা সাধিবার পথ।
মধ্য-রাত্রে একদিন,—ঘোর অন্ধকার,
পান্থ-শূন্য পথ, পদ-শব্দ নাহি আর।
নিস্তব্ধ নিদ্রায়, সর্ব্ব গ্রামে সর্ব্ব জন,
শঙ্কাপ্রদ নীরবতা-পূর্ণ এ ভুবন।
চিন্তে চিত্তে মুসলমান, এক্ষণি সময়,
লঙ্ঘিল প্রাচীর, ক্রোধে নির্ভয়-হৃদয়।
কিন্তু গৃহ পার্শ্বে আসি নিরীক্ষণ করে,
কক্ষ আলোকিত, দীপ প্রজ্জ্বলিত ঘরে।

গোস্বামীর পত্নী যেন কাহার সহিত,
মগ্ন মধু-আলাপনে, চিত্ত হরষিত।
দর্শিয়া কৃষক মনে বিস্ময় মানিল।
ভাবিল, "গোস্বামী ঘরে ফিরে কি আসিল!"
সন্নিকটে গবাক্ষের, হল অগ্রসর,
দর্শিল, চণ্ডাল বোনা শয্যার উপর,
শুইয়া কহিছে কথা,—বৃন্দা তার গায়,
পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, হাওয়া করিছে পাখায়।
দৃশ্য হেরি কৃষকের চিত্ত চমকিল।
"হা ধর্ম্ম!" বলিয়া, ধীরে নিশ্বাস ফেলিল।
শুনিল, কহিছে বোনা, "শুন ঠাকুরাণি?
তোমার এ পুত্রটাকে নহে ভাল জানি।
হাজার হলেও ভদ্র লোকের সন্তান,
চারি বর্ষে মোর চেয়ে, ওর বেশী জ্ঞান।
যত্ন যত কর তুমি, সন্দেহে আমার,
কম্পে তত প্রাণ, ওর ভয়ে অনিবার।
দর্শি আমি ওকে, যেন যমের সমান।
দুশ্চিন্তায় স্থির নাহি হয় মোর প্রাণ।
ও যদি সহসা গুহ্য করয়ে প্রকাশ,
দুঃসাধ্য হইবে তবে, মোর গ্রামে বাস।
বাস দূরে,—প্রাণ যাবে, তব যত্নে না কুলাবে,
তাই বলি, পুত্রটাকে হয় বধ কর।
নাহি পার, আমার সম্বন্ধ পরিহর।"
বৃন্দা কহে, "ও কি বুঝে?—ও শিশু সামান্য,
কি আশ্চর্য্য!—শঙ্কা এত কর ওর জন্য?
প্রাণ-প্রিয়তম তুমি, আসিলে গোঁসাই,
ধর্ম্ম সাক্ষী, বলি, তব কোন শঙ্কা নাই।
নিন্দিলেও অন্যে, তোমা কিছু বলিবেনা।
পুরুষ ভুলান মন্ত্র আছে মোর জানা।"
উত্তরে চণ্ডাল, "তুমি কি বুঝাও মোরে?
যত্ন নাহি প্রার্থি আমি, শার্দ্দূলের ঢোরে।
মূর্খ কে এমন তীব্র বিষের আধারে,
দুগ্ধ করে পান, মাত্র প্রাণে মরিবারে?

বনের মহিষ হোক যত বলবান,
শঙ্কিত সে নিরীক্ষিলে সিংহের সন্তান।
শত্রু ও সামান্য নহে, ভ্রান্তি পরিহর ;
প্রার্থ যদি মোকে, অগ্রে ওকে হত্যা কর।
বৃন্দা কহে, "পুত্রে হত্যা করি কি প্রকারে ?"
উত্তরে চণ্ডাল, "নিয়া চল ঢেকী-ঘরে।
মুদ্গর উত্তম তথা ঢেকীর মোনাই,
মস্তকে মারিলে বাড়ি, আর রক্ষা নাই।
বক্ষে ধরি নিয়া, তথা দেও শোয়াইয়া।
আমি সে মুদ্গর ধরি, দিব মাথা চূর্ণ করি,
চূর্ণ করি দিব, মাত্র এক বাড়ি দিয়া ;
হত্যা করি নিক্ষেপিব, আমি গাঙ্গে নিয়া।
রক্তটা ধুইবে তুমি, মাত্র জল দিয়া।
নিঃশব্দে মুছিবে, নিজ হস্তে মার্জ্জনিয়া।
সূর্য্যোদয়ে গ্রাম্য লোকে জিজ্ঞাসা করিলে,
উত্তরিও, "কোথা গেছে কল্য সন্ধ্যা কালে,
বহু অন্বেষণে আর নাহি পাওয়া গেল।
কহিও কাঁদিয়া, "হায় কি হবে, কি হ'ল !"
বৃন্দা সে পাপীষ্ঠ-বাক্যে সম্মতা হইল,
ঘুমন্ত সন্তানে ধীরে বক্ষে উঠাইল।
দর্শিয়া সে মুসলমান, হারাইল বুদ্ধি-জ্ঞান,
দুর্ব্বল, সহায়-শূন্য, শিশু রক্ষা-তরে,
অবিলম্বে দ্রুতপদে গেল ঢেকী-ঘরে।
দর্শি দ্বারে সে মোনাই, হস্তে তুলি নিল,
বেষ্টনী আড়ালে, বীর নিঃশব্দে রহিল।
বৃন্দা পুত্রে ধরি কোলে, ধীরে ধীরে অগ্রে চলে,
চণ্ডাল চলিছে পাছে,—নিঃসন্দেহ প্রাণ ;
সময় বুঝিয়া, মহাবল মুসলমান,
পাষণ্ডের মস্তকে মারিয়া এক বাড়ি,
চূর্ণ করি,—প্রাচীর লঙ্ঘিয়া, গেল বাড়ী।
একাঘাতে হত-প্রাণ, অধর্ম্মের অবসান,
অন্ধকারে রক্তস্রোতে ভাসিল উঠান।
দর্শি তাহা, বৃন্দার ত ওষ্ঠাগত প্রাণ !
পুত্র-কোলে গেল ঘরে, পড়িল পালঙ্কোপরে,
কিছুক্ষণ পাপিনীর না রহিল জ্ঞান,
বক্ষে বজ্রাঘাত,—চক্ষে বহ্নি বহমান।
প্রভঞ্জন প্রলয়ের, বহিল মাথায়,
লক্ষ লক্ষ সর্প যেন, দংশিল হিয়ায়।
যন্ত্রণা কি তার, তাহা মাত্র সেই জানে।
সাধ্য নাহি তাহার অবস্থা বরণনে !
আশ্চর্য্য কালীর খেলা, আশ্চর্য্য ধর্ম্মের লীলা !
আশ্চর্য্য প্রকারে তাঁর আশ্চর্য্য বিচার !
আশ্চর্য্য তাঁহার খড়্গ, আশ্চর্য্য প্রহার !
রাজরাজেশ্বরী, যাকে যে ভাবে মারিবে,
বুদ্ধি সেই ভাবে দিয়া, মশানে আনিবে।
সর্ব্বত্র মশান তাঁর,—সর্ব্বত্র শ্মশান,
সর্ব্বত্র নিরীক্ষি, তাঁর বিচারের স্থান।
সর্ব্বত্র বিরাজে তাঁর আজ্ঞাবাহী চর,
দণ্ডে তারা, তাঁহার আজ্ঞায় নিরন্তর।
দুর্ভাগিনী, তার পরে, ভাবিল বসিয়া,
"গোস্বামী আসিয়া, গেল এ হত্যা করিয়া।
ভিন্ন সে, এ অন্ধকারে, অন্য কে আসিতে পারে,
নিষ্ঠুর হৃদয় তার, ক্ষমা নাহি জানে,
সংহারিবে আমাকেও এই রূপে প্রাণে।
বোনা যে আমার, তা সে নিশ্চয় জানিত।
দুর্ণামের ভয়ে, মুখে কিছু না বলিত।
"প্রবাসে চলিনু" বলি বাহির হইয়া,
লক্ষিত মোদের কার্য্য গোপনে আসিয়া।
অদ্য আসি অন্ধকারে লক্ষ্যিল সকল,
হত্যা করি গেল ;—বাক্যে না করি কোঁদল।
বন্ধু এ প্রাণের আমি করিলাম যায়;
সন্দেহ করিয়া মোরে, সংহারিল প্রাণে তারে,
ওষ্ঠের সোহাগে মাত্র, ভুলা'ত আমায়।
পাপীষ্ঠ তাহার তুল্য, সংসারে কোথায় !"
প্রভাতে গ্রামের লোক আসিল ধাইয়া,
পুলিশ আসিল তার পঙ্গপাল নিয়া।

বৃন্দা কহে, "রাত্রে আসি, বাড়ীর গোসাঁই,
হত্যা করি গেল চলি,—অন্য সাক্ষী নাই।"
বোনার আত্মীয় যারা, একত্রে জুটিল তারা,
গোস্বামীকে আবদ্ধিতে উন্মত্ত-হৃদয়।
মধ্যে বসি মুসলমান শুনে সমুদয়।
শুনে, কিন্তু কাহাকেও কিছু নাহি কহে।
সংসার-চরিত্র দর্শি, নত শিরে রহে।
গোস্বামী যে গ্রামে ভাগবত পাঠে ছিল,
পুলিশ সে গ্রামে গেল, দু'হাতে শৃঙ্খল দিল,
হত্যার আসামী বলি তাহাকে ধরিল,
ভক্ত শিষ্য যারা, ভয়ে অঙ্গ ঢাকা দিল।
চতুর্দ্দিকে হুলস্থুল সমালোচনার।
সে যা আলোচনা, শুনি লাগে চমৎকার!
কেহ বলে, "দেখ ভাই ভাগবত পড়ে,
অথচ নৃশংস এত, নর-হত্যা করে।"
কেহ বলে, "ভদ্র লোক, আগে ভাবিতাম।
ভয়ঙ্কর এত, তা ত এবে জানিলাম।"
কেহ বলে, "গোস্বামী বৈষ্ণব যত জন,
খুনের আসামী ভিন্ন, কোথা কোন্ জন?"
কেহ বলে, "এমন লোকের এই কর্ম্ম!
কার্য্য নাহি আর, শুনি ভাগবত-ধর্ম্ম।"
কেহ বলে, "গোস্বামী আসিলে গ্রামে আর,
খেদাড়িব, পৃষ্ঠে দিয়া মুদ্গর-প্রহার!"
এইরূপে কত জনে কত কথা বলে,
দারোগা, গোস্বামী ধরি, মহানন্দে চলে।
নির্দ্দোষ গোস্বামী দর্শি, অঘট্য ঘটন,
নিঃশব্দে চলিল, করি অশ্রু বরিষণ।
"চণ্ডাল বোনাকে সেই হত্যা করিয়াছে।
প্রিয়তমা পত্নী তার, দেখা সাক্ষী সে হত্যার,
অন্য সাক্ষী নাহি, এক মুদ্গর-প্রহারে,
হত্যা করিয়াছে তাকে, ঘোর অন্ধকারে।
স্ব-চক্ষে সে দেখিয়াছে, তার সাক্ষ্য-বলে
হত্যাকারী,—বদ্ধ এবে, লোহার শৃঙ্খলে।"

শুনিয়া, নিশ্বাস ফেলি, গোস্বামী ভাবিল,
"হ'ল কি এমন ঝঞ্ঝা, সূর্য্য উপাড়িল?
চন্দ্র কি বৃষ্টির জলে, গলি প'ল পৃথ্বী-তলে!
নক্ষত্র কি হ'ল শেষে নারিকেল-ফুল!
গোস্পদে কি সন্তরণে, এবে তিমিকুল!
বৃন্দা দেখিয়াছে, হত্যা করিতে আমায়!
মগ্ন কি কাঞ্চনজঙ্ঘা, বিলের বন্যায়!
স্বপ্ন কি এ সব,—কিংবা কবির কল্পনা!
উন্মাদ কি আমি, কিছু বুঝিতে পারি না!
দণ্ডের বিরহ মোর, সহিতে যে নারে,
মাত্র মোর জন্য, প্রাণ যে ধরে সংসারে,
সাক্ষ্য দিয়া সেই, মোকে পরা'ল শৃঙ্খল!
প্রাণ-দণ্ড-তরে, সেই প্রমাণ কেবল!
প্রতিমা করিয়া, যাকে হৃদয়-মন্দিরে,
অর্চ্চিতেছি, সাজাইয়া বস্ত্র অলঙ্কারে,
পরমার্থ ভুলি, প্রাণ অর্পিনু যাহায়,
নিরীক্ষিল সেই, হত্যা করিতে আমায়!"
ভাবে, আর উন্মাদের মত সদা চায়,
আর, মাত্র অশ্রু-ধারে, ধরণী ভাসায়।
যথাকালে গোস্বামী আনীত আদালতে,
আসিল সে বৃন্দারাণী, সত্য সাক্ষ্য দিতে।
চক্ষু তুলি একবার দর্শিল গোঁসাই,
দর্শিল, সে বৃন্দা, আর তার বৃন্দা নাই।
রত্নহার ভাবি, যাহা বক্ষে পরেছিল,
হার নহে, সর্পিণী তা, দংশনে বুঝিল।
চমকি উঠিল চিত্ত,—কহিল শিহরি,
"কি ভ্রান্তি পরিনু হার, ভুজঙ্গিনী ধরি!"
দণ্ডাইল বৃন্দা উঠি, সম্মুখে তাহার,
লক্ষ চক্ষু তার প্রতি,—দৃশ্য চমৎকার!
কহিল, "এই সে স্বামী, স্ব-চক্ষে দেখেছি আমি,
হত্যা করি অন্ধকারে, গেল পলাইয়া।"
নিঃশব্দ সে আদালত-গৃহ, তা শুনিয়া।

মোকদ্দমা দায়রায় যখন উঠিল,
আত্মীয় বোনার যত, উল্লাসে মাতিল।
গোস্বামী নির্ব্বাক, নাহি তদন্ত তাহার,
নাহি তার অনুকূলে, কোন সাক্ষী আর।
প্রশ্ন যত, জজ তাকে জিজ্ঞাসে, সে ধীরে,
আনত মস্তকে, মাত্র ভাসে চক্ষু-নীরে।
আর ভাবে, "কবে হবে বিচারের শেষ,
ফাঁশী কাষ্ঠে ঝুলি, কবে ছাড়িব এ দেশ।
নিরীক্ষিনু ইহলোক আশ্চর্য্য কেমন,
কেমন সে পরলোক, ঈক্ষিব কখন!
সৃষ্টি হেন অত্যদ্ভুত, এ লোকে যাঁহার,
নাহি জানি, কি অদ্ভুত সৃষ্টি তথা তাঁর।"

এ দিকে উকিল করে উত্তম বক্তৃতা,
"হত্যাকারী ও যে, তাহে নাহিক অন্যথা!
হত্যা করি, অনুতাপে, লজ্জিত এখন।
কি বলিবে, ওষ্ঠে তাই না সরে বচন!
নির্দ্দোষ চণ্ডাল-পুত্রে হত্যা করিয়াছে,
ধর্ম্ম-পত্নী ওর, নিজ চক্ষে দেখিয়াছে।

পত্নী ওর, অবশ্য অসত্য পক্ষে নয়।
হবে কেন?—উচ্চ বংশে জন্ম তার হয়।
বুদ্ধিমতী, রূপে-গুণে মহা ধর্ম্মশীলা,
অসম্ভব তার পক্ষে মিথ্যা কথা বলা।
সাক্ষ্য তার, শত-সাক্ষ্য-উপরে ধর্ত্তব্য।
প্রাণ-দণ্ডে দণ্ড করা ইহাকে কর্ত্তব্য।"

কত যুক্তি সহ, কত বক্তৃতা তাহার!
আদালতে বাহাদুর উকিল-মোক্তার!

অবশেষে আদালতে বাহিরিল রায়।
দণ্ডিত গোস্বামী, প্রাণদণ্ডের আজ্ঞায়।
কর্ম্মচারী পুলিশের, যে তদন্তকারী,
আর যে উকিল, আদালতে সরকারী,
হাস্য আনন্দের, হাসি বসে মন-সুখে,
জজ কিন্তু রায় দিয়া, সু-বিষণ্ণ মুখে।

হেন কালে মুসলমান, হয়ে কিছু আগুয়ান,
যুক্ত করে, উচ্চৈঃস্বরে, কহে বিচারকে,
"হত্যা কে করিল, তুমি ফাঁসি দেও কাকে!
বিচারক হও যদি ধর্ম্মসাক্ষী করি,
কর যদি সুবিচার, সে ঈশ্বরে স্মরি,
শুন তবে মোর কাছে, যে ভাবে যা ঘটিয়াছে।"
এত বলি, আদি-অন্ত যা ঘটিয়াছিল,
নির্ভয়ে, সে উচ্চ কণ্ঠে সমস্ত বলিল।
সমস্ত ব'লিয়া শেষে, স্পষ্ট বাক্যে কহিল সে,
"কোথা বা গোঁসাই ছিল, কোথায় বা খুন!
কোন খোঁজ নাহি,—ধন্য তদন্তের গুণ।"
শুনি আদালত-মধ্যে অদ্ভুত বিস্ময়!
আবার নূতন করি মোকদ্দমা হয়।
গোস্বামী এবার দিল জুঠিয়া প্রমাণ,
মুক্ত সুবিচারে, ভদ্র কৃষক সন্তান।
সহরের সর্ব্ব জনে সেই মুসলমানে,
সম্বর্দ্ধিল সভা করি, পুষ্প মাল্য দানে।
রাক্ষসী সে বৃন্দা, শেষে গেল কারাগারে।
মৃত্যু ঘটে তথা তার, নানা অত্যাচারে।
জগদ্ধাত্রী যিনি, তাঁর বিচার কেমন,
উপলব্ধি কর এবে স্থির করি মন।
মুদ্গর মুদ্গর নহে, তাঁহারি কৃপাণ,
তাঁহারি সিপাহী, সেই রাত্রে মুসলমান।
ঘর-পোড়া-বুদ্ধি দিয়া, তাকে আনিলেন,
শত্রুকে করিয়া মিত্র পুত্রে বাঁচালেন।
বাঁচালেন গোস্বামীকে প্রাণ-দণ্ড হ'তে।
উড়ালেন ধর্ম্মের নিশান এ জগতে।
মোক্তার উকিল নাহি তাঁর আদালতে,
তদন্তের ভার নাহি পুলিশের হাতে।
সাক্ষী নিজে, নিজে জজ, নিজে সমুদয়।
আর্জ্জি-আবেদনের অপেক্ষা নাহি রয়।
তত্ত্বজ্ঞ সাধক নিত্য নিরখি নয়নে,
প্রতিহিংসা লওয়া দূরে,—চিন্তেও না মনে।

রাজ-রাজেশ্বরী তিনি, সম্রাট্-সম্রাট্,
নির্ম্মিত স্ব-হস্তে রাজ্য,—এ বিশ্ব বিরাট।
সূর্য্যাদি হইতে ক্ষুদ্র রেণুকা পর্য্যন্ত,
আজ্ঞাধীন তাঁর,—তাঁর বলে বলবন্ত।
কর্ত্তা তিনি বিচারের, বুঝিয়াছে যারা,
দুর্জ্জনে করিতে দণ্ড, ব্যস্ত নাহে তারা।
দুর্জ্জন ধীবর হ'ল, মিথ্যার প্রপাত,
মাগুরার আদালতে, * সহে বজ্রাঘাত।
দুর্গাদাসী-ইন্দুমতী-আদি বিবরণ,
প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত, তার বিচার কেমন!"
বলেন আভীরানন্দ, "অদ্ভুত সংবাদ!
দৈবের বিচারে, আর নাহি প্রতিবাদ।
কিন্তু প্রাণে বাজে বড় বৃন্দার চরিত্র।
নির্ম্মিল কি স্রষ্টা তারে এতই বিচিত্র?
স্ত্রী-জাতির প্রতি, ইথে জন্মে অতি ঘৃণা।"
উত্তরে সন্তান, "তাহা ভ্রান্তের ধারণা।
তণ্ডুলের মধ্যে রহে কঙ্কর যেমন,
মধ্যে স্ত্রীজাতির, বৃন্দা-জাতীয়া তেমন!
কঙ্করের দোষে, কি তণ্ডুল কেহ ছাড়ে?
রন্ধনের অগ্রে, তাহা কুলো পাতি ঝাড়ে।
অমৃত-ফলের মধ্যে পোকা যদি রয়,
অগ্রে কাটি বঁটী অবশিষ্ট পাতি, লয়।
মূর্ত্তি জগদ্ধাত্রী মার, প্রত্যক্ষ প্রতিমা,
নিঃসন্দেহে নারীজাতি বিশ্বে অনুপমা।
উচ্চাদর্শ অনন্য-প্রেমের এ ধরায়,
ভিন্ন স্ত্রী-জাতির চিত্ত, কোথা পাওয়া যায়?
শূর্পণখা হবে, তার আছে প্রয়োজন,
মাহাত্ম্য সীতার, তাহে করায় বর্দ্ধন।
আমি মাত্র বলিলাম, কালীর বিচার।
নির্দ্দোষের পক্ষে, কালী-কৃপা কি প্রকার!
দুষ্টের অদৃষ্টে খড়্গ, কি প্রকারে নাচে।
দৃষ্টান্ত কিরূপ তার নিত্য বিতরিছে।

* ১ম খণ্ড সদ্ভাব তরঙ্গিণী পড়ুন

দর্শি নিত্য করুণার জ্বলন্ত প্রমাণ,
বিশ্বাস-বিহীন, এ ভুলুয়া সন্দিহান।

—•—

ষষ্ঠ দিন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কেনোপমা ভবতুতেঽস্য পরাক্রমস্য
রূপঞ্চ শত্রুভয়-কার্য্যাতিহারি কুত্র।
চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্ট্বা।
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েঽপি॥

"হে দেবি! কাহার সহিত তোমার এই পরাক্রমের তুলনা হইতে পারে? এমন শত্রু-ভয়প্রদ অথচ অতি মনোহর রূপই বা আর কোথায় আছে? হে বরদে! চিত্তে কৃপা, এবং সমরে নিষ্ঠুরতা, এই উভয়ের একত্রে সমাবেশ, একা তুমি ভিন্ন, এই ত্রিভুবনে আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না।"

দুর্জ্জনে সদা দমনকর্ত্রী, আর্ত্তে প্রবোধ-দায়িনী।
দস্যু-ত্রাস সতত হর্ত্রী, দুর্ব্বল-ভয়-হারিণী।
মঙ্গলময়ী জগত-ধাত্রী, কৃপায় আর্দ্র-হৃদয়।
নিঃস্ব দীনে করুণানেত্রী, গৃহ-মঙ্গল-আলয়।
মৃত্যু-কবলে অভয়দাত্রী, শমন-শঙ্কা-বারিণী।
পৃথ্বী-মধ্যে ভক্তিদাত্রী, মাত্র ভুলুয়া-তারিণী॥
জিজ্ঞাসেন শ্যামানন্দ, "গরীষ্ঠ সন্তান!
বিশ্ব শিব-শক্তিময়, কি তার প্রমাণ!"
উত্তরে সন্তান, "শিবে অর্থ যত ধরি,
সর্ব্ব অর্থে, সর্ব্বত্রই নিরীক্ষণ করি,
শক্তিরূপে একমাত্র শিব বিদ্যমান,
ভিন্ন শিব, বিশ্বে অন্য নাহি দৃশ্যমান।
যদি ধরি, সংহারিকা শক্তি শিব হন,
সর্ব্বত্র সংহার-শক্তি, করি দরশন।

সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, ত্রিবিধ কার্য্য নিয়া,
প্রকৃতির অভিনয়, এ বিশ্ব ভরিয়া।
সে ত্রিবিধ কর্ম্ম, নিত্য সংহার-আশ্রয়ে,
সংসাধিত ; পরিদৃষ্ট সমস্ত বিষয়ে।

তুমি, আমি, বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী যত,
স্থাবর-জঙ্গম যাহা দৃশ্য অবিরত।
সমস্ত চলিছে, মাত্র এক মৃত্যু-পথে,
চলিতেছে অবিরাম, গুল্ম যথা স্রোতে।

এ দেহ রক্ষার জন্য, এত যে যতন,
এত যে শয়ন, আর উত্তম ভোজন,
রুগ্ন হ'লে, করা এত ঔষধ সেবন,
শীত-গ্রীষ্ম নিবারিতে, এত আয়োজন,
নিত্য কত সাবধানে রহি সর্ব্ব দিকে,
তবুও চলেছি, নিত্য ধ্বংস-অভিমুখে।

সৃষ্টি, স্থিতি, দুই শক্তি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হন,
তাঁহারাও সংহারক ভিন্ন কিছু ন'ন।
অথবা ত্রিশক্তি যুগপৎ কর্ম্ম-রত,
অগ্রে পরে কেহ নহে, একত্রে কার্য্যতঃ।

দৃশ্য বিশ্বে সর্ব্বত্র সে সংহারিকা শক্তি,
বিস্তারি প্রাধান্য বিদ্যমান।
সংহারিকা শক্তি শিব,—"শিব-শক্তিময়"
তাই বিশ্ব, সিদ্ধান্তে ধীমান।"

জিজ্ঞাসেন শ্যামানন্দ, "ব্রহ্মা বিষ্ণু কিসে
সংহারিকা শক্তি-মূর্ত্তি হন ?"
উত্তরে সন্তান, "ব্রহ্মা এক ধ্বংস করি,
করিছেন অন্যকে সৃজন।

যে স্থানে সৃজন, সৃষ্টি-শক্তি-সেই স্থানে,
এক সত্য করিয়া আশ্রয়,
যথা সৃষ্টি, তথা ধ্বংস, করি নিরীক্ষণ,
ধ্বংস ভিন্ন সৃজন না হয়।

বৃক্ষ নাশি, সৃষ্টি করি, খাট, পাট, টুল,
লৌহ-খণ্ড ভাঙ্গি, গড়ি কৃপাণ-ত্রিশূল।
ভুক্ত দ্রব্য নাশে, সৃষ্ট হয় রক্ত-মাংস,
সৃজিতে সে ভক্ষ্য, করি কত জীব ধ্বংস।

কত ফল, মূল, কত অন্নাদি, ব্যঞ্জন,
কত মৎস্য-মাংস নাশি, আহার্য্য-সৃজন।
অতএব এক ধ্বংসি, অন্যের উৎপত্তি।
ধ্বংস ভিন্ন সৃষ্টি নাই, ইহা উপপত্তি।
ধ্বংস-শক্তি, শিব নামে, নিত্য অভিহিত,
অতএব শিবই, ব্রহ্মা নামে পরিচিত।

"কিছু না" হইতে "কিছু" উৎপন্ন না হয়,
"কিছু" ছিল, সেই "কিছু" শক্তি সুনিশ্চয়।
শক্তি-অঙ্গ হ'তে এই ব্রহ্মাণ্ড সৃজিত,
স্থাবর জঙ্গম সব, শক্তি ঘনীভূত।
মহাত্ম্য-মহত্ব স্বীয়, আস্বাদন-তরে,
সৃষ্টে শক্তি,—এক অংশে, ব্রহ্মা নাম ধরে,।
একই শক্তি, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব তিন নাম,
তিন কার্য্যে, তিন নামা, এক গুণ-ধাম।

তার পরে বিষ্ণু-কার্য্য ধর্ম্ম-সংস্থাপন।
ধর্ম্ম সংস্থাপনে এই বিশ্বের পালন।
এ বিশ্ব-পালন-জন্য, বিষ্ণু কি প্রকার,
সংহারক, মনে মনে চিন্ত একবার।

কৃষ্ণরূপে কংস-জরাসন্ধের বিনাশ,
কত কর্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, শ্রীমুখের গ্রাস !
কত দৈত্য, বীর-বংশ সমূলে সংহার।
সংহারক কালমূর্ত্তি কৃষ্ণ-অবতার।

ধ্বংসিলেন রামরূপে লঙ্কেশ রাবণ,
রক্ষ-কুল নির্ম্মূলার্থে রামাবতারণ।
নরসিংহমূর্ত্তি ধরি বিরাট প্রকাশ ,
করিলেন দৈত্যেশ্বর কশিপু বিনাশ।
ধরিয়া বরাহমূর্ত্তি হিরণ্যাক্ষ-নাশ,
সংহারের লীলাভূমি বিষ্ণুর আবাস।

লোকক্ষয় করা, নিত্য স্বভাব তাঁহার।
পার্থে তাহা দর্শালেন ;—অতএব আর

সংহারক তাঁর তুল্য, বিশ্বে নাহি পাই।
শিব যদি সংহারক,—বিষ্ণু কেহ নাই।
ব্রহ্মা শিব,—বিষ্ণু শিব,—শির সংহারক,
অতএব শিব-শক্তিময়, এ বিশ্ব-লোক।"

জিজ্ঞাসেন শ্যামানন্দ, "সংহারক শিবে,
বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বর কেন বলে সবে ?
কেহ বলে মহাদেব !"—উত্তরে সন্তান,
"পরম আশ্রয় বলি, সর্ব্বোপরি স্থান।
ত্রি-শক্তির মূর্ত্তি কালী,—শক্তি বিশ্বময়,
বিশ্বনাথ শিব-বক্ষে, তাঁহার উদয়।

অতএব পরম আশ্রয় মাত্র শিব,
শিব-কার্য্যাভাবে, বিশ্ব মুহূর্ত্তে নির্জ্জীব।
তাই তিনি মহাদেব,—মহেশ্বর নাম,
তত্ত্বদর্শী সাধকের মন-প্রাণারাম।
কাল তিনি, কাল-গর্ভে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়,
নিত্য মোরা করি নিরীক্ষণ।
মহাসিন্ধু-গর্ভে যেন দৃশ্যমান সদা,
তরঙ্গের উত্থান-পতন।
কাল নাম শিবের,—ত্রিশক্তির আধার,
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-রূপে অভিনয় তাঁর।
সৃষ্টি স্থিতি যাহা, তাহা সাময়িকী শক্তি।
সংহারিকা শক্তি নিত্যা, বলি দেয় যুক্তি,
সংহারিকা শক্তি নিত্যা,—নিত্যত্বের জন্য,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলি, করে সর্ব্ব লোকে গণ্য।

দৃশ্যমান বিশ্ব পরিদর্শি যাহা পাই,
ধ্বংস ভিন্ন কারো কোন গত্যন্তর নাই।
অতএব, শিবশক্তিময় এই বিশ্ব,
বিজ্ঞের নিকটে দৃশ্য,—অজ্ঞের অদৃশ্য।

সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান অন্তর্য্যামী,
সর্ব্ব জীবাশ্রয়, তাই বিশ্বনাথ তিনি।
ভারতের বনপর্ব্ব কর অধ্যয়ন,
তার মধ্যে, সত্য যাহা, করিবে দর্শন।

সুপর্ণাখ্য-তীরে আসি দেব গদাধর,
কঠোর তপস্যারত, তুষিতে শঙ্কর।
তুষ্ট, তাঁর তপস্যায়, হন মহেশ্বর,
বরদানে করেন তাঁহাকে পুজ্যেশ্বর।

পুত্রার্থে যখন কৃষ্ণ যান তপস্যায়,
বদরিকাশ্রমে বসি অর্পি মন-কায়,
বিশ্বনাথে উপাসনা যখন করেন,
মহেশ্বর, ত্র্যম্বকাদি নাম তিনি দেন।"

(হরিবংশ দেখুন।)

জিজ্ঞাসেন শ্যামানন্দ, "শিবার্থে-মঙ্গল
কিন্তু শিব নিত্য সংহারক।
কি সিদ্ধান্তে কহি তাকে মঙ্গল-আলয় ?
—জীবে নিত্য আনন্দ-বর্দ্ধক ?"
উত্তরে সন্তান, "যদি শিবার্থে মঙ্গল,
চিন্তি দেখি, সর্ব্বত্রই সংহারে মঙ্গল।

সংহারের নানা নাম, ধ্বংস, মৃত্যু, নাশ,
এক ধ্বংস হ'লে হয়, অন্যের প্রকাশ।
মাত্র পরকাশ নহে, ধ্বংসেই পালন,
অতএব, ধ্বংস-শক্তি, মঙ্গল-কারণ।

দুগ্ধ মরি দধি হয়,, দধি প্রয়োজন,
দধির নিমিত্ত, বাঞ্ছি দুগ্ধের মরণ।
ভক্ষ্য সব ধ্বংসি, আমি রক্ষি এ জীবন।
আত্ম-রক্ষা-জন্য, অন্য-ধ্বংস প্রয়োজন।

তাই ভাগবত-মধ্যে করি দরশন,
দুর্ব্বলে সংহারি, রক্ষে প্রবলে জীবন।
প্রাকৃতিক এ নিয়ম-লঙ্ঘন অসাধ্য,
বাঞ্ছিলে জীবন, অন্যে সংহারিতে বাধ্য।

সাত্ত্বিক, বা সু-নির্গুণ ভক্ত যিনি হন,
জন্তু ছাড়ি উদ্ভিদের হরেন জীবন।
বাঁচাই মঙ্গল যদি, সে বাঁচন-জন্য
সংহারের প্রয়োজন, কে সংহার ভিন্ন ?

দর্শি পুনঃ, মৃত্যু যদি জীবে না ঘটিত,
দৃশ্যের মাধুর্য্য, বিশ্বে কিসে সম্ভবিত ?

জীব, জন্তু, বৃক্ষ, লতা, হয়ে সংমিশ্রিত,
কি দৃশ্য ঘটিত, তাহা চিন্তার অতীত।

অনু-পরমাণু, যথা প্রস্তরে সম্বদ্ধ,
জীব-সঙ্ঘ, তথা হ'ত, পরস্পর বদ্ধ।
বিন্দু স্থান না রহিত, শুইতে বসিতে,
কর্ম্ম-ক্ষেত্র না রহিত, এই ধরণীতে।

জন্মই কেবল, আর মৃত্যু কভু নাই,
মাত্র তাহে জীবসঙ্ঘ-পিণ্ড এক পাই।
নাহি রসাস্বাদ জীবে, নাহি অভিনয়,
ক্ষেত্র বীর-বিজ্ঞানীর, প্রাপ্য কভু নয়।
সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য কভু দর্শনীয় নহে।
পৃথ্বী এক প্রস্তরের খণ্ডমাত্র রহে।

রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দর্শনের তরে,
প্রত্যেকে উৎসুক, চলে অত্যাগ্রহ-ভরে।
দর্শনীয় অভিনয়,—জন্মে রসোল্লাস,
জাগ্রতে আনন্দ, করে জড়ত্বে বিনাশ।

দর্শি অভিনয়ে, এক আসে, এক যায়,
জন্মে কেহ, মরে কেহ, কেহ নাচে, গায়।
আর্ত্তনাদ করে কেহ, অন্যায় বিচারে,
দর্শি তাহা, দর্শকেরা ভাসে অশ্রুধারে।
দর্শিয়া ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়,
দর্শক-মণ্ডলী, অতি পরিতৃপ্ত হয়।

কিন্তু তার মধ্যে যারা অভিনয় করে,
অন্তর্হিত একবার, আবার আসরে।
রঙ্গ-মঞ্চে যাতায়াত নাহি যদি করে,
সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য তাহে ঘটে কি প্রকারে ?

মাত্র রাম-সীতা যদি রঙ্গমঞ্চে রয়,
দর্শকের কতক্ষণ রুচিকর হয় ?
মঞ্চ ছাড়ে রাম-সীতা, আসে দশানন,
হিত বাক্য কহি, হয় ত্যক্ত বিভীষণ।
মঞ্চ তারা ছাড়ে,—আসে অঞ্জনা-নন্দন,
জাম্ববান আসে,—আসে সুগ্রীব স্ব-গণ।

বসি রাম-লক্ষ্মণের সম্মুখে সকলে,
যুক্তি পরামর্শ করে,—কত কথা বলে।

প্রজ্বলিবে লঙ্কায় যুদ্ধের দাবানল,
ভস্মীভূত হবে তাহে, রাক্ষসের দল।
মঞ্চ তারা ছাড়ে, আসে লঙ্কার সমর,
যুদ্ধ বহু ঘটে,—মরে যোদ্ধা বহুতর।
ধ্বংশ হয় দশানন, বংশের সহিত।
জয়োল্লাসে গায় কপি মঙ্গল-সঙ্গীত।

উত্তীর্ণা জানকী হন অগ্নি-পরীক্ষায়,
দর্শাইয়া সতীত্বের মহামহিমায়।
মূর্ত্তি সতীত্বের, হেন সীতায় বর্জ্জিয়া,
কর্ত্তব্য রাজার, রাম যান দর্শাইয়া।
ইত্যাদির অভিনয়ে মাধুর্য্য প্রচুর,
দর্শনে আনন্দ প্রাপ্ত রসজ্ঞ চতুর।

কিন্তু পাঁচু কুণ্ডু সাজে রাজা দশানন,
কান্তু মুদী সাজে রাম, মহেন্দ্র লক্ষ্মণ।
পঞ্চাতেলী সীতা হয়, দর্শক যাহারা,
সত্য কহ, সন্ধান কি প্রাপ্ত কেহ তারা !

মৃত্যু যবে ঘটে রঙ্গমঞ্চে রাবণের,
সত্যই কি মৃত্যু তার ? তথা এ বিশ্বের
মহারঙ্গ-মঞ্চে নিত্য মহা অভিনয়।
মৃত্যু যত দর্শ, তাহা মৃত্যু কারো নয়।
দর্শ পুনঃ, পাঁচু কুণ্ডু যথা দশানন,
সর্ব্বজীব তথা, মাত্র সেই একজন।

রঙ্গ-মঞ্চে যাতায়াত দর্শি যে প্রকার,
জন্ম-মৃত্যু বিশ্বে তথা, সন্দেহ কি তার !
দৃশ্য ভব-রঙ্গ-মঞ্চে, কর দরশন,
কেহ কীর্ত্তিমান, কেহ নিন্দার ভাজন।

যোদ্ধা কেহ,—প্রজ্বলে সমরে হুতাশন,
কেহ ভীত কাপুরুষ, করে পলায়ন।
উন্মত্ত বাণিজ্যে কেহ, কেহ বৈজ্ঞানিক।
পুঁথি-পত্র নিয়া, কেহ কাব্যে সুরসিক।

কেহ বা সম্রাট, কেহ ভিক্ষু দীন-হীন।
ইত্যাদির অভিনয় দর্শ প্রতিদিন।

রঙ্গমঞ্চে অভিনয় যার যবে শেষ,
মঞ্চ ছাড়ি যায়, তাকে মৃত্যু কহে দেশ।
অভিনয় জন্য জন্ম-মৃত্যু প্রয়োজন।
সংহারক শিব তাই মঙ্গল-কারণ।

তার পরে জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ জন্য,
বীরত্বের শ্রেষ্ঠোপায় যুদ্ধ অগ্রগণ্য।
যুদ্ধ কি ভীষণ দৃশ্য!—কি সংহার মূর্ত্তি!
চিন্তিলে, অন্তরে লুপ্ত, চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি!
রক্ষিতে গৌরব, আর স্বজাতি-মঙ্গল,
মৃত্যু বরে, যুদ্ধ-ক্ষেত্রে, বীরেন্দ্র সকল।

পাঁচলক্ষ জাপানী করিয়া দেহত্যাগ,
সম্পাদিল জাপানের মহা-কীর্ত্তি-যাগ।
সংহারিল শত্রু-কুল, নির্ম্মম হইয়া,
বিস্তারিল জাপ-কীর্ত্তি এ পৃথ্বী ব্যাপিয়া।

সংহারের মঙ্গলত্ব উপলব্ধি করি,
লম্ফে মৃত্যু-মুখে বীর, শঙ্কা পরিহরি।
অতএব যুদ্ধ-ক্ষেত্রে, সংহারে মঙ্গল,
শিবার্থ মঙ্গল, তাই কহে ভূমণ্ডল।

জরাগ্রস্ত যবে নর, অসমর্থ দেহ,
পরমুখাপেক্ষী হয়ে রহে অহরহ,
তখন সে প্রার্থে মৃত্যু, একাগ্র অন্তরে,
মৃত্যু অতি বাঞ্ছনীয়, জরাগ্রস্ত নরে।
তখন তাহার পক্ষে মরণই মঙ্গল,
সংহারে মঙ্গল, তাহা প্রমাণের স্থল।

সক্রেটিশ যীশুখৃষ্ট অন্যায় বিচারে,
না মরিলে, এত শ্রেষ্ঠ হ'ত কি প্রকারে?
মৃত্যুতেও অমরত্ব প্রাপ্ত হয় নর।
মৃত্যু, ক্ষেত্র-বিশেষে, প্রভূত শুভকর।

আত্মার বিনাশ নাই, আত্মা ঈশ্বরাংশ।
আত্মা চিরস্থির, হয় মাত্র দেহ ধ্বংস।
ধ্বংস যাকে বলি, তাও মাত্র রূপান্তর।
ধ্বংস কিছু নাহি হয়, বিজ্ঞানে উত্তর।

দেহাসক্ত ভীত, সত্য-ন্যায় সমর্থনে,
শঙ্কিত সে সংহারের সংবাদ শ্রবণে।

পুনঃ শুন, রঙ্গমঞ্চে যাহা অভিনয়,
ভিন্ন হাসি-কান্না, তাহে কি মাধুর্য্য রয়!
এক ধ্বংসে, অন্যে কাঁদে, কান্না না থাকিলে,
হাস্যের মাধুর্য্য কোথা এই মহীতলে।

দুঃখপরে সুখ হয় অত্যানন্দময়,
ধ্বংস পরে পুনঃ সৃষ্টি সুখের নিলয়।
বিরহের পরে পুণ্য মিলন যেমন,
মৃত্যু-পরে, জন্মে ঘটে, মাধুর্য্য তেমন।

স্বার্থ-নাশ, মনুষ্যত্ব-জন্য প্রয়োজন,
মৃত্যু, তথা বিশ্ব-হিতে, কীর্ত্তি-নিকেতন।
রাত্রি না ঘটিলে খর মার্ত্তণ্ডের করে,
দগ্ধ হ'য়ে ধরা হ'ত পরিণতা ক্ষারে।
রাত্রি প্রয়োজন,—সূর্য্য যায় অস্তাচলে;
ধ্বংস প্রয়োজন,—নব সৃষ্টি ঘটে কালে।

সূর্য্য যদি উদি আর অস্ত না যাইত,
শান্তি-প্রদ রাত্রি দিন কিসে সম্ভবিত?
দিনান্তে আগতা রাত্রি,—রাত্রি গতে দিন,
সে প্রকার জীব জন্ম-মৃত্যুর অধীন।

মায়া-মোহে দিব্যদৃষ্টি রুদ্ধ সদা যার,
দর্শি কার্য্য সংহারের, চিত্ত কম্পে তার।
কিন্তু এ সংসারে প্রকৃতির চির রীতি,
সংহার-সাহায্যে, করে সৃষ্টি আর স্থিতি।
ধ্বংস অবলম্বি যবে সৃজন-পালন,
ধ্বংসই তা হ'লে অতি মঙ্গল কারণ।

বলেন শ্রীপূর্ণানন্দ, সস্নেহ বচনে,
"উত্থিত স্বতন্ত্র এক প্রশ্ন মোর মনে,
'পরম পুরুষ শিব, পরমা প্রকৃতি,
উমা তাঁর শক্তি,' অর্থ ধরিলে সম্প্রতি,

বিশ্ব শিব-শক্তিময় বলি কি প্রকারে ?"
উত্তরে সন্তান, "মাত্র সহজ বিচারে,
নির্গুণ সগুণে হন পুরুষ-প্রকৃতি,
আস্বাদিতে রস, নারী-পুরুষ-মূরতি।
নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম হন নিরাকার।
সাক্ষী মাত্র তিনি, নাহি কোন লীলা তাঁর।

সগুণ যখন হন, নিত্য লীলাময়।
সর্ব্বজীবে স্ত্রী-পুরুষ মূর্ত্তি তাঁর হয়।
ইচ্ছামত দেহ-গেহ নির্ম্মাণ করিয়া,
মধ্যে তার, নিজ অংশ আত্মা স্থাপনিয়া ;
ইচ্ছামত রসিকেন্দ্র করেন বিলাস,
সৃষ্টি রজে, সত্ত্বে রাস,—তমে শেষে নাশ।

প্রকৃতি পুরুষ ভিন্ন, কার্য্য অসম্ভব।
প্রকৃতি-পুরুষে উমা-শিব কহে সব।
প্রকৃতি-পুরুষে যবে স্ত্রী-পুরুষ ধরি,
গৌরী-শিব ভিন্ন, কিছু বিশ্বে নাহি হেরি।

গৌরী-শিব বিরাজিত প্রতি ঘরে ঘরে,
ভৈরবী ভৈরব-সঙ্গে, কুমারী কুমারে।
মানবী মানব-পার্শ্বে, দানবী দানবে,
রাক্ষসী রাক্ষস-পার্শ্বে, দেবী রূপে দেবে।
কীটে, পতঙ্গমে, বনচরে, কি খেচরে,
সর্ব্ব দেহে গৌরী-শিব রাস-ক্রীড়া করে।

বৃক্ষ, লতা, তৃণ, কিংবা পর্ব্বত, সাগর,
প্রত্যেকেই প্রকৃতি-পুরুষ কলেবর।
তণ্ডুল, মটর, কিংবা গোধূম ভাঙ্গিয়া,
দর্শ, তথা গৌরী-শিব আছে দণ্ডাইয়া !
অধিক কি ?—এ দেহের অর্দ্ধেক প্রকৃতি,
অর্দ্ধেক পুরুষ,—সত্য-সিদ্ধের বিবৃতি।

অতএব প্রতি দেহ গৌরী-শিবময়,
কিংবা শিব-শক্তিময়, যা বল, তা হয়।
বিজ্ঞাত এ তত্ত্ব, নিত্য ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ,
বিজ্ঞাত বিদিত-শাস্ত্র ব্রহ্মচারিগণ।
বোধ্য ইহা সাধকের, বোধ্য তপস্বীর।
আর বোধ্য স্থিতধীর, বোধ্য মনস্বীর।"

জিজ্ঞাসেন শিবানন্দ, সস্নেহ বচনে,
"কি লক্ষণে চেনা যায় ব্রহ্মচারী জনে ?"
প্রণমি সন্তান বলে, "তুমি ব্রহ্মচারী,
লক্ষণ তোমার, আমি কি বর্ণিতে পারি ?
সঙ্গে তব, রহি ;—তব কার্য্য পরীক্ষিয়া,
বোধগম্য যাহা, তাহা বলি প্রকাশিয়া।

উঠে ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে প্রত্যূষে করে স্নান,
মৌনাবলম্বনে করে বিশ্বনাথে ধ্যান।
উচ্চারি গায়ত্রী, করে ত্রিসন্ধ্যা-বন্দনা,
কিন্তু গুরু-সেবা, তার মোক্ষ উপাসনা।

লঙ্ঘি গুরু-বাক্য, শাস্ত্র-বাক্য নাহি মানে,
গুরু-গত-প্রাণ, মহানন্দে গুরুস্থানে।
ব্রহ্মচারী যত্নে অন্তরেন্দ্রিয় দমিয়া,
গুরু-সঙ্গে করে বাস, আগ্রহ করিয়া।

স্থির করি দেহ মন, সুখ-পদ্মাসনে,
সম্মুখে গুরুর, বসে শাস্ত্র অধ্যয়নে।
আরম্ভে, সমাপ্তিকালে, জ্ঞান-প্রদায়কে,
ব্রহ্মচারী নমস্কারে ভূমিষ্ঠ মস্তকে।

যথাবিধি জটা, দণ্ড, কমণ্ডলু, আর,
মৃগচর্ম্ম, মেখলা, তাহার অলঙ্কার।
প্রত্যহ করিয়া ভিক্ষা গুরুকে অর্পণে,
সেবান্তে গুরুর,—বসে প্রসাদ গ্রহণে।

সাহচর্য্য প্রমদার বর্জ্জে দৃঢ় মনে,
নিম্নে রাখে দৃষ্টি, যদি পড়ে সন্নিধানে।
অষ্টবিধ রতি-সঙ্গ আর মদ্যপান,
ব্রহ্মচারী করে ত্যাগ ঘৃণ্যের সমান।

বিন্যাস না করে কেশ, গাত্র নাহি মাজে,
ভূষণ-চন্দন-মাল্য-সাজে নাহি সাজে।
বর্জ্জে বিলাসিতা, বিতৃষ্ণায় সর্ব্বক্ষণ,
পদে চর্ম্ম-পাদুকা, না পরশে কখন।

আলস্য-বিহীন, মনে উৎসাহ বিপুল,
কর্ত্তব্য সাধনে, তার বিন্দু নাহি ভুল।
পরাৎপরা ভিন্ন, পরচর্চ্চা নাহি করে,
করা দূরে,—শুনিলে, সে চলি যায় দূরে।

দিবানিদ্রা সাবধানে করে পরিহার,
হবিষ্যান্ন, দুগ্ধ, ফল, মূল, ভোজ্য তার।
অধ্যায়ন-পরায়ণ, নারায়ণ-প্রিয়,
তুল্য নারায়ণ, ব্রহ্মচারী দর্শনীয়।

সর্ব্বস্থলে ব্রহ্মচারী প্রণম্য সবার,
ব্রহ্মচারী তুল্য, লোকে তপস্বী কে আর।
ব্রতান্তে গুরূপদেশে গৃহস্থ সে হয়।
কিংবা হয় সন্ন্যাসী, মোহান্ত গুণময়।

গৃহস্থ হইলে হয়, সে "উপকুর্ব্বণ,"
সন্ন্যাসী হইলে রহে নৈষ্ঠিক সুজন।"

কহে ভক্ত রামতনু, "পড়ি ভক্তমাল,
বহু ভক্ত সাধকের পরিচয় পাই।
কিন্তু তাঁরা সমস্ত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ী,
কোন শাক্ত ভক্তের উল্লেখ তাহে নাই!"

উত্তরে সন্তান, "ভক্ত সর্ব্ব সম্প্রদায়ে
বিদ্যমান, যিনি "ভক্তমাল" গ্রন্থকার,
নিজে তিনি বৈষ্ণব, বৈষ্ণব পরিচয়ে,
বৈষ্ণবে উৎসাহ দিতে, আগ্রহ তাঁহার।
শক্তি-উপাসনা, আর শাক্ত সম্প্রদায়,
বর্ত্তমান কত কাল, অসাধ্য নির্ণয়।
মধ্যে তাহাদের, বহু সিদ্ধ ভক্ত র'ন।
সাধ্য নহে সবার বৃত্তান্ত বরণন।

শাক্ত ভক্ত-সাধক বিখ্যাত যারা দেশে
পূজ্য যারা ধর্ম্মপ্রাণ-মধ্যে নির্ব্বিশেষে,
মাত্র নাম, তাঁহাদের অল্প সংখ্যকের
কীর্ত্তনি বিনাশি তব আগ্রহ চিত্তের।

বিশ্বমূর্ত্তি বিশ্বপ্রসবিনী ব্রহ্মময়ী,
কালী-পাদ-পদ্মে যাঁরা মহা ভক্তিমান,
মধ্যে তাঁহাদের, সিদ্ধ সাধক-প্রধান
পুণ্য কাশীধামে শ্রীত্রৈলঙ্গ বিদ্যমান।

পূর্ণানন্দ স্বামী ইনি, শ্রীওঙ্কারনাথ-
মণ্ডলীর মঙ্গল-সাধন কর্ত্তা প্রভু।
নিষ্কিঞ্চন, বিশ্বপ্রেমে অন্বিত-হৃদয়,
তন্ময় মা ব্রহ্মময়ী-চরণ-কমলে।

দেব শ্যামানন্দ ইনি, চিন্ময়ী-চিন্তায়,
গ্রহগ্রস্ত ব্যক্তিতুল্য সর্ব্বদা বিভোর।
ভক্তি-ভাব-সিন্ধু, মত্ত তত্ত্ব-আলোচনে,
ভেদ-বুদ্ধি-বিরহিত, নির্দ্বন্দ্ব, নিষ্কাম।

ইনি নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী কামাখ্যার,
বিস্তারিতে মাত্র মাতৃভাবের গৌরব,
এ নীল-পর্ব্বতে, জ্যোতি বিস্তারি আসীন।

ব্রহ্মচারী শ্রীগরীব, করতোয়া-তীরে,
কীর্ত্তি-কেতু সাধনার, উড্ডীন যাহার।

কুরুক্ষেত্র কুণ্ডতীরে, বারাণসী ধামে,
বর্ত্তমান ব্রহ্মচারি-শ্রেষ্ঠ মগ্নিরাম;
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাপক বেদান্তের যিনি।
অম্বিকার পাদপদ্মে মহা ভক্তিমান।

অজ্ঞাত কে শ্রীরামপ্রসাদ মহাজনে?
মহা শক্তিমান ভক্ত মনস্বিভূষণ।
যাঁর কালী-কীর্ত্তনে এ বঙ্গ বিমোহিত,
ইচ্ছামৃত্যু যাঁর, গঙ্গা-তরঙ্গে প্রবেশি।

গৌরবে যাঁহার বৰ্দ্ধমান বৰ্দ্ধমান।
শিক্ষিত মণ্ডলে যাঁর অত্যুচ্চ সম্মান।
উদ্বেলিত দামোদর যাঁহার কীর্ত্তনে,
সাধকাগ্রগণ্য সে কমলে কে না জানে?

বিদ্যাবুদ্ধি-শূন্য, মাত্র কালী-নামামৃতে,
সিক্ত যে রসনা, যাঁর বাক্য মাত্র নিয়া,
বিশ্ব-ধর্ম্ম-সম্মিলনে, শ্রীবিবেকানন্দ
ব্যাখ্যা করি আর্য্য-ধর্ম্ম বিশ্ব-বিমোহেন,
তিনি রামকৃষ্ণ দেব, শাক্ত-কুল-মণি।

ধন্য সর্ববিদ্যা সর্ব্বানন্দ মেহারের,
সিদ্ধ-লোক-মণ্ডলে প্রদত্ত উচ্চাসন।
ধন্য দেব মেতরার সিদ্ধ শ্রীমাধব,
অৰ্দ্ধকালী-পতি, পূজ্য তুল্য মহাদেব।
ধন্য সিদ্ধ লোকচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ গিরি,
যাঁহার প্রস্তরাসন বহেন শঙ্করী।

ধন্য প্রভু কামদেব মহা শক্তিমান,
অত্যদ্ভুত কার্য্য যাঁর,—তপস্বি প্রধান।
মহাপ্রস্থানের দিন জলন্ত চিতায়,
আরোহেণ বহ্নিদেবে সমর্পিতে কায়।

ধন্য দেব যাদবেন্দ্র সিদ্ধ অবধূত,
তনুত্যাগে যাঁহার বিভূতি অত্যদ্ভুত।
গোস্বামী শ্রীগোরাচাঁদ শিষ্য হন যাঁর,
যাঁহার রচিত পদে অমৃতের ধার।

ধন্য সাধকেন্দ্র শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব,
তন্ত্র-তত্ত্ব-বিশারদ, তেজস্বী ভৈরব।
কামদেব-বংশে কুল-পাবন উদ্ভব,
গৌরবের শিষ্য যাঁর জষ্টিস্ উড্রপ।
ধন্য শ্রীশরৎচন্দ্র শ্রীহট্ট-নিবাসী,
সিদ্ধ সাধনায়, মহা পণ্ডিত সন্ন্যাসী।

জয় জয় ভবানী ঠাকুর নিষ্কিঞ্চন,
সাধনার উচ্চাকাশে ইন্দু সুশোভন।
দৃশ্য, মা অপর্ণা-ক্ষেত্রে, ভবানীপুরের,
রাজর্ষি ভরত যেন, মূর্ত্তি বৈরাগ্যের।

ধন্য স্বামী হরানন্দ সরস্বতী আর,
ভক্ত মহাযোগী,—সুধাপূর্ণ কথা যাঁর।
ইচ্ছামৃত্যু তাঁর, আমা সবার সম্মুখে,
বিস্ময়ে বিমূঢ়,—দৃশ্য দর্শি সর্ব্ব লোকে।

ধন্য রাজা রামকৃষ্ণ নাটোরাধিপতি।
অৰ্চ্চিতে মা কালী, শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ়মতি।
ধন্য শ্রীনরেশচন্দ্র ;—শ্রীরামদুলাল।
ধন্য ভক্ত বৃন্দাবন-ক্ষেত্রে মাধোলাল॥

ভক্ত মহা, শ্যাম-গ্রাম-নিবাসী ভুবন।
তন্ময় মা ভাবে, মুখে সর্ব্বদা কীর্ত্তন॥

ধন্য রামকুমার, শঙ্করী-গত-প্রাণ।
সাধনায় সায়েস্থাগঞ্জের কীর্ত্তিমান।
ধন্য রামদত্ত, বালি-নিবাসী সাধক,
যাঁর পদাবলি, নিত্য আনন্দ-বৰ্দ্ধক।

গজেন্দ্র গোস্বামী ধন্য, শ্রেষ্ঠ অবধূত।
সর্ববিদ্যা সতীশের ক্ষমতা অদ্ভুত।
ধন্য ভক্ত দাশরথী, কবি চূড়ামণি।
যাঁর গান অন্নপূর্ণা শুনেন আহ্বানি।

ধন্য ভক্ত গোবিন্দ চৌধুরী শেরপুরে।
যাঁর গানে, সুধা ক্ষরে, অক্ষরে অক্ষরে।
ধন্য ভক্ত মহাদেবপুরে শ্যামচন্দ্র,
যাঁর পদরত্নাবলী মহা ভাবপূর্ণ।

ধন্য ভক্ত নীলকণ্ঠ ভক্ত-মণ্ডলেশ,
ধন্য শ্রীরসিক, যাঁর কীর্ত্তি গায় দেশ।
ধন্য শ্রীবিবেকানন্দ স্বামী মহারাজ।
যাঁর কার্য্যে চিকাগোয় এ আর্য্য সমাজ,
প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠাসন ;—এ ভারতবর্ষে আজ,
বিস্তারিত দুস্থ-রুগ্ন-সেবা-ধৰ্ম্ম-কাজ।
স্ব-দেশ স্ব-জাতি-জন্য বিগলিত-প্রাণ,
অদ্বিতীয়, অমর, অতুল-কীর্ত্তি মান।

ধন্য ভক্ত মহেশ মণ্ডল মহীয়ান,
ইচ্ছামৃত্যু যাঁর, নাহি উপমার স্থান।
ধন্য মীর্জ্জা হোসেনালি সাধক ধীমান,
মা ভাবে তন্ময়, প্রাণস্পর্শী যাঁর গান।
ধন্য শ্রীগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিমান;
তান্ত্রিকী ক্রিয়ায়, যাঁর শক্তি অপ্রমাণ।

রমণী জাতির মধ্যে যাঁরা ভক্তিমতী,
মুক্তহস্ত ত্যাগে তাঁরা, পতিব্রতা সতী।
ধন্যা মহারাণী শ্রীভবানী নাটোরের,
তুল্যা নাহি যাঁর বঙ্গদেশে গৌরবের।

অন্যা রাণী শরৎসুন্দরী পুটীয়ার,
সাধ্বী-লোক-লক্ষ্মী, আর মূর্ত্তি তপস্যার।
সাধিকা শ্রীসত্যবতী ধামশ্রেণী রাণী,
তপস্যায় অদ্বিতীয়া, বলি যাঁকে মানি।
রাণী বলি দানে মানে বিখ্যাত ইহারা,
বালি-মধ্যে রত্ন তুল্যা, দীন-গৃহে যাঁরা।
শাক্ত সাধকের সংখ্যা করে সাধ্য কার ?
পার্ব্বত্য প্রদেশে শিলাখণ্ড গণা ভার।
ব্রহ্মময়ী কালী-পদে, ভক্তিমান যাঁরা,
ভেদ-বুদ্ধি শূন্য,—জ্ঞানে অলঙ্কৃত তাঁরা।
তাপত্রয়ে উদ্বেলিত সংসার-সাগরে,
নির্য্যাতিত বহু দুঃখে, নিত্য হয় নরে।
কিন্তু যদি, যোগে-ভাগ্যে কোথাও কখন,
প্রাপ্ত হয় মহীয়ান শাক্ত-দরশন,
সঙ্গ তাঁর, ভক্তি ভাবে, ধরে যে সময়,
উচ্চ জ্ঞানে, হয় দুঃখে মুক্ত, সে নিশ্চয়।
যে মহাত্মা মাতৃপূজা লক্ষ্য করিয়াছে,
জগদ্ধাত্রী কালী তাঁর সঙ্গে ফিরিতেছে।
মাসান্তেও কালী নাম রসনাগ্রে যাঁর,
সে মোর সর্ব্বস্ব,—আমি নিত্য দাস তাঁর।
হে ভক্ত! হে ভাগবত! যে স্থানে যে রহ,
ভূমিষ্ঠ ভুলুয়া,—তার শিরে পদ দেহ।

ষষ্ঠ দিন

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হে পর্ব্বত-পংক্তি-পতি-নন্দিনি অন্নপূর্ণে!
শারদোজ্জ্বল চন্দ্রকান্তি পরিমণ্ডিত স্বর্ণ বর্ণে!
হে মেনকাঙ্কোজ্জ্বল ভূষণে মাং শরণ্যে,
দারিদ্র্যে-দুঃখ-দহনাৎ জগদম্বে রক্ষ ॥

"হে পর্ব্বত-কুল-পতি-নন্দিনি! হে অন্নপূর্ণে! হে উজ্জ্বল শারদচন্দ্র-কান্তি-মিশ্রিত কনকবর্ণে! হে শরণীয়ে! হে জগদম্বে! দারিদ্র্য-দুঃখানল হইতে আমাকে রক্ষা কর।"

কহে বৃদ্ধ রত্ন গিরি, "বহু তত্ত্ব শুনি,
পরানন্দে গত প্রায় মাস,
সাধু-সঙ্গ মাহাত্ম্য অন্তরে উপলব্ধি,
জন্মিয়াছে চিত্তে সু বিশ্বাস।
হেন ভাগ্য আর কবে হবে এ জীবনে,
—হবে, কি না হবে, কে তা জানে!
হেন সাধু সম্মিলন, ত্যজি কি প্রকারে,
যাব ঘরে, সেই দুঃখ প্রাণে।
যা হউক, শেষ বাঞ্ছা অন্তরে আমার,
আগমণী করিতে শ্রবন।"
বিষ্ণুদাস কহে, "উচ্চ মাধুর্য্যের খনি,
সে বাৎসল্য ভাব সঙ্কীর্ত্তন।"

—০—

আগমনী।

দেব-দেব মহাদেব অনাদি-নাথ মহেশ্বর।
বিশ্ববন্দ্য, বিশ্বনাথ, বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বর ॥

চন্দ্রভাল, মদন-কাল, ত্রিশূল-পাণি ভুজঙ্গমাল,
লোকনাথ কাঙ্গালবন্ধু, অনাথ নাথ গৌরী-বর ॥
ব্যোমকেশ বৃষভযান, কাশীপুরবাসি-প্রাণ,
প্রমথনাথ নন্দিকেশ, গণেশ-পাল গঙ্গাধর ॥

নীলকণ্ঠ, পঞ্চবদন, নিঃস্ব-নাথ, ভস্ম-ভূষণ,
ধূর্জ্জটী, পশুপতিনাথ চন্দ্র-নাথ, বিঘনহর ॥

ত্রিপুর-নাম দৈত্য-বৈরী, ত্রিদিবকান্ত ত্রিতাপহারী,
ত্র্যম্বক, শিঙ্গা-ডুমুর-ধারী, শঙ্কর, হর, দিক্-অম্বর ॥
আশুতোষ দীনবন্ধু বিশ্ব-পালক করুণা-সিন্ধু
ভুলুয়া-ভব-পারাবার-পার-তরণী-কর্ণধার ॥

— খাম্বাজ—চৌতাল।

গত ভাদর-বারি-ধারা সুনীলাকাশে হাসে তারা,
ঘন-কোলে বলাকা ঘন উড়ে,
সরোজ সাজায় সরসীরে, প্রবাহিনী পূর্ণা নীরে,
আনন্দের প্রবাহ বিশ্ব জুড়ে।
কেবল শোভা বর্দ্ধন-তরে, গগনে ঘন বিরাজ করে,
পলে পলে নূতন নূতন বর্ণ।
থির বিটপীর ডালে বসি, বিহগ থিরানন্দে ভাসি,
ললিত পঞ্চমে জুড়ায় কর্ণ।
সচ্ছল সচল জলে, সর্ব্বত্র তরণী চলে,
উল্লাসে নাবিকে করে গান।
শ্যামল পরিচ্ছদ পরি, নয়ন-মন মুগ্ধ করি,
প্রকৃতি করয়ে প্রীতি দান।
দিন নহে দীর্ঘ-হ্রস্ব, নাহি শীত, নাহি গ্রীষ্ম,
শীতল সর্ব্বত্র জল স্থল।
কুমুদ-কহ্লার-কমলে, জ্যোৎসনায় জলে উজলে,
নক্ষত্রে সাজান নভতল।
জলাশয়ের দুই পারে থাকি, চক্রবাক্ আর চক্রবাকী,
সুখে করে ধ্বনি প্রতিধ্বনি।
চকোরে চায় চাঁদের পানে, মধুপে ধায় মধুপানে,
সুখময়ী দম্পতি যামিনী।
নিরখি উপযুক্ত সময়, ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মতনয়,
ব্রহ্মানন্দে হয়ে নিমগন,
আনিতে ব্রহ্মময়ী ধারায়, প্রণব ঝঙ্কারি বীণায়,
হিমালয়ে করিলেন গমন।
যত ই পথে অগ্রসর, প্রণেব তত ই উচ্চ স্বর,
ঝরে নয়নে আনন্দাশ্রু-ধারা,
ওম্ ছাড়িয়া উমা বলেন, উমা ছাড়িয়া "মা, মা," বলেন,
শেষে, "জয় মা," বলি, হলেন আত্মহারা।
মাতৃ ভাবের কি মাধুর্য্য, কি মধুর সে ভাব-চাতুর্য্য,
বুঝিতে বর্ণিতে সাধ্য কার!
তাই ত হ'তে মায়ের সন্তান, বাঞ্ছা করেন শ্রীভগবান,
সইতে নিত্য স্নেহের তিরস্কার।
বাৎসল্যে যে ভজে হরি, তাহার তুল্য নাহি হেরি,
হরির উপর প্রভুত্ব সে করে।
এত ই পায় সে অধিকার, হরি হন অনুগত তার,
তাহার আজ্ঞা বহেন ধরি শিরে।
মা হলে তার কি প্রভুত্ব, পুত্রের বা কি আনুগত্য,
তাহার সাক্ষী বৃন্দাবনে পাই।
বিরাট বিশ্বেশ্বর হরি ব্রহ্মার দর্প চূর্ণ করি,
যশোদার ভয়ে কম্পিত সদাই।
যশোদার কোলে হলেন ছেলে, মেয়ে হলেন মেনকার কোলে,
সর্ব্ব স্থলে আত্ম-গোপন তাঁর।
ব্রহ্মাণ্ড যাঁর অঙ্গে ঝুলে, জননী তাঁয় করেন কোলে,
বলিহারি বাৎসল্য লীলার!
বলিহারি বাৎসল্য-রসে, শৈল সিক্ত হয় যার বশে,
পাষাণ কাঁদে উমা উমা বলে,
বাৎসল্য সর্ব্ব রসের খনি, সর্ব্ব রসের শিরোমণি,
ভাবি ঋষি ভাসেন নয়ন জলে।

এমন মধুর মা নাম মন্ত্রে রসনা কেন রস না রে।
আর, মন রে, কেন ভাবনা রে, শশি-অতসী-বরণারে ॥
কেন রে মন নিশি দিব, পরিহরি পরম শিব,
অশিবকর ষড়রিপু-সেবা-বাসনা রে,—
পরিহরি পর করম, পর ধরম লাভে চল,
তুলি অপরাজিতা-জবা জল-কমল-বিল্বদল,
ঐ জননী-পদ-কমল কর আরাধনা রে ॥
নয়ন আন দরশন বাসনা অপনয়ন কর।
শয়নে জাগরণে পরম ধ্যানে ত্রিনয়নায় হের,
আর, পূজোপহার অন্বেষণে চরণ চলনা রে ॥
ভুলুয়া ভাবে এই ভবে হেন সুদিন পাব কি হায়,
পূজিব মন প্রাণ ভরি, ঐ হরি-হর-পূজিত পায়।
আর, "জয় মা" বলি, দিব বলি, মা ছাড়া আন বাসনারে ॥

— বিভাস—ঝাঁপতাল।

আগমনী

চলিলেন মা হর-রমা
হিমাচল-নাথ-ভবনে

৬ষ্ঠ দিন—৭ম পরিচ্ছেদ

ভক্তির মূর্ত্তি নারদ ঋষি, হিমালয়ের ভবনে পশি,
মেনকাকে করিলেন দর্শন।
দর্শি নারদ মেনকায়, অতি হর্ষে মত্ত প্রায়,
প্রেমানন্দে ঝরে দু'নয়ন।
হেরি তার সজল নয়ন, মেনকা রাণীর মন উচাটন,
মনে ভাবে উমার অমঙ্গল,
নারদের কর ধরি বলে, নয়ন পূর্ণ কেন জলে,
অগ্রে কহ কৈলাসের কুশল।
কেমন আছে উমা আমার, কেমন আছে উমার কুমার,
কেমন আছেন জামাই মৃত্যুঞ্জয় ?
মৃত্যুঞ্জয়ে কন্যা দিয়ে, শান্তি নাই মোর খেয়ে শুয়ে,
কখন কি হয় সদাই মনে ভয়।
একে ত অতি বৃদ্ধ কাল, অনিশ্চিত কালাকাল,
তাহে মত্ত হলাহল পানে,
কালিকার বালিকা উমা, সংসারের কিছুই জানেনা,
তার কপালে কি আছে, কে জানে !
জামাই ভাল মন্দ হলে, থাক্‌বে কি আর সে ভূতলে,
পতির সঙ্গে সতীর অবসান।
উমাশূন্যা হলে ধরা, মুহূর্ত্তে হব জীবন-মরা,
পাষাণ ফেটে হব শত খান।
নারদ তোমায় বলিব কি, বিধি যে মমতায় মাখি,
গড়িয়াছে জননীর অন্তর ;
জননী যে সেই তা জানে, অন্যে তা বুঝিবে কেনে ?
মণি কি বস্তু জানে ফণিধর।
সন্তান যদি মরে'ও, যায়, জননীকে তা বুঝান দায়,
বলে মরে নাই ঐ ত বেঁচে আছে।
শ্মশানে নিয়ে করে ছাই, তখনো বলে মরে নাই,
তখনো বলে, চল্‌রে আমায়, নিয়ে তাহার কাছে।

কোথায় রেখে এলি তারে, বল্‌রে, আমায় একবার বল্‌।
আমি, একবার ফিরে দেখে আসি, একবার আমায় নিয়ে চল্‌।
এখনো তার চিতার আগুন একেবারে নেবে নাই।
এখনো তার হৃদয় পুড়ে একেবারে হয় নি ছাই।
এখনো দেখিলে মোরে, চিনিতে সে পারিবে রে।
এখনো মা বলিবে রে, নয়ন করি ছল ছল ॥
এখনো তার পরা বসন আছে রে শ্মশানের গায়,
সুগন্ধ বিতরণ করি বিরাজে বেল ফুলের প্রায়।
এখনো তার কণ্ঠ ধ্বনি, পবনের নিঃস্বনে শুনি,
ঐ ত যেন ডাকিতেছে, বলিছে তার মা কৈ বল্‌ ॥
যে বদনে মা বলিত, এখনো সেই বদন চাঁদ,
স্নিগ্ধ কিরণ বিকীরণি বিনাশে শ্মশানের আঁধ।
শ্মশানঘাটের তরুলতা, এখনো তার রূপের কথা,
স্মরি শিশির-বিন্দু ছলে, ফেলায় রে নয়নের জল ॥
দেখ্‌ব আমি, এখন মোর সে, উঠিতেছে কোলে কার,
ক্ষুৎপিপাসায় এখন তাকে দিতেছে কে পানাহার।
যাব আমি তাহার কাছে, দেখ্‌ব মোর সে কেমন আছে,
শুনি সম্বরিতে নয়ন, ভুলুয়া বিহীন বল ॥

বল নারদ অগ্রে বল, কৈলাসের ত সুমঙ্গল ?
উমা আমার আছে ত মঙ্গলে ?
মঙ্গলে ত আছে কুমার ? মঙ্গল ত সিদ্ধিদাতার ?
মঙ্গলে ত আছে আর সকলে ?
লক্ষ্মী সরস্বতী দুজন, এক ঘরে ত থাকে এখন ?
কলহ ত করেনা বোনে বোনে ?
হলে সরস্বতীর ছেলে, লক্ষ্মী ত তায় করে কোলে ?
আমার দুঃখ তাদের কথা শুনে।
একই মায়ের দুটী মেয়ে, দুজন চলে দুপথ দিয়ে,
কারো ছেলে মাসীর সোহাগ পায় না।
বড় ভগ্নীর পুত্র বলি, লক্ষ্মী স্নেহ করে না ভুলি,
স্নেহ দূরে মলেও ফিরে চায় না।
মেয়ে আমার নয় কো মন্দ, জামাইএর দোষে এ সব দ্বন্দ্ব ;
কেমন আছেন জামাই মহেশ্বর ?
ছেড়েছেন কি সিদ্ধির নেশা ; ভূতের সঙ্গে ভালবাসা ?
সাপের বাসা নাই ত শিরোপর ?
ছেড়েছেন কি গরল খাওয়া, শ্মশান ঘাটে আসা যাওয়া,
ছেড়েছেন কি ভস্ম মাখা গায় ?
করেছেন কি বাসস্থান, অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান,
বাঘের চামড়া নাই ত আর মাজায় ?
শুনি দেবর্ষি ধীরে বলেন, তেমনি আছেন, যেমন ছিলেন,
পরিবর্ত্তন কিছুই ঘটে নাই।

এখনো ভূতের নাথই তিনি, সর্ব্বত্র শ্মশানের স্বামী,
এখনো অঙ্গে যত্নে মাখেন ছাই !
এখনো অনল জ্বলে ভালে, অনঙ্গ যায় প্রাণ হারালে,
বসন বিনা এখনো দিগম্বর।
এখনো ত্রিবিধ তাপের গরল, পরিপাকে তাঁর রুচি কেবল,
এখনো কালময় তাঁর কলেবর !
দেব দানব যে কেহ তাঁরে, ডাকিলেই যান তাহার ঘরে,
এখনো তাঁহার নাহি জাতি-বিচার।
ত্রিলোকে এমন স্থানই নাই, যেখানে না শুনিতে পাই,
তাঁহার আলোচনা অনিবার।
কিছু মানুষের মত হলে, দু কথা তায় বুঝান চলে,
একেবারে অমানুষ যে হয়,
বলা, না বলা, তাহায় সমান, ভূতের কাণে মন্ত্র প্রদান,
অঙ্গার ধুলে সাদা হওয়ার নয়।
অচেতন যে সিদ্ধি পানে, ভাল মন্দ সে কি মানে !
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি তাঁহার ঠাই।
নাই তাঁর ক্ষুধা, নাই তাঁর তৃষ্ণা, নাই আসক্তি নাই বিতৃষ্ণা,
দারা পুত্রের ভাবনা তাঁহার নাই।
তুমি ত তাঁয় ভেবে মর, নির্ভাবনা তাঁর অন্তর,
কালের ভাব্না তাঁহার নামে লীন।
নাই তাঁর শীত নাই তাঁর গ্রীষ্ম, নাই তাঁর দীর্ঘ, নাই তাঁর হ্রস্ব,
নাই তাঁর রাত্রি, নাই গো তাঁহার দিন ॥

———

তোমার,
এমন জামাই কেমন আছেন, আমি কি বলিব তোমায় ?
ভাল-মন্দের অতীত যে জন, তাঁর ভাল কি সুধাও আমায় ?
এ সংসারে যারা মানী যাদের শ্রেষ্ঠ বলি মানি,
তারা কেহই শুন রাণী, তাঁর কাছে না যায়,—
যত দীন হীন কাঙ্গাল দুখী তাপী অভাজন,
দেখি, তারাই তাঁহার পাছে পাছে ঘুরে অনুখন।
আবার, যত গৃহ-ত্যাগী তার নাম নিয়ে সভা মিলায় ॥
চতুষ্পদ বৃষ-বাহন, বৃষ তাঁহার সর্ব্বস্ব ধন,
যেমন সঙ্গে থাকে তেমন, বুদ্ধি লোকে পায়,—
চতুষ্পদ চরণ-তলে, দলন করি গমন যাঁর,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, তাঁয় বলি বুঝান ভার।
তাঁর অসাধ্য কর্ম্ম কিছু দেখি না আর এ ধরায় ॥
অমরে করে অমৃত পান, তিনি গরলে অমৃত পান,
তাঁহার যত উল্টো বিধান, বলব কি তোমায়,—
অতিবৃদ্ধ, তবু নাহি মৃত্যু-ভয় এক বিন্দু তাঁর,
যত ভূতের ঘরে ঘরে ঘোরা ফেরা অনিবার।
ভুলুয়া গায় ভূতের ঠাকুর, ভূতের ঘরে ভূত নাচায় ॥
—বিতাগ-ঝাঁপতাল।

তারপরে তনয়া দুটী, দুটীরই সন্তান কোটী-কোটী,
তারাও উমার সংসারেই থাকে।
উমাই তাদের পালন করে, বাঁচে তারা উমারি জোরে,
বিপদ হলে উমাই তাদের রাখে ॥
তনয়া দুটী তেমন নয়, ফাঁকে ফাঁকে সর্ব্বদা রয়,
কারো প্রতি নাইগো কারো টান।
এম্নি ভাবে রয় দুজনা, দেখে বুঝ্‌তে কেউ পারে না,
তারা যে, দুজন এক মায়ের সন্তান।
সরস্বতীর তনয় হলে, লক্ষ্মী তায় করে না কোলে.
মাসী বলে কেউ আসে যদি কাছে,
সর্ সর্ তায় লক্ষ্মী বলে, মলিন মুখে যায় সে চলে,
তারা লক্ষ্মীছাড়া হয়েই আছে।
সাদাসিধে সরস্বতী লক্ষ্মী রূপৈশ্বর্য্যবতী,
লক্ষ্মীর জ্যেষ্ঠ পুত্র অহঙ্কার,
মাসতুত ভাই আছে যারা, দাদা বলি ডাকলে, তারা,
দেয়না উত্তর ভুলেও একটী বার।
উমার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার, তার অবস্থা বলব কি আর ?
আজ পর্য্যন্ত হয় নাই তার বিবাহ।
এত সস্তা মেয়ের বাজার, সেটা থাক্‌ল চিরকুমার,
শিবের বংশ রক্ষাইত সন্দেহ।

ভালমন্দের অতীত = ভগবান, অথবা মূর্খ অপদার্থ।

গৃহত্যাগী = সন্ন্যাসী, তপস্বী, অথবা ঘরবাড়ীহীন ওড়ম্বা।

চতুষ্পদ বৃষ = চতুষ্পদ ধর্ম্ম অথবা ষাঁড়। (সত্য, ক্ষমা, দয়া, অহিংসা এই চারিটি ধর্ম্মের চারি পা।)

ধর্ম্ম অর্থ... = ধর্ম্ম যাঁর বাহন, তাঁকে আর ধর্ম্ম অর্থাদি কি বুঝাব।

পান = পান করেন।

ভূতের ঘরে ঘরে = জীবের দেহে দেহে। অথবা ভূতের ঘর শ্মশানে।

ভূতের ঠাকুর = বিশ্বনাথ। জীবমাত্রই ভূত।

তার পরে গণেশের কথা, সেটা এখন সিদ্ধিদাতা,
তার উন্নতির চেষ্টা এখন মিছে।
সিদ্ধির আশায় মত্ত যারা, তার পাছে সর্ব্বদা তারা,
সিদ্ধির ঘরের কর্ত্তাই সে হয়েছে!"
শুনিয়া নারদের বাণী, ঘোর বিষাদে গিরিরাণী,
ছাড়িয়া এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস,
বলেন "যা কহিলে তুমি, সবই সত্য, মানি আমি।
তোমার কথায় নাহি অবিশ্বাস।"
নারদ বলেন, "শুন রাণি, স্বচক্ষে দেখে এলুম আমি,
অন্নের কষ্ট অন্নপূর্ণার ঘরে,
রাজ-রাজেশ্বর বিশ্বনাথ, না আছে কাপড়, না আছে ভাত,
সন্তান যত সবাই লেংটী পরে॥

রাণি, তোমায় কি বলিব আর?
তোমার কোলে যে সুখ ছিল, সে সুখ এখন নাই উমার॥
সেদিন আমি দিব্যচক্ষে করিয়াছি দরশন,
কণক-বরণা উমা, হয়েছে কালী এখন,
এক তিল না সহে ব্যাজ, চারি হাতে করিছে কাজ,
তবু কাজ ফুরায়না, ভূতের, এমনি সংসার!!
বহু প্রকৃতি বহু ভূতের, বহু অহঙ্কারে ভরা,
উমারই খায়, উমারই পরে, অথচ উমায় মানে না তারা।
কোনটা কিছু হাতে পেলে, নিত্য উমায় অবহেলে,
তবু তাদের অন্ন উমা, যত্নে যোগায় অনিবার॥
তোমার কন্যাটী করুণাময়ী জামাইটী মরণাবাস,
প্রজাপতির কি নির্ব্বন্ধ, হাসের ঘরে মহাত্রাস।
এ অপূর্ব্ব মিলন স্মরি, হাসি-কান্নার জগৎ ধরি,
শিব-শক্তিময় এ জগৎ, ধারণা সবার॥
তাঁরা মন্দিরে মন্দিরে থাকেন, নাহি তাঁদের বাসস্থান।
নিবেদিত নৈবেদ্য বিনা, অন্নেরও নাই সংস্থান।
কারো অঙ্গে নাহি বসন, সর্ব্বদা স্বরূপে ভ্রমণ,
ভুলুয়া কয় এইত রাণি, উমার স্বরূপ সমাচার॥

জয়জয়ন্তী—একতালা।

শুনিয়া নারদের কথা, গিরি-মহিষীর মর্ম্মে ব্যথা,
দুনয়নে বহে বারিধার।
অঞ্চলে নয়ন মুছে, মুছে, আর নারদে পুছে,
"কহ নারদ, উপায় কি আমার!
অদৃষ্টে যার থাকে যাহা, খণ্ডন অসাধ্য তাহা,
নইলে উমা রাজার নন্দিনী।
প্রজাপতির কি নির্ব্বন্ধ, নাই যাহার ঐশ্বর্য্য-গন্ধ,
হইল সে ভিখারী-গৃহিণী।
যদি কেবল ভিখারী হত, তাতেও মনে দুখ না র'ত,
ধন-রত্নের অভাব কি আমার,
ঘর-জামাই করিয়া হরে, রাখ্‌তুম নিত্য সমাদরে,
ভিক্ষা কর্‌তে নাহি দিতুম আর।
এক মাত্র উমা আমার, সম্পত্তি যা সকলি তার,
আমরা ত আছি দুই দিন মাত্র।
এখন এসে বুঝে নিলে, সুবিধা হ'ত পরকালে,
কিন্তু শিব ত নহেন কথার পাত্র।
ভূতের দৃষ্টি যাহার ঘাড়ে, স্বভাবে তাহার লক্ষ্মীছাড়ে,
সে কি শুনে সতের উপদেশ?
তুমিই ত সব নষ্টের গোড়া, জুটে একটা কপাল-পোড়া,
ঘটিয়ে দিলে অশান্তির একশেষ।
যা'হোক যদি আবার যাও, বলিও, আমার মাথা খাও,
বুঝাইয়ে তাঁহাকে সকল কথা,
যা আছে সর্ব্বস্ব তাঁর, এইখানে এখন আর,
আসিতে যেন না করেন অন্যথা।
মেনকার বাৎসল্য দেখি, জলপূর্ণ নারদের আঁখি,
বলেন, "বাৎসল্য ভাবের বলিহারি।
বিরাট বিশ্বের বিশ্বেশ্বরে, নিঃস্ব দুঃস্থ মনে করে,
মঙ্গল চায় তাঁর, যিনি মঙ্গলকারী।
ব্রহ্মাদি অমরে যাঁরে, জননী বলি চিন্তে, তাঁরে
দুখিনী বলি অন্তরে সদা চিন্তে।
উদরে ধরি, পালন করি, চিন্‌তে নারে বিশ্বেশ্বরী,
চিন্‌বে কে,—সে নাহি দিলে চিন্‌তে॥

চিন্‌তে তাঁরে ভবে সাধ্য কার?
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভরি, অনন্ত প্রকাশ যাঁর,
আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত, নাহি যাঁহার রূপের অন্ত,
যাঁহার রূপে রূপবন্ত, অনন্ত জগদাধার॥
ঘরে ঘরে নৃত্য করি, বেড়ায় দিবা-বিভাবরী,
ঘরের মানুষ ঘরে বসি, ক'জন রাখে খবর তার॥

ভাবিয়া ভুলুয়া বলে, ইচ্ছায় সে না ধরা দিলে,
অঙ্কে পেলেও, বিদ্যাবুদ্ধি, কৌশলে তাঁয় ধরা ভার ॥

—— সিন্ধু-মধ্যমান ॥

নারদ বলেন, "শুন রাণি, তুমি যা বল বুঝি আমি,
তোমারও, যখন উমা ছাড়া নাই।
কৈলাসে যখন কেবল কষ্ট, আর না করি সময় নষ্ট,
হরের উচিত থাকা ঘর-জামাই।
আবার সে কৈলাসে গেলে, বিশ্বনাথের দেখা পেলে,
বুঝাইয়ে বল্‌ব সকল কথা।
তাঁর মত পোড়া কপালে, ঘট্‌বে না আর কোনও কালে,
কোনও দেশে এমন কুটুম্বিতা !
এমন সুযোগ যদি যায়, আর ঘটাই ত হবে দায়,
সবাই করে ভবিষ্যতের আশা।
ত্যাগ করি শ্মশানের বাসা, ভূতের সঙ্গ, সিদ্ধির নেশা,
হরের উচিত এখানে এখন আসা।
হয়েছে যখন দুটো ছেলে, দুটো মেয়ে, উমার কোলে,
তাদেরও ত উপায় একটা চাই।
এখন ত এক ভিক্ষাবৃত্তি, ইহার পরে যা সম্পত্তি,
তাতে কেবল বৃষ একটী পাই।
মৃত্যুঞ্জয়ের মরণ হলে, পালনের লোক নাই ভূতলে,
তারা মামা বাড়ীই থাক্‌বে চিরকাল।
গিরিরাজকে পাঠিয়ে দিয়ে, নিয়ে এস সব নিজালয়ে,
কাজ কি রেখে কৈলাসে জঞ্জাল !"
শুনিয়া নারদের বাণী, গিরিকে কহে গিরিরাণী,
"নারদ আসিয়াছে খবর নিয়ে,
উমার দুঃখের অন্ত নাই, ভূত নাচিয়ে বেড়ান জামাই,
অজ্ঞান হয়ে থাকেন সিদ্ধি খেয়ে।
গণেশকে করেছেন সিদ্ধিদাতা, তা আর কি আশ্চর্য্য কথা,
যেমন বাপ, তার বেটাও হয় তেমন,
সেটা হয়েছে সিদ্ধালয়, নাই তাতে কোন সংশয়,
—ছেলেটা দিয়ে সিদ্ধি বিতরণ !
পতিপুত্রে সিদ্ধির নেশা, ঘরে বাইরে ভূতের বাসা,
উমার আশা দিয়েছি ছাড়িয়ে,
হয়ে উদ্যোগী যত্নপর, উমা আনিতে যাত্রা কর,
তিলার্দ্ধ না বিলম্ব করিয়ে !"

এমন বরে, কে দান করে, আপন করে আপন কন্যে।
যার, বৃষ বাহন, ভস্ম-ভূষণ, হ্রস্ব ভূতে অগ্রগণ্যে ॥
তুমি নও দরিদ্র, নও অভদ্র, আসমুদ্র-লোকে মান্যে।
তবু, কি অদ্ভুত, ধরি ভূত, কর্‌লে দান অসামান্যে ॥
উমার চিন্তায়, প্রাণান্ত প্রায়, থাকি সদাই শূন্যে শূন্যে ॥
ভুলুয়া কয়, আমারও ভয়, মৃত্যুঞ্জয়ের মরণ-জন্যে ॥

—— রামকেলী—একতালা

পাঁচটী নহে, সাতটী নহে, মাত্র একটী মেয়ে।
অন্যের হলে করত যত্ন, যথা সর্ব্বস্ব দিয়ে।
নামেও পাষাণ কাজেও পাষাণ, অতি পাষাণ না হলে
সোনার লক্ষ্মী মেয়েটাকে মোর, দিতে না রসাতলে।
দিলে, দিলে, তাও কি একবার, কেমন আছে তা জান্‌তে,
জিজ্ঞেস্ কর কারো কাছে,—বা চেষ্টা কর তায় আন্‌তে ?
আমারই যেন একার উমা, তোমার যেন কোন দায় না।
ঐ যে, নারদ এসে, যা, যা, বল্‌ছে, তাও কি কাণে যায়না ?

ঐ শুন গিরি, উমার কত দুখ্,
নারদ আসিয়ে বলিছে।
নারদের নিকটে আমার উমা কত,
মা মা বলে কেঁদেছে ॥
এমন বিবেচনা কোথাও দেখি নাই,
দেখে শুনে আন্‌লে ভাঙ্গড় জামাই,
ছিল যা উমার, রত্ন-অলঙ্কার,
সব বেচে ভাঙ্ খেয়েছে ॥
নির্ম্মম ত্রিশূলীর নাহি কাণ্ড-জ্ঞান,
জগৎ উৎসাদনে নিত্য সে প্রধান,
এমন মহাকালে কন্যা সম্প্রদান,
তুমি ছাড়া আর কে করেছে ॥
স্বর্গ ছাড়ি শ্মশানক্ষেত্রে যাহার বাসা,
দেবতা ছাড়ি ভূতের সঙ্গে ভালবাসা,
মাথায় সাপের বাসা, অষ্টপ্রহর নেশা,
মোরা ছাড়া এমন জামাই কার আছে ॥
দেবতার কুচক্র তুমি ত পাষাণ,
তাই উমার কপালে এ সকল বিধান,
নাহি বাসস্থান, অন্নের সংস্থান,
অষ্ট প্রহর জ্বালায় জ্বলিছে ॥

এমন কপাল করে এবার এসেছিল,
দুখে দুখে আমার বাছার জীবন গেল,
উমার দুখে দুখী, হয় এমন না দেখি,
কেবল এক ভুলুয়া যা কিছু হয়েছে ॥

—— বিভাস—একতালা।

তখন, নারদে করি দরশন, গিরিরাজ আনন্দে মগন,
ভক্তি ভিন্ন মা ন'ন বশীভূতা।
এসেছেন ভক্তি মূর্ত্তি ধরি, এখন যদি যত্ন করি,
সুপ্রসন্না হবেন জগন্মাতা ॥
নারদে তখন সঙ্গে করি, কৈলাসে চলিলেন গিরি,
অনন্ত অনুরাগের ভরে, আনিতে প্রাণ উমা।
সদাশিবের ভবনে আসি, আবেগে দিল ধৈর্য্য নাশি,
স্তুতি মিনতি করিলেন কত, নাহি তাহার সীমা ॥
রজত-গিরি-বক্ষে যদি, বহয়ে নীল কালিন্দী নদী,
সেই নদীতে ফোটে যদি, কনক-কমলিনী,
তাহাতে যে সুদৃশ্য হয়, তাহাও তুলনার যোগ্য নয়,
হরের কোলে গৌরীর শোভা, দেখিলেন এমনি ॥
তখন, আশুতোষের আদেশ নিয়ে, আশু যাত্রা বিরচিয়ে,
আশু-বরদায় সঙ্গে করি, আসিলেন হিমালয়।
জগৎ জননীর যাত্রা-সঙ্গে, ত্রিজগৎ সাজিল রঙ্গে,
সুরাসুর-কিন্নর-নর, কেহ না বাকী রয় ॥

চলিলেন মা, হেম-বরণা, হিমাচল-নাথ ভবনে।
গজাননে লয়ে কোলে, গজপতি-বৈরী বাহনে ॥
ব্রহ্মাদি বালক যাঁরা, মায়ের সঙ্গে চলেন তাঁরা,
চলে সুর অসুর-নর কিন্নরগণে,—
রবি শশী গ্রহ তারা, তারাও মায়ের সঙ্গে চলে,
আর নীরব নিঃস্বনে সবাই মা, মা, বলে প্রণব ছলে।
চলে আকাশ, চলে বাতাস, হিমালয়ে আজ মহাপ্রকাশ,
দুর্ভাগা ভুলুয়া একা, দূরে রহে দুর্ম্মতি-সনে ॥

—— বিভাস—ঝাঁপতাল।

মহা ভক্ত মহা ভাগবত দেবর্ষি নারদ।
রাজর্ষি হিমালয় তপস্বী তত্ত্ব বিশারদ।
বিশ্বজীবের হিতের জন্য, আশ্রয় করি যোগ অনন্য,
বিশ্ব জননী সঙ্গে করি, আসিলেন ভূতলে।
আনন্দময়ীর আগমনে, পূর্ণানন্দের স্রোত ভুবনে;
ঘরে ঘরে বহিল,—অন্তরীক্ষে, জলে, স্থলে ॥
মানব, দানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গম যত,
ঈর্ষা দ্বেষ প্রত্যেকে ভুলি, আনন্দে উনমত।
উচ্চ নীচ আজ নাহি আর, নাহি কোন জাতির বিচার,
উচ্চানন্দের আবেগে আজ, সব ভেদাভেদ শূন্য।
প্রত্যেকের মন উচ্চ লক্ষ্যে, উচ্চানন্দ প্রাপ্তির পক্ষে,
উচ্চ ভাবে উচ্চ জ্ঞানে, প্রত্যেকের মন পূর্ণ।
আনন্দের বসনে সাজা তরুলতার অঙ্গ।
তারাও চঞ্চলতা ভুলি, আনন্দে সব বদন তুলি,
আলোচনা করিছে আনন্দময়ীর সু-প্রসঙ্গ।
বহিছে আনন্দের বাতাস, প্রান্তরে আনন্দ প্রকাশ,
সিন্ধু-গর্ভে পূর্ণানন্দের তরঙ্গ নৃত্য করে।
মহা ভাগ্যবান হিমালয়,—আনন্দময়ী নিয়ে,
আজ, আসিলেন নিজ ঘরে ॥

নিরুপমা আনন্দরূপা, উমায় গিরি আনি ঘরে,
ধৈরয ধরিতে নারে, সুবিপুল আনন্দ ভরে।
উমার রূপে নয়ন দিয়ে, উমার কুমার কোলে নিয়ে,
কহে এমন শীতলতা, নাই শশধরে,—
নয়নে বহে পুলক-ধারা, জিনি ভাদর বারি-ধার,
করণীয় কি বুঝিতে নারি, রাণীকে ডাকে বার বার।
এস রাণী নিরখ রাণী, ভবনে আমার ভব-রাণী,
ভুলুয়া ভণে পা দুখানি, তরণী ভব-পারাবার ॥

—— বিভাস—ঝাঁপতাল

উমার চিন্তায় মেনকা রাণী, অনিদ্রায় বহু যামিনী,
প্রভাতী ঘুমে শরীর অবসন্ন।
সদা উমার অমঙ্গল মনে, বিরক্তি ভরা সর্ব্বক্ষণে।
দিনের পরে দিন বিগত, উদরে নাই অন্ন ॥
কে জানে উমা কেমন আছে, আছে কি প্রাণ শেষ হয়েছে,
ভাবনায় চক্ষে বহে সলিল-ধারা।
নিদ্রায় কেবল দুঃস্বপন, গিরি রাজের সম্বোধন
কর্ণে প্রবেশ করবে কেমন ধারা।

গা তোল রাণি, মোদের নয়ন-মণি,
হর-মনোরমা ঐ এসেছে।

সে তোমা না দেখিয়ে, দুয়ারে দাঁড়ায়ে,
মা, মা, বলে' ঐ ডাকিছে ॥
উঠ গা তোল, নিরখ উমারে,
কোলে কর আমার প্রাণ উমার কুমারে,
যাহা থাকে ঘরে, খেতে দেও বাছারে,
অনাহারে অনেকক্ষণ রয়েছে ॥
নিকটে নয়, বহু দূরের পথ কৈলাস,
পথ-শ্রমে আমার উমার নাই অভ্যাস।
তাহে মৃগেন্দ্র বাহন, কত গিরি-বন,
যেন অতিক্রম করি মা এনেছে ॥
তুমি ত বলিতে উমার কিছু নাই,
ভিখারিণী উমা পাগল জামাই,
প্রাণের উমা দুখে রয়েছে,—
উঠ, গা তোল, নিরখ আসিয়ে,
লক্ষ্মী-নারায়ণ উমার জামাই মেয়ে

রাজ রাজেশ্বরী, মোর উমা সুন্দরী,
এমন মেয়ে ভবে আর কার আছে ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র বায়ু বরণ যত,
আমার উমার সঙ্গে সবাই সমাগত।
শিবের দল বল, এসেছে সকল,
ভুলুয়াও সঙ্গে ঐ রয়েছে ॥

—— বিভাস—একতালা।

শুনিয়া রাণী নয়নধারা, অঞ্চলে মুছিয়া রে।
উন্মাদিনী সমান ধায়, উমা উমা বলিয়া রে ॥
সম্বরিতে নারে বসন, বান্ধিতে নারে কেশ রে।
পড়ে, কি মরে, চলিতে নারে, আলু-থালু বেশ রে ॥
জীবন-হীন মানব যেন, নব জীবন পাইয়া রে।
আনন্দে আপনা হারা, বিধি-নিষেধ ভুলিয়া রে ॥

তখন পূর্ণ স্নেহের মূর্ত্তি মেনকা, সলিল-প্রবাহ চক্ষে,
প্রাণ-সরবস উমায় সাপটি ধরিয়া তুলিল বক্ষে।
তুলিয়া স্বর্ণ-মন্দিরে পশি, অতি আনন্দ-উচ্ছ্বাসে।
অঙ্কে রাখিয়া চুম্বিয়া মুখ সজল চক্ষে সম্ভাষে।

প্রাণ উমা, বলি, শোন্ মা এখন,
তোর দুখিনী মার মনের বেদনা ॥
দু চার দিন নয়, পূর্ণ একটী বৎসর,
মা তোর অদর্শনে হতেছি জর্জ্জর,
তোকে দিয়ে হরের ঘরে, যে দুখে দিন যায়,
মর্ম্মী বই তাহা কেউ বুঝে না ॥
জন্মেছিলে বাছা, হয়ে রাজ-নন্দিনী।
বিধির চক্রে, হলে ভিখারী-গৃহিণী।
ছিল, অট্টালিকায় স্থান, এক্ষণে শ্মশান,
মার প্রাণে এত কভু কি সয় মা ॥
কি করিব আমার কিসের অভাব আছে?
কিন্তু মা কিরূপে পাঠাই তোমার কাছে?
একে ভূতের ভয়, তাতে সবাই কয়,
হরের করে কারো মান থাকে না ॥
মানী, কি অমানী, ধনী, কি নির্ধন,
মূর্খ, কি পণ্ডিত, সাধু, কি দুর্জ্জন,
এক শ্মশানেই সবায় দেন বিছানা,—
নারদও আসিয়ে সে দিন বলে গেছে,
উচ্চ নীচ নাই বিশ্বনাথের কাছে.
এমন হলে, যারা মানী মানুষ, তারা,
শিবলোকে যেতে কেউ চাহে না ॥
ধনে মানে যারা অন্বিত সংসারে,
প্রাণ পেলেও তারা মান নাহি ছাড়ে,
যারা চায়না মান, তারা ভক্তিমান,
তারা, ধন রত্নের বোঝা কেউ বহে না ॥
ধন রত্নের বোঝা বাহী যত জীব,
বুঝালেও, তারা কেউ মানে না শিব,
তারা, বলে, এই ভূলোক, মোদের শিব-লোক,
তোমার শিব-লোকে, যাওয়ার, লোক মেলে না ॥
সে দিন এসে নারদ বলে শত মুখে,
হয়েছ মা, কালী, হরের ঘরের দুখে,
নাহি বাসস্থান, অন্নের সংস্থান,
বসন বিনে থাক দিক্-বসনা ॥
মা, তোমার দুখে বসি কাঁদি মা যখন,
পাষাণ ব'লে কেবল ঘটেনা মরণ,

ঘটে মরণের অধিক যাতনা,—
রোধ করি দৃষ্টি, বহে অশ্রু-ধার,
দশ দিক কেবল দেখি অন্ধকার।
তখন, আমার অসময়ের বন্ধু, ভুলুয়া তোমার,
আসিয়ে-কেবল করে মা সান্ত্বনা ॥
——— মনোহর সাঁই।

এত কহি মেনকা রাণী, অঙ্কে ধরি দীনতারিণী,
দীন নয়নে নিরখে চাঁদ মুখ।
ঘন ঝরে নয়নে জল, উমার অঙ্গে পড়ে সকল,
সহিতে নারে হৃদয়-ভরা দুখ।
কণ্ঠ রোধে কহিতে কথা, নিরীক্ষি মার মনের ব্যথা,
বিষের ব্যথা যাহার নামে ক্ষয়,
ধীর বচনে মাকে বলে, ভাসিস্ নে আর নয়ন-জলে,
শুনিস্ যা, তা সকল সত্য নয় ॥

মা, শুনিস্ যা, তা সকল সত্য নয়।
নানা কথায়, নারদ তোকে, পরিহাসে সব সময় ॥
লোকে লক্ষ্মীমন্ত হয়, লভি যে লক্ষ্মীর দয়া,
জানিস্ না কি জননি, সেই লক্ষ্মী মোরই তনয়া।
মণিময় বেদীর উপরে, লক্ষ্মী আমায় পূজা করে,
আবার, যত্নে রাখে মণিপুরে, আসন অনাহত মণিময় ॥
কে তোকে বলেছে নাই মোর অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান,
যে বলে সে বলুক, সে ত জানেনা ঘরের সন্ধান।
গৌরবের বাস দিগম্বরী, সে বসন ত আমিই পরি,
আবার বিশ্বের অন্ন দান করি, তাই লোকে অন্নপূর্ণা কয় ॥
চন্দ্র-সূর্য্য-তারা-মণি-খচিত মা আমার বাস,
আমারই বাসের আভাসে, এই বিপুল বিশ্বের পরকাশ।
গ্রহ উপগ্রহ যত, আমারি অঞ্চলাশ্রিত,
শুনিস্ নাই কি সৌরজগৎ, আমার দিক্‌বসনের সূত্রে রয়
বিশ্বজীবে পরিপূর্ণ আমার বৃহৎ গৃহস্থালী।
তাই আমাকে বিশ্বজীবে ডাকে জগদ্ধাত্রী বলি।
চারি হাতে খাটিতে হয় মা, অফুরন্ত-কাজ ফুরায় না।
আবার, হাত তুলিয়ে দিতে হয় মা, অষ্ট প্রহর বরাভয় ॥
কে তোকে বলেছে শম্ভু কেবলই শ্মশানে র'ন,
সহস্রদল-সিংহাসনে, রহে তবে কার আসন ?
আজ্ঞাচক্রে কে মা বসি, আজ্ঞা করেন দিবানিশি ?
কাহার আজ্ঞা অনুসারে, এ বিরাট ব্রহ্মাণ্ড বয় ?
শিবলোকের অন্তর্গত, এ অনন্ত বিশ্বলোক,
ইহা, মুহূর্ত্তে শব-লোক হয় মা, যদি হারায় শিবালোক,
শিব শিব বলে যারা, শ্মশানের ভয় পায় কি তারা ?
নিত্যানন্দে ভ্রমে তারা, প্রত্যহই ত শিবালয় ॥
কার কাছে শুনেছিস্, নাই মা, আমার অঙ্গে অলঙ্কার,
অলঙ্কার অক্ষয় অমূল্য আমার মত আছে কার ?
বীরত্বের মূরতি কুমার, সিদ্ধিদাতা গণেশ আমার,
লক্ষ্মী সরস্বতী সবাই আমারি অঙ্ক উজলয় ॥
সত্যবাদী, সচ্চরিত্র, সদা শূন্য-অহঙ্কার,
পুত্র যত, তারাই ত মা, আমার অঙ্গের অলঙ্কার।
জিনি চন্দ্র সূর্য্যের প্রভা, সে সব অলঙ্কারের শোভা,
তারা উজলে মা এই ধরাতল, কে না জানে পরিচয় ॥
তারা, দীনের বেশে বেড়ায়, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী ভক্তিমান,
তাদেরই ত হৃদ-মন্দিরে, লক্ষ্মীকান্তের বাসস্থান।
দেবত্বের সম্পত্তি যত, তাদের ঘরে লুক্কায়িত,
তাহাদের জননী হলে, তায় কে ভিখারিণী কয় ॥
পঞ্চকোষী বারাণসী, পাতা আমার সিংহাসন,
যে যায় কাশী, দেখি আসি, বিশ্বাসী হয় সেই জন।
মুক্তি-রত্ন-সিংহাসনে, শ্মশান বলে ভ্রান্ত জনে,
অনন্ত শান্তি-নিকেতন, ভবন আমার শ্মশান নয় ॥
স্ব-রূপে সচ্চিদানন্দ, আনন্দে দেখেন স্বরূপ,
অলঙ্কার পরিলে, বলেন, স্বরূপে হল বিরূপ।
তাই স্বরূপ-তত্ত্বে ধরি, রাখেন সদা বক্ষোপরি,
আবার, স্বরূপ জ্ঞানে বসে যারা, স্বরূপ অর্চ্চে সমুদয় ॥
কেন মুখে দুর্ভাগিনী, বলিস্ আমায় বার বার,
ভেবে দেখ্ মা ভাগ্যবতী, আমার মত কেবা আর।
কে তত্ত্ব বুঝাবে তোকে, তার কি কভু দুঃখ থাকে,
তোর ভুলুয়ার মত, শত পুত্র যে মার অঙ্কে রয় ॥
——— ভৈরবী কাওয়ালী।

তখন,
উমার সান্ত্বনায়, মেনকার অন্তরে,
যদিও খুব আনন্দ হল।
যদিও রাণীর নয়নের জল-
প্রবাহে অনেক বাধা প'ল।

তবু ও সংশয় যায় না মনের,
যায় না মনের দুখের ভার।
চোখের জল অঞ্চলে মুছি,
উমায় পুছে পুনর্ব্বার ॥

বলে, প্রাণ-উমা, এ কি ঠিক্ বল মা ?
আবার সুধায়, হিমালয়-গৃহিণী।
তুমি বিশ্বের মা, তা ত কেউ বলে না,
সবাই বলে তুমি, গণেশ-জননী ॥
তুমি বল শান্তি-নিকেতনে বাস,
না দেখিলে, কিসে করি তা বিশ্বাস,
প্রবোধ দিতে আমায়, কহ মিথ্যাভাষ,
সন্দেহ অধিক, বাড়ায় তায় আনি ॥
আশ্বাস না মানে জননীর অন্তর,
যাকে পাই, তাই সুধাই নিরন্তর,
কেমন আছে আমার ভবানী,—
সবাই বলে ভাল, কেউ না বলে মন্দ,
অন্তরে আমার বাড়ায় কেবল সন্দ,
কারণ, আমিত সব জানি, ভূতের পুরে তুমি,
কেমন সুখে থাক দিন যামিনী ॥
অন্নপূর্ণা তোমায় বলে কেহ কেহ,
তাই বা কিরূপে বিশ্বাস করি কহ ?
কারণ, সে কি ভিক্ষা করে, গৃহিণী যার ঘরে,
অন্নপূর্ণা, অন্নাভাব-হারিণী ॥
হও মা অন্নপূর্ণা, হও মা বিশ্বরাণী,
আমার উমা, আমি ইহাই মাত্র জানি।
ভুলুয়া আগুলি, কহে শুন রাণি !
সবাই বলে উমা মোর জননী ॥
—— মনোহর সাঁই।

উমার উত্তর।

হলি, কেন মা চঞ্চলা এত।
কেন তোর অন্তরে, সন্দেহ সঞ্চরে,
কেন মা তুই কাঁদিস্, বল্ নিয়ত।
দেব-দেব মহা মহেশ্বর যিনি,
অর্চ্চনে যাঁহাকে সুর-নর-মুনি,
না চিনিলে তাঁকে, বল্‌ব কি আর তোকে ?
আর, কিসে হবে তোর মোহ গত ॥
মহা মহেশ যাকে তুলি আপন বক্ষে,
সর্ব্বস্ব জ্ঞান করি, করেন সদা রক্ষে,
ত্রিচক্ষু যাহাকে, দেখে মা এক লক্ষ্যে,
তার দুখ্ হলে, সুখ কার ক' ত ॥
বৃথা সে নারদকে কেন মা দিস্ দোষ,
তোদের পুণ্যফলে জামাই আশুতোষ,
আবার, আমার সাধনায়, হইয়ে সদয়,
বিশ্বনাথ এবার আমার নাথ ॥
বিশ্বনাথকে পূজা যে দিতে আসে মা,
সেই অগ্রে করে আমার উপাসনা,
রাজরাজেশ্বরী ভিন্ন কেউ বলে না,
যে আসে, হয় পদে অবনত ॥
ভিখারী যে বল্‌বে মহা মহেশ্বরে,
আস্‌ব না আর আমি ফিরে তাহার ঘরে,
ভিখারী ন'ন হর, বিশ্বের বিশ্বেশ্বর,
তোর, ভুলুয়া ত সব অবগত ॥
—— আলেয়া—একতালা।

রাণী বলে, "ভাগ্যবতী এতই যদি তুমি হও,
এই আশীর্ব্বাদ করি, তুমি কোটী কল্প বেঁচে রও।
পতি-পুত্র নিয়ে তুমি, কর মা সুখের সংসার।
তোমায় সুখে দেখি, যেন, আমার অন্ত হয় এবার ॥
সুখে থাক, সদানন্দের সুখে ঘরে আনিবার।
তবে দুখিনী মায় ভুলিও না, দেখা দিও এক এক বার ॥
যতক্ষণ নিকটে থাক, রয়না মনে কোনও গোল।
নিকট ছাড়া হলেই মনে আসে যত অমঙ্গল ॥
কোথায় আছ, কি করিছ, কেমন আছেন মহেশ্বর,
কি ভাবে দিন যাচ্ছে তোমার, ভাবি কেবল নিরন্তর।
যে যা বলে, তাই শুনি মা, বুঝ্‌তে নাহি পারি তার,
কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা, তাই কাঁদি মা অনিবার ॥
তোমার, মুখ দেখিলে দুখ্ থাকেনা,
দুখ্-হারিণী তুমি আমার।
তুমি এক পল নিকট ছাড়া হলে, দেখি জগৎ অন্ধকার ॥
মণ্ডপে প্রতিমা গড়ি, নিরখি মুখ অনিবার।
প্রতিমা ত মা বলে না, হয় না শান্তি পিপাসার ॥

এমন সময় গিরি আসি, কহিলেন মৃদু মধুর হাসি,
"পথশ্রমে ক্লান্ত অতিশয়।
সহস্র তীর্থ-বারি আন, প্রাণ উমায় করাও স্নান,
এখন এত কথার সময় নয়।
উমার সন্তান এসেছেন সব, ভবনে মহা মহোৎসব,
কর্ত্তব্য এখন তাঁহাদের অভ্যর্থন।
চলিলাম আমি তাহাদের জন্য, উমার যত্ন অগ্রে গণ্য"
শুনিয়া রাণী উঠিল ব্যগ্র-মন।

তখন,
আনন্দে আনিয়া রাণী গৌরী-কুণ্ড-জল।
অঙ্কে ধরি স্বকরে ধোয়ায় পদ-তল।
রত্ন-মণি-বিজড়িত স্বর্ণ-সিংহাসন।
যত্নে পাতে তদুপরে রাঙ্কব বসন।
রত্ন-গাঁথা ছত্র-রাজ তদুপরে দিল।
যত্নে তদুপরে চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইল।
রত্ন-মণি-খচিত মুকুট-বাস আনি,
কাঞ্চন-বরণা-অঙ্গে পরায় আপনি।
প্রাণ-উমায় মনের মতন সাজাইয়া,
সিংহাসনে বসাইল অঙ্কে করি নিয়া।
সঙ্গিনী বিজয়া জয়া দুপাশে দাঁড়ায়।
নিরখিয়া গৌরী-মুখ চামর ঢুলায়।
মেনকা-মণ্ডপে রূপ-সিন্ধু উথলিল।
চৌদিকে মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল।
মুনি ঋষি তপসী আরতি গান করে।
স্তুতি গান করে সুরাসুরে জোড় করে।
স্থাবর জঙ্গম নাচে, মাধুরী হেরিয়া।
বোধ-বচন-মন হারায় ভুলুয়া॥

আরতি।

আরতি করে, মেনকা রাণী, গৌরী-মুখ হেরিয়া।
গৌরী-মুখ হেরিয়া, কত বারি নয়নে ঝরিয়া॥
গো-ঘৃতে শত প্রদীপ রচিয়া, যতনে স্ব-করে ধরিয়া,
অধীরা আদরে, ধীরে ঘুরায়, ঘুরায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া॥
কনক-খচিত কম্বু-কোটরে, নীল-কমল পূরিয়া।
সর্ব্ব তীর্থ-বারি সহিত রহি রহি সঞ্চারিয়া।
গুগ্‌গুল্-ধুপ-অগুরু-গন্ধে মণিমণ্ডপ ভরিয়া।
ঘণ্টা-কাঁসর-শানাই-টিকারা-বাদনে মধু ক্ষরিয়া।
দর্শে আরতি সুরনর-মুনি-নিকরে কর জুড়িয়া।
মত্তানন্দে ভুলুয়া, ডঙ্কা বাজায় বিশ্ব ভুলিয়া॥

কথোপকথন।

সপ্তমী পূজার অবসানে, প্রাপ্ত সময় বেলাবসানে,
উমায় নিয়ে মেনকা রাণী বসে।
উমা-দর্শন-উদ্বেগ-ভরে, রহিতে নারি আপন ঘরে,
ছুটিয়া যত কুল-বধূ-কুল আসে।
আবাল-বৃদ্ধা সকলে এসে, উমাকে বেষ্টিয়া বসে,
প্রত্যেকে আনন্দে আত্মহারা।
আত্মহারা আনন্দে রাণী, উমাকে কহে মধুর বাণী।
শুনে সকলে, সুস্থির-নয়ন-তারা॥

কেমন ক'রে এমন ভাবে, এত দিন মা ছিলে ভুলে?
আমি দিবানিশি কেঁদে ফিরি প্রাণ উমা প্রাণ উমা ব'লে॥
মায়ের প্রাণ সন্তানের তরে, দিবানিশি যেমন করে,
সন্তানের মা হয়েও কি মা, বুঝ্‌তে নারিলে?—
হেরিতে তোমার ও চাঁদ বদন, কত শারদ-গগন-চাঁদ,
কত নিশি নিরখি বসি, জুড়ায় না তায় তাপিত প্রাণ।
পীযূষের পিয়াসা শান্ত হয় কি মা ঘোলে?॥
নিশিতে ঘুমায়ে থাকি, স্বপ্নে যেন তোমায় দেখি,
আয় উমা, আয়, ব'লে ডাকি, নিতে যাই কোলে;—
হাত বাড়িয়ে পাইনে তোমা, ভেঙ্গে যায় সুখের স্বপন,
বুক জ্বলে জলন্তানলে, জলে ভাসে দুনয়ন।
পোহায় নিশি, প্রভাতে আসি, ভুলুয়া বুঝায় মধুর বোলে॥

তখন, রমণী-কুল-শিরোমণি, মহেশ্বরের মনোমোহিনী,
সান্ত্বনা করিতে জননীরে।
কত হাসে মধুর হাস, কত ভাষে মধুর ভাষ।
অঞ্চলে মুছায় নয়ন নীরে॥
বলে, মেয়ে এলে বাপের ঘরে, আনন্দে সে পাড়া ভরে,
আমি পাড়া দিলে মা তোর ঘরে,
তোর, অশ্রু-ধারায় বহে গঙ্গা, পাড়ার লোক হারায় সংজ্ঞা,
আর্ত্তনাদে আকাশ-পাতাল ভরে।

আস্‌ব কি মা, এলে পরে, অস্থির হই তোর ব্যবহারে,
যত মিথ্যে জোড়া দিয়ে তোর কান্না।
হিত বুঝালে নাহি বুঝিস্, বিশ্বনাথকে ভিখারী বলিস্
মাহাত্ম্য যাঁর স্বয়ং ব্রহ্মা, চতুর্ব্বেদে পান্ না॥
আসিনা বলে কেবল কাঁদিস্, আসার সময় কৈ তুই দেখিস্,
বিশ্ব জোড়া গৃহস্থালী যাঁর,
তার কি আছে কাজের অন্ত,—আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত,
কোথায় কি হয় চিন্তে সদা তার।

ভুলি নাই মা, কান্দিস্ নে মা, আমার মনে থাকে সকল।
তবে, কেমন করে, এমন ভাবে, নিতি নিতি যাই আসি বল্॥
বিধাতার নির্ব্বন্ধে এবার, চরাচর তোর উমার কুমার,
কে কোথায় কি ভাবে থাকে, ঐ ভাবনা ভাবি কেবল॥
মায়ের প্রাণ সন্তানের তরে, যা করে, তা কেউ না ধরে,
আবার, আমার মা, আমার মা বলি, দেবাসুরে বাধায়
কোঁদল॥
(দেবে বলে আমার মা দানবে বলে আমার মা।)॥
তুই কাঁদিস্ এক উমা বলে,' তোর উমা কাঁদে ব্রহ্মাণ্ড বলে,'
এক নিমিষও থামেনা মা ,তোর উমার দুই নয়নের জল॥
সে দেশে নাই বিস্থেপড়া, ছেলে গুলো প্রায় বেয়াড়া,
পালনে মোর প্রাণান্ত হয়, তার পরে তোর জামাই পাগল॥
তুই বলিস্ ভলুয়া ভাল, সে আমার আর এক জঞ্জাল,
সে, দিবানিশি থাক্‌বে কোলে, আর বসে মা কাঁদ্‌বে কেবল॥
—— ভৈরবী—পোস্তা।

আমি যেমন তোর একটী, আমার তেমন কোটী কোটী,
কোটী কোটী প্রকৃতির বশ তারা।
সাধ্য নাই শাসনে রাখি, অসহ্য হলে থাকি থাকি,
মা তোর জামাই করেন মারা ধরা।
মায়ার কঠিন রজ্জু দিয়ে, ফেলে রাখি সব বান্ধিয়ে,
বন্ধন ছিঁড়ে যে দু একজন যায়,
ফিরি তাদের পাছে পাছে, আমার কি অবসর আছে?
বাপের বাড়ী ঘন আসা মোর দায়॥

১। কেউ নাই, তাতে দুখ নাই,
যদি তুমি হও আমার আপনার।
আর, কিছু নাই, তাতে অভাব নাই,
যদি ভাগী হই তোমার করুণার॥
মান, অপমান, যশ, অপযশ,
যা ঘটে ঘটুক তায় আমার,
নাই কোন ভয়, অভয় তোমার,
পদে যদি পাই এইবার॥
রাজত্ব, প্রভুত্ব নাই বলি মনে,
এক বিন্দু দুখ নাহি আর।
যদি, রাজরাজেশ্বরী জননী আমার,
জগ ভরি হয় পরচার॥
জীবনে না হয় মরণেও যদি, দরশন দেও একবার,
তবে, ত্রিতাপে জ্বলিয়া, ছাই হই যদি,
ক্ষোভ নাহি তায় ভুলুয়ার॥
—— ঝিঝিট—ঠেকা

২। দেও নাই কিছু, কম করি তুমি,
এবার এ সংসারে আনিয়া।
রাখ নাই কিছু কম সমাদরে,
চার হাতে কোলে তুলিয়া॥
কর নাই কিছু কম সম্মান, পাছে পাছে সদা থাকিয়া।
অভাব কি, কিছু, দেওনি বুঝিতে,
নিজে প্রয়োজন বহিয়া॥
এত যে করিলে, আমি কিন্তু তাহা,
চিরকাল আছি ভুলিয়া।
আরো বলি, তুমি, কিছুই দিলে না,
বলি কত লোক ডাকিয়া॥
কৃতঘন হেন, পাপ ভুলুয়াকে, পদে পদে দয়া করিয়া।
লাভ এই হল,বৃথা পরিশ্রম, ছাই মাঝে জল ঢালিয়া॥
—— ঝিঝিট—ঠেকা

৩। যার হুকুমে জগৎ চলে, সেই যখন তোমার।
ভবিষ্যতের দুর্ভাবনা, কেন তবে আর?
তোমার ভাল যাহায় হবে, তাহার উপায় সেই করিবে,
তার করুণা হলে, বিপদ ঘটার সাধ্য কার?
তাঁর চরণে বুক বাঁধিয়ে, ব'সে থাক নির্ভয় হয়ে,
তাঁর, নাম নিয়ে বিপদ-সাগরে, হয় নাহি কে পার?
কর্ত্তা সেই ত রাখা মারার,
সেই ত অভাব, সেই ত সুসার,
সেই ত তোমার ঘরের আলো, সেই ত অন্ধকার॥
সেই ত খোড়ার হাতের লাঠী,যাহার জোরে হাটাহাটি,
সেই ত ভব-সিন্ধু-জলে, নৌকা-ভুলুয়ার॥
[ভৈরবী—গড় খেমটা।]

সম্পূর্ণ॥

পরিশিষ্ট।

কামাখ্যা তীর্থের পরিচয়।

—•—

মহাতীর্থ কামরূপক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম কামাখ্যা। কামাখ্যা দ্বাদশভূজা, সিংহবাহিনী। যে মনোরম পর্ব্বত-শিখরে, তাঁহার মণিময় রত্ন-সিংহাসন, তাহার নাম নীলাচল। আর তাঁহার পাদদেশ বিধৌত করিয়া, উভয় তীরস্থ নগর-গ্রাম এবং পার্ব্বত্য বনভাগকে তরঙ্গ-কল্লোলে প্রতিধ্বনিত করিয়া, যে সুপবিত্র সু-বিস্তৃত সলিল-ধারা প্রবাহিত, তাহার নাম ব্রহ্মপুত্র।

কামরূপক্ষেত্র অতি প্রাচীন কাল হইতেই, আর্য্য সাধক-সম্প্রদায়ে, যেমন মহাতীর্থ বলিয়া প্রশংসিত, তেমনই সু-বিস্তৃত, সমুন্নত, এবং সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজ্য বলিয়া পুরাণ-আদিতে উল্লিখিত। কামরূপের নামই প্রাচীন "প্রাক্ জ্যোতিষপুর"। এই পবিত্র ক্ষেত্রের নাম কামরূপ কেন হইল, তাহার উত্তর শ্রীকালিকাপুরাণে ও যোগিনীতন্ত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে ;—

তথা শ্রীকালিকা পুরাণে—

শম্ভুনেত্রাগ্নি-নির্দ্দগ্ধঃ কামো শম্ভুরনুগ্রহাৎ।
তত্র রূপং যতঃ প্রাপ্তং কামরূপং ততোঽভবেৎ ॥

"দেব-দেব শম্ভুর নয়নানলে ভস্মীভূত হইয়া, কামদেব এই স্থানে সেই শম্ভুর কৃপায়, তাঁহার পূর্ব্ব রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তজ্জন্য এই ক্ষেত্রের নাম কামরূপ।"

তথা শ্রীযোগিনী তন্ত্রে—

কৃতে কর্ম্মানি সিধ্যেত কামনাস্ত সুরেশ্বরি।
ততো মর্ত্ত্যঃ কামরূপমিতি রূপমকল্পয়ৎ ॥

"হে সুরেশ্বরি! এই পুণ্যক্ষেত্রে কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান মাত্র নরগণ, কাম্যফললাভে কৃতার্থ হয়, তজ্জন্য এই পুণ্যক্ষেত্র কামরূপ নামে অভিহিত।"

উভয় গ্রন্থে কামরূপ ক্ষেত্রের নাম-করণে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচারিত হইলেও, উভয়ই গ্রহণ-যোগ্য। কামদেব হরকোপানলে ভস্মীভূত হইয়া, এই স্থানে পুনর্ব্বার দেহ লাভ করিয়াছিলেন, কামদেবের নির্ম্মিত সুপ্রাচীন মন্দিরই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আর অতি প্রাচীনকাল হইতে "মন্ত্রসিদ্ধির" জন্য কামরূপ সুপ্রসিদ্ধ। সাধকগণ কাম্যফল লাভের জন্য অতি প্রাচীন কাল হইতে, আজ পর্য্যন্ত, এই কামরূপক্ষেত্রে, সাধনাসন পাতিয়া, সফল-কাম হইয়া আসিতেছেন।

মন্ত্রসিদ্ধির সর্ব্বোত্তম তীর্থ কামরূপের সীমা-নির্দ্দেশ সম্বন্ধে, শ্রীকালিকাপুরাণে এইরূপ বর্ণনা আছে,—

"করতোয়া নদী-পূর্ব্বং যাবদ্দিক্করবাসিনীম্।
ত্রিংশৎ যোজনবিস্তীর্ণং যোজনৈকশতায়তম্।
ত্রিকোণং কৃষ্ণবর্ণঞ্চ প্রভূতাচলপূরিতম্।
নদীশতসমাযুক্তং কামরূপং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥"

"কামরূপের পশ্চিম সীমা করতোয়া নদী। (বগুড়ার অন্তর্গত, রাজা রামকৃষ্ণের ভবানী-পুর এই করতোয়ার তীরে)। পাবনার অন্তর্গত চাটমোহরের পশ্চিম সীমা, দিয়া এই করতোয়া প্রবাহিতা। তাহা হইলে বগুড়া এবং পাবনা পর্য্যন্ত কামরূপক্ষেত্র বিস্তৃত। পূর্ব্ব সীমা দিক্করবাসিনী। এই নদী দিব্রুগড়ের মধ্যে; বর্ত্তমানে ইহার নাম দিক্রাং নদী। এই কামরূপ ক্ষেত্র এক শত যোজন দীর্ঘ, ও ত্রিশ যোজন বিস্তৃত। ইহা ত্রিভুজাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ, এবং অগণ্য পর্ব্বত-সমাকুল। ইহার মধ্যে এক শত নদী প্রবাহিতা।"

শ্রীযোগিনী তন্ত্রে লিখিত আছে—

করতোয়াং সমাশ্রিত্য যাবদ্দিক্করবাসিনীম্।
উত্তরস্যাং কুঞ্জগিরি, করতোয়াং তু পশ্চিমে।
তীর্থ শ্রেষ্ঠা দিক্ষুনদী পূর্ব্বস্যাং গিরিকন্যকে।
দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রস্য লক্ষায়াসঙ্গমাবধি।
কামরূপমিতিখ্যাতং সর্ব্বশাস্ত্রেষু নিশ্চিতম্।
ত্রিংশৎ যোজন বিস্তীর্ণং দীর্ঘেন শত যোজনম্।
কামরূপং বিজানীহি সুরাসুর নমস্কৃতম্ ॥"

"হে গিরিকন্যকে! কামরূপের সীমা, পশ্চিমে করতোয়া হইতে পূর্ব্বে দিক্করবাসিনী পর্য্যন্ত। তাহার উত্তর সীমা কঞ্জপর্ব্বত। পশ্চিম-সীমা করতোয়া, পূর্ব্ব সীমা তীর্থ-শ্রেষ্ঠা দিক্ষু নদী (দিক্রাং বা দিক্করবাসিনী।) দক্ষিণ সীমা ব্রহ্মপুত্র ও লাক্ষার (সীতা-লক্ষা নদীর) সঙ্গমস্থল।

তাহা এক শত যোজন দীর্ঘ ও ত্রিশ যোজন প্রস্থ। সেই পবিত্র-ক্ষেত্র সুরাসুর সকলেরই নমস্য।"

এই কামরূপক্ষেত্র চারি ভাগে বিভক্ত, ১ম কামপীঠ, ২য় রত্ন পীঠ ; ৩য় স্বর্ণ পীঠ ; ৪র্থ সৌমার পীঠ।

১ম কাম পীঠ—যে স্থানে কামাখ্যা দেবীর সিংহাসন, তাহার নাম কামপীঠ। স্বর্ণ-কোষ নদ হইতে কামরূপ জেলার অন্তর্গত রূপিকা নদী পর্য্যন্ত এই কামপীঠ ক্ষেত্র।

২য় রত্নপীঠ—যে স্থানে জলেশ্বর শিব আছেন, তাহার নাম রত্নপীঠ। করতোয়া হইতে স্বর্ণ-কোষ নদ পর্য্যন্ত রত্নপীঠক্ষেত্র।

৩য় স্বর্ণপীঠ—রূপিকা নদী হইতে সাদিয়ার উত্তর দিকে প্রবাহিতা দিক্করবাসিনী পর্য্যন্ত, ক্ষেত্রের নাম স্বর্ণ-পীঠ।

৪র্থ সৌমার পীঠ—ভৈরবী নদী হইতে সাদিয়ার উত্তর দিকে প্রবাহিতা দিক্করবাসিনী নদী পর্য্যন্ত ক্ষেত্রের নাম সৌমার পীঠ। এই ক্ষেত্রে দিক্কর বাসিনী দেবী আছেন। এই দিক্করবাসিনী নদীর নাম দিক্করা, দিক্ষু, এবং দিক্রাং।

মন্দির নির্ম্মাণ—দেব-দেব বিশ্বনাথের কৃপায়, ভস্মীভূত কামদেব পুনর্ব্বার নিজ দেহ লাভ করেন। বিশ্বজননী কামাখ্যা দেবীর অপার করুণা উপলব্ধি করিয়া, তিনি তাঁহার মন্দির নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হন। বহু পরিশ্রমে সুকঠিন প্রস্তর সমূহ সংগ্রহ করেন, এবং মাতৃকাযন্ত্রের উপরে মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এই মন্দিরের গাত্রে অষ্টাদশ ভৈরবের মূর্ত্তি সন্নিবেশিত, এবং মন্দিরের প্রস্তর সমূহ তাম্রের অর্গলসমূহে সন্নিবদ্ধ। এই মন্দিরের উপরিভাগ প্রথমতঃ কোন কাল-বিপ্লবে ধ্বংস হইয়া যায়। ইহার উপরে এক বটবৃক্ষ উত্থিত হয়। প্রকৃত মন্দির মাটীর ঢিপীতে আবৃত হয়। কত কাল এই মন্দির এই ভাবে মাটীর নিম্নে ছিল, তাহা নির্ণয় করিতে কাহারও সাধ্য নাই।

রায় বাহাদুর গুণাভিরাম বড়ুয়া আসামী ভাষায় আসামের ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। তাহা "আসাম-বুরুঞ্জি" নামে অভিহিত। শ্রীশ্রীকামাখ্যা দেবীর মন্দিরের পুনরুদ্ধার-সম্বন্ধে তাহাতে বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত আছে। মন্দিরের পুনরুদ্ধার সম্বন্ধে জনপ্রবাদও আছে। আমরা উভয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি :—

"কুচ-বিহারের কোন মহারাণী দেব দেব বিশ্বনাথকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করেন। বিশ্বনাথ বরদান করিতে আবির্ভূত হইলে তিনি শিবশক্তি-সমন্বিত মহাবল পুত্র কামনা করেন। কিছু কাল পরে তাঁহার গর্ভে বিশু ও শিশু নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কালক্রমে তাঁহারা বিশ্বসিংহ ও শিবসিংহ নামে পরিচিত হন।

বিশ্বসিংহ প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি হইয়াছিলেন। শিবসিংহ সেনাপতি হইয়া তাঁহার রাজ্যবিস্তারে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা কামতাপুর অধিকার করেন, এবং অন্যান্য ম্লেচ্ছ ও কোচ রাজগণকে পরাজিত করিয়া তাহাদের রাজ্যও কুচ-বিহারের সংলগ্ন করেন। শেষে তাঁহারা কামরূপের দিকে অগ্রসর হন। এক দিন উভয় ভ্রাতা জঙ্গল-ভ্রমণে বহির্গত হন। কিছু দুর গমন করিয়া সঙ্গিহারা হন, এবং ঘুরিতে ঘুরিতে কামাখ্যার নীলাচলে আরোহণ করেন। তখন নীলাচলে মাত্র দুই চারি ঘর মেছ বাস করিত। ভ্রাতৃদ্বয় পিপাসার্ত্ত হইয়া তাহাদের ভবনে প্রবেশ করেন। কিন্তু কোন পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় না। এক বটবৃক্ষ-মূলে এক বৃদ্ধাকে দর্শন করেন। সে জলদান করিয়া উভয় ভ্রাতার তৃষ্ণা নিবারণ করে।

বিশ্বসিংহ জিজ্ঞাসা করিলে, সেই বৃদ্ধা বলিতে থাকে,—"ইহা আমাদের দেবতার স্থান, এই মাটীর নিম্নে দেবতার মন্দির আছে।" বিশ্বসিংহ ভগবানে বিশ্বাসী ও ভক্তিমান ছিলেন। তিনি অনুচরবর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া, আপনাকে বড় বিপন্ন বোধ করিতেছিলেন। তিনি ভক্তিভরে সেই বটবৃক্ষমূলে প্রণাম করিয়া, দেবতার নিকটে অনুচরবর্গের পুনর্ম্মিলন প্রার্থনা করিলেন। অতি অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার অনুচরবর্গ সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

তিনি দেবতার পূজা-পদ্ধতি জানিতে চাহিলে, বৃদ্ধা কহিল, "এই স্থানে শাস্ত্র-বিহিত ছাগাদি পশু বলিদানে দেবতার পূজা দিতে হয় ; উত্তম বসন, শাঁখা, সিন্দূরাদি উপহার দিতে হয়, ঐকান্তিক শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভরে দেবীর অর্চ্চনা করিলে, যাহার যাহা বাঞ্ছনীয়, তাহা প্রাপ্ত হইতে পারে।" বিশ্বসিংহ তখন এই স্থানকে শক্তি-পূজার ক্ষেত্র বলিয়া অনুমান করিলেন।

তিনি বহু পররাজ্য ধ্বংস ও আত্মসাৎ করিয়া, বহু

বৈরী সৃজন করিয়াছিলেন। তাঁহার অধিকৃত রাজ্যের মধ্যে, নানা স্থানে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। তিনি সর্ব্বদা ত্রাসযুক্ত হইয়া, কাল যাপন করিতেন। অশান্তি তাঁহার অন্তরে স্থায়ী বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিল। তাঁহার যে অন্তরঙ্গ, সেও তাঁহার সন্দেহের বিষয়ীভূত ছিল। তিনি সম্রাট হইয়াও সর্ব্বদা মহাভয়ে ম্রিয়মান থাকিতেন। তাই তিনি দেবীর দুয়ারে প্রার্থনা করিলেন, "যদি আমার প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে,—আমার রাজ্য-মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়, এবং পরাজিত নৃপতিবৃন্দ বৈর ত্যাগ করে, তাহা হইলে আমি মৃত্তিকার নিম্ন হইতে মন্দির বাহির করিব,—স্বর্ণ-খণ্ড দ্বারা তাহার সংস্কার করিব,—এবং নিত্য পূজার ব্যবস্থা করিব।"

তিনি কুচ-বিহারে ফিরিয়া আসিলেন। অতি অল্পকাল মধ্যে তাঁহার রাজ্যে শান্তিস্থাপিত হইল। তিনি দেবতার করুণা পদে পদে উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। তখন তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী আহ্বান করিয়া সভা মিলাইলেন, এবং নীলাচলের দেবস্থান-সম্বন্ধে শাস্ত্রসম্মত তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। পণ্ডিতমণ্ডলী নীলাচলকে কামপীঠ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন।

মহারাজ বিশ্বসিংহ নীলাচলে গমন করিয়া, বটবৃক্ষ ছেদন করিলেন,—মৃত্তিকার স্তূপ কাটিয়া ফেলিলেন,—তখন কামদেব-নির্ম্মিত মন্দিরের নিম্নাংশ, এবং যোনি-পীঠ বাহির হইল। যোগিনী তন্ত্রানুসারে তখন তিনি অন্যান্য পীঠও আবিষ্কার করিলেন। মন্দিরের উপরাংশ পুনর্ব্বার নিম্মাণ করিলেন। স্বর্ণখণ্ডে নির্ম্মাণ করিবার কথা ছিল, তাহা অসাধ্য হইল। তখন প্রত্যেক ইটের সঙ্গে, এক রতি করিয়া স্বর্ণ দিয়া মন্দিরের চূড়া নির্ম্মিত হইল।" ইহাই গুণাভিরামের বুরুঞ্জির পরিচয়।

কালাপাহাড় এখানে আসিয়া; মন্দিরের উপরাংশ কামানে উড়াইয়া দেয়। সেই সময় বিশ্বসিংহের পুত্র মল্লধ্বজ (অন্য নাম রূপনারায়ণ) কুচ-বিহারে রাজা ছিলেন; তিনি মন্দিরের উপরাংশ আবার নির্ম্মাণ করেন। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ করিয়া, ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে শেষ করেন। তিনি কামাখ্যার সমস্ত মন্দিরের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। আজ পর্য্যন্ত তাঁহার নির্ম্মিত মন্দিরের অংশ, কামদেব-নির্ম্মিত মূল মন্দিরের উপরে দৃশ্যমান।

মহারাজ রূপনারায়ণের মূর্ত্তি প্রবেশ-মন্দিরের দেওয়ালে কামেশ্বর-কামেশ্বরীর সম্মুখে, খোদিত রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, মহারাজ রূপনারায়ণের যথার্থ আকৃতির সঙ্গে, তাহার কোন সাদৃশ্যই নাই। তাহা একটী স্মরণ রাখিবার চিহ্নমাত্র। রূপনারায়ণের কনিষ্ঠ সহোদর শুক্লধ্বজ—(অন্য নাম নরনারায়ণ)। তাঁহার নামেও, এই রূপ মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। কামাখ্যার বর্ত্তমান পাণ্ডাগণ মহারাজ রূপনারায়ণ কর্ত্তৃক নানাস্থান হইতে আনিত, এবং বহু ব্রহ্মোত্তর প্রদত্ত হইয়া, বিশ্বজননীর সেবার্চ্চনার জন্য পর্ব্বতোপরি উপনিবিষ্ট।

নীলাচলে আরোহণ করিবার সোপানশ্রেণী অতি প্রাচীন কালে নরকাসুরকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। নরকের পুত্র মহাবীর ভগদত্ত কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করিয়া, কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে নিহত হন। তাঁহার হাতের রক্ষাকবচ গোসানীমারীতে আজ পর্য্যন্ত পরিপূজিত হয়। গোসানী-মারীর প্রাচীন নাম কামতাপুর।

গুণাভিরামের বুরুঞ্জিতে নরক-সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে।—"মহারাজ নরক এই স্থানে রাজত্ব করিতেন। তিনি শ্রীশ্রীকামাখ্যা দেবীর মহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহার শরণাগত হন, কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন;—তপস্যায় জগজ্জননীর কৃপা লাভ করেন;—বহুদূর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন; এবং অক্ষুণ্ণ প্রতাপে রাজত্ব করিতে থাকেন।

রজৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া, নরক দম্ভদর্পে অন্বিত হন—আহার-বিহারে আসুরিক ভাব অবলম্বন করেন। ক্রমে রাক্ষসের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি-বিশিষ্ট হন। জনপ্রবাদ এইরূপ, "গর্ভিণীর গর্ভ চিরিয়া, গর্ভস্থ সন্তান তাহার মধ্যে কি ভাবে থাকে, দর্শন করিয়া কৌতূহল নিবারণ করিতেন।" সংক্ষেপতঃ যেমন দুর্দ্ধর্ষ, তেমন নিষ্ঠুর হন। তখন তিনি জন-সমাজে নরকাসুর নামে অভিহিত হন, এবং তখন তাঁহার বিনাশ-সাধন প্রয়োজন হয়।

বিশ্ব-বিমোহিনী মায়ায় তিনি বিমূঢ় হন। মা বিশ্ব-জননীর এক শক্তি মোহিনী মূর্ত্তিতে তাঁহাকে দর্শন দেন। মোহ-বিমূঢ় হইয়া সেই মোহিনীকে বিবাহ করিতে তিনি উন্মত্ত হন। উদ্‌ভ্রান্তের সঙ্কল্প শুনিয়া তিনি বলেন, "তুমি যদি এই পুণ্য-পর্ব্বতে ওঠার জন্য, চারিদিকে চারিটি-সিঁড়ি

এবং উপরিভাগে একটী মনোরম মন্দির, একরাত্রির মধ্যে নির্ম্মাণ করিতে পার, আমি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারি।"

মোহান্ধ নরক মহা উৎসাহে পর্ব্বতে উঠিবার সিঁড়ি নির্ম্মাণে নিযুক্ত হন। একটা সিঁড়ি (যাহাদ্বারা এখন যাত্রিসমূহ কামাখ্যা ষ্টেশনে নামিয়া পর্ব্বতে উঠিয়া থাকে), নির্ম্মাণ শেষ হইলেই, প্রভাতের সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া এক কুক্কুটী চিৎকার করিয়া উঠে। নরক মনে করেন, রাত্রি শেষ হইয়া গেল। তখন অন্যান্য সিঁড়ি ও মনোরম মন্দির নির্ম্মাণে আর তিনি যত্ন করেন না। সেই মোহিনী মূর্ত্তি বলেন, "তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারিলেনা, তবে আর কিরূপে বিবাহ হইবে!" দেবী অন্তর্হিতা হন।

নরক নিরাশ হইয়া ক্রোধান্ধ হন,—শব্দকারিণী কুক্কুটী অন্বেষণ করিয়া বাহির করেন,—এবং তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া, মনের সন্তাপ নিবারণ করেন। যে স্থানে কুক্কুটিকে খণ্ড খণ্ড করেন, আজ পর্য্যন্ত সেই স্থান কুক্কুট-কাটা (কুক্‌ড়াকাটা) নামে অভিহিত। যে স্থানে নরকের রাজধানী ছিল, আজ পর্য্যন্ত সেই স্থানকে "নরক পর্ব্বত" বলে। নীলাচলের পার্শ্বস্থ-রেল লাইনের অন্য পার্শ্বের পর্ব্বতে, নরকের বিচারালয় ও বিলাস-ভবন ছিল। বিশ্বজননীর প্রেরণায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কামাখ্যায় আসিয়া নরককে সংহার করেন। যে স্থানে নরককে সংহার করেন, উমানন্দ পাহাড়ের নিকটে পাণ্ডাগণ আজ পর্য্যন্ত, সেই স্থান দেখাইয়া থাকেন।

নরককে সংহার করিয়া শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার পুত্র ভগদত্তকে সিংহাসনে উপবেশন করান। ভগদত্ত কঠোর তপস্যায় শক্তিকবচ প্রাপ্ত হন,—যাহা বাহুতে বদ্ধ থাকিলে কেহ তাঁহাকে বধ, বা জয় করিতে পারিত না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ-সময়ে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে, অর্জ্জুন অগ্রে ভগদত্তের কবচবদ্ধ হস্ত কাটিয়া, পরে তাহাকে সংহার করেন।

গৌহাটীর অন্য পারে অশ্বাক্রান্ত। পাণ্ডববাহিনী এই পর্য্যন্ত আসিয়াছিল,—অশ্বারোহী সৈন্য কর্ত্তৃক এই স্থান আক্রান্ত হয় বলিয়া ইহার নাম অশ্বাক্রান্ত। এই স্থানে কূর্ম্মাবতারের মন্দির আছে। শ্রীকৃষ্ণের অনন্তশয্যা আছে।

কুরুক্ষেত্রের মহা প্রলয়ে, সমস্ত ভারতবর্ষ ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত হয়। বহু বহু রাজধানী শ্মশানে পরিণত হয়। কামাখ্যা-তীর্থও ঘন জঙ্গলে সমাবৃত হয়, মন্দির মৃত্তিকাস্তূপে ক্রমে অদৃশ্য হয়, শেষে কুচ-বিহারের নৃপতিগণ এই স্থানের পুনরুদ্ধার করেন। অথচ তাঁহাদের বংশীয় নৃপতিগণের কামাখ্যা-প্রবেশ নিষিদ্ধ। এই সম্বন্ধে এই রূপ জন-প্রবাদ—

"মহারাজ মল্লধ্বজের সময় কেন্দুকলাই নামে এক ব্রাহ্মণ কামাখ্যা দেবীর পূজা করিতেন। তাঁহার ভক্তি ও তপস্যায় মহাদেবী তাঁহার প্রতি প্রসন্না হন। দেবী জ্যোতিম্ময়ী মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সন্ধ্যা-আরতির সময় তাঁহাকে দর্শন দিতেন,—কুমারী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নৃত্য করিতেন। কেন্দুকলাই মৃদঙ্গ বাজাইতেন।

মহারাজ মল্লধ্বজ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া দেবী দর্শনে উৎসুক হন। নিষ্কিঞ্চন ভক্ত কেন্দুকলাইকে পরম যত্নে অভ্যর্থনা করেন, তারপরে প্রার্থনা করেন, "দেবীর সেই কুমারী মূর্ত্তি অন্ততঃ এক নিমিষের জন্যও আমাকে দর্শন করান।" কেন্দুকলাই বলেন, "মহারাজ! যাহা কঠোর তপস্যা ভিন্ন অদর্শনীয়, তাহা কেহ কাহাকেও দেখাইতে পারে না। আপনি ভক্তি ও তপস্যা দ্বারা দেবীকে প্রসন্না করুন। তাঁহার ত্রিভুবন-বিমোহিনী রূপ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হউন। কৌশল করিয়া সেইরূপ কেহ দেখিতে পারে না,—কেহ দেখাইতেও পারে না। অনুকূলা শক্তি প্রতিকূলা হইতে অধিকক্ষণ লাগে না।"

মল্লধ্বজ ব্রাহ্মণের হিত বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া, তাহাকে তুষ্ট করিতে নানারূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যিনি বিষয়-বিরাগী নিস্পৃহ, তাঁহার সম্মুখে ধনরত্নের মোহ-জাল বিস্তৃত করিলেন। তাঁহার স্ত্রীপুত্রদিগকে বহু-মূল্য বসন-ভূষণ দান করিলেন,—নানারূপ ভোগ্য বস্তু উপ-ঢৌকন দিলেন;—কিছু দিন মধ্যেই বৈরাগীকে ভোগীর স্পৃহায় আবদ্ধ করিলেন। কনকের কুহকে, কেন্দুকলাই বিচলিত হইলেন। মহারাজকে বলিলেন—"সন্ধ্যা-আরতির সময় মা জ্যোতিম্ময়ী মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হন। তুমি গবাক্ষের নিকট দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দর্শন করিও। আমি গবাক্ষের দরজা খুলিয়া রাখিব।"

মল্লধ্বজ সন্তুষ্ট হইলেন। সন্ধ্যা-আরতির সময়,

মহারাজ নাচঘরের গবাক্ষের নিকট দাঁড়াইয়া দেবী-দর্শন-জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সহসা মন্দিরের মধ্য-ভাগ দিব্যালোকে উদ্ভাসিত হইল। নূপুর শিঞ্জনের সুমধুর ধ্বনি মহারাজের শ্রুতিগোচরও হইল। কর্ণ-কুহরে যেন মুহূর্ত্তের জন্য অমৃতের স্রোত প্রবাহিত হইল। কিন্তু পরক্ষণে আর নাই! তিনি ভয়ে বিস্ময়ে হত-বুদ্ধি হইলেন।

সহসা বিকট বজ্রধ্বনির মত শব্দ উথিত হইল। দিব্যালোক অন্তর্হিত হইল,—মন্দির অন্ধকারে পূর্ণ হইল। মল্লধ্বজকে লক্ষ্য করিয়া আকাশবাণী হইল, "অদ্য হইতে তুই, কিংবা তোর কোন বংশধর, এই মহাপীঠ দর্শন, কিংবা স্পর্শন করিতে পারিবে না। অধিক কি, এই পর্ব্বতে উঠিতেও পারিবে না। উঠিলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।" মহারাজ মল্লধ্বজ মর্ম্মাহত হইয়া, রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; কেন্দুকলাই নিরুদ্দিষ্ট হইলেন। (কেহ কেহ বলেন, চপেটাঘাতে ছিন্নশির হন।)

মল্লধ্বজের পর, কামরূপক্ষেত্র সেনবংশের অধিকৃত হয়। সেনবংশের নীলধ্বজ, চক্রধ্বজ, নীলাম্বর, এই তিন রাজার নাম ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। কামতাপুরে তাহাদের রাজধানী। সেনবংশের পর পালবংশ;—পালবংশের গোপাল, ধর্ম্মপাল, জয়পাল, এই তিন জনের নাম প্রসিদ্ধ। পালবংশের পর ছুটিয়া বংশ। এই বংশের কোন খ্যাতি প্রতিপত্তির কথা শুনা যায় না। ছুটিয়ার পরে আহম রাজার আগমন। আহম রাজগণ প্রতাপশালী ছিলেন। তাঁহাদের নামানুসারে এই প্রদেশ আসাম নামে অভিহিত হয়। তৎপূর্ব্ব পর্য্যন্ত আসামের নাম "প্রাক্‌জ্যোতিষ পুর" ছিল এবং বৃহদংশ কামরূপ নামে বিখ্যাত ছিল।

আহম জাতির মধ্যে শান ও মান জাতি, ব্রহ্মদেশ হইতে আসিয়া, উপর আসাম আক্রমণ করে। শান জাতির প্রথম রাজা চুকাফা। শান জাতির পরে মান জাতির রাজত্ব। জয়মতী মানজাতীয়া। জয়মতীর বৃত্তান্ত আসাম ইতিহাসে একটী প্রধান বিষয়। জয়মতীর গৌরব রক্ষার্থ "জয়-সাগর" খনিত হয়। "শিবসাগর," "জয়-সাগর," আসাম প্রদেশের অতিশয় মনোরম দৃশ্য। জয়-মতীর পুত্র রুদ্র সিংহ, রুদ্রসিংহের পুত্র শিব সিংহ, শিব সিংহের পুত্র লক্ষ্মী সিংহ। লক্ষ্মী সিংহের পুত্র রামেশ্বর সিংহ ও গৌরী সিংহ। এই গৌরী সিংহ কামাখ্যায় লক্ষ বলি প্রদান করেন। রাজেশ্বর সিংহ, নাট-মন্দিরের সংস্কার করেন। শিবসিংহ কামাখ্যার অনেক মন্দির নির্ম্মাণ করেন। কামাখ্যার সেবার্চ্চনা, আজ পর্য্যন্ত, শিবসিংহের বিধান অনুসারে চলিয়া আসিতেছে।

১৩০৪ সালের ৫ঠা আষাঢ়ের ভূমিকম্পে কামাখ্যার অনেক মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। দ্বারবঙ্গের মহারাজ রামেশ্বর সিংহ বাহাদুর নিম্নলিখিত মন্দিরগুলি পুন-র্নির্ম্মাণ করেন, ভুবনেশ্বরীর মন্দির, তারাবাড়ী, কালীবাড়ী, কামে-শ্বরের মন্দির,সিদ্ধেশ্বরের মন্দির, ভৈরবীকুণ্ড, সৌভাগ্যকুণ্ড, অমৃতকুণ্ড, ঋণ-মোচন কুণ্ড, দুর্গা-কুণ্ড ও গয়াকুণ্ড।

গৌহাটীর স্বধর্ম্মনিরত উকিল রায় কালীচরণ সেন বাহাদুর এবং তাঁহার স্বর্গীয় পিতা শ্রীমন্তসেন, উভয়ে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া, এবং জনসাধারণের নিকট হইতেও সাহায্য লইয়া, মন্দিরের চূড়া, চারিপার্শ্বের প্রাচীর, পর্ব্বতে উঠিবার সময় যে তিনটী সিংহদ্বার অতিক্রম করিতে হয়, তাহা, কামেশ্বরী ও ধূমাবতীর মন্দির, ভৈরবীকুণ্ড, বলি-দানের ঘর, এবং নাট-মন্দিরের মধ্যভাগ, ইত্যাদি সংস্কার করেন।

এখন অম্বুবাচী ও দুর্গোৎসবের সময়ই কামাখ্যায় বহু যাত্রীর সমাগম হয়। ভাদ্র মাসের ১লা ও ২রা "দেব-ধ্বনির" উৎসব হয়। এই উৎসবে বৈচিত্র্য আছে। কামাখ্যা, ভুবনেশ্বরী, তোটকেশ্বর,মনসা, শীতলা, ও কালী-বাড়ী, প্রভৃতি মন্দির হইতে যোগিনী-দৃষ্টি কালিতা জাতীয় লোকের উপরে পতিত হয়। যে সকল লোক দেবধ্বনির একমাস পূর্ব্ব হইতে সংযমে থাকে, তাহাদেরই কেহ কেহ যোগিনীর দৃষ্টি লাভ করে। তাহারা একমাস হবিষ্যান্ন ভোজন করে,—ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থান করে, মিথ্যালাপ ত্যাগ করে,। যখন যোগিনীর দৃষ্টি পড়ে, তখন তাহারা ভূতে ধরা মানুষের মত হয়,—দুই দিন তাহারা কাঁচা মাংস, সন্দেশ, ও ডাবের জল খায়। তখন তাহারা নাচঘরে নৃত্য করে, শাণিত খড়্গের উপর নৃত্য করে, এবং লোকের ভবিষ্যৎ সুখ-দুঃখের কথা বলিতে থাকে। ভবিষ্যৎ বাণী প্রায়ই সত্য হয়। তাহাদের নাচের সঙ্গে ঢোল বাজান হয়।

কামাখ্যায় কামেশ্বর ও কামেশ্বরী এবং কালীবাড়ী

ভিন্ন আর কোথাও প্রতিমা নাই, সর্ব্বত্র মহাপীঠ। এই সমস্ত পীঠ সম্বন্ধে কালিকাপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে :—

গুহামনোভবা তত্র মনোভব-বিনির্ম্মিতা।
মনোভব-গুহা তত্র পঞ্চব্যাসায়তাস্তথা।
রক্তমণ্ডল সংযুক্তাং রক্তবর্ণাং সুবর্ত্তুলাম্।
যোনিস্তস্যাং শিলায়াস্তু শিলারূপা মনোহরা।

"তথায় কামদেব-নির্ম্মিত মনোভব গুহা। সেই গুহা পঞ্চব্যাস আয়তা, রক্তবর্ণা, বর্ত্তুলাকারা, ও রক্তমণ্ডল-সংযুক্তা। এই শিলাতেই মনোহরা শিলারূপিণী জননী দেবী বিরাজমানা।"

এই স্থানে যাত্রিগণের দর্শনীয় বিষয় সমূহ,—কালী, কামাখ্যা, জয়দুর্গা, বনদুর্গা, মাতঙ্গী, কমলা, ধূমাবতী, বগলা, ছিন্নমস্তা, এই নবক্ষেত্র। কোটী লিঙ্গ, সিদ্ধেশ্বর, হেরুকেশ্বর, হেরুক, টোকোরেশ্বর, এই পঞ্চশিব। ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যে উমানন্দ। শুক্রাচার্য্যের আরাধিত শুক্রেশ্বর, জনার্দ্দন মূর্ত্তি, নবগ্রহ ইত্যাদি।

এই মহাতীর্থ সাধকগণের মন্ত্রসিদ্ধির জন্য চির প্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষের সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের সাধকবর্গ এই তীর্থে আগমন করেন। যিনি-সংযত চিত্ত হইয়া দৃঢ় বিশ্বাসভরে সাধনা করেন, তিনি শীঘ্র সফলকাম হন। সর্ব্বানন্দ, ব্রহ্মানন্দ গিরি, রাম, জগদীশবাবু প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত।

সিদ্ধ সাধকগণের কার্য্যে, অনেক অস্বাভাবিক ঘটনা, সময় সময় দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা রসায়ন-বিজ্ঞান-সম্মত নহে বলিয়া, আজকাল অনেক শিক্ষিত লোকে বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারেন না। সে বিষয়ে "সদ্ভাব তরঙ্গিণী" প্রথম খণ্ডে বিভূতি যোগের মধ্যে আলোচনা করা হইয়াছে। হিন্দুজাতির সাধনা-জগৎ, বিষয়-জগতের স্থূলদর্শীর পক্ষে বোধগম্য নহে। সুতরাং শক্তিপূজার সাধনক্ষেত্র কামাখ্যা সম্বন্ধে, তাহারা নানাবিধ বিপরীত মত প্রচার করিলে, প্রবীণ পুরুষেরা অবশ্যই স্থূলদর্শনের পক্ষপাতী হইবেন না।

শ্রীশ্রীকালী কুল কুণ্ডলিনী গ্রন্থের আরম্ভ এইস্থানে হয়। তাই কামরূপ-ক্ষেত্রের পরিচয় এই গ্রন্থে প্রদান করিলাম। আরম্ভের প্রথম প্রশ্নকর্ত্তা তেজপুর নিবাসী অতি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রত্নগিরি।

মন্দিরের মধ্যে, দেওয়ালের গাত্রে প্রস্তরফলকে মল্লধ্বজ সম্বন্ধে যে সমস্ত সংস্কৃত শ্লোক লেখা আছে, অনাবশ্যক-বোধে সে সমস্ত এই সংস্করণে তুলিয়া দিলাম।

ইহার পরিশিষ্ট স্থানে স্থানে অন্যের লিখিত। তাঁহাদের লেখার নীচে তাঁহাদের নাম ঠিকানা দিলাম। দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, অর্থাভাব বশতঃ সম্পূর্ণ পরিশিষ্ট প্রকাশ করা অসম্ভব হইল। সদ্ভাবতরঙ্গিনী পড়ুন।

ভুলুয়া

"এক হিন্দু অন্যে যদি নিন্দা না করিবে,
হিন্দুস্থান কি প্রকারে রসাতলে যাবে ?"

১ম দিন—৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ—

"ধর্ম্ম লইয়া কলহ।"

পৃথিবীতে প্রত্যেক জাতির মধ্যে দুইটী সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়। একদল কর্ম্মবীর হইয়াও পরমেশ্বরে বিশ্বাসী, অন্য দল কেবল কর্ম্ম-বিশ্বাসী। এই দ্বিতীয় দল সংসার-প্রিয়, সংসার-সর্ব্বস্ব। ইহারা স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণ-পোষণ করিয়া সংসার-সুখ ভোগ করিয়া, সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করাকেই, জীবনের চরম লক্ষ্য, পরম পুরুষার্থ, মনে করে। ইহারা নামতঃ বা বাক্যতঃ ঈশ্বর মানে। ইহাদের যথার্থ ঈশ্বর অর্থ সম্পত্তি, ও লোক-প্রতিষ্ঠা। ইহাদের ঈশ্বরত্ব দুর্ব্বলের উপরে প্রভুত্ব স্থাপন; এবং ইহাদের কর্ত্তব্য-জ্ঞান ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগের জন্য, সত্য-মিথ্যা ন্যায়-অন্যায়কে অগ্রাহ্য করা। সমাজে থাকিতে হয়, তাই ইহারা সামাজিক ধর্ম্ম-কর্ম্মের কিছু কিছু অনুষ্ঠান করে, কিন্তু ইহাদের লক্ষ্য কেবল ভোগ,—কেবল সুখ ও সাচ্ছন্দ্য।

এই সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা অধিক চতুর, তাহারা অধিকতর স্বার্থপর। তাহারা ঈশ্বর না মানিলেও ঈশ্বর লইয়া ব্যবসা করে। তাহারা অর্থোপার্জ্জনের জন্য পরমেশ্বরের গুণগান করে;—ভাগবত-ধর্ম্ম প্রচার করে, উপদেশক হয়, গুরু হয়। তাহারা ভগবদ্ভক্তি ও বিবেক-বৈরাগ্যের বহু বিচিত্র বাক্য প্রথমে কণ্ঠস্থ করে; পরে সেই সমস্ত উদ্গীরণ করিয়া, প্রথমে লোক সংগ্রহ করে, তারপরে সেই সকল লোক দ্বারাই বিপুল বিত্ত-বিভবের অধিকারী হইয়া মহাসুখে কালযাপন করে। তাহারাই

শ্রীযুক্ত ভুলুয়া বাবা

"শক্তি পূজা, মাতৃ-ভাব-মাহাত্ম্য, বর্ণিয়া,
উপবিষ্ট বৃক্ষতলে, পর্ব্বতের কোলে।"

সুপবিত্র ধর্ম্ম-জগতে অধর্ম্মের অভিনয় আরম্ভ করে। পরমেশ্বর লইয়া দলাদলি আরম্ভ করে;—শান্তির জগতে অশান্তির স্রোত প্রবাহিত করে; এবং তুচ্ছ স্বার্থে কলহ ঘটাইয়া রক্ত-স্রোতে ধরাতল কলঙ্কিত করে। তাহারাই যথার্থ নাস্তিক, এবং ধর্ম্ম-জগতের কলহের যথার্থ হেতু।

যাহারা পরমেশ্বরবাদী, তাহারা আপন বাহুবল অপেক্ষা ঐশী শক্তিকে অধিক বিশ্বাস করে। তাহারা নিজের ইচ্ছা অপেক্ষা পরমেশ্বরের ইচ্ছাকেই প্রধান স্থান দান করে। তাহারা সম্পদে-বিপদে, পরমেশ্বরকে নির্ভর করাই প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বিশ্বাস করে। তাহারা সত্য অতিক্রম করিতে ভীত ও লজ্জিত হয়; এবং ন্যায়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করাকে ঘোরতর অধর্ম্ম ও কুকর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করে। তাহাদের দম্ভ নাই, দর্প নাই; হৃদয়ে স্বার্থপরতার মোহ নাই; পরস্বাপহরণের প্রবৃত্তি নাই; এবং পরকে প্রতারিত করিবার কৌশল নাই। তাহাদের ইন্দ্রিয়-সুখভোগের পিপাসা সংযত। তাহাদের ত্যাগ-বৈরাগ্যে ধরাতলবাসীর মনপ্রাণ বিমুগ্ধ। তাহাদের আশীর্ব্বাদ লাভের জন্য মানুষ গললগ্নীকৃতবাসে কৃতাঞ্জলি হইয়া উপবিষ্ট। তাহারাই যথার্থ আস্তিক, এবং যথার্থ শান্তির একমাত্র সহায়।

প্রত্যেক দেশের লোকেই জানে, এবং বলিয়াও থাকে, “পরমেশ্বর মাত্র এক জন।” তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি সর্ব্বশক্তিমান, তিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান, এবং তিনি সর্ব্বদ্রষ্টা। ভারতবর্ষের আর্য্য জাতি পরমেশ্বরকে আরও একটু অধিক বলিয়া জানে,—“তিনি রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি, তিনি ক্রীড়াময়, তিনি কৌতুকময়! তিনি অনন্ত ভাবের ভাবুক, তিনি অনন্ত রসের রসিক। অশিক্ষিত অসভ্য জাতির ভাব হইতে আরম্ভ করিয়া, অতি শিক্ষিত, অতি সভ্য, অতি জ্ঞানীর ভাব পর্য্যন্ত তিনি গ্রহণ করেন; এবং গ্রহণ করিয়া, পরমানন্দে বিভোর থাকেন। সকল ভাবে, সকল রসেই তাঁহার সমান আনন্দ; তাই তিনি আনন্দময়, সদানন্দ, এবং সচ্চিদানন্দ।

আবার আর্য্য সাধকগণ ইহার উপরেও কিছু জানেন। তাহা সেই পরমেশ্বরের লীলাতত্ত্ব। যিনি যত সত্যের পক্ষপাতী,—যত ভক্তিমান, তিনি তাঁহার তত প্রিয়। সেই পরমেশ্বর কঠিন হইতেও সুকঠিন, আবার কোমল হইতেও সুকোমল। তিনি বিশ্বপ্রভু হইয়াও নিঃস্ব ভক্তের বোঝা বহেন; তিনি সুবিরাট ব্রহ্মাণ্ডের চালক হইয়াও শরণাগত ভক্তদ্বারা চালিত হন। এবং বাঞ্ছাকল্পতরু হইয়া ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করেন। তিনি প্রত্যেক জীব লইয়া রসাস্বাদন করেন; এবং অনন্ত জাতি, অনন্ত ভাবে অনন্ত ভাষায়, অনন্ত মন্ত্রে, অনন্ত উপচারে, তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া থাকে।” তাই তাঁহাদের কলহ নাই,—সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী নাই, দল বান্ধিবার প্রবৃত্তি নাই,—এবং পর-ধর্ম্মমতকে নিন্দা করা নাই।

তাঁহারা প্রধান পুরুষ। তাঁহাদের শিক্ষাদীক্ষায় প্রাপ্ত-স্বভাব আর্য্যসন্তান তাহার সমস্ত কার্য্যে এইরূপ ধর্ম্ম-প্রাণতার পরিচয় দিয়া থাকে। সে সত্য-প্রিয়, সরল-হৃদয়। সকলকে বিশ্বাস করা তাহার ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম রক্ষা করিতে সে পশ্চাৎপদ হয় না। সে জয়-পরাজয় লাভালাভে চঞ্চল হয় না। তাই আর্য্যজাতির ইতিহাসে দেখিতে পাই, কত বিশ্বাস-ঘাতক বিদেশী শত্রু, স্বকার্য্য সাধনের জন্য, আর্য্যসন্তানের শরণাগত হইয়াছিল, এবং আর্য্য-সন্তান তখনই তাহাকে আশ্রয় দান করিয়াছিল। শেষে সেই শত্রু বিশ্বাসঘাতকতায় সর্ব্বস্বান্ত করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। তখন সেই আর্য্যসন্তান সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদার দিকে লক্ষ্য করিয়া, পরাজয়ের লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করিয়াছিল। (রাজস্থান পড়ুন।)

আর্য্য জাতির ধর্ম্ম ও রাজনীতি একই সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত। তাহারা জানে, “সত্যই সকলের রক্ষক,—সত্যের সমান রক্ষক নাই। যেস্থানে সত্য, যেস্থানে ন্যায়, সেস্থানে বিজয়ের নিশান চিরস্থির। আজ আর্য্যভূমির পরাজয়ের একমাত্র কারণ সত্যের অপলাপ, ও ন্যায়ের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া অন্যায়ের পথে গমন। তবুও যে আর্য্য জাতি একেবারে নিনাম নির্ম্মূল হইয়া যায় নাই,—লক্ষ লক্ষ বিপ্লবের মধ্যেও আজ পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে, তাহার একমাত্র কারণ, বহু সত্যপরায়ণ সাধকের আবির্ভাব।

এই আর্য্য-জগতে একদল রাজা মহারাজা ছিল; তাহারা সত্য ও ন্যায়ের অবমাননা করিয়া রাজত্ব হারাইয়াছে, আর্য্যজাতিকে চিরপরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া বৈদেশিকের আলানে রাখিয়া গিয়াছে।

তাহারা বৃথা দম্ভ-দর্প-আত্মম্ভরিতায় পৃথক্ কৃত হইয়া সুবিরাট আর্য্য সমাজকে বিধ্বস্ত করিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই বিধ্বস্ত পরাধীন জাতিকে সমুন্নত করিবার জন্য, বিশৃঙ্খলতার মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য, বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্যের মত একদল মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া, সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন,—আধ্যাত্মিকতায় আর্য্য-সমাজকে সর্ব্বোপরি স্থাপিত করিয়াছেন, এবং ধর্ম্ম-বলে বলীয়ান করিয়া, এই সমাজের আমিত্ব-স্বামীত্ব বিনষ্ট হইতে দেন নাই।

আবার যাহারা কৃতঘ্নতা ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া জয়ী হইয়াছিল, তাহাদের পাপের জয় তাহারা দীর্ঘকাল ভোগ করিতে পারে নাই। জলের অলিপনার মত, নিদাঘের দিনে প্রাতঃকালীন কুয়াসার মত, তাহাদের পাপের জয় জন্মের মত অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সত্য ও ন্যায়ের পথের পরাজয়, ঝঞ্ঝা-চালিত বৃক্ষশাখার মত, ক্ষণকালের জন্য অবনত হইয়া, আবার যথাস্থানে দণ্ডায়মান হইয়াছে। পরমেশ্বর-মানস, সত্য-সূত্রাবলম্বী, আর্য্য জাতির একমাত্র স্বার্থ পরমার্থ লইয়া। সেই পরমার্থে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া আজ পর্য্যন্ত তাহারা অধ্যাত্মজগতে বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান রাখিয়াছে।

তাই তক্ষশীলার মহাপুরুষকে দর্শন করিতে আলেক-জেণ্ডার দি গ্রেট আগ্রহভরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাই মুক্তিক্ষেত্র বারাণসী ধামে ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে দর্শন করিয়া রুশিয়ার শেষ সম্রাট জার নিকোলাস বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন; এবং বলিয়াছিলেন, "সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া এরূপ অদ্ভুত মহাপুরুষ আর নয়নগোচর হয় নাই!' তাই তিনি ভাস্করানন্দস্বামীকে দর্শন করিয়া, এবং দুই চারিটী সার্ব্বভৌমিক আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্ত শুনিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন, এবং প্রণামী স্বরূপে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। তাই এখনও দক্ষিণেশ্বরীর মন্দির হইতে রামকৃষ্ণ দেবের জ্ঞানগর্ভ উপদেশের সম্মুখে, ডাক্তার মহেন্দ্র সরকারের মত, মহা মনস্বীকে নতশির হইতে দর্শন করি, এবং তাই ভুবন-বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞানগর্ভ বক্তৃতায়, চিকাগোর ধর্ম্ম-সম্মিলনীকে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইতে দর্শন করি। আর সর্ব্বশেষে তাই অদ্ভুত তপস্বিনী গিরিবালা দেবীকে আজ সত্তর বৎসর জলবিন্দু গ্রহণ না করিয়া, সুস্থা সবলা অবস্থায়, দর্শন করি। শুধু আমরা করি না, যাহারা আর্য্যজাতির ধর্ম্মাচার বা উপাসনা পদ্ধতিকে নিন্দা করে, তাহারাও দর্শন করে; এবং দর্শন করিয়া বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়।

কিন্তু এই আধ্যাত্মিক জগতের গৌরব আর কত দিন থাকিবে, ইহাই এখন ভাবনার বিষয়। কারণ, আর্য্য-সন্তানের ধর্ম্ম-সম্বন্ধ এখন অসত্য, কু-সংস্কার, ও অবিশ্বাসের অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে;—এখন ধর্ম্মস্থান সাম্প্রদায়িক কলহের কোলাহলে গোলমালময় হইয়াছে। এখন আহারে, বিহারে, বিবেক-বৈরাগ্যে আর্য্য-সন্তান গণ্ডীর বাহিরে ধাবমান হইয়াছে। এখন আত্মনিগ্রহ, বা সংযমের তপস্যায় তাহারা ক্লান্ত ও বিমুখ হইয়াছে। আর্য্যললনা এখন পাতিব্রত্যের গৌরবে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছে। পরমার্থ অপেক্ষা ভোগ-বিলাসের অর্থোপার্জ্জন এখন আর্য্য সন্তানের প্রধ[illegible] লক্ষ্য হইয়াছে। অন্তর্জগৎ অপেক্ষা বাহ্য জগতের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যে এখন সে অধিকতর বিমুগ্ধ হইয়াছে। তাই এখন যাহারা বৈরাগী হয়, তাহারা কেহ রূপ-সনাতন-রঘুনাথের মত নির্ব্বাসনা, নির্ব্যাসন হয় না। তাহারা কৌপীন পরিলেও রিষ্টওয়াচ, সোনার চশমা, কাশ্মিরী শাল, হীরকের অঙ্গুরি, [illegible]গ করে না। যাহারা ঘরবাড়ী ছাড়িয়া সন্ন্যাসী, বা বৈ[illegible] হয়, তাহারা ভিখারীর তৃণ-কুটীর পছন্দ করে না: তাহারা দক্ষ ইন-জিনিয়ারের প্লান-অনুযায়ী, মনোরম ইষ্টকনির্ম্মিত দ্বিতল গৃহের সুসজ্জিত কক্ষকে ভজনযোগ্য স্থান বলিয়া এখন পছন্দ করে। সুতরাং বর্ত্তমান বৈষ্ণব-মণ্ডলে, বা সন্ন্যাসি-মণ্ডলে, আর রূপ, রঘুনাথ, বা ভাস্করানন্দ, শ্যামানন্দ, দর্শন করিবার সম্ভাবনা নাই।

যদি তপস্যা যায়, পরমেশ্বরে ভক্তি কলহের অঙ্গ হয়, যদি ধর্ম্ম একটা ব্যবসা ও প্রতিষ্ঠার বিষয় হয়, তাহা হইলে ঐশী শক্তির প্রকাশ অসম্ভব হইবে, এবং আর্য্যজাতির মধ্যে আধ্যাত্মিকতার যে গৌরব ছিল, তাহাও দ্রুতগতিতে অন্তর্হিত হইবে।

যাহা হউক, যে আর্য্য জাতি এত দূর ঈশ্বরত্ব উপলব্ধি করিয়াছে, যাহাদের হৃদয়ে উচ্চতম বিবেক-বিরাগ্য-তত্ত্ব এমন অবিচলিত ভাবে সজ্জিত রহিয়াছে, তাহারা কেন একই সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া, ধর্ম্ম লইয়া লড়াই করে—

পরমেশ্বর লইয়া, নিন্দা-মন্দ প্রচার করে, এখন ইহাই এক অনুসন্ধানের বিষয়। শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, সৌর. বৈষ্ণব, এই পঞ্চ সম্প্রদায় এই আর্য্য জাতির মধ্যে কোন্ অতীত কাল হইতে বিদ্যমান, তাহা কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু কোন যুগে সম্প্রদায় লইয়া কোথাও কোন কলহ ছিল না। ভগবান শঙ্করাচার্য্যের সময় পর্য্যন্তও ছিল না। তার পরে কেন এমন হইল, তাহার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক নহে।

কুরুক্ষেত্রের মহা সমরের সময় পর্য্যন্ত হিন্দু জাতির মধ্যে ধর্ম্ম লইয়া কোন লড়াই ছিল না, মহাভারত তাহার উত্তম প্রমাণ। তখন পরমেশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান হইত। প্রত্যেক যজ্ঞস্থলেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদির জন্য অর্চ্চনার আসন পাতা থাকিত। তখনও শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণবাদি পঞ্চ সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। সকলেই পঞ্চ ভাবে, পঞ্চোপচারে সেই একই পরাৎপরের উপাসনা করিতেন। তাই তাঁহাদের মধ্যে ভেদজ্ঞান ছিল না। যজ্ঞস্থলে আগমন করিয়া, সকলেই নিজ নিজ অভীষ্ট-দেবেরই অর্চ্চনা দর্শন করিতেন। একই পরমেশ্বর, কেবল নাম, আর ভাবের একটু পার্থক্য। তাই তখন কেহ কাহারও ইষ্টদেবের বা ভজন পদ্ধতির নিন্দাবাদ করিতেন না। রাজত্ব-প্রভুত্ব লইয়া লড়াই বাধিত, কিন্তু পরমেশ্বর লইয়া কোন লড়াই ছিল না। যিনি যে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তই হউন না কেন, সাধক হইলেই সকলের নিকটে অর্চ্চনীয় হইতেন। এইরূপে আর্য্যজাতির মধ্যে যত দিন ধর্ম্ম লইয়া ঈর্ষা ছিল না, বিদ্বেষ ছিল না,—কলহ ছিল না,—নিন্দা ছিল না, তত দিন তাহাদের জাতীয়তা ছিল,—তাহাদের মধ্যে একতার বন্ধন সুদৃঢ় ছিল,—এবং তাহাদের বিজয়-বৈজয়ন্তী উন্নত গগনে উড্ডীয়মান ছিল।

কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের পর, ভারতবর্ষ নিঃক্ষত্রিয়, নির্বীর্য্য হইল। তখন দেশে শাসন রহিল না—দুর্জ্জনকে দণ্ড দেওয়ার যোগ্য রাজা রহিল না। তখন কেবল মূর্খের অদৃষ্ট-বাদ আসিল,—যাহার যাহা ঘটে, কেবল অদৃষ্টের উপরে নির্ভর করিয়া, প্রতিকারে নিশ্চেষ্ট থাকিতে লাগিল। তখন কেবল আলস্য-ঔদাস্যের রাজত্ব চলিল। তখন পাণ্ডিত্য বা শাস্ত্র-জ্ঞান কেবল চতুর স্বার্থপরের গল্প কথায় পরিণত হইল। বিজ্ঞান গেল, রসায়ন গেল, বীরত্ব গেল, সত্য গেল। তখন চতুর স্বার্থপরের প্রভুত্ব জাগ্রত হইল। তপস্যা গেল, সুতরাং ধর্ম্মস্থানে দ্বন্দ্ব, নিন্দা আসন পাতিয়া উপবেশন করিল।

তখন পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমির জড়ত্ব নাশের জন্য সত্যমূর্ত্তি সিদ্ধ বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটিল। তিনি কর্ম্ম-যোগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিলেন, সাধনার মধ্য-পথ নির্দ্দিষ্ট করিলেন, এবং সমস্ত জাতিকে সমান আসন প্রদান করিয়া সকলকে সমান আদরে, তাঁহার জয়-পতাকার আশ্রয়ে আহ্বান করিলেন। তিনি বৃথা অদৃষ্টবাদের কবল হইতে মুক্ত করিয়া, অলস উদাসীনকে উৎসাহের পথে চালিত করিলেন। দেশ প্রধানতঃ বৌদ্ধ হইল।

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম হিন্দু-ধর্ম্মেরই একটী অঙ্গ মাত্র; সুতরাং দেশের জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম-যোগের ধ্বংস সাধিত হইল না। কেবল সামাজিক কতকগুলি আচার পদ্ধতির, কতকগুলি অনাচার-অবিচারের পরিবর্ত্তন ঘটিল। একটা উলট পালট ঘটিয়া গেল। অনেক পূজা-পদ্ধতি উঠিয়া গেল। সকল জাতি এক জাতি হইল; জাতীয়তার বন্ধন আবার দৃঢ়ীভূত হইল। মানুষ আলস্য ঔদাস্যের জড়তায় মুক্তি-লাভ করিয়া কর্ম্মময় হইল। তাহারা বুঝিতে পারিল, তাহাদেরও কিছু কর্ত্তব্য আছে, এবং কর্ম্মদ্বারা পূর্ব্বকর্ম্ম-কৃত অদৃষ্টের অনেক পরিবর্ত্তনও ঘটান যায়। ভারত কর্ম্মক্ষেত্র হইল। অশোকের সময় বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সর্ব্বোপরি প্রাধান্য লাভ করিল।

কালক্রমে বৌদ্ধ-সমাজেও অবিচার-অনাচার প্রবেশ করিল। কর্ম্মের উপরে অতিরিক্ত বিশ্বাস স্থাপন করায় পরমেশ্বরে বিশ্বাস একপ্রকার উঠিয়া গেল। দেশ কর্ম্মী হইল বটে, কিন্তু নাস্তিক হইল। তপস্যার নামে হীন স্বার্থপরগণ ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার কতকগুলি পন্থা বাহির করিল। বহু ভোগাসক্ত ব্যক্তি সেই সমস্তকে ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিল। আবার উচ্ছৃঙ্খলতায় ভারতের বক্ষে অশান্তির স্রোত বহমান হইল।

এই সময় ভগবান শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার প্রতিভা, তাঁহার জ্ঞান, বৈরাগ্য, ব্রহ্মচর্য্য, সমস্ত দর্শন করিয়া সমাজপতিগণ বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইলেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রভাবের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে পারে,

তখন এমন শক্তিমান আর কোথাও কেহ রহিল না। তিনি নাস্তিক্য ধ্বংস করিলেন;—ব্রহ্মবাদ প্রবর্ত্তন করিলেন; কিন্তু অহিংসা ও কর্ম্মবাদ নষ্ট করিলেন না। তিনি একদিকে যেমন অদ্বৈতবাদের প্রবর্ত্তক, অন্যদিকে দ্বৈতবাদের, বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সর্ব্বোত্তম শিক্ষক। গোবর্দ্ধন মঠে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গোপাল তাহার এক সাক্ষী। তিনি শাক্ত, সৌর, বৈষ্ণব, শৈব, গাণপত্য, সকলেরই সমর্থনকর্ত্তা। সুতরাং তাঁহার সময় উপাসনা-পদ্ধতির মধ্যে কলহ রহিল না। তিনিই হউন, অথবা তাঁহার অনুগত যোগ্য শিষ্যবর্গই হউন, পঞ্চবিধ উপাসক সম্প্রদায়ের উপাস্যগণের স্তোত্রাদি রচনা করিয়া ভেদ-রাহিত্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য শাক্ত কি বৈষ্ণব, শৈব কি সৌর, তাহা কাহারও ধরিবার সাধ্য নাই। তিনি সকলেরই সকল, অথবা যিনি সকলেরই সকল, সেই পরাৎপরের সকল ভাবেই তিনি প্রেমোন্মাদ। তিনি ভেদবুদ্ধি-বিমুক্ত মুক্ত পুরুষ;—তিনি মহাভাবের মহাভাবুক;—তিনি সত্যের গ্রাহক, সত্যের সাধক, এবং সত্যেরই প্রচারক। তিনি দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈতের একত্ব সংস্থাপক।

শঙ্করাচার্য্যের প্রায় পাঁচ শত বৎসর পরে আসিলেন রামানুজ। তখন বৌদ্ধ-প্রাধান্য ভারত হইতে প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে, এবং শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণবাদি পঞ্চ সম্প্রদায় আবার যথাস্থানে আসন পাতিয়া বসিয়াছে। রামানুজ দ্বৈতবাদের বিশেষ পক্ষপাতী হইলেন, এবং অদ্বৈতবাদের গুরুত্বে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন। তিনি নারায়ণের উপাসক হইলেন, এবং শিবাদিকে নারায়ণের ভক্ত পার্শ্বদ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তিনি মহা প্রতিভাশালী ও ভক্তিমান ছিলেন, কিন্তু একদেশদর্শী হইলেন। তাঁহার অশেষ গুণ থাকিলেও, তাঁহার বৈষ্ণবীয় গোড়ামী সমর্থন করার পথ পাওয়া যায় না। এই সুবিরাট হিন্দুসমাজে, ধর্ম্ম লইয়া কলহ সৃষ্টির, আদি কর্ত্তাই তিনি।

দাক্ষিণাত্যের জঙ্গলে যাদবপ্রকাশ যখন তাহার প্রাণবধে উদ্যোগী হন, তখন তাঁহার মাসতুত ভাই গোবিন্দ তাঁহাকে পলাইয়া প্রাণ-রক্ষা করিতে পরামর্শ দেন। তিনি পলায়ন করিয়া রক্ষা পান। গোবিন্দ যাদবপ্রকাশের সঙ্গে কাশীধামে গমন করেন। সেখানে তিনি গঙ্গাগর্ভে এক বাণলিঙ্গ শিব প্রাপ্ত হন এবং সেই শিব তিনি কালহস্তীর নিকটস্থিত মঙ্গলগ্রামে প্রতিষ্ঠিত করেন। শেষে শিবোপাসক হইয়া গোবিন্দ সেই স্থানে অবস্থান করিতে থাকেন।

এদিকে কালক্রমে রামানুজ লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইলেন,—চতুর্দ্দিকে তাঁহার বৈষ্ণবীয় সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইতে লাগিল। তখন সে দেশে শৈবপ্রাধান্য বর্ত্তমান। তিনি শৈবকে বৈষ্ণব করিতে লাগিলেন, এবং গোবিন্দের প্রতিও তাঁহার লক্ষ্য পড়িল। তিনি গোবিন্দের শৈবত্ব ঘুচাইয়া নিজ দলভুক্ত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তাই তাঁহার প্রিয় শিষ্য শৈলপূর্ণকে মঙ্গলগ্রামে পাঠাইয়া দিলেন। গোবিন্দ শৈলপূর্ণের সঙ্গে রামানুজের নিকটে আসিলেন; শেষে তাঁহার প্ররোচনায় বশীভূত হইয়া শিবপূজা ত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর উপাসনায় নিযুক্ত হইলেন।

রামানুজ হিন্দুকে হিন্দু করিয়া,—ঘটীর জল ঘটে ঢালিয়া, মাত্র নূতন একটা নামকরণ করিয়া, এক বাহাদুরী লইলেন। বর্ত্তমানেও যাহারা শাক্তকে বৈষ্ণব করিয়া, অথবা বৈষ্ণবকে শাক্ত করিয়া, শিষ্যসংখ্যা বাড়াইয়া থাকেন, তাঁহারাও রামানুজ অপেক্ষা কম বাহাদুর নহেন! তাহারা হিন্দুকে হিন্দু করিয়া,—এক জাতির মধ্যে একশত'হাপ্পান্ন জাতি সৃষ্টি করিয়া, একটা সাম্প্রদায়িক কলহের সূত্রপাত করেন। এরূপ সম্প্রদায় গঠনে ধর্ম্ম যা হয়, সাধনা যা হয়, তা ধর্ম্মই জানেন, তবে ঐক্যসখ্যের বেশ অভাব ঘটে, এবং জাতীয় বলকে বিধ্বস্ত করিয়া শত্রুপক্ষের খুব সুবিধা দেওয়া হয়। এই বৃথা কলহের সূত্রপাত বৈষ্ণবমণ্ডল হইতেই হিন্দু-জাতির মধ্যে প্রথম আরম্ভ হয়।

চোল রাজ্যের রাজা কৃমিকণ্ঠ শৈব ছিলেন। তখন দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ লোক শিবোপাসক ছিলেন। কৃমিকণ্ঠ তাঁহাদের সহায় ছিলেন। খৃষ্টানেরা যেমন নানা কথায় ভজাইয়া নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগকে খৃষ্টান করে, রামানুজও সেইরূপ বহু নিম্ন জাতিকে বৈষ্ণব করিয়া ফেলিলেন। তখন শৈব পণ্ডিতগণ অনেকেই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। রামানুজের অধ্যাপক, এবং প্রধান শত্রু, যাদবপ্রকাশ তখন তাহাদের অগ্রণী হইলেন; সকলে

কৃমিকণ্ঠের সম্মুখে রামানুজকে আনয়ন করিয়া নিষ্ঠুর রূপে লাঞ্ছিত করিতে উদ্যোগী হইলেন।

কলহ-প্রিয় একদেশদর্শী পণ্ডিতেরা মহারাজ কৃমিকণ্ঠের সভায় আসিল এবং তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিল, "যে রামানুজ রাজকুমারীর ভূত ছাড়াইয়া ছিলেন, তিনি এখন বিখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারক হইয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিয়া, বহু লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেছে। তিনি যদি এই রাজসভায় একটু ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করেন, আমরা শুনিয়া কৃতার্থ হই। তিনি দেবদেব বিশ্বনাথের মহিমা অতি মধুর করিয়াই কীর্ত্তন করিবেন, এবং তাহা শ্রবণ করিলে আপনিও অতিশয় সন্তোষ লাভ করিবেন।"

দুর্ম্মতি পণ্ডিতেরা কৃমিকণ্ঠকে যেমন বুঝাইল, তিনি তেমনই বুঝিলেন। তিনি রামানুজকে সসম্মানে রাজসভায় আনিবার বন্দোবস্ত করিলেন

পণ্ডিতেরা খুব আনন্দিত হইল। কারণ তাহারা জানিত, রামানুজ কখনও হরি ছাড়িয়া হরের মহিমা কীর্ত্তন করিবেন না। বরং হরি যে হরের প্রভু, এবং হর যে হরির একজন পার্ষদ সেবক মাত্র, তাহাই প্রমাণ করিবেন। হরের উপাসনার অসারত্ব প্রতিপাদন করিবেন। আবশ্যক হইলে, নিজ মত সমর্থন জন্য, দু-একবার হরের নিন্দাও করিবেন। তখন কৃমিকণ্ঠ শিব-নিন্দা শ্রবণ করিয়া কিছুতেই বিনাদণ্ডে তাঁহাকে অব্যাহতি দিবেন না। ইত্যাদি সিদ্ধান্তে পণ্ডিতগণের আনন্দের অবধি রহিল না।

এদিকে রামানুজের শিষ্য কুরেশ সমস্ত রহস্য ধরিয়া ফেলিল। পণ্ডিতদিগের ষড়যন্ত্র রামানুজকে বুঝাইয়া দিল। যখন রামানুজকে লওয়ার জন্য কৃমিকণ্ঠের প্রেরিত শিবিকা আসিল, তখন রামানুজের কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া কুরেশ তাহাতে আরোহণ করিল, এবং কুরেশের শুভ্র বসন পরিধান করিয়া, গুপ্তদ্বার দিয়া, রামানুজ যাদবাদ্রিতে পলায়ন করিলেন।

কুরেশ রাজসভায় উপস্থিত হইলে, কৃমিকণ্ঠ তাহাকেই রামানুজ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। দীর্ঘকাল পূর্ব্বে তিনি রামানুজকে দেখিয়াছিলেন, কাজেই চিনিতে পারিলেন না। তিনি কুরেশকেই রামানুজ ভাবিয়া, উচ্চ সম্মানে, উচ্চাসনে রাজসভায় উপবেশন করাইলেন; শেষে দেবদেব বিশ্বনাথের মাহাত্ম্য-শ্রবণে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

ছদ্মবেশী কুরেশ নারায়ণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করিতে লাগিল। বিশ্বনাথ যে নারায়ণের একজন করুণাপ্রার্থী ভক্তমাত্র, তাহাই প্রমাণ করিতে লাগিল। শিবের উপাসনা ত্যাগ করিয়া, নারায়ণের উপাসনা করিলেই জীবের পরমার্থ সাধিত হয়; নারায়ণই মুক্তিদাতা; ত্রিলোকের অধীশ্বর। নারায়ণ-পরায়ণ না হইলে জীবনই মিথ্যা। ইত্যাদি বলিতে লাগিল।

তখন কৃমিকণ্ঠ সবিনয়ে কহিলেন, "আমি শৈব, বাবা বিশ্বনাথের উপাসক; আপনার শ্রীমুখে একটু শিবমাহাত্ম্যই শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। নারায়ণের শ্রেষ্ঠত্বে আমার অবিশ্বাস নাই। আমি জানি, যিনি নারায়ণ, তিনিই বিশ্বনাথ। তবে নাম লীলায় পার্থক্য মাত্র। আপনি কিছু শিবমাহাত্ম্য বর্ণন করুন।"

কুরেশ তখন শিবের হীনত্ব দীনত্ব বিশেষ করিয়া বুঝাইতে লাগিল। শিবনিন্দা করিতে লাগিল। কৃমিকণ্ঠ বিরক্ত হইলেন;—বলিলেন, "শিবাৎ পরতরং নাস্তি।" কুরেশ বলিল, "দ্রোণমস্তি শিবাৎ পরং।" তখন সে দেশে সাড়ে বত্রিশ সেরকে "দ্রোণ" বলা যাইত। এক সেরকে রাম "বলা" যাইত!

কৃমিকণ্ঠ কুরেশের মুখে শিবনিন্দা শ্রবণ করিয়া, এবং শেষে এই ভাবে শ্লেষবাক্যে, অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। কুরেশকে একটা অতি মুর্খ অপদার্থ জ্ঞান করিয়া সভা হইতে, হতমান করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। বৈষ্ণবগ্রন্থে লিখিত আছে, কৃমিকণ্ঠের আদেশে প্রহরীরা কুরেশের দুই চক্ষু উৎপাটিত করিয়া দিয়াছিল; কিন্তু বরদরাজের মন্দিরে আশা মাত্র তাঁহার চক্ষু আবার নূতন হইয়াছিল!

যাহা হউক, যেমন বৈষ্ণব, তেমন শৈব। রামানুজের মত যুগাবতারের শিষ্যের এই পরিমাণ তত্ত্বজ্ঞান! হরি এক পরমেশ্বর, হর অন্য পরমেশ্বর। হরিভক্ত হইয়া বিশ্বনাথের মাহাত্ম্য তিনি কিছুতেই উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। কৃমিকণ্ঠও কেবল হরিগুণ শ্রবণে তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। তবে কুরেশ যদি শিবনিন্দা না করিয়া, কেবলমাত্র হরিগুণ কীর্ত্তন করিত, তাহা হইলে হয়ত শ্রাদ্ধ এতদূর গড়াইত না। পরমেশ্বর ভাগাভাগি

করিয়া অভাগীয়ার দল নিজ নিজ দুর্ভাগ্য আনয়ন করিয়াছিল, এবং তত্ত্বজ্ঞানের আধার আর্য্য-সমাজকে দুর্গতি-সাগরে ডুবাইয়া দিয়া গিয়াছিল।

রামানুজ হিন্দুধর্ম্মের ভারকেন্দ্র ঠিক রাখিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারেন নাই। একনিষ্ঠ ভক্তির দোহাই দিয়া, তিনি যে অস্বাভাবিক গোঁড়ামীর বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা হাজার বৎসরের মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া, এক ফলবান বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। এখন তাঁহার সম্প্রদায়ের মধ্যেই, রাম বড় কি হনুমান বড়, লইয়া, বহু স্থানে লড়াই বাধিয়া থাকে। শ্রীধাম বৃন্দাবনে গত খণ্ড-কুম্ভে, শেঠের বাড়ীর মধ্যে, তাহার এক দৃষ্টান্ত দৃষ্টি-গোচর হইয়াছিল।

মহাভাগবত মহর্ষি বেদব্যাসের সম্বন্ধে একটী গল্প রচিত আছে। তিনি একবার হরি বড়, কি হর বড়, এই সন্দেহে পতিত হন। হরিকেই বড় মনে করিয়া, হরের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে থাকেন। তখন হরি বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে লাঞ্ছিত করেন।

হরির শরণাগত ভক্ত হইয়াও হরির কৃপায় বঞ্চিত হওয়ায়, মহর্ষি হরির প্রতি খুব বিরক্ত হইলেন। তিনি মুক্তিক্ষেত্র কাশীধামে আসিলেন, এবং হরির নিন্দা করিয়া হরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তখন বিশ্বনাথ তাঁহাকে কালভৈরবের তাড়নার মধ্যে ফেলিলেন। মহর্ষি তখন সে তাড়নায় অস্থির হইয়া কাশীধাম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

শেষে হরিহর উভয়ের সম্বন্ধই তিনি ত্যাগ করিলেন। তিনি আদ্যাশক্তি বিশ্বজননী পরমা প্রকৃতির শরণাগত হইলেন। মহা মহীয়সী শক্তির উপাসনা করিয়া, মহাশক্তিমান হইয়া, বিশ্বনাথের প্রতিশোধ নিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কাশীর পরপারে যাইয়া এক দ্বিতীয় কাশী নির্ম্মাণ করিতে বসিলেন। সেখানেও তিনি পরমা প্রকৃতিকর্ত্তৃক বিড়ম্বিত হইলেন।

বিশ্বজননী অতিবৃদ্ধারূপে তাঁহাকে দর্শন দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা এই স্থানে কি হইবে?"

মহর্ষি—"এই স্থানে মরিলেই মানুষ মুক্ত হইবে। ইহা মুক্তি ক্ষেত্র।"

মহাদেবী—"বাবা অতি বৃদ্ধা হইয়াছি, কাণে কম শুনি,—কি বলিলে, বুঝিলাম না। এ স্থানে কি হইবে?"

মহর্ষি—"এই স্থানে মরিলেই মানুষ মুক্তিলাভ করিবে।"

মহাদেবী—"এঁ্যা, শুক্ত পাক করিবে! মহোৎসব হবে বুঝি!"

মহর্ষি—"না, না, মুক্তিলাভ করিবে। মুক্তি, মুক্তি!"

মহাদেবী—"হ্যাঁ, হ্যাঁ,! মুর্ত্তি, মুর্ত্তি!

মহর্ষি এবার বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"তোমার মুণ্ডু হইবে। এ স্থানে মরিলে, গাধা হইবে।"

মহাদেবী "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। মহর্ষি তখন দম্ভ-দর্পের পরিণাম উপলব্ধি করিলেন,—পরমেশ্বরের একত্ব, ও প্রকাশের বহুত্ব, উপলব্ধি করিলেন, এবং আপনার আচরণে জগৎকে শিক্ষা দিয়া, তপস্যার জন্য হিমালয় প্রস্থে গমন করিলেন।

যে মহর্ষি পুরাণ-মহাপুরাণ সমূহে হরিহরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনকে পরম সাধনা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহার এই জাতীয় ভ্রান্তি কখনও সম্ভবপর নহে। হরিহরে ভেদজ্ঞান থাকিলে প্রত্যেককেই বিড়ম্বিত হইতে হয়, এই সত্য শিক্ষা দেওয়ার জন্য ইহা তাঁহার একটী কৌশল মাত্র।

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস, যাহা বৈষ্ণবমণ্ডলে এই বঙ্গদেশে, প্রধান স্মৃতিশাস্ত্র মধ্যে গণ্য, তাহাতে নামাপরাধ বর্ণনের মধ্যে দেখিতে পাই, ভগবান বিষ্ণুর আরাধনায় উপবেশন করিয়া, যদি শিব, শক্তি, গণপতি, সূর্য্য প্রভৃতি উপাস্যগণকে বিষ্ণু হইতে পৃথক মনে করা যায়, তাহা হইলে নামাপরাধ হয়। যে নামাপরাধী, সে শ্রীহরির কৃপায় চিরবঞ্চিত। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, যে সব বৈষ্ণব শিবাদিকে বিষ্ণুর পার্ষদ সেবক বলিয়া ঘোষণা করেন, তাঁহারা শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসের মর্য্যাদা কি ভাবে রক্ষা করেন, তাহা বুঝিতে পারি না। সত্ত্বগুণময় বৈষ্ণব সর্ব্বত্র সমদর্শী হইবেন।

কিন্তু হিন্দুজাতির দুর্ভাগ্যবশতঃ এই বৈষ্ণবমণ্ডলে এখন কলহের চূড়ান্ত আরম্ভ হইয়াছে। বঙ্গদেশের অধিকাংশ লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈষ্ণবেরা শাক্তদিগকে ত অতিশয় ঘৃণার চক্ষেই দর্শন করেন, শৈবগণকেও, সেবকের সেবক

বলিয়া, আঙ্গিনার বাহিরে স্থান দান করেন। তাহাতেও তত ক্ষোভ আসে না; কিন্তু যখন বৈষ্ণব হইয়া বৈষ্ণবকেই ঘৃণার চক্ষে দর্শন করেন,—খবরের কাগজে নিন্দা করেন, এবং যদৃচ্ছা শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করেন, তখন হিন্দু জাতির ধর্ম্ম ও সমাজের দুর্গতি-চিন্তায়, ক্ষুব্ধ না হইয়া থাকা যায় না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম্ম, প্রেমের ধর্ম্ম। তাঁহার চরণাশ্রিত বৈষ্ণবগণ বিশ্ব-প্রেমিক। তাঁহারা মহাপাপীকে কোলে করেন,—ক্ষমা করেন—কৃপা করেন, ইহাই তাঁহাদের সম্প্রদায়ের প্রধান গৌরব। কিন্তু তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে যখন পরশ্রী-কাতরতা ও হিংসা-দ্বেষের তাণ্ডবলীলা দর্শন করা যায়, যখন রাম-রাবণের যুদ্ধ দেখা যায়, তখন বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইতে হয়। সকলেই এক নিতাই-চৈতন্যের দোহাই দিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করেন, অথচ কেহ কাহারও সম্মান-প্রতিষ্ঠা সহ্য করিতে পারেন না। তাই মনে হয়, দগ্ধভাল হিন্দু সমাজে, দুর্ভাগ্য ব্যাসাসনে বসিয়া, রাজত্ব আরম্ভ করিয়াছে। মূর্খতা স্বর্ণ-মৃগের রূপ ধরিয়া হিন্দুসমাজের নরনারীগণকে মোহমুগ্ধ করিতেছে! সীতাহরণ এবং লঙ্কাকাণ্ড খুব নিকটবর্ত্তী হইয়াছে।

বৈষ্ণব-সমাজে সদাচার ও ভাবের আধিক্য অধিক থাকায়, ঐক্যস্থাপন খুব অসম্ভব হইয়াছে। বহু স্থানে শক্তিতত্ত্ব ত্যাগ করিয়া ব্যক্তিত্বের উপরে অধিক জোর দেওয়ায়, পরমেশ্বরের সংখ্যাও খুব বেশী হইয়াছে। তার পরে একনিষ্ঠ ভক্তি! সুতরাং গোপালমন্ত্রের উপাসকগণ রাধাকৃষ্ণের উপাসকগণের ছায়া মাড়াইলেও যমুনায় স্নান করিয়া শুদ্ধদেহ হন। যাঁহারা রামসীতার উপাসক, তাঁহারা ত রাধাকৃষ্ণোপাসকগণের জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না।

বঙ্গদেশে গৌড়মণ্ডলের এক নূতন ধরণের দলাদলি দেখা যায়। রাম অযোধ্যার দশরথ-নন্দন, কৃষ্ণ মথুরার বসুদেব-নন্দন। একজন ত্রেতা যুগের, একজন দ্বাপরের। সুতরাং রামপরমেশ্বরের সেবকগণ, কৃষ্ণপরমেশ্বরের সেবকগণের সঙ্গে মিশিবেন কেন? কিন্তু গৌড়মণ্ডলে একই পরমেশ্বর শ্রীমন্মহাপ্রভু। গোস্বামী, বৈষ্ণব, অভ্যাগত, সংযমী,—আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, সকলেই এক মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নাম নিয়া, বা দোহাই দিয়া, দুটাকা রোজগার করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করেন। অথচ তাঁহারাও কেহ কাহারো সঙ্গে সদ্ভাব রাখেন না,—কেহ কাহারো প্রতি সহানুভূতি দেখান না; বরং এক দল অন্য দলের নিন্দা-বাদে মুখরা নারীর মত দণ্ডায়মান। তাই 'নিতাই গৌর রাধেশ্যামের' নাম শুনিলে 'হরে কৃষ্ণ হরে রামের' দল কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করেন। গৌড়ীয়াদের সঙ্গে গোস্বামীয়াদের চুলো-চুলি, এবং অভ্যাগতদের সঙ্গে কিশোরীয়াদের গালা-গালি। এখন বালির সঙ্গে বালি মিশিতে পারে, কিন্তু বৈরাগীর সঙ্গে বৈরাগী মিশিতে পারেনা, ইহাই এক আশ্চর্য্য! অথচ নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের পদাবলির মধ্যে দেখা যায়—

"দিন গেলে হা গৌরাঙ্গ যে বলে একবার,
সে জন আমার হয়, আমি হই তার।"

যদি ইহাই মহাজন বাক্য হয়, তবে আমাদের বৈষ্ণব-মণ্ডলের মধ্যে কলহ বা ঈর্ষা পোষণ, শুধু যে আমাদের পক্ষে, লজ্জার বিষয়, তাহা নহে, আমরা যে আমাদের মহাজন-বাক্যের সম্মান রক্ষা করিবার যোগ্য নহি,—আমরা যে গৌরভক্ত কেবল ওষ্ঠে ও ব্যবসার জন্য, ইহাদ্বারা তাহাই প্রমাণিত হয়।

আমাদের বৈষ্ণবমণ্ডলে এইরূপ দ্বেষাদ্বেষির মূলে দোহাই এক "একনিষ্ঠা ভক্তির।" সকলেই এক-নিষ্ঠ ভক্তিমান। তবে সেই একনিষ্ঠা ভক্তির মধ্যে সর্ব্ব-ব্যাপী সর্ব্ব-সাক্ষী ভগবান গোবিন্দ আছেন কি না, তাহাই এখন বিচারের বিষয়।

হিন্দু জাতির গৌরব সত্য লইয়া,—ধর্ম্মের তত্ত্ব লইয়া; —সাধক লইয়া,—সাধনা লইয়া। এখন সে গৌরব ধ্বংসের মুখে চলিয়াছে। এক এক সম্প্রদায়ের মধ্যে এত অগণ্য সম্প্রদায় হইয়াছে,—একই জাতির মধ্যে এত অগণ্য জাতি হইয়াছে, এবং একই ধর্ম্মের মধ্যে এত অগণ্য ধর্ম্ম হইয়াছে, যে ইহার একত্রীকরণ মানবীয় শক্তির অসাধ্য। ইহার ধর্ম্মশাস্ত্রের অবধি নাই, ইহার ধর্ম্মাচরণে ভিন্ন-ভেদের অবধি নাই; এবং ইহার দলাদলিরও অবধি নাই। সুতরাং হিন্দুর কোন নির্দ্দিষ্ট সমাজ নাই। ইহা এখন হরিনাথ পণ্ডিতের মেয়ে কালীর শ্বশুরালয়।

আমগাঁর হরিনাথ পণ্ডিতের কালী ও তারা নামে দুই

কন্যা ছিল। দুই জনেরই বিবাহ হইল। তারা তার শ্বশুর-বাড়ী যাইয়া শ্বশুর ভাসুর দেবর প্রভৃতিকে যথা-যোগ্য সম্মান ও সেবা-ভক্তি করিতে লাগিল, কিন্তু নিজ পতির প্রতি মনপ্রাণ দৃঢ় ভাবে অন্বিত রাখিল। সে তাহার পতিগৃহের সকলকেই সযত্নে সেবা করিত, এবং সর্ব্বদা গৃহকর্ম্মে নিযুক্তা থাকিত। তাহার কর্ম্ম-কৌশলে সংসার শান্তিময় হইল,—আনন্দ যেন মূর্ত্তি ধরিয়া ঘরে ঘরে ঘুরিতে লাগিল। গ্রামের মধ্যে নাম পড়িয়া গেল, "তারার মত বউ নাই।"

কালীও শ্বশুর-বাড়ী গেল, কিন্তু সে তারার উল্টো হইল। সে কেবল স্বামীটীকে চিনিল,—মাত্র স্বামী-সেবাই কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিল। সে শ্বশুর শাশুড়ীর অবাধ্যা হইল, তাহাদিগকে দুর্ব্বাক্য বলিতে লাগিল। দেবর, ভাসুর-দিগকে শেয়াল কুকুরের মত দেখিতে লাগিল। ভোজন-সময়ে সে কেবল স্বামীকেই পরিবেশন করে,—কেবল স্বামীর ভোজনপাত্রই ধৌত করে, এবং কেবল স্বামীর বিছানাই সজ্জিত করে। সে আর কাহারো কোন কাজ করে না,—সংসারের অন্য কোন কর্ম্মে ভুলিয়াও গমন করে না। ক্রমে সে এমন হইল, যে তাহার উৎপাতে তাহার শ্বশুর শাশুড়ী পৃথকান্ন হইল;—দেবর-ভাসুর বাড়ীছাড়া হইল; এবং সংসারে যেমন অভাব, তেমন অশান্তির তরঙ্গ বহমান হইল। কালীর জন্য তাহার স্বামীর সোণার সংসার শ্মশানে পরিণত হইল।

বর্ত্তমান সময়ে এই দুই জনের মত দুই দল লোক হিন্দু সমাজে দৃশ্যমান। শুধু হিন্দু-সমাজ কেন, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ধর্ম্ম-সমাজেই দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা পরমেশ্বরকে হৃদয়-স্বামী করিয়া, তারা-কালীর অভিনয় করে।

এক দল তারার মত। তাঁহারা নিজের ভাবানুসারে ভগবানে তন্ময় হইলেও অন্যের ভাবের নিন্দা করেন না। তাঁহারা অন্যের সাধন-পদ্ধতির অসারতা প্রচার করেন না। অন্যের মত খণ্ডন করিয়া নিজের মতের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনে ব্যগ্র হন না। অন্যের উপাস্য বিগ্রহ ধ্বংস করিয়া, অন্যের উপাসনার মন্দির ধূলিসাৎ করিয়া, আপনাকে গৌরবান্বিত বোধ করেন না। বরং ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, তাঁহার প্রাণবল্লভ পরমেশ্বরের উপাসনা দর্শন করিয়া, অধিকতর আনন্দিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের ঈর্ষা নাই,—দ্বেষ নাই,—কলহ নাই। তাঁহারা ভগবানের সংসারে আনন্দের স্রোত বহমান করেন। তাঁহারা গোড়ামীর গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সত্যের মহিমা কীর্ত্তন করেন। সে সত্য প্রচারে ছলনা নাই,—বল প্রয়োগ নাই। তাঁহারা সাধকের জাতিবিচার করেন না। তাঁহারা দেখেন, সাধকের কেবল ভগবানে মন-বুদ্ধি সমর্পণ,—আর দেখেন, তাহার ত্যাগ, বৈরাগ্য।

অন্য দল কালীর মত। তাহারা তাহাদের প্রাণবল্লভ পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে বসিয়া পরমেশ্বরের আনন্দ-ময় সংসারে প্রলয়ের তরঙ্গ উত্থিত করে,—ঈর্ষাদ্বেষের তুষানল প্রজ্জ্বলিত করে, এবং শৃঙ্খলাযুক্ত সংসার বিশৃঙ্খল করে। তাহারা কোন সীমাবদ্ধ পথের পথিক হইয়া, জগতের অগণ্য পথের, অগণ্য মতের, নিন্দা করে। বিরাট বিশ্বে তাহারা কত ক্ষুদ্র, তাহাদের বুদ্ধি বিবেচনাই বা কত ক্ষুদ্র, তাহা তাহারা বুঝিবার অবসর পায় না। তাহারা বনে দাঁড়াইয়া, আপনাদিগকে শাল তাল অপেক্ষাও উচ্চ মনে করে। তাই তাহাদের নিজ মত প্রচারে উদ্ধত ভাবে দণ্ডায়মান হয়, এবং অন্য মতের, উন্নত বিষয়কেও ঘৃণার্হ বলিয়া ঘোষণা করে, সাধক সিদ্ধ-মহাপুরুষগণকে হতমান করে;—ঈশ্বরতত্ত্ব প্রচার করিতে যাইয়া তরবারির সাহায্য গ্রহণ করে; নৃসংশের মত নরহত্যা করিতে আরম্ভ করে। তাহারা ধর্ম্ম-প্রচার করিতে যাইয়া কত সতীর সতীত্ব নষ্ট করে, কত বালক বৃদ্ধকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করে।

প্রভুত্ব-প্রয়াসী নিষ্ঠুর দানবে যাহা না করে, ধর্ম্ম-প্রচারের ভাণ করিয়া, তাহারা তাহার অনেক অধিক করে। কালক্রমে হিন্দুজাতির মধ্যেও, এখন এই ঘৃণিত প্রকৃতির আবির্ভাব ঘটিয়াছে, ইহাই অতিশয় বিস্ময়ের বিষয়।

তবে দীর্ঘকাল হইতে হিন্দুরা যেমন নিরস্ত্র, তেমন দুর্ব্বল; তাই মুখে মুখেই তাহারা কলহের পরিসমাপ্তি করে। গৃহলুণ্ঠন বা শিরশ্ছেদনের সামর্থ্য বা সুযোগ আজ পর্য্যন্ত তাহারা প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু হাতাহাতি, ধাক্কা-ধাক্কি, বাড়িধুড়ি, আরম্ভ হইয়াছে। নবদ্বীপের পোড়া মা তলায় গৌড়ীয়মঠের বাবাজীদের যুদ্ধ তাহার এক সাক্ষী।

যাহারা জ্ঞান-বৈরাগ্যের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ, যাহারা অনন্তের অনন্ত ভাবে সর্ব্বদা বিভোর, তাহাদের সমাজে ধর্ম্ম লইয়া কলহ, ইহা কোন্ পাপের দৈব-নিগ্রহ, তাহা কে বলিবে? বর্ত্তমানে যতদুর উপলব্ধি করা যায়, তাহাতে ধারণা হয়, ধর্ম্ম লইয়া ব্যবসা এবং তপস্যাহীনতাই ইহার একমাত্র কারণ।

যাহারা গুরু গোঁসাই হইয়াছে, তাহারা ধর্ম্মপ্রচার জীবিকানির্ব্বাহের একটা পথ করিয়াছে। তাহারা সাধক নহে, কিছু অর্থ ও প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী। সুতরাং সত্যের বিঘাতক, তপস্যার প্রতিবাদী। তাহারা নিঃসঙ্গ হইয়া ঈশ্বরোপাসনায় নিযুক্ত নহে;—তাহারা দল বান্ধিয়া প্রভুত্ব স্থাপনে উদ্যোগী। সুতরাং হিন্দু জাতির ধর্ম্মজগতের বিশৃঙ্খলা বিনাশের উপায় প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এখন এই জাতির একত্রীকরণের একমাত্র পথ একেশ্বরবাদ স্থাপন, এবং জাতিনির্বিশেষে তপস্যার পথে গমন করা। এই একেশ্বরবাদ স্থাপন করিতে সমস্ত সম্প্রদায়ের দেব-দেবীর অর্চ্চনা স্থির রাখিতে হইবে, এবং সমস্ত দেব-দেবীর মধ্যে একই তত্ত্ব দেখাইতে হইবে। না হইলে, এ জাতি নির্ম্মূল হইবে, তবু নিজ নিজ উপাস্য ত্যাগ করিবে না। কিন্তু যদি বুঝিতে পারে, তাহারা একই তত্ত্বের উপাসকে নাম-রূপে ভাবানুসারে মাত্র পার্থক্য, তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক গোড়ামী ও কলহের অবসান ঘটিবে। সেই তত্ত্ব একমাত্র শক্তি-তত্ত্ব।

আমরা শক্তির পূজা করি, গুণের পূজা করি;—শুধু আমরা করি না, পৃথিবীর সমস্ত জাতিই করে। আমরা কোন ব্যক্তি বা বস্তুর পূজা করি না। আমরা শক্তি-গুণের পূজা করিতে শক্তিমান গুণবানের আশ্রয় গ্রহণ করি। সকলেই করে। আমাদের রাম, কৃষ্ণ, সূর্য্য, শিব, সমস্তই শক্তির মূর্ত্তি। যিনি অনন্ত গুণময়, অনন্ত শক্তিমান, তিনিই আমাদের পরমেশ্বর। সেই পরমেশ্বর পরম করুণাময়, অনন্ত মহিমময়। তিনি লীলারস আস্বাদনের জন্য নরবপু ধারণ করিয়া নরলোকে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তাঁহার লোকাতীত শক্তির পরিচয় পাইয়া আমরা তাঁহাকে অবতার বলিয়া সম্মান করি, অর্চ্চনা করি। শুধু আমরা করি না, পৃথিবীর সকলেই করে। খৃষ্টানেরা যীশুখৃষ্টকে করে, মুসলমানেরা মহম্মদকে করে।

আমাদের উপাসনা-তত্ত্ব শক্তি লইয়া,—গুণ লইয়া। যেস্থানে গুণ, যেস্থানে শক্তি, সেইস্থানে আমরা শির-লুণ্ঠন করি। গুণের গৌরব রক্ষা করা,—শক্তিমানকে সম্মান করা, সভ্য জগতের গৌরবের ধর্ম্ম। শুধু আমরা করি না, যে দেশে, যে জাতি হউক, যে গুণগ্রাহী, সেই করে। যাহা প্রাকৃতিক, তাহাই সত্য,—তাহাই ধর্ম্ম, এবং তাহাই কর্ত্তব্য।

আমাদের রাম, কৃষ্ণ, লোকাতীত শক্তি। আমাদের রাধারাণী মহাভাব-স্বরূপিণী হ্লাদিনী শক্তি। আমাদের গুণনিধি গৌরাঙ্গদেব প্রেমময় প্রেমের মূর্ত্তি। সুতরাং এই সকলকে আমরা মন্দিরে বসাইয়া পরা ভক্তিভরে অর্চ্চনা করি। সে অর্চ্চনা সেই অনন্ত শক্তি, অনন্ত গুণাধার পরাৎপর পরমেশ্বরকেই লক্ষ্য করিয়া করিয়া থাকি।

এই শক্তিতত্ত্বে যখন আমাদের চিত্ত তন্ময় হইবে, জগতের মানুষ যেদিন এই প্রাকৃতিক সত্য, শক্তিপূজাতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবে, সে দিন ধর্ম্মজগৎ হইতে ইতর কলহ অন্তর্হিত হইবে। তখন আবার আমাদের মধ্যে ঐক্যে লক্ষ্যে দৃঢ়তা আসিবে। আমাদের জাতীয় বিশালত্বের বিজয় দুন্দুভি বাজিয়া উঠিবে, এবং গৌরবের নিশান উচ্চ গগনে উড্ডীয়মান হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে আকর্ষণ করিবে।

ভুলুয়া, (কুমিল্লা, ধর্ম্ম-সভা)

"বর্ত্তে পূজা রমণী-মূর্ত্তিতে চিরকাল,
পৃথিবীর সর্ব্বত্রে সমান।"
৫ম দিন —১ম পরি,—

কালী বলিতে যাঁহারা, মাত্র একখানি চতুর্ভুজা কালী প্রতিমা বুঝিয়াছেন, তাঁহাদের জন্মগত ধারণার পরিবর্ত্তন সহজ-সাধ্য নহে। তাঁহারা শক্তি-তত্ত্বের আলোচনা না করিয়া,—মাতৃপূজার রহস্য অনুভবে চেষ্টা না করিয়া, এবং অবহেলার সহিত শক্তি-তত্ত্বে অনধীয়ান রহিয়া, একটা মিথ্যা ধারণায় অন্বিত রহিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা যদি বিন্দুমাত্র সদয়ভাবে সত্য ও সনাতনত্ব অন্বেষণে যত্নবান হন,—আর্য্য জাতির উপাসনা-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে অধ্যয়ন-পরায়ণ হন, তাহা হইলে তাঁহারা সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইবেন, আর্য্য-জাতি, যত মতে, যত পথে, যত

দেবদেবীর উপাসনা করুন না কেন, তাঁহারা উপাসনা করেন, একমাত্র শক্তির,—একমাত্র গুণের !

এই শক্তির পূজা, গুণের সম্মান, পৃথিবীর সমস্ত সভ্য-জাতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে করিয়া থাকেন। যাঁহারা হিন্দু-জাতির উপাসনা-পদ্ধতির নিন্দা করেন, তাঁহারাও যথেষ্ট পরিমাণে শক্তির পূজা, গুণের সম্মান, সর্ব্বদাই আগ্রহের সহিত করিয়া থাকেন। তবু যে তাঁহারা নিন্দা করেন, তাহার একমাত্র কারণ, তাঁহারা যেমন সূক্ষ্ম-দৃষ্টি-হীন, তেমন ধন-সম্পত্তির বৃথা দম্ভ-দর্পে অপরিণামদর্শী। আবার যাঁহারা হিন্দু হইয়া নারী-মূর্ত্তিতে শক্তি-পূজার বিরোধী, তাঁহারা তাঁহাদের নিজের উপাসনা-রহস্য দর্শন করিতে জন্মান্ধ।

প্রবল শক্তিকে দুর্ব্বল শক্তি উপাসনা করে, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম, এ নিয়ম কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না। প্রজা জমীদারের উপাসনা করে,—জমীদার রাজার উপাসনা করে,—রাজা সম্রাটের উপাসনা করে। শিষ্য গুরুর উপাসনা করে,—ছাত্র শিক্ষকের উপাসনা করে,—পুত্র পিতামাতার উপাসনা করে, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম।

সেই পরাৎপর পরমেশ্বর অনন্ত শক্তিমান!—অনন্ত গুণে গুণময়! দুর্ব্বল মানুষ তাই তাঁহার উপাসনা করে,—বিপদে আপদে তাঁহার করুণা ভিক্ষা করে,—তাঁহার নিরানন্দের সংসারে আনন্দ-লাভের জন্য তাঁহার ধ্যানে তন্ময় হয়। সেই অনন্ত শক্তিমান বা অনন্ত শক্তি, কঠিন-তরল-বায়বীয়, সমস্ত পদার্থের মধ্য দিয়া অন্তরে বাহিরে বিরাজ করেন। বেদান্ত তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন, শাক্ত সাধকগণ তাঁহাকেই কালী বলিয়া অর্চ্চনা করেন।

সৃজন-পালন-লয়ের প্রত্যক্ষ কর্ত্তা যে কাল, সেই কালের যা শক্তি, শাক্ত সাধকগণ তাঁহাকেই কালী বলিয়া অর্চ্চনা করেন। কালের শক্তি বলিয়া তাঁহার নাম কালী,—সুতরাং কালী শক্তি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

যে শক্তির অভাব হইলে তুমি আমি থাকি না,—এই দেহ-গেহ থাকে না, সেই সঞ্জীবনী শক্তির নাম কালী। সেই কালী কখনো প্রচ্ছন্না নিরাকারা,—কখনো প্রকাশিতা সাকারা। যেমন বাষ্প ঘনীভূত হইয়া জল হয়,—জল ঘনীভূত হইয়া বরফ হয়, সেইরূপ এই শক্তি ঘনীভূত হইয়া অণু পরমাণু হয়,—অণু-পরমাণু ঘনীভূত হইয়া এই দৃশ্য বিশ্বের উৎপত্তি হয়।

শক্তি হইতে, বা কালী হইতে, এই বিশ্বের উৎপত্তি, তাই তাঁহার নাম বিশ্ব-জননী। জননী ভিন্ন জীবের প্রকাশ যেমন অসম্ভব, জননী ভিন্ন বিশ্বের প্রকাশও তেমনই অসম্ভব। সেই বিশ্বজননী মা কালী, মহামহীয়সী শক্তি। তত্ত্বদর্শী সাধক এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া,—জননীর অনুপম স্নেহ উপলব্ধি করিয়া, মাতৃমূর্ত্তির উপাসনায় আগ্রহভরে নিযুক্ত হন;—বিশ্বজননী মা কালীর উপাসনায় উপবেশন করেন।

আজ যাহারা পিতা মাতা, কাল তাহারা সন্তান ছিল,—আজ যাহারা সন্তান, কাল তাহারা পিতা মাতা হইবে। পিতা মূর্ত্তি,—মাতাও মূর্ত্তি,—সন্তানও মূর্ত্তি। সন্তান পিতামাতার পূজা করে। সকলেই যখন সন্তান, তখন সকলেই পিতার পূজা করে,—মাতার পূজা করে। যত দিন সৃষ্টি, তত দিন পিতামাতা,—ততদিন পিতামাতার পূজার্চ্চনা। সুতরাং সন্তানের নিকটে মাতৃমূর্ত্তির পূজা নূতন নহে। নারী মূর্ত্তিইত মাতৃমূর্ত্তি। অতএব নারী মূর্ত্তিতে পূজার্চ্চনা অপ্রাচীন নহে,—অপ্রচলিত ও নহে।

শক্তি আর শক্তিমানে কোন পার্থক্য নাই; চিনির পুতুল চিনি ভিন্ন অন্য কিছু নহে। পিতা শক্তি,—মাতা শক্তি,—সন্তান শক্তি। শক্তিই শক্তির অর্চ্চনা করে। সাধারণ জগতে সন্তান পিতামাতার পূজা করে। অসাধারণ তত্ত্বদর্শী-জগতে সাধকগণ বিশ্বজননী বিশ্বমূর্ত্তি মা-কালীর পূজা করেন। সে পূজা অস্বাভাবিক নহে।

যেমন কৃষ্ণ, বিষ্ণু, রাম, নারায়ণ, গোপাল, গোবিন্দ, বনমালী, প্রভৃতি সমস্ত নামই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম বলিয়া কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবগণ বিশ্বাস করেন, সেইরূপ দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, অম্বিকা, কাত্যায়নী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, মুণ্ডমালী প্রভৃতি সমস্ত নামই, মা কালীর নাম বলিয়া,—সেই মহামহীয়সী আদ্যাশক্তির নাম বলিয়া, তত্ত্বদর্শী শাক্ত সাধকগণ বিশ্বাস করেন।

কাল নিত্য,—কাল ব্রহ্ম,—কাল সত্য,—কাল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং কালের শক্তি কালীও নিত্য,—কালীও ব্রহ্ম,—কালীও সত্য,—কালীও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। যে শক্তি দ্বারা কাল সৃজন-পালন-লয় করেন, সেই শক্তি

কালী। কালের আদি নাই, অন্ত নাই,—কাল অনাদির আদি। সুতরাং কালের শক্তি কালীরও আদি নাই, অন্ত নাই,—কালীও অনাদির আদি। কাল ব্রহ্ম,—কাল পরমপুরুষ; সুতরাং কালী ব্রহ্মময়ী,—কালী পরমা প্রকৃতি। প্রকৃতি নিত্যা, সুতরাং কালীও নিত্যা। পরমা প্রকৃতি হইতে এই দৃশ্যমান বিশ্ব সমুদ্ভূত, অথবা কালী হইতেই এই বিশ্ব সমুদ্ভূত। পরমাপ্রকৃতির মূর্ত্তি এই চরাচর বিশ্ব, অথবা মা কালীর মূর্ত্তিই এই চরাচর বিশ্ব। যত মাতৃমূর্ত্তি, সমস্তই মা কালীর মূর্ত্তি,—সমস্তই মহা মহীয়সী বিশ্বব্যাপিনী, আদ্যাশক্তি মা কালীর মূর্ত্তি। মা কালীর মূর্ত্তি, নিত্য মূর্ত্তি,—চিরস্থির মূর্ত্তি। আর দুর্গা, অম্বিকা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি মূর্ত্তি সাময়িক মূর্ত্তি। ভক্তের ঐকান্তিক আহ্বানে, ভক্তবৎসলা মহাশক্তির সাময়িক প্রকাশ। মা কালী,—মাতৃমূর্ত্তি মা কালী, মাত্র চতুর্ভুজা নহেন। তিনি দ্বিভুজা, তিনি চতুর্ভুজা, তিনি ষড়ভুজা, তিনি অষ্টভুজা, তিনি দশভুজা, তিনি দ্বাদশ ভুজা, তিনি অষ্টাদশ ভুজা, তিনি সহস্র ভুজা, তিনি অনন্ত ভুজা। তাঁহার বদন অনন্ত, নয়ন অনন্ত, শ্রবণ অনন্ত, চরণ অনন্ত, হস্ত অনন্ত,—তাঁহার সমস্তই অনন্ত। তিনি অনন্ত উদরে অনন্ত বিশ্ব-প্রসবিনী। অনন্ত সন্তান-সম্পালিনী। আবার অন্তকালে অনন্ত সন্তান-মণ্ডলী আপন অঙ্গে লয়-কারিণী।

অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ (সরস্বতী) ত নারীমূর্ত্তি। বেদের দেবীসূক্ত তাঁহারই বদন হইতে বহির্গত। তাঁহারই আত্ম-পরিচয় দেবীসূক্ত নামে অভিহিত;—যাহা ঋষি, মহর্ষি, দেব-দেবর্ষিগণ কর্ত্তৃক, সাধকগণ কর্ত্তৃক, মহামন্ত্র জ্ঞানে সু-পঠিত, সমুচ্চারিত। তিনি ঋষি মহর্ষিগণের,—দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষিগণের,—সাধকগণের সমর্চ্চিতা।

তিনি সৃজন-পালন-লয়কারিণী। তিনি বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে নিত্য-অভিনয় কারিণী। নিত্য নব রসের রাস-রঙ্গিনী। মাত্র কালী এই নামটী তাঁহার আত্মপরিচয়ের মধ্যে না থাকিলেও, কালের শক্তির বা মা কালীর পূর্ণ পরিচয়ই তাঁহার মধ্যে প্রদত্ত। যাহা হউক, বাক্ ত নারী-মূর্ত্তি বা মাতৃমূর্ত্তি। তাহা হইলে নারী-মূর্ত্তিতেও অতি প্রাচীন বৈদিক যুগে অর্চ্চনা প্রচলিত ছিল। সুতরাং নারী-মূর্ত্তিতে শক্তির পূজা, গুণের সম্মান অপ্রাচীন নহে।

শুক্ল যজুর্ব্বেদের বাজসনেয় সংহিতায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, রুদ্রের ভগ্নী অম্বিকা দেবীকে যজ্ঞ-ভাগ প্রদান পূর্ব্বক অর্চ্চনা করা হইত। এই অম্বিকা দেবী চণ্ডি-মধ্যে-বর্ণিতা,—গৌরী-ললাট-সম্ভূতা, শুম্ভ-নিশুম্ভ-বিনাশিনী অম্বিকা নহেন। একাদশ রুদ্র, তাঁহাদের এক রুদ্রের ভগ্নীর নাম অম্বিকা। অম্বিকা ত মাতৃমূর্ত্তি। যজ্ঞে রুদ্রদেবের সহিত তিনিও যজ্ঞ-ভাগ প্রাপ্ত হইতেন। "এষঃ তে রুদ্র, ভগঃ সহ স্বস্রাঽম্বিকয়া তং যুষস্ব স্বাহা।" হে রুদ্রদেব! তোমার ভগ্নী অম্বিকা দেবীর সঙ্গে আমাদের প্রদত্ত এই যজ্ঞ-ভাগ গ্রহণ কর।

যজুর্ব্বেদের ভাষ্যকার আচার্য্য মহীধর এ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "নিজ ভগ্নী অম্বিকা দেবীর সহিত রুদ্রদেব যে যজ্ঞ-ভাগ প্রাপ্ত হইতেন, তাহা শ্রুতিতেও বর্ণিত আছে। রুদ্রদেব যখন শত্রু বিনাশ করিতেন, তখন তাঁহার ভগ্নী তাঁহার সাহায্য করিতেন। তাই তাঁহার অর্চ্চনা ছিল। সুতরাং মাতৃমূর্ত্তিতে শক্তিপূজা অধুনিক নহে।

কেনোপনিষদে হৈমবতী উমার বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক দিন পরব্রহ্ম বিশ্বনাথ নিজ মহত্ব প্রচারের জন্য দেবগণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেবগণ তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া, বায়ু ও বহ্নিকে তাঁহার পরিচয় জানিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ব্রহ্মই অগ্রে তাঁহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞসা করিলেন। তাহাতে বহ্নি বলিলেন, "আমি বহ্নি; আমি ইচ্ছা করিলে, দৃশ্যমান বিশ্বকে এক নিমেষে ভস্মে পরিণত করিতে পারি।" বায়ু বলিলেন, "আমি বায়ু; আমি ইচ্ছা করিলে, পাহাড়, পর্ব্বত, হ্রদ, নদী, সমুদ্র,—যত কিছু সৃষ্টির বিষয়ীভূত,—সমস্ত এক নিমেষে উড়াইয়া দিতে পারি।"

তখন বিশ্বনাথ ব্রহ্ম এক গাছা শুষ্ক তৃণ দিয়া বহ্নিকে কহিলেন, "ভস্ম কর।" বহ্নি অনেক চেষ্টা করিয়াও ভস্ম করিতে পারিলেন না। ব্রহ্ম তখন বায়ুকে কহিলেন, "তুমি উড়াইয়া দাও।" বায়ুও বহুরূপে চেষ্টা করিয়া তাহাকে উড়াইতে পারিলেন না। তখন সকলের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তখন দেবগণ ইন্দ্রকে কহিলেন, "হে দেবরাজ! তুমি নিজে যাও; দেখ, এই মহাশক্তিমান দেব কে।" ইন্দ্র নিকটে যাইতেছিলেন, কিন্তু পরব্রহ্ম অন্তর্হিত হইলেন। তখন সেই পরব্রহ্মেরই পরমা প্রকৃতি

উমা দেবী গগনমণ্ডলে দৃশ্যমান হইয়া কহিলেন, "উনি ব্রহ্ম, উঁহার শক্তিতেই তোমরা সকলে শক্তিমান,—বিশ্ব-বিজয়ী,—শ্রেষ্ঠাসনে উপবিষ্ট। বহ্নির দাহিকা শক্তি, পবনের সঞ্চালিকা শক্তি, সমস্তই উঁহারই শক্তি। বিশ্বে একমাত্র উনিই উপাস্য,—উনি তোমাদেরও উপাস্য। মা উমা দেবী তখন ব্রহ্ম-বিদ্যারূপিণী হইয়া দেবগণকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিলেন। উমা ত নারীমূর্ত্তি,—তিনি অবশ্যই দেবগণ কর্ত্তৃক সমর্চ্চিতা হইয়াছিলেন।

যে মহামহীয়সী শক্তির প্রভাবে সেই ব্রহ্ম মহামহীয়ান, শক্তি-উপাসনার পথ-প্রদর্শক তন্ত্রশাস্ত্র তাঁহাকেই কালী নামে অভিহিতা করিয়াছেন। সেই উমাও মা কালী ভিন্ন অন্য কেহই নহেন। অতএব নারীমূর্ত্তিতে শক্তি-পূজা, গুণের সম্মান, অতি প্রাচীন কাল হইতেই দেশে প্রচলিত আছে।

শক্তি তন্ত্রের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ চণ্ডীতে সমস্ত স্ত্রীলোককেই বিশ্বজননীর প্রতিমা বলা হইয়াছে। "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।" অতএব প্রত্যেক স্ত্রী-ই সাধকের চক্ষে অর্চ্চনীয়া মা কালী। নারীজাতির প্রতি এইরূপ সম্মান প্রদর্শন সুশিক্ষিত সভ্যসমাজে নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। বেদ ও উপনিষদ ভিন্ন, পুরাণাদিতেও মাতৃ-মূর্ত্তি-পূজার কথা অল্প নাই। দেবগণ বিপন্ন হইয়া বহুবার তাঁহাকে আরাধনা করিয়াছেন, এবং তিনিই বহুবার নারীমূর্ত্তিতেই দর্শন দিয়াছেন। সত্যযুগে তিনিই দক্ষ-কন্যা সতী-রূপে আবির্ভূতা হইয়া, দক্ষকে শিব-নিন্দার দণ্ড দান করিয়াছিলেন,—পাতিব্রত্যের মাহাত্ম্য বিস্তার করিয়াছিলেন, এবং দম্ভদর্পে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ যে নিষ্ফল, তাহা জগৎকে দেখাইয়াছিলেন, সেই সতীর লীলাও পরমাপ্রকৃতি, আদ্যাশক্তি, মা কালীরই লীলা।

হিমালয় ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন। তাঁহার গৃহেও সেই আদ্যাশক্তি, পরমাপ্রকৃতিই, উমারূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। গৌরী, হৈমবতী, গিরিজা, উমা, প্রভৃতি নাম, তাঁহারই নাম। দেশে সেই সেই নামে আজ পর্য্যন্ত তাঁহারই অর্চ্চনা হইয়া আসিতেছে। সুতরাং নারীমূর্ত্তিতে শক্তি অর্চ্চনা আধুনিক, তাহা কি প্রকারে স্বীকার করিব?

মহিষাসুর বধও সত্যযুগে;—চণ্ডীর সুরথ-সমাধির শক্তিতত্ত্ব শ্রবণ স্বরোচিষ মন্বন্তরে। সুতরাং তাহাও অতি প্রাচীন কালের ঘটনা।

ত্রেতা যুগে বাল্মিকী রামায়ণে শক্তি বা দুর্গা কালী অর্চ্চনার পরিচয় নাই, কিন্তু যোগবাশিষ্ঠে আছে। কালিকা পুরাণ, দেবী ভাগবত, মহাভাগবত, বৃহৎ নন্দীকেশ্বর পুরাণ এবং বৃহৎ ধর্ম্মপুরাণ, প্রভৃতি পুরাণে শক্তি পূজার বিবরণ আছে। সর্ব্বদর্শী সাধকের নিকটে এই সমস্ত পুরাণ, রামায়ণ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে, বা উপেক্ষণীয় নহে। এই সমস্ত পুরাণে রামচন্দ্রের দুর্গাপূজার পরিচয় আছে। মহাভাগবতে আছে, রাম একশত আট পদ্মে, মা দুর্গার অর্চ্চনা করিতে আরম্ভ করেন। রামচন্দ্রের ভক্তি পরীক্ষা করিতে ক্রীড়াকৌতুকিনী একটী পদ্ম অলক্ষ্যে অপসারিত করেন। রামচন্দ্রের নাম ছিল "কমলা-আঁখি"। তিনি তখন একটী কমলের পরিবর্ত্তে, নিজের একটি অক্ষি উৎপাটিত করিয়া মা দুর্গার শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি দিতে উদ্যত হন। মা বিশ্বজননী তখন সিংহবাহিনী দশভুজা হইয়া, গগন-মণ্ডলে দৃশ্যমানা হন, এবং রামচন্দ্রকে অভয় দান করেন।

তারপরে দ্বাপর যুগের কথা। মহাভারতে আছে, —কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের প্রারম্ভে, শ্রীকৃষ্ণ,— পরামর্শে অর্জ্জুন মহাদেবীর অর্চ্চনা করিয়া বিজয়ী হইবার বর লাভ করেন। দেবী রুক্মিণী মা অম্বিকার অর্চ্চনা করিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবার বর প্রার্থনা করেন;— তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে। শ্রীধাম বৃন্দাবনে গোপগোপিগণ মা কাত্যায়নীর অর্চ্চনা করিতেন।

বুদ্ধ-যুগ প্রায় দুই হাজার পাঁচশত বৎসরের পূর্ব্বে;— তখনও মাতৃ-মূর্ত্তিতে, শক্তি-পূজার প্রথা প্রচলিত ছিল; তাহার বহু প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। নেপালের শিম্ভু-নাথের মন্দির, বা বুদ্ধ স্তূপ, সর্ব্ব প্রথমে নির্ম্মিত। তথায় স্তূপের গাত্রে বুদ্ধমূর্ত্তিসমূহ দৃশ্যমান। প্রত্যেক বুদ্ধমূর্ত্তির পার্শ্বে তারা-মূর্ত্তি। স্তূপ-প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে তারা মন্দির। বুদ্ধগয়ায়ও মন্দিরের সম্মুখে তারামন্দির; বুদ্ধ-মন্দিরের সংস্কার করা হইয়াছে, কিন্তু তারা-মন্দিরের সংস্কার নাই। তাহা এখন ভগ্নদশায় পরিণত।

বুদ্ধ-দেবের পরে যীশুখ্রীষ্ট। যীশুর জন্মগ্রহণের এক শত বৎসর পূর্ব্বে এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত ক্যাপাডোকি-

য়ায় মা-দেবী-মন্দির ছিল। রোম হইতে সেই মন্দিরে যাত্রী আসিত। রোমীয় বীর মেরিয়াস্, গল জয় করিয়া, তাহার বিজয়ী সৈন্যগণের সঙ্গে, সেই মন্দিরে মা দেবীর অর্চ্চনা করিতে আসিয়াছিলেন, এ বৃত্তান্ত স্মীথ সাহেব লিখিত রোমের ইতিহাসে দ্রষ্টব্য।

ভগবান শঙ্করাচা… দেও …জার বৎসর পূর্ব্বে। তাঁহার সময়ে নারীমূর্ত্তিতে শ…পূজার বহুল প্রচলন ছিল। তাঁহার অপরাধ-ভঞ্জন স্তোত্রাদি তাহার প্রমাণ। শ্রীচৈতন্যদেব, যখন সন্ন্যাস লইয়া, দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তখন অষ্টভুজা দেবীমূর্ত্তি অর্চ্চনা করিয়াছিলেন ;—তাহাও ত প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বের কথা। তিনি পুরীধামে জীবনের শেষ আঠার বৎসর অতিবাহিত করেন। তথায় জগন্নাথদেব যতদিন প্রতিষ্ঠিত, দেবী বিমলাও ততদিন প্রতিষ্ঠিতা। ভক্তির ঠাকুর ভগবান চৈতন্যদেব, দেবদেব জগন্না… প্রতি মহা ভক্তিমান ছিলেন,—সে ভক্তি তিনি কি বিমলাকে বাদ দিয়া করিতেন? বিমলা ত চতুর্ভুজা কালীমূর্ত্তি। অতএব নারীমূর্ত্তিতে মহাশক্তির পূজার্চ্চনা আধুনিক নহে।

শক্তির পূজা করিতে শক্তিমানের পূজাই প্রবীণেরা করিয়া থা… তাহা সত্য। বিদ্যা এক শক্তি ; তাঁহার পূজা করিতে… তাহারা বিদ্বানেরই পূজা করেন। কিন্তু বিদ্যা কি শুধু পুরুষেরই অলঙ্কার? স্ত্রীলোকেরাও ত বিদ্যা লাভ করে। বিদ্যাবতী স্ত্রীলোক কি সম্মানার্হা নহেন?

রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য প্রভৃতি রূপে মহাশক্তি নরলোকে আবির্ভূতা। দুর্গা, অম্বিকা, প্রভৃতি রূপে তিনি দেবলোকে আবির্ভূতা। শক্তিরূপা কালী, অথবা শক্তিমূর্ত্তি কালী, নর-নারী সমস্ত রূপেই প্রকাশিতা। এবং সমস্ত মূর্ত্তিতেই তাঁহার পূজা ন্যায়ানুমোদিত,—শাস্ত্র-সঙ্গত।

অনেকে বলেন, ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে দেবী-মূর্ত্তিতে মহাশক্তির অর্চ্চনা নাই। তাঁহারা শোনা কথা শুনাইয়া থাকেন। তাঁহারা নিজে পশ্চিমাঞ্চল ভ্রমণ করিয়া পূজা-পদ্ধতি দর্শন করেন নাই। বেলুচিস্থানের হিংলাজের কালী বাড়ী কত কালের, তাহা ধারণাতীত। বহু কাল হইতে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা কালী। পাঞ্জাবের কালী বাড়ী কত কালের তাহা কেহ বলিতে পারে না। বোম্বাই প্রদেশে চণ্ডীর বহু প্রচলন—শিবাজী নিজে শাক্ত ছিলেন। ভবানীর উপাসক। রাজস্থান অধ্যয়নে জানা যায়, আজমীরের তোরণ-দ্বার হইতে, মাত্র দুই ক্রোশের মধ্যে একটী স্থান আছে, তাহাকে মাতাজীকা স্থান বলে। পাণ্ডবেরা তথায় মা কালীর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা সেই স্থান তীর্থে পরিণত করিবার ইচ্ছায়,—যাত্রিগণের পথ সুরম্য সুগম্য করিবার জন্য,—তথায় একটী বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। তাহা আজ পর্য্যন্ত তথায় বিদ্যমান। সুতরাং মাতৃমূর্ত্তি বা নারীমূর্ত্তিতে মহাশক্তির অর্চ্চনা পশ্চিম-অঞ্চলে অপ্রাচীন বা অপ্রচলিত নহে।"

ভুলুয়া। (শিলচর ধর্ম্মসভা)

রামতনু বিপ্র,—আসামবাসী ব্রাহ্মণ, শক্তিসাধক। গায়ে এক বোম্বাই চাদর, পায় জুতো নাই, মাথায় বর্ষাকালেও ছাতি নাই ; নিরামিষ ভোজী, একাহারী, গলায় মোটা মোটা রুদ্রাক্ষের মালা। মা নামে তন্ময় ; কৃষ্ণগুণ শুনিলেও অশ্রুপাত করেন। অত্যন্ত সমদর্শী। স্মৃতির পণ্ডিত। বহুকাল নবদ্বীপে ছিলেন। কথায় আসামী কি বাঙ্গালী, বোঝা যায় না। তাঁহার স্ত্রী সঙ্গে থাকেন। তিনি কেবল রান্না ক'রে খাওয়াতে ভালবাসেন। উভয়কে শিবদুর্গার মত বোধ হয়।

অগ্রদ্বীপে গোপীনাথ—"ঘোষ ঠাকুরের গোপীনাথ" নামে প্রসিদ্ধ। একদিন ঘোষঠাকুর গৃহ-কর্ম্মে স্থানান্তরে যান, বালক পুত্রকে ঠাকুরের ভোগ দিতে ব'লে যান। পুত্র পূর্ব্বজন্মে মহা সাধক। এ জন্মে মূর্খ বোকা। সে নিজে যেমন খায়, গোপীনাথকেও তেম্‌নি ভাবে খাওয়াতে বস্‌ল। নৈবেদ্যাদি ঠাকুরের সম্মুখে রেখে, বলে, "খাও ঠাকুর! বাবা আজ বাড়ী নাই। আমিই খাওয়াব। খাও।" অনেক অনুনয় কর্‌ল, কিন্তু ঠাকুর খেলেন না। তখন বিরক্ত হল, এক লগুড় ধর্‌ল, বল্‌তে লাগ্‌ল, "খাও ত খাও, না খাও ত, এই লগুড়ের বাড়ী মেরে মাথা চূর্ণ কর্‌ব।" সে বালক গোপীনাথকে, পুতুল ভাব্‌ত না, ঠাকুরই জান্‌ত। তার অকপট বিশ্বাসের পুরস্কার দিতে ঠাকুর সব মানুষেব মত খেয়েছিলেন। চৈতন্য-চরিতামৃত পড়ুন।

রেমুণার গোপীনাথ,—মাধবেন্দ্র পুরী রেমুণায় এসে

ক্ষীর-প্রসাদের প্রশংসা শুনলেন ; শুনে, মনে ভাব্‌লেন। "আমি এক পাত্র ক্ষীর পেলে, একটু স্বাদ গ্রহণ করতাম, এবং গোবর্দ্ধনে যেয়ে গোপালকে এইরূপ ক্ষীর নিবেদন করতাম।" কিন্তু পরক্ষণেই ভাব্‌লেন, "এ ত আমার তৃষ্ণার কথা! তৃষ্ণা গেল না! মিথ্যা জীবন,—ব্যর্থ সাধনা!" দুঃখিত মনে বাজারের এক বৃক্ষতলে যেয়ে শুয়ে থাক্‌লেন এদিকে ভক্ত-বৎসল গোপীনাথ এক পাত্র ক্ষীর নিজে লুকিয়ে রাখ্‌লেন। পূজারি, ঠাকুরকে শয়ন দিয়ে, ক্ষীরের পাত্র গুলি নিয়ে গেল। কাজ কর্ম্ম শেষ ক'রে ঘুমিয়ে পড়্‌ল। স্বপ্নে দেখ্‌ল, যেন গোপীনাথ বল্‌ছেন, "আমার প্রিয় ভক্ত মাধবেন্দ্র এখানে এয়েছে, বাজারে এক গাছতলায় শুয়ে আছে। তার জন্য আমি এক পাত্র ক্ষীর রেখেছি, আসনের তলে আছে, তুমি শীঘ্র যেয়ে তাকে তাহা দেও।" পূজারি তখনই উঠে মন্দিরে গেল, ক্ষীর দেখ্‌ল, নিয়া, মাধবেন্দ্রকে খুঁজে তাহা প্রদান কর্‌ল। মাধবেন্দ্র সমস্ত ব্যাপার শুনে, ভক্তি-বিহ্বল-চিত্তে, অশ্রুপাত করতে লাগলেন। রাত্রি ভোর হ'ল, "প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী যায় পলাইয়া।"—চৈঃ চঃ।

সাক্ষী গোপাল,—কটকের দুই ব্রাহ্মণ তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হন,—এক জন বৃদ্ধ, এক জন যুবক। বৃদ্ধ বৃন্দাবনে আসিয়া খুব পীড়িত হন ; যুবক প্রাণপণ শুশ্রূষা করিয়া বৃদ্ধকে সুস্থ করেন। বৃদ্ধ তখন গোবিন্দজীর পার্শ্বস্থ গোপালের মন্দিরে যান এবং মন্দিরস্থ বিগ্রহ গোপালকে সাক্ষী করিয়া, ও তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, বলিতে লাগিলেন, "তুমি আমাকে প্রাণ দিলে, দেশে যাইয়া আমি তোমাকে আমার কন্যা দান করিব ; এই গোপালকে তাহার সাক্ষী রাখিয়া আমি শপথ করিলাম।" তার পর উভয়ে নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া দেশে আসেন, কিন্তু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পুত্রাদি ও আত্মীয়গণের প্রতিবাদে তখন আর কন্যাদানে সম্মত হন না। যুবক বিপ্র বৃদ্ধের ধর্ম্মনাশ ভয়ে গ্রামের মণ্ডলদিগকে একত্র করিয়া বিচার-প্রার্থী হন। তখন বৃদ্ধ বলেন, "কি বলিয়াছিলাম, সে কথা এখন স্মরণ নাই।" তখন মণ্ডলেরা বলেন, "তোমাদের সাক্ষী একমাত্র গোপাল ; যদি গোপাল আসিয়া সাক্ষী দেন, তাহা হইলে সুবিচার সম্ভব হয়।"

যুবক ব্রাহ্মণ বৃদ্ধের মিথ্যাভাষণে এবং তাঁহার আত্মীয় গণের তিরস্কারে, অত্যন্ত ব্যথিত হন, এবং একমাত্র সাক্ষী গোপালকে আনিতে বৃন্দাবনে গমন করেন। ভক্তবৎসল গোপাল,—ক্রীড়া কৌতুক প্রিয় গোপাল—নিত্য লীলাময় গোপাল, তখন যুবকের সঙ্গে সাক্ষী দিতে কটকে আসেন। যুবকের সঙ্গে চুক্তি [illegible] প্রত্যহ ডালে-চা'লে একসের খিচুড়ী ভোগ দিতে [illegible] গোপাল যাবেন, গোপালের পা[illegible] নূপুরের শব্দে বুঝিতে হইবে, তিনি যাইতেছেন। যদি যুবক বিপ্র ফিরিয়া দেখেন, গোপাল আসিতেছেন কি না, তাহা হইলে গোপাল আর চলিবেন না, সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া যাইবেন। গোপাল এরণার নিকট আসিলে, নূপুরের মধ্যে ধুলোবালি ভরায় নূপুর আর বাজিতে ছিলনা। যুবক শব্দ না শুনিয়া যেমন ফিরিয়া চাহিলেন, গোপাল অমনি সেই স্থানেই স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। গ্রামের লোক সংবাদ শুনিয়া বিস্ময়ে ঊর্দ্ধ-শ্বাসে তথায় আসিয়া [illegible]স্থিত হইল, গোপাল দর্শনে চমৎকৃত হইল। বৃদ্ধব্রাহ্মণ আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া যুবককে কন্যাদান করিলেন। গোপাল তদবধি "সাক্ষী গোপাল" নামে অভিহিত। (চৈতন্য চরিতামৃত মধ্য-লীলা পড়ুন।)

নাকটেপা গোপাল—বৃন্দাবনে বর্ষাণে[illegible]নের ষোল মাইল দূরে এক গুহা আছে। বহু পূর্ব্বে [illegible] স্থানে এক ভক্ত ব্রাহ্মণ [illegible]বাস করিতেন। মরণসময়ে তিনি তাঁহার পুত্রকে বলিয়া যান, "এই গোপাল রহিলেন, ইহার সেবা পূজায় তন্ময় রহিও, কোন অভাব বা দুর্দ্দৈব ঘটিবে না।"

পুত্র পিতার আদেশে দৃঢ় বিশ্বাসী, কিন্তু মন্ত্র-তন্ত্র কিছু শিক্ষা করে নাই। সে সরল মনে, একাগ্র চিত্তে গোপালের উপাসনায় নিযুক্ত হইল। ফলমূল অন্নাদি নিবেদনের সময় ভক্তি-তন্ময়-চিত্তে হাত জোড় করিয়া বলিতে থাকে, "গোপাল! বাবার হাতে তুমি খেতে, তিনি কত মন্ত্র তন্ত্র স্তব-স্তুতি জানতেন, তিনি তোমার মর্য্যাদা বুঝ্‌তেন, খাওয়াতেন, তুমি খেতে! কিন্তু ভাই, আমি মূর্খ, আমি কিছুই জানিনা ; আমার প্রতি নিজ গুণে দয়া না করলে, তোমার পূজার্চ্চনায় আমার কোন সাধ্য নাই। ভাই গোপাল, খাও।" ইত্যাদি অনেক রূপ স্তুতি মিনতি করিত,—অনেক সময় নিজের অযোগ্যতা চিন্তা করিয়া নয়নজলে বুক ভাসাইত, কিন্তু পাথরের বিগ্রহ গোপাল

যেমন, তেমনই থাকিতেন। ক্রমে তিন বৎসর অতীত হইল, গোপাল আর কিছু গ্রহণ করিলেন না। ভক্ত মনের দুঃখে মর্ম্মাহত হইয়া আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিল, ক্রমে অস্থি-চর্ম্ম সার এক কঙ্কালে পরিণত হইল। যখন স্তুতি মিনতিতে কোন ফল হইল [illegible] 'ন তাহার অভিমান জন্মিল। সে সঙ্কল্প [illegible] নষ্টুর গোপালের পূজা আর করিব না!" সে এক কৃ[illegible]মূর্ত্তি [illegible]সংগ্রহ করিল; গোপালের আসনের পার্শ্বে এক আসন পাতিয়া, তাহার উপরে কৃষ্ণমূর্ত্তি স্থাপন করিল। শেষে নৈবেদ্যাদি নিয়া কৃষ্ণকে বলিতে লাগিল, "খাও কৃষ্ণ! ও গোপালকে আর দিব না!" কিন্তু পাছে গোপাল হাত বাড়াইয়া কিছু গ্রহণ করেন, তজ্জন্য তাড়াতাড়ি ভোগ লইয়া প্রস্থান করে। ভোগান্তে আরতি করিতে বসিয়া এক দিন দেখিল আরতি ধূমা গোপালের দিকে যায়, তখন গোপালের নাক টিপিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল—"[illegible], থাক্, তোর নাকে আরতির ধূমা প্রবেশ করতে দিচ্ছি না!" একাগ্র ভক্তির বাধ্য, ভক্ত-বৎসল গোপাল তখন দৃঢ় বিশ্বাসের পুরস্কার দিতে, ত্রিভুবন-মোহন মূর্ত্তি ধরিয়া, ভক্তের সম্মুখে দর্শন দিলেন, এবং ভক্তিবিশ্বাসের তন্ময়তার মাহাত্ম্য প্রচার করিলেন।

মূর্ত্তি কভু [illegible]মেশ্বর নহে; মূর্ত্তি,—নিজ প্রিয় মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া, নিজ প্রিয় নাম-মহামন্ত্রে সেই [illegible]রাৎপর, সর্ব্ব-শক্তিমান, সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বদ্রষ্টা ভগবানের উপাসনা করা। তন্ময় ভক্ত মূর্ত্তিকে আর সাধারণ পুতুল জ্ঞান করেন না। সর্ব্বদ্রষ্টা পরমেশ্বর তাহা দর্শন করেন। সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমেশ্বর তাঁহার অন্তর জ্ঞাত হন। তিনি দয়াময়, তন্ময় ভক্তের প্রতি আর নিষ্ঠুর হইয়া থাকিতে পারেন না। তখন দয়া প্রকাশ করেন। অনন্ত প্রকারে তাঁহার প্রকাশ—অনন্ত তাঁহার নাম। তাঁহার যে কোন নাম,যে কোন মূর্ত্তি আশ্রয় করিলেই হইতে পারে; নামের বা রূপের পার্থক্যে কিছু আসে যায় না। কৃষ্ণ, কালী, দুর্গা, শিব, আল্লা, গড, যে নাম আশ্রয় করি না কেন, যে নামে ডাকি না কেন, সমস্তই তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে। তিনি মাত্র মনের ঠাকুর,—আমার মন কি তাঁহাকে চায়, না ভোগৈ-শ্বর্য্য চায়! তাহা একবার নিজে নিজেই বুঝি না কেন! আমি কি তাঁহার জন্য ব্যাকুল, না ক্ষণস্থায়ী সংসার সুখের জন্য ব্যাকুল! একবার বুঝি না কেন? যদি তাঁহার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া থাকি, তবে তিনি নাকটেপা গোপালের মত নিশ্চয়ই দেখা দিবেন,—গোপীনাথের মত, মাধবেন্দ্রপুরীর জন্য, ক্ষীর চুরি করিবেন। কিন্তু যদি আমি ব্যাকুল থাকি ভোগ-সুখের জন্য, আমি যদি আমার সংসার-সুখ-ভোগের জন্য তাঁহাকে ডাকি, তাহা হইলে, তাঁহাতে তন্ময়তার পুরস্কার লাভ করিবার সৌভাগ্য আমি কোথায় পাইব! আমার চিত্ত যদি যুক্তিতর্কের সংশয়ে পূর্ণ থাকে, তাহা হইলে বিশ্বাসীর ধর্ম্ম-বিশ্বাস করিবার শক্তি, আমি কিরূপে লাভ করিব? আমার লোচনে, বচনে অন্তরে বাহিরে, সংশয়ের আবরণ, দৃঢ় বিশ্বাসীর, তন্ময় ভক্তের ভাগবদ্ধর্ম্ম আমার অগম্য অদর্শনীয় দেশে অবস্থান করে। ভুলুয়া।

কাশীধামের গুরুর ঘটনা ১৩১৬ সালে ঘটে। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট অক্ষয়বাবুর মুখেই আমি এবং ফণীন্দ্রবাবু (ডিষ্ট্রিক্ট সেসনজজ) প্রথম শুনি।

গরীব ব্রহ্মচারী—শিমলার বর্ত্তমান জমীদার অমৃতলাল সিংহ, গুরুচরণ সিংহের পৌত্র। তাঁর মুখে ১৩০৭ সালে গরীব ব্রহ্মচারীর বৃত্তান্ত শুনি। পরে একদিন সিরাজগঞ্জে হরেকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের মুখে হরকুমারের বৃত্তান্ত শুনি। এই সংস্করণে তাহা প্রকাশ করিলাম।

ভূষণা—ফরিদপুর জেলার একটী পরগণা। এস্থানে কাজির বিচারালয় ছিল, রাজা সীতারাম তাহা তুলিয়া দিয়া নিজের সেনানিবাস করেন। ভূষণায় রণরঙ্গিনীর মন্দির সীতারামের প্রতিষ্ঠিত। আমরা তাহার ভগ্নাবশেষ দেখিয়াছি। সেই স্থানে কামদেব-যাদবেন্দ্র প্রথম আসেন। তখন ভূষণায় গোপীনাথের মন্দির ছিল, মোহান্ত ছিলেন, গোরাচাঁদ গোস্বামী। "সঙ্কীর্ত্তন বন্দনা" নামে গ্রন্থ তাঁহারই রচিত। গোরাচাঁদ যাদবেন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। "সঙ্কীর্ত্তন বন্দনায়" সমস্ত লিখিত আছে। দৌলতপুর কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীমান সতীশচন্দ্র মিত্র সেই বই আমার নিকট হইতে নিয়া গিয়াছেন। কথা ছিল সমস্ত বই তিনি প্রকাশ করিবেন, তাহা করেন নাই। তাঁহার পঞ্চ গোস্বামীর মধ্যে মাত্র "হরিদাসের" বিষয়টুকু প্রকাশ করিয়াছেন।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের

পরিচ্ছদ ছিল, পায়ে ছ' আনার এক চটী জুতো, গায়ে এক উড়নি চাদর। এই পরিচ্ছদে তিনি ছোট-লাট বড়-লাটের দরবারে যাইতেন। অথচ তিনি ভারতের অদ্বিতীয় হিতৈষী।

যোগের অষ্টাঙ্গ সিদ্ধি—

১। অণিমা—অণুর মত হইতে পারা।

২। লঘিমা—লঘু হইতেও লঘু হইতে পারা। তুলোর মত বায়ুর উপরে ভাসিয়া বেড়ান যায়।

৩। প্রাপ্তি—ইচ্ছামত দ্রব্যাদি লাভ; অর্থাগম ইত্যাদি।

৪। প্রাকাম্য—সর্ব্ব-দ্রষ্টা হওয়া, দূরে বসিয়া কেহ কিছু করিলে বা বলিলে তাহা জানিতে পারা।

৫। মহিমা—যে কোন জীবের রূপধারণ করিতে পারা।

৬। ঈশিত্ব—ঈশ্বরত্ব, সমস্তের উপরে প্রভুত্ব করার শক্তি।

৭। বশিত্ব,—ইচ্ছামত সর্ব্বত্র গমনাগমনের শক্তি।

৮। কামাবশায়িতা,—ইচ্ছামত যে কোন স্থানে বা যে কোন অবস্থায় উপবেশনের শক্তি।

স্বামী বালানন্দ ব্রহ্মচারী,—দেওঘরে আশ্রম, যোগ-শক্তি-সমন্বিত, শতবর্ষী বৃদ্ধ, অথচ অবিকৃত-বুদ্ধি। প্রিয়-দর্শন, অমায়িক, আগন্তুকের প্রতি শিষ্টাচারী, সদয়-হৃদয়। বহু অর্থ সম্পত্তির অধিকারী। ডাক্তারখানা, সংস্কৃত-শিক্ষালয় স্থাপন পূর্ব্বক লোক-হিতৈষী।

"মণ্ডনে ভারতী পুরী সরস্বতীর বর",—

মণ্ডনমিশ্রের অন্য নাম সুরেশ্বরাচার্য্য। শঙ্গগিরির অন্য নাম শৃঙ্গারি। মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ এই স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানকে শৃঙ্গারি বা শৃঙ্গগিরি কহে। ইহা দাক্ষিণাত্যে। যোশী মঠ বা জ্যোতির্ম্মঠ বদরিকাশ্রমে। শারদা মঠ দ্বারকায়। গাইকোয়ারের কলহে শারদামঠ দুই স্থানে হইয়াছে। প্রভাসে একটী, ও দ্বারকায় একটী। প্রভাসমঠের বর্ত্তমান জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্যের নাম স্বরূপানন্দ তীর্থস্বামী। দ্বারকার জগৎ-গুরু শঙ্করাচার্য্যের নাম চন্দ্রশেখর আচার্য্যস্বামী। শারদা মঠের আদি স্থান দ্বারকায়।

এখন এক মঠের শঙ্করাচার্য্য, অন্য মঠের শঙ্করাচার্য্য হইয়াছেন। যেমন গোবর্দ্ধন মঠের (পুরী) "১৮শ" গুরু জ্ঞানানন্দ অরণ্য ছিলেন; তাঁহার যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে, শারদামঠের এক তীর্থস্বামীকে আনাইয়া, গোবর্দ্ধন মঠে স্থাপন করেন। তদবধি গোবর্দ্ধন মঠে তীর্থস্বামিগণ শঙ্করাচার্য্য। তাঁহা[illegible] আপনাদিগকে কাশ্যপগোত্রী বলেন।

মাধবদত্ত—"সম্বাও[illegible] লিখিত আছে। ইনি নাওরার জমীদার ছিলেন। তাহার কন্যা ভগবতীকে যাদবেন্দ্র বিবাহ করেন। যাদবেন্দ্রকে দর্শন করিয়া ভগবতীদেবী লজ্জায় মুখ অবগুণ্ঠনে আবৃত করেন, এবং জিজ্ঞাসিতা হইলে বলেন, যাদবেন্দ্র তাহার পূর্ব্ব ছয় জন্মের স্বামী ছিলেন।

সংগ্রাম সাহা—ভূষণার প্রায় তিন ক্রোশ উত্তরে চন্দনা নদীর তীরে মথুরাপুর সংগ্রাম সাহার বাড়ী ছিল। তিনি পশ্চিম হইতে আসেন, এবং এদেশে আসিয়াই পরগণার জমীদার হন। তিনি [illegible]দেব তার্কিকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার কীর্ত্তির মধ্যে এখন মাত্র একটী ক্ষুদ্র দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। তাহাকে দেউল বলে। তাহার ইটগুলির কারুকার্য্য দর্শনে চমৎকৃত হইতে হয়। লর্ড কার্জ্জন ফরিদপুরের পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর বাবু যোগেন্দ্র-নাথ দাসকে দিয়া এই ম[illegible]রের চারি[illegible] ইট সংগ্রহ করেন, এবং লণ্ডনে পাঠাইয়া দেন। ইট-[illegible]ত্র ছয় অঙ্গুলী দীর্ঘ, চার অঙ্গুলী প্রশস্ত এবং দুই অঙ্গুলী পুরু। তাহারই মধ্যে কোন খানিতে রাই রাজা, কোন খানিতে রাম-রাবণের যুদ্ধ, কোন খানিতে দেবী যুদ্ধ, ইত্যাদি অঙ্কিত। মাটীর উপরে চুলের মত সরু রেখায় খোদিত চিত্র আজ আড়াইশত বৎসরেও নূতনের মত আছে। বঙ্গদেশে কিরূপ শিল্পনিপুণ কারুকর ছিল, ইহা তাহারই পরিচয়। বুদ্ধগয়ার মন্দিরও একজন বাঙ্গালী মিস্ত্রীর নির্ম্মিত বলিয়া এখন প্রমাণীকৃত হইয়াছে। বাঙ্গলাদেশ যে বহুবিধ শিল্প-নৈপুণ্যের আদি স্থান, এ সমস্ত তাহারই পরিচয়।

সংগ্রাম সাহা এ দেশে আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "কোন্ জাতি শ্রেষ্ঠ?" লোকে বলে "ব্রাহ্মণ"। তিনি আবার প্রশ্ন করেন, "তাহার নিম্নে কোন্ জাতি?" লোকে বলে "বৈদ্য"! তিনি বলেন "হাম বৈদ্য।" এইরূপে তিনি বৈদ্যজাতির অন্তর্ভুক্ত হন। শুনা যায়, বানিয়া বহে এখনো তাঁহার বংশধরগণ আছেন।

৫ম দিন,—১ম পরিচ্ছেদ,—"পদ্মায় ধরিয়া মৎস্য ফেলায় উপরে।" ১৩১৯ সালের, কার্ত্তিক মাসে, ভুলুয়া বাবা ফরিদপুর ষ্টেশনে নেমে, জন্মস্থান ঘোষপুরে, জগদ্ধাত্রী পূজা করতে যাচ্ছিলেন। তিনি, তার পূর্ব্বে, তিন মাস রক্তামাশয়ে শয্যাগত ছিলেন। । অত্যন্ত দুর্ব্বল,—মাত্র ১০।১২ দিন পূ[illegible] রেছেন। ডাক্তারদের আদেশ ছিল, "মাছের ঝোল ও ভাত[illegible]াত্র পথ্য।" সে দিন তাঁর সঙ্গে আমি, ঘাটশীলা-গোপালপুরের জমীদার বাবু ভুজঙ্গভূষণ সিংহ, হাওড়া-শালকিয়ার বাবু নরেন্দ্রনাথ বসু, পাবনা-শাপল্লার বাবু বিপিনচন্দ্র ঘোষ, প্রভৃতি অনেকে ছিলাম। তাঁহার পথ্য মাত্র মাছের ঝোল, ভাত। আমরা ফরিদপুরে বাজার ভাঙ্‌লে পৌঁছি, সুতরাং বাজারের মাছ পেলাম না। মাছের জন্য নিকটে যত ভেঁসাল ছিল, বা মাছের আড্ডা ছিল, সমস্ত খুঁজেও মাছ পাওয়া গেল না। রুগ্ন শরীর[illegible]াত্রে তাঁকে কি পথ্য দেব, তার জন্য, সকলেই খুব দুশ্চিন্তায় পড়্‌লাম। বেলা প্রায় দেড়টার সময় রেল-ষ্টেশন হতে নৌকায় উঠ্‌লাম, এবং নৌকার মধ্যে ব'সে, ভুজঙ্গ বাবু ভুলুয়াবাবার রচিত গান ধর্‌লেন,—

ম[illegible]'রনা ছুটোছ[illegible]।
যোগে-ভা[illegible]যাহা আছে, আপ্‌নি তাহা যাবে জুটি ॥
কর্ম্ম-রজ্জু-বদ্ধ তুমি মন, মার হাতে সে রজ্জ[illegible] মুঠি।
সে, যখন বসায় তখন বসি, যখন উঠায় তখন উঠি ॥
সে যেমন বলায় তেম্‌নি বলি, যেমন হাঁটায় তেম্‌নি হাঁটি।
খাব খাব বল্লে কি হয়, তারই হাতে সরা কাঠি ॥
সাধ্য কাহার আছে ভবে, তাহার বিধান যায় উলটি।
এখন, ছুটোছুটি ত্যাগ করি মন, ধর তাঁহার চরণ দুটী ॥
কতই ধর্‌লে, কতই ছাড়্‌লে, তাই পেলে সে দিল যেটী।
ভুলুয়ার ভুল আগাগোড়া, বুঝ্‌ল না সার মোটামুটী ॥

গান হচ্ছিল,—নৌকা যখন বড় পদ্মায় পড়্‌বে, তখন বিপিন বাবু দেখ্‌লেন, প্রায় আট দশ সের ওজনের একটা ভাউস্ মাছ, জল হতে লাফ মেরে উপরে উঠ্‌ল। নৌকা নদীর ধার দিয়ে যাচ্ছিল, তিনি এক লাফ্ মেরে ডাঙ্গায় পড়্‌লেন, এবং ছুটে যেয়ে মাছটাকে ধর্‌লেন। রাত্রে আমরা কানাইপুরে এসে এক গৃহস্থের বাড়ী পাক ক'রে খেলাম। এক মাছে পঁচিশ জনের খাওয়া হল।

ভক্তের বোঝা ভগবান বহন করেন,—শুনা যায়, রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব একদিন বেগুন দিয়ে রুই মাছের ঝোল খেতে চান। কিছুক্ষণ পরে ভবানীপুরের এক বড় মানুষ প্রকাণ্ড এক রুই মাছ নিয়ে আসেন। কিন্তু আজ দেখ্‌লাম, পীড়িত সন্তানের পথ্যের জন্য স্নেহময়ী বিশ্বজননী পদ্মাগর্ভ হ'তে মাছ ধ'রে তীরে নিঃক্ষেপ কর্‌লেন। মাছ যখন তীরে উঠ্‌ল, আমরা বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়েছিলাম।

ডাক্তার হেমন্তকুমার চৌধুরী।
খানখানাপুর—ফরিদপুর।

মহেশ মণ্ডল—১২৯২ সালের মাঘী পূর্ণিমার দিন মহাপুরুষ মহেশের ইচ্ছামৃত্যু।

চন্দ্রনাথ সাহা—বাড়ী রাজবাড়ী মহকুমার অন্তর্গত বেলগাছিতে ছিল। মধুখালীর বন্দরে তাঁহার বৃহৎ দোকান ছিল। তিনি যেমন শ্রেষ্ঠ ধনশালী ছিলেন, তেমন পরম কৃষ্ণ-ভক্ত সাধুও ছিলেন। তিনি মহেশকে নমঃশূদ্র বলিয়া তুচ্ছ করিতেন না, সাধক বলিয়া ভক্তি করিতেন। মহেশ বিনামুল্যে কোন দ্রব্য লইত না, সে কাহারো দান গ্রহণ করিত না। চন্দ্রনাথ বাবু নানারূপ কৌশল করিয়া চা'ল, ডাল, নুন, তেল, ইত্যাদি প্রদান করিতেন।

মহেশ ধামা নিয়া হাট করিতে যাইত, হয় ত চারি আনার চা'ল কিনিবে,—দু পয়সার নুন কিনিবে,—তিন পয়সার তেল কিনিবে। চন্দ্রনাথ বাবুর দোকানে উপস্থিত হইল। তিনি মহেশকে নিকটে ডাকিয়া বসাইলেন,—তাহার ঘর-সংসারের মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিলেন, শেষে চুপে চুপে বলিতে লাগিলেন, "আমি তোমার কথাই আজ ভাব্‌ছিলাম। আজ বড় একটা সুবিধার দিন। আজ আমার একটা চালান এয়েছে; চা'ল, ডাল, নুন, তেল, ঘি, লঙ্কা এই সব জিনিস ভারি সস্তা; তা আর বল্‌ব কি? একেবারে জহরমনির (জার্ম্মানির) চালান! চা'লের পাকী মণ পড়েছে চার আনা, নুনের মণ দু আনা, তেলের মণ আট আনা, ঘির মন টাকা টাকা, লঙ্কা ত দু মণ এক পয়সা! তাই ভাব্‌ছিলাম তুমি আজ এলে বড় সুবিধা হ'ত। তোমাকে ত কিছু দিতে পারি না। আজ নগদ দামে একটু সস্তা দিতাম।

মহেশকে যে যা বলে তাই সে বিশ্বাস করে। লোকে

যে মিথ্যা বলিতে পারে, মহেশের তাহা ধারণাই নাই। চন্দ্রনাথ বাবুর কথা শুনিয়া মহেশের আনন্দের সীমা নাই! মহেশ বলিল, "মাল এত সস্তা! হ'লে ভাল, গরীব লোক আমরা দুটো খেয়ে বাঁচি।" শেষে চন্দ্রনাথ বাবু মহেশের নিকট হইতে ছ আনার পয়সা নিলেন; মহেশকে এক ধামা চাল দিলেন, এক বোতল তেল দিলেন; পাঁচ সের নুন, পাঁচ সের ভাল মুগ ডাল, নূতন পাত্রে দু সের ঘি; দু সের লঙ্কা ইত্যাদি দিলেন। তাঁর বাসার খাওয়ার আলু হইতে দু সের আলু দিলেন। শেষে মহেশকে বলিলেন, "আরো পাঁচটা পয়সা তোমার পাওনা র'ল। কিন্তু এ কথা কাকেও বল'না। এ চালান আমাদের নিজের জন্য। আর তোমার সঙ্গে খুব খাতির, ডাক্‌লে, হাঁক্‌লে তোমাকে পাওয়া যায়, তাই তোমাকে দিলাম!" মহেশ সস্তা দরে জিনিস কিনিয়া মহানন্দে বাড়ী ফিরিল এবং ছুটিয়া গিয়া উমাসুন্দরীকে ডাকিয়া আনিয়া, তাহার সস্তা কেনা জিনিস সব দেখাইল!

চন্দ্রনাথ বাবুর মত সজ্জন সাধক,—অতুলনীয় সদাশয়, যে দেশ মাত্র এক জন থাকেন, সে দেশও ধন্য।

৪র্থ দিন—৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ—কাশী ধামে জঙ্গম বাবা—জঙ্গম বাড়ীর জঙ্গম বাবা, পঞ্চাশ হাত লম্বা, তিন হাত প্রস্থ, এক হাত গভীর, এক গর্ত্ত করিয়া, তাহা তেঁতুল বা কয়লার কাঠে পূর্ণ করিতেন। শেষে তাহাতে আগুন ধরাইয়া জলন্ত অঙ্গারে পরিণত করা হইত। জঙ্গম বাবার এক শিব ছিল, তিনি তাহা পূজা করিয়া, বুকে ধরিয়া বাহির হইতেন, এবং সেই ভীষণ অগ্নিক্ষেত্র তিনবার প্রদক্ষিণ করিতেন। প্রথমে এক থান নূতন কাপড় মেলিয়া, সেই আগুনের মধ্যে ফেলা হইত; কাপড় মুহূর্ত্তে ভস্মীভূত হইত। তখন জঙ্গম বাবা শিব বুকে করিয়া সেই প্রখর আগুনের মধ্যে ভ্রমণ করিতেন।

কাশী সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের একজন প্রধান প্রফেসর বাবু ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এক দিন এক অদ্ভুত দৃশ্য তথায় দর্শন করেন। জঙ্গম বাবার দু এক বার ভ্রমণের পরে, যে কেহ সেই আগুনের মধ্যে ভ্রমণ করিতে পারিত, কিন্তু অঙ্গে কোন চর্ম্ম, বা জুতা ইত্যাদি লইয়া ভ্রমণ করিতে পারিত না। সে দিন বাঙ্গালীটোলের হাই স্কুলের একটী তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র, তাহার নূতন চটী জুতা জোড়া বগলে করিয়া,—জামার তলে ঢাকিয়া,—আগুনের মধ্যে বেড়াইতে গেল,—যেমন সে আগুনের মধ্যে পা দিল, অমনি এমন ভাবে পুড়িল যে, তিন মাস তাহাকে হাসপাতালে রাখিয়া সুস্থ করিতে হয়।

৫ম দিন—৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ—"মাধবদাসের পুত্র"—ফরিদপুর—রাজবাড়া [illegible]ীন বেলগাছী রেল ষ্টেশনের নিকটে [illegible]বিদাসের বাড়ী ছিল। যাদবদাস জমীদারী সেরেস্তায় নায়েবী করিয়া বেশ দু'পয়সার মানুষ হইয়াছিল। মাধব তার একমাত্র পুত্র এবং ললিতা বিশাখা নামে দুটি কন্যাও ছিল। মাধব সেকালের হিসাবে লেখাপড়া শিখিয়াছিল। সে ক্রমে কর্ম্মঠ যুবক হইল,—বিবাহ করিল,—সংসারের কাজ-কর্ম্ম সমস্ত বুঝিয়া লইল। যাদব পুত্র-গত-প্রাণ। সে তাহার তহবিল যোগ্য পুত্র মাধবকে দিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

সহসা যাদবের স্ত্রী ম[illegible] গেল, ললিতা বিধবা হইয়া সংসারে আসিল। ললিতা বৃদ্ধ পিতা যাদবের সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। সকালে দুটো ভাত রান্ধিয়া দেয়, যা যখন দরকার হয়, তা করে,—মাধবের পত্নীর তাহা সহ্য হয় না। মাধব পত্নীর পক্ষ হইয়া যাদবকে পৃথক করিয়া দিল। কি[illegible] টাকার [illegible] মাধবের হাতে, যাদব বিপন্ন হইল। তখন সে [illegible]মের লোক ডাকিয়া শা[illegible]লিস মানিল। গ্রাম্য শালিসীতে মাধব যাদবকে মাসে পনের টাকা দিতে বাধ্য হইল। যাদব শান্তির জন্য ললিতাকে লইয়া নবদ্বীপবাসে গমন করিল। কিন্তু মাধব সেখানে আর টাকা পাঠাইল না।

যাদব বিপন্ন হইয়া তিন মাস পরে দেশে আসিল। কিন্তু মাধব তখন তাহাকে আর বাড়ীতে ঢুকিতে দিল না। ললিতা পরের বাড়ী দাসী-বৃত্তি করিয়া বৃদ্ধ যাদবকে এক মুঠো অন্ন দিতে লাগিল। কিছুদিন পরে যাদব অতি- কষ্টে মরিয়া গেল। ললিতা বৈষ্ণবী হইয়া নবদ্বীপ চলিয়া গেল।

মাধব ক্রমে বড় মানুষ হইল,—তার পঁচিশ হাজার টাকার লগ্নী কারবার হইল। তার দুই পুত্র—তারা এণ্ট্রেন্স পাশ করিল, বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হইল। মাধবের বয়স যখন পঞ্চাশ, তখন তার স্ত্রী মারা গেল। মাধব বিবাহ করিতে উদ্যোগী হইল, তাহাতে তার দুই পুত্র বিরক্ত হইয়া উঠিল।

টাকাকড়ি সমস্ত মাধবের হাতে। তাহারা তাহা আত্মসাৎ করিতে উদ্যোগী হইল। এক দিন গভীর রাত্রে, মুখস পরিয়া কতকগুলি গুণ্ডা মাধবের শয়নগৃহে প্রবেশ করিল। মাধবের লোহার সিন্ধুকের চাবি ও কাগজ পত্র সমস্ত কাড়িয়া নিল। গুণ্ডা[illegible]দের অংশ নিয়া পলায়ন করিল। পু[illegible]র্থ ভাগ করিয়া নিজ নিজ বাক্সে উঠাইল। গ্রামের লো[illegible]জানিল, মাধব ও বুঝিল, ডাকাত পড়িয়া সমস্ত নিয়া গেল।

মাধব টাকার শোকে অধীর হইল। পুত্রেরা তাকে পদ্মার ওপার মথুরায়, তাদের মামা বাড়ী রাখিয়া আসিল। মাধব অতিশয় মনোকষ্টে সেখানে দুই বৎসর রহিল। পরে যখন সমস্ত ঘটনা প্রকাশ হইয়া পড়িল, তখন সে দুই পুত্রের নামে মোকদ্দমা করিল। দু'বৎসর পরে মোকদ্দমা, সে হারিয়া গেল। পুত্রেরা তখন তাহাকে খুন করিবার জন্য তাহার পাছে গুণ্ডা [illegible]াইয়া দিল। মাধব ভয়ে দেশত্যাগী হইল। তখন লোকে যাদবের কথা স্মরণ করিয়া কহিতে লাগিল, "যেমন কর্ম্ম, তেমন ফল।"

মাধব কোথায় গেল, কি হইল, কেহ বলিতে পারে না। বহু দিন পরে এক মহোৎসবে দেখা গেল, অতিবৃদ্ধ মাধব ভিক্ষা[illegible]য়া খায়। [illegible]কে বাতে ধরিয়াছে।

"সুশীলের[illegible]ত শাস্তি দিবে"—ভুষণার রামনগর গ্রামে গোবিন্দ পণ্ডিত বাস করিত। সে গোঁসাই ছিল। ভাগবত পাঠ করিয়া বেড়াইত। তাহার আশী বৎসরের বৃদ্ধ পিতা ছিলেন। তাহার স্ত্রী, তাহার পিতাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিত। বৃদ্ধ পিতা বাটীর বাহিরে ভাঙ্গা এক টীনের ঘরে থাকিতেন। গোবিন্দের স্ত্রী, পিতাকে টীনের থালে ভাত দিত,—টীনের গ্লাসে জল দিত, এবং অতিশয় নোংরা ছেঁড়া বিছানায় শোয়াইয়া রাখিত। শীতকালে, ছেঁড়া কম্বলে, ছেঁড়া কাপড়ের ওয়ার পরাইয়া গায় দিতে দিত। গোবিন্দ প্রায়ই ভাগবত-পাঠে বিদেশে থাকিত। যখন বাড়ী আসিত, তখন স্ত্রীর মুখে কেবল বৃদ্ধ পিতারই নিন্দা শুনিত। স্ত্রৈণ গোঁসাই যে-কয়দিন বাড়ী থাকিত, পত্নীর কথায় বৃদ্ধ পিতার কোন খোঁজ খবর নিত না। মুখরা পত্নী বৃদ্ধকে যদৃচ্ছা গালাগালি করিত।

গোবিন্দের পুত্রের নাম সুশীল,—বয়স সতের আঠার বৎসর,—কলেজে পড়ে, সে বিদেশে থাকে, নানারূপ দৃশ্য দর্শন করে, স্ব-দেশী ছেলেদের সঙ্গে মেশে, রুগ্ন দুঃস্থের সেবা করে, এবং ন্যায়ান্যায়ের বিচার করে। সে যখন আসে, বৃদ্ধ পিতামহের প্রতি তার মার এই সমস্ত অকথ্য ব্যবহার দর্শনে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হয়, এবং তার পিতাও কোন প্রতিকার করে না বলিয়া, পিতার প্রতিও বিরক্ত হয়।

সে এক দিন প্রাতে তার দাদাবাবুর নিকটে আসিয়া বসিল, এবং বলিতে লাগিল "দাদাবাবু, আজ আমি তোমার থালা, বাসন, সমস্ত আস্তাকুড়ে (আদাড়ে) ফেলে দেব। তোমার খাওয়ার আগে মা যখন সেগুলি নিতে আস্‌বে, তখন তুমি বল্‌বে, "সেগুলি ফেলে দিয়েছি!" আমি তখন ছুটে এসে, তোমাকে খুব তর্জ্জন গর্জ্জন করে বক্‌ব, তাতে তুমি দুঃখিত হ'ও না।" সুশীল তার দাদাবাবুকে এই সমস্ত কথা বলিয়া—টীনের থালা-বাসনগুলো আস্তাকুড়ে ফেলিয়া দিয়া, চলিয়া গেল।

ভাত দেওয়ার পূর্ব্বে সুশীলের মা আসিয়া দেখিল, সেগুলি বুড়ো ফেলিয়া দিয়াছে। তখন সে বাঘিনীর মত গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তুই ত সব ফেলে দিয়েছিস্;—তোর পিণ্ডী আমি এখন কিসে ক'রে দেব? পৃথিবীর লোক মরে, তোর ত মরণ নাই—যেন কচ্ছপের পরমায়ু! একেবারে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মার্‌লে! ভাঙ্গা ঘরে পড়ে থাকিস্, রাত্রে শেয়াল কুকুরেও তোকে খায় না। ভুষুণ্ডী কাক! পাপিষ্ঠ!"

এমন সময় সুশীল তথায় এক লাঠী হাতে উপস্থিত হইল, এবং মার পক্ষ হইয়া বৃদ্ধ পিতামহকে উচ্চৈস্বরে তিরস্কার আরম্ভ করিল। তাহাদের চীৎকারে পাড়ার লোক মহা বিপদ গণিয়া তথায় উপস্থিত হইল। গোবিন্দও আসিল। সুশীল লাঠী তুলিয়া বলিতে লাগিল,—"শালা, আজ তোকে খুনই কর্‌ব!—আজ আর তোর রক্ষা নাই! আমার মাথায় বাড়ী দিয়েছিস্, আমার সর্ব্বনাশ করেছিস্!—আমার আশা ভরসা সব নষ্ট করেছিস্! আজ আর আমি কারো কথা শুন্‌ব না। আগে তোকে খুন, তার পরে জল গ্রহণ!"

সুশীলকে তিন চারিজনে ধরিয়া রাখিতে পারে না! তখন গ্রামের এক বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হে বাপু! তুমি যে সকলের উপরে উঠ্‌লে! তোমার মা-ই

ত আছে,—খুন-খান যা করার সেইত করছে। তার উপরে তুমি এমন রুদ্রাবতার হচ্ছ কেন?

সুশীল—"হব না? শালা আমার আশা ভরসা উন্নতির পথ সমস্ত নষ্ট করেছে! আমি কত আশা করে বসে আছি,—মা বাবা বুড়ো হ'লে, আমি তাদিগে এই ভাঙ্গা ঘরে রাখব,—এই ছেঁড়া চটে শোয়াব,—এই ছেঁড়া কম্বল শীতকালে গায় দিতে দেব! আর এই কাশ ফেলার টীনের থাল গেলাসে অন্নজল দেব।—পাত কুড়ান ভাত-ডাল দেব! আর ভাত দিতে এসে মা যেমন হাত ঘুরিয়ে দাঁত খিচুয়ে,দরাজ গলায় ওকে সংস্কৃত শুনায়,—মা বাবাকে আমার বউও তেম্‌নি শুনাবে। কিন্তু তা হ'ল না? মা বাবার সেবার আসল জিনিস থাল গেলাসই ফেলে দিল! আমার জীবনই মিথ্যে কর্‌ল! আজ ওকে খুনই কর্‌ব!"

সুশীলের সঙ্কল্প শুনিয়া, পাড়ার লোক হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। গোবিন্দ পণ্ডিত অতিশয় লজ্জিত হইল। নিজের ইতরতা, এবং স্ত্রীর নীচাশয়তা তখন বুঝিতে পারিল। স্ত্রীকে তিরস্কার করিল, এবং পিতৃসেবায় মন দিল।

ষষ্ঠ দিন—২য় পরিচ্ছেদ—"এক সাক্ষী দেখ তার ঢাকা শ্রীনগরে,"—ঢাকা শ্রীনগরে একজন এল-এম-এস, ডাক্তার ছিলেন। তিনি ধর্ম্মপ্রাণ ও সাধুসেবা পরায়ণ ছিলেন। একবার দুই শিষ্য সঙ্গে করিয়া এক সন্ন্যাসী আসে। সে মাটীকে চিনি করিতে লাগিল,—লোকের ভূত ভবিষ্যৎ বলিতে লাগিল, মাদুলী দিয়া রোগ সারাইতে লাগিল। তার ভেল্কীতে মুগ্ধ হইয়া কেহ কেহ শিষ্য হইল। ডাক্তার বাবুও হইলেন। ডাক্তার বাবু গুরু-গত-প্রাণ হইলেন। গুরুদেবের প্রসাদ গ্রহণ আরম্ভ করিলেন। গুরু গাঁজা খান, তিনিও গাঁজা খাইতে লাগিলেন। গাঁজা খাইয়া মাথা কিছু বিকৃত হইল। তবু হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া, গুরুর আজ্ঞা পালন করিতে লাগিলেন। ডাক্তার বাবুর বাড়ীর অন্যান্য সকলে তাহাতে বিরক্ত হইলেন। কিন্তু ডাক্তার বাবুই বাড়ীর কর্ত্তা, তাই তাঁহার কার্য্যের প্রতিকূলে কেহ কোন কথা বলিতেন না। ক্রমে তিন বৎসর কাটিয়া গেল।

গুরু জগৎ উদ্ধারের জন্য কল্কী অবতার করিতে সঙ্কল্প করিল। ডাক্তার বাবু উপকরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার বাড়ী ইটের প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। বাড়ীর মধ্যে যজ্ঞক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট হইল। যজ্ঞের উপকরণ, দশ টীন কেরোচিন, দুই গাড়ী বাবলার কাঠ, বিছানার লেপ তোষক বালিশ কাঁথা ইত্যাদি। কাঠে কেরোচিন ঢালিয়া আগুন [illegible] হইল। লেপ তোষক আহুতি দেওয়া হইতে লাগি[illegible]গতিক বুঝিয়া বাড়ীর লোকেরা থানায় [illegible]

গুরুর সঙ্গী দুটো শিষ্যের মধ্যে একটা চণ্ডাল,—খুব বলবান। অন্যটা কৃশকায় দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ। গুরু চণ্ডালটাকে বলিল, "বৎস, এই ব্রাহ্মণকে বৈকুণ্ঠে পাঠাও, নারায়ণকে যাইয়া খবর দিউক।" সেই নিষ্ঠুর চণ্ডাল তখন ব্রাহ্মণের গলা কাটিয়া, তাহাকে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করিল। পরে গুরুর আদেশে ডাক্তার বাবু পাঁচ বৎসরের পুত্রকে ধরিয়া, কেরোচিন মাখা কাপড়ে জড়াইয়া আহুতি দেওয়ার উপক্রম করিলে, বাড়ীর [illegible]লোকেরা তাহাকে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া নিল।

তখন ডাক্তার বাবুর স্ত্রীকে ধরা হইল। চণ্ডালটা তাঁহাকে চীৎ করিয়া ফেলিল,—তাঁহার একপা পাড়াইয়া, অপর পা, দুই হাতে ধরিয়া, ফাড়িবার চেষ্টা করিল। সকলে তাঁহাকে [illegible]ড়াইয়া রক্ষা [illegible]রিল। এমন সময় দলবল লইয়া পুলিশ আসিয়া [illegible]স্থিত হইল। তাহারা গুরু-শিষ্য সব গেরেপ্তার করিয়া লইয়া গেল। মোকদ্দমা হইল, বিচারে চণ্ডালটার ফাঁশী হইল, গুরুর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইল, ডাক্তার বাবুর দশ বৎসরের জেল হইল। এই ঘটনা ১৩০৮ সালে প্রথম 'ঢাকা প্রকাশে' বাহির হয়।

"নদীয়া জেলার মধ্যে অন্য এক গুরু।"—মুড়াগাছার নিকটে ডোম পাড়ায় এক গুরু আসে। সে খুব মদ খায়। তার শিষ্যাও ডোম, তাকেও খুব মদ খাওয়ায়। শিষ্যাকে মাতাল করিয়া তার কোলের ছেলে তাকে দিয়া কুটিয়া রান্না করিয়া ভোজন করে। বিচারে গুরু-শিষ্যা উভয়েই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে যায়।

"শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব এক সাক্ষী তার"—'তন্ত্র-তত্ত্ব' লেখার সময় বিদ্যার্ণব মহাশয় কোন ধনশালী বণিকের বাড়ী যাইয়া কিছু মাসিক সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু সেই বণিক বলে, "যদি আপনি আমাদের বাজার-সরকারী

করিতে পারেন, আমরা মাসে আপনাকে ত্রিশ টাকা মাইনে দিতে পারি। দিনে দু'বেলা কাজ করিবেন, রাত্রে বাড়ী বসিয়া বই লিখিবেন। বিদ্যার্ণব তেজস্বী সাধক। তিনি গৃহে আসিয়া, এক ত্রিকোণ কুণ্ড করিয়া, মা সর্ব্বমঙ্গলাকে নির্ভর করিয়া দুই দিন অনাহারে থাকেন,তৃতীয় দিন ...পুর হইতে একশ টাকার এক টেলিগ্রাম মণিঅর্ডার আ... নি টাকা পাঠান, তিনি এক ধনশালী পশ্চিম দেশীয় সাধক। তিনি স্বপ্নে আদেশ পান, "বিদ্যার্ণব দু'দিন অনাহারে, তুমি তাহার খরচ পাঠাও।" বলাবাহুল্য, এই ঘটনার পরে বহু জনে তাঁহাকে সাহায্য করেন।

দেওয়ান শ্রীরঘুনাথ—বর্দ্ধমানের দেওয়ান রঘুনাথ রায় মহাশয়। বর্দ্ধমানের অন্তর্গত গঙ্গাতীরস্থিত চুপী তাঁহার জন্মস্থান। তাঁহার রচিত সঙ্গীত সমূহ "দেওয়ান মহাশয়ের সঙ্গীত" নামে প্রসিদ্ধ ও সমাদৃত। বাংলা গানে তিনিই প্রথম বড় বড় রাগ-রাগিণী যুক্ত করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ গায়ক আতা হোসেনের নিকট তিনি গান শিক্ষা করেন। তিনি যেমন মা জগদম্বার পাদপদ্মে তন্ময় সাধক ছিলেন, তেমনই পরহিত সাধনে মুক্তহস্ত ও কঠোর সত্যবাদী ছিলেন।

এক ব্রাহ্মণ একবার কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া তাঁহার নিকট ভিক্ষার্থী হয়। ব্রাহ্মণ মাত্র পাঁচটি টাকার আকাঙ্ক্ষী। কিন্তু সে দিন তহবিলে টাকা ছিল না। আবার লাটের কিস্তি এক সপ্তাহের মধ্যে। লাটের কিস্তি না দিলে, ত্রিশ হাজার টাকা আয়ের ভেরী-পরগণা বিক্রী হইয়া যায়। নায়েব গোমস্তা প্রত্যেকেই টাকার জন্য চিন্তিত। ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণ যখন শুনিল,তহবিলে টাকা নাই,—সে দিন কোন স্থান হইতে টাকা আসিবারও সম্ভাবন নাই,—তখন হতাশ হইয়া, নিজের অদৃষ্টকে-নানরূপে ধিক্কার দিয়া কাঁদিতে লাগিল। মুক্ত-পুরুষ, পরম ভাগবত, পর-দুঃখ-কাতর রঘুনাথ ব্রাহ্মণের আর্ত্তনাদ শ্রবণে ব্যথিত হইলেন, এরং ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "আজ যদি কোন স্থান হইতে কোন টাকা আসে, সমস্তই তোমাকে দিব ; তুমি আর চোখের জল ফেলিও না।"

ঘটনাচক্রে সে দিন লাটের কিস্তি দেওয়ায় জন্য, মহাল হইতে পাঁচ হাজার টাকা আসিল। সত্য-স্বভাব রঘুনাথ, সত্যের আদর্শ-সাধক রঘুনাথ,—সত্যরক্ষা করিতে সমস্ত টাকাই ব্রাহ্মণকে দান করিলেন। লাট না দেওয়ায় ভেরী পরগণা বিক্রী হইয়া গেল!

যে পাঁচ টাকার প্রার্থী, তাকে পাঁচ হাজার টাকা দান, এবং তার জন্য লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি নষ্ট করা, এই বিষয়-বুদ্ধির যুগে যেমন নিন্দার্হ, তেমন কার্য্যাকার্য্যবোধ-শূন্য নির্ব্বোধের কার্য্য। কিন্তু সত্যর্ষি-মণ্ডলে,—মহাপুরুষ-মণ্ডলে, ইহাই পরম পুরুষার্থ বলিয়া প্রশংসার্হ, এবং যথার্থ মনুষ্যত্বের পরিচয় ;—ইহাই মহাত্মা বলি রাজার সর্ব্বস্ব দান। এখন অর্থগৃধ্নু যুগে সত্যের মাহাত্ম্য কেবল খাতাপত্রে দৃষ্ট—কেবল স্বার্থপরের ঘোষণাপত্রে প্রচার—কেবল খল-কপটের সভ্যতা প্রদর্শনের ছলনা। সুতরাং আমাদের নিকটে ইহা ধারণার অতীত,—এমন ভাবে সত্য-রক্ষা সভ্যতার বিরোধী,—অথবা মূর্খত্বের পরিচয়।

কমলাকান্তকে মহারাজ ধীরাজ-তেজচন্দের সভায় রঘুনাথই প্রথম লইয়া পরিচিত করেন। তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর নন্দকুমার রায় মহাশয় দেওয়ান ছিলেন এবং রঘুনাথ সহকারী রূপে সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষন করিতেন। নন্দ কুমারের পরেই তিনি তেজ চন্দবাহাদুরের দেওয়ান হন। মাত্র পাঁচ বৎসর দেওয়ানী করিয়া ছিলেন। কমলা কান্তের দেহত্যাগের পর তিনি চুপীতেই অধিকাংশ সময় বাস করিতেন। শেষে তেজচন্দ্র বাহাদুরের দেহাবসানের পর আর তিনি বর্দ্ধমানে গমন করেন নাই। দেওয়ান বংশের তিনিই শেষ দেওয়ান। তাঁহার পর হইতে নামতঃ দেওয়ান রূপে এই বংশের এক এক জন রাজ-সরকারে চাকুরী করেন।

রঘুনাথের লোকনাথ নামে এক পুত্র ছিলেন। লোকনাথ সংস্কৃত, পার্শী, উর্দ্দু, ও ইংরেজী ভাষায় বুৎপন্ন ছিলেন, এবং তিনিই দেওয়ান-পদ প্রাপ্ত হইবেন বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। সহসা জ্বর-বিকারে ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন। সংসারের সর্ব্বপ্রধান আশ্রয়,—বৃদ্ধ কালের একমাত্র অবলম্বন, সর্ব্বগুণে অন্বিত উপযুক্ত পুত্র অকালে কাল গ্রাসে পতিত হইলেও, জীবন-মুক্ত মহাপুরুষ রঘুনাথকে বিন্দুমাত্র শোকগ্রস্থ বা বিচলিতি হইতে দেখা যায় নাই। পুত্র যখন শেষ মুহূর্ত্তে পতিত হইলেন, তখন তাঁহার নিকট সংবাদ প্রদত্ত হইল। তিন

তখন মাকালীর মন্দিরে বসিয়া মা নামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে তন্ময় ছিলেন। তিনি স্বাভাবিক সন্তোষের সঙ্গে উত্তর করিলেন, "যখন শ্মশানে লইয়া যাইবে, তখন একবার আমাকে জানাইও, গঙ্গায় একটা ডুব দিতে হইবে!"

একবার এক ব্রাহ্মণের গৃহদাহ হয়। ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বান্ত হয়। তখন ভেড়ী পরগণা বিক্রী হইয়াছে—সংসারে ও, অর্থাভাব দেখা দিয়াছে, প্রার্থীগণ আর স্বাধীন ভাবে তাঁহার সম্মুখে যাইতে পারে না। রঘুনাথ ব্রহ্মণের দুর্গতি শ্রবণ করিলেন—তখনই নিজে ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হইলেন, এবং একমাসের মধ্যে তাহার গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার গৃহস্থলী পূর্ব্বের মত করিয়া দিলেন।

পুত্র-শোক সহ করা, এবং অর্থাসক্তি একেবারে ত্যাগ করা, সাধারণ জগতে অসম্ভব ব্যাপার। জীবন মুক্ত মহাপুরুষ দেওয়ান রঘুনাথে তাহা সম্ভবপর হইয়াছিল। তিনি ১১৫৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১২৪৩ সালে নন্দোৎসবের দিন, মুক্ত পুরুষের মত, প্রত্যেক আত্মীয় স্বজনের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া, গঙ্গানীরে গমন করেন, এবং নাভি জলে দণ্ডায়মান হইয়া, মা ব্রহ্মময়ীর ধ্যানে তন্ময় হইয়া, ব্রহ্মলোকে গমন করেন।

শ্রীরাম দুলাল,—ত্রিপুরার দেওয়ান ছিলেন। বাড়ী শ্রীহট্টের অন্তর্গত কালীকচ্ছে। "জানি গো জানি গো তারা, তুমি যেন ভোজের বাজী। যে ভাবে যে ভজে তোমায়, তাতেই তুমি হওমা রাজী" প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের গান তাঁহার রচনা। শ্রেষ্ঠ সাধক।

ভজন

দিন ত ফুরায়ে গেল তারা!
সান্ধ্য-গগনে দেখা, দিল সান্ধ্য-তারা ॥
এল কাল-নিশা ঘোর, ভাবিয়ে হতেছি ভোর,
চতুর্দ্দিকে শুধু বিপদ ভরা,—
এ কাল-সঙ্কট-ঘোরে, কে রক্ষা করিবে মোরে,
তুমি যদি কর চরণ ছাড়া ॥
তনু হল বলহীন, ভরসা-বিহীন মন,
সঙ্কটে সহায় হবে, আর না দেখি এমন,
-বিহীন বসুন্ধরা,—
দেখি দুঃসময়াগত, হয়েছে সব পরের মত,
এত কাল ছিল ভবে, আমার আপন যারা ॥
কি মায়ায় বিমুগ্ধ হয়ে ঘুরিয়াছি আ-জীবন,
বিদগ্ধ অন্তরে এবে করি তার আলোচন,
হতেছি মা, ক্রমে স... কে কাণ্ডারী...—
দোষে-গুণে থাকে সবে, ...ভবে,
কে আর মুছাবে ... আমার অশ্রু-ধারা ॥
সঙ্কট-বারিণী তুমি, শঙ্করের ঘোষণা আছে,
শঙ্কা বিনাশিতে তাই এসেছি তোমার কাছে,
কিঙ্করে হও মা কৃপাপরা,—
ভুলুয়ার আসন্ন কালে, নিবারণ করিও কালে,
"জয় মা" বলি, হয় মা যেন, স্থির এ নয়ন-তারা ॥

পুরবী—কাওয়ালী।

মার মত কে সুহৃদ্ রে আর?
আমি কেন ভুলি তারে?
এমন স্নেহ কার আছে রে,
বুকে ধরি শাসন করে!!
আমি যে অবাধ্য ছেলে, করি না তা, মা যা বলে,
কূল ছেড়ে যাই অকূল জলে রে,—
ডুব্‌লে, ফিরে ভাস্‌ব না আর,
তাই মা আনে কেশে ধরে ॥
ঘরের ছেলে মন্দ হলে, মার প্রাণে যে আগুন জ্বলে,
দিবেনা তা সিন্ধু জলে রে,—
মায়ের মরম, মা না হলে,
এ ভবে কে বুঝ্‌তে পারে ॥
মা যদি "মর" বলে, তায় কি কারো মরণ ফলে?
সে বলা নয় মনের বলা রে,—
নইলে কেন জ্ঞান হারায় মা,
(ছেলের) একটু যদি মাথা ধরে ॥
ভুলুয়া তাই বলে রে মন, মার যত কঠিন শাসন,
মমতা তার প্রধান কারণ রে,—
মার পদে যার মরম বাঁধা,
সে ভিন্ন, তা বল্‌ব কারে ॥

মনোহর সাঁই সুর।

কোথায় যাব, সে জানে।
আমার, যাওয়া-আসা, তার বিধানে ॥

[illegible]

এক পা চলিতে নাহি অধিকার,
সঙ্গে সঙ্গে থাকে, চালায় সে আমাকে,
জাগরণে কিংবা শয়নে ॥
যা করায় সে, তাই করি [illegible]
নিশিদিন আ[illegible]ান,
ভাল-মন্দ আর, [illegible] আছে [illegible]র,
পরাধীন আমি যখনে ॥
রাখা-মারার কর্ত্তা সেই এবার আমার,
তারই হাতে আমার ভালমন্দের ভার,
ভুলুয়া গায় তাই, সেখানেই যাই,
নিয়ে যায় আমায় যেখানে ॥

— মূলতান—

এখন যা করেন মা কালী।
আমার, কর্ম্ম-দোষে ডুবেছে [illegible],
নিয়ে সুখের ডালি ॥
এসেছিলাম করতে বাজার, খোয়ায়েছি চৌদ্দ হাজার,
কেবল জুয়া খেলি,—
এখন, পারের কড়ি এক কড়াও নাই,
আমার [illegible]ফিল খালি ॥
যারা ছ'জন [illegible]রঙ্গ, তা[illegible] ভাবি অন্তরঙ্গ,
করিয়াছি কেবল কোলাকুলি—
এখন, তাহারাই নির্ম্মম হ'য়ে,
(মাথায়) হানিছে কুড়ালি ॥
সহায় সুহৃদ্ নাই কেহ আর
যে দিকে চাই সে দিক আঁধার,
মরণ আমার, হয় আজি নয় কালই,—
এবার বুদ্ধির দোষে খেয়েছি বিষ,
আপন হাতে ঢালি ॥
ভুলুয়ার দুর্গতি দেখি, কাঁদ্‌ছে বনের পশু-পাখী,
কালের চরে দিচ্ছে করতালি—
আবার, যাদের সেবায় জীবন গত,
তারাই, দিচ্ছে গালাগালি ॥ ("হলনা, পেলামনা" ব'লে)

— গৌরী—একতালা।

মন গিয়েছ ভুলে।
সেই একজন ব'সে আছে, ঘটনাঘটনের মূলে ॥

[illegible]
তারই হাওয়া বইছে তোমায়, [illegible]
এ বিশাল বিশ্বপটে, তার ইচ্ছা যা, তাই ত ঘটে,
ভুলুয়া গায়, কূল দিলে সে, কূল পাবি অকূলে ॥

— ভৈরবী,—গড়খেম্‌টা।

ভবে কর্ত্তা নাই সেই এক জন ছাড়া।
সে যা হুকুম কর্‌বে, তাহার নড়্‌বে না ক একটি কড়া ॥
তুমি আমি যে যা করি, সেই সকলের গোড়া।
এই কলের জগৎ তেমনি চলে, যেম্‌নি দেয় সে কলে মোড়া
কত কষ্টে জুঠ্‌লাম টাকা, করি কড়া কড়া।
সোনার বালা গড়্‌ব, আশা, গড়্‌লাম শেষে লোহার কড়া
মনের সুখে চড়্‌ব বলে, কিনে আন্‌লাম ঘোড়া।
রাত পোহালে যেয়ে দেখি, সে বাত হয়ে হয়েছে খোঁড়া
আমার, কত আশায় রং-বিরঙে দালান-কোঠা গড়া ॥
এবার এক মড়কে সব মরেছে, এখন জঙ্গলে হয়েছে জোড়া
মশলা পিশিবার আশে, কিনে আন্‌লাম নোড়া।
ভুলুয়া গায় সেই নোড়াই ত, ভেঙ্গেছে তোর দাঁতের গোড়া

— মিশ্র—গড়খেম্‌টা।

আমার, মনটাই গোলমেলে।
তাই, যেখানে যাই শান্তি না পাই, হাজারও পেলে
মূঢ় মনের নাই দৃঢ়তা, ঠিক রাখনা কোনও কথা,
প্রভাতে সঙ্কল্প করে, সন্ধ্যায় যায় ভুলে ॥
এ সংসারে আনি এবার, অন্ত নাই তোমার করুণার,
অযোগ্য হলেও মোকে, অনেক দিয়েছিলে ॥
থাকিলেও অনেক অপরাধ, করেছ অনেক আশীর্ব্বাদ,
সবই দিয়েছিলে কেবল, মনটাই না দিলে
ভুলুয়া তাই আক্ষেপে গাই, যা চাই তাহার চতুর্গুণ পাই
তবু বলি, দিলেনা কিছুই, এনে ভূতলে ॥

— ভৈরবী।

বহু দিন তোরে, কহিয়াছি মন, সাবধান হয়ে চল্‌না।
পরনিন্দা পরচর্চ্চা পরিহরি, পরাৎপরের কথা বল্‌না ॥
যার দোষ, তার সাজা সেই পাবে,
তোর কেন তায় ভাবনা
তোর দোষে তুই, কোথায় দাঁড়াবি, তাই একবার ভাব্‌না
নিজদোষ নিজে গণিতে বসিয়া, পাস্ কি না সীমা দেখ্‌না
বিচারে জবাব, কি দিবি তা আগে, ঠিকঠাক্ করি রাখ্‌না

নিজদোষ ঢাকি, পরদোষ বলি, জিতিবি এই ত বাসনা ?
ভুলুয়া ভণয়ে, বিচারক কাল, চালাকি সেখানে চলেনা ॥
—— ঝিঁঝিট ঠেকা।

দুর্গতি-সায়রে, মগ্ন-তরণী হাম, সন্তরণ নাহি জানি ॥
মাংস-প্রিয়, জল-জন্তু ভয়ঙ্কর, চৌদিকে বদন ব্যাদানি ॥
উদ্ধারক তুমি, সঙ্কট-সায়রে, পৃথ্বী ভরিয়া পরচার।
তাই ডাকে সঙ্কটে, মগ্ন ভগ্ন যত, উর্দ্ধে চাহিয়া বারবার ॥
দীর্ঘ জীবনে আমি, কভু তোমা ডাকি নাই,
নাহি তব পদে অনুবন্ধ।
চঞ্চল মতি মোর, চঞ্চল পথে ধায়, বিস্মৃত তব নাম-গন্ধ ॥
দুর্ম্মতি ভুলুয়া, মন্দ করমময়, কি দাবী তোমায় তাহার ?
তবু যদি নিস্তার, নিজগুণে দুস্তরে, গৌরব র'বে করুণার ॥
—— কীর্ত্তন—কাওয়ালী।

চঞ্চল মনটাকে ঠিক কর্।
(যাতে) আরো দুদিন বাঁচ্‌তে পারিস্,
তাহার উপায় ধর্ ॥
কেন রে এত ভোগের আশা,
ভোগেই যত রোগের বাসা,
(হয়) মনের দশা পশুর মত, মোহ নিরন্তর ॥
রয়না কোন উচ্চাসক্তি, রয়না জ্ঞান, হয়না ভক্তি,
(হয়) সত্যের উক্তি বিরক্তিকর, শুকায় কলেবর ॥
ভুলুয়া গায় যাই যেখানে, "মানুষ" বলি কেউ না মানে,
মুখের কথাও কয়না কেহ, কেবল হতাদর ॥
—— ভৈরবী—একতালা।

জগদ্ধাত্রী তুমি যখন, জগৎ যখন তোম[illegible] পায়,
দুখ্ যা দি[illegible] সইতেই [illegible], দুখ্ বলি আর কি দুখ্ তায় ॥
যতক্ষণ বল আছে বুকে, ততক্ষণই সইব দুখে,
দুখের ভারে মরব যখন, তখন দুখ্ আর দিবে কায় ॥
এনেছ দুখ্ দেওয়ার লাগি, করেছ তাই দুখের ভাগী,
(আমার) জলে স্থলে সমান দুঃখ,
দুখ্ ভাসে আকাশের গায় ॥
থাকুক তোমার দয়া অপার, আমার তাতে নাই অধিকার,
ভুলুয়া গায় থাকলে কি আর, হ'তাম এত নিরুপায় ॥
—— ভৈরবী—ঝাঁপতাল ॥

চাই যাঁরে, তাঁর সাড়া ত পাইনা,
তবে কেন হেথা, আসিলাম !
তবে কি আবার, কুহকে ভুলিয়া,
চেনা পথ আমি, হারা'লাম ॥
কতবার পথ ভুলিয়া ভুলিয়া কত বিড়ম্বনা, সহিলাম।
তবু, পথ ভোলা রোগ কিছুতেই আমি
ছাড়াইতে আর, নারিলাম ॥
যে পথে তাঁহার কাছে [illegible]
আমার [illegible] সে পথ ত বড়, প্রাণারাম।
কত ফল-ফুল--ছায়াময় তরু, আছে সেই পথে, ঠাম ঠাম ॥
সেইপথে নাই, কোন পশু-ভয়, নাই চোর-ডাকাতের নাম।
আছে পথভরা, অতিথি-সেবার, কত মনোরম, সুখধাম ॥
এ পথে কেবল, কলহ বিবাদ, আর পশু-ভয়, অবিরাম।
ভুলুয়া যে পথ, ভুলেছে এবার, এই সব, তার পরমাণ ॥
—— ভৈরবী—একতাল।

এখনো যদি উঠবি তোরা, শক্তি-পূজা ধর্।
শক্তি-তত্ত্ব অবলম্বি, অ[illegible]রের পূজা কর্ ॥
শক্তি পূজ্‌তে শক্তিমানের পূজা পরচার,
লোকাতীত শক্তি হ'লে, তার নাম অবতার।
কেন, শক্তি ছাড়ি, ব্যক্তি ধরি, লড়াই করিস্ পরস্পর ॥
নিতাই, চৈতন্য, শঙ্কর, বুদ্ধ, কৃষ্ণ, রাম,
শক্তি না দেখালে, কেউ [illegible] হতেন ভ[illegible] ?
মোরা, বিশ্বভরি পূজা করি, পূজি মাত্র একেশ্বর ॥
ইতর তর্ক, রাম বড, কি [illegible]ড় হনুমান,
যিনি রুদ্রাবতার হনু, তিনিই প্রভু রাম,
তোরা, হিংসা-নিন্দা ভুলি, এখন,এক পথে হ অগ্রসর ॥
যে যা ব'লে ডাকে, সে ডাক শুনে সেই একজন,
ধন্য সে, যে ভেদ-শূন্য, প্রেমে পূর্ণ মন।
ভুলুয়া গায় শক্তি' পূজি, শক্ত করেক্ কলেবর ॥
—— মিশ্র—গড়খেম্‌টা।